TO THE

RIGHT HONORABLE

GEORGE EARL of AUCKLAND,

G. C. B., &c. &c.

THIS WORK IS DEDICATED

WITH EVERY SENTIMENT OF RESPECT AND GRATITUDE

FOR

THE MANY AND GREAT BENEFITS

WHICH THAT COUNTRY,

WHICH FORMS THE SUBJECT OF THE FOLLOWING PAGES,

AND

OF WHICH THE AUTHOR IS A SUBJECT,

HAS DERIVED

FROM HIS LORDSHIP'S RULE

BY

HIS MOST OBEDIENT AND HUMBLE SERVANT,

THE AUTHOR.

ভূমিকা॥

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ দ্বারা ইংরাজি ভাষাতে ভারতবর্ষের ইতিহাসাদি নানাবিধ বৃত্তান্ত সংশ্লিষ্ট অনেকানেক পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে কিন্তু এতদ্দেশীয় বিচক্ষণ লোকেরা তত্তৎগ্রন্থের সম্বাদোদ্ধারণ করত বঙ্গভাষাতে যে কতিপয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন সেই ২ গ্রন্থে প্রয়োজনাভিধেয় সমাচারের অল্পতা থাকাতে অনুভব হয় যে পাঠকবর্গের মনঃ প্রাশস্ত্যের ও ন্যূনতা থাকিতে পারে অতএব সম্প্রতি কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজি পুস্তক হইতে অনুবাদিত হইয়া সন্দেশাবলি নামে এই গ্রন্থ সংগৃহীত হইল, ইহাতে গত সূচির কালাবধি ভারতবর্ষের কোন দেশ কোন ২ রাজা দ্বারা শাসিত হইয়া ইং ১৮১৫ শাল পর্য্যন্ত কীদৃশাকারে ছিল এবং কোন পর্ব্বত কোন স্থানে আরম্ভ ও কোন দেশে কতদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং নদ নদ্যাদির উৎপত্তি ও গতিস্থান এবং তাহারা কেমন গাম্ভীর্য্য দ্বারা কতি ক্রোশ গমন করিয়া কোন জলাশয়ে মিলিত হইয়াছে তাহা সমুদয় বিস্তার ক্রমে প্রকাশিত হইল, যদ্যপি সুপ্রজ্ঞ মহানুভব লোকদিগের সমীপে বিবিধ বিজ্ঞানশালি মনুষ্য কর্তৃক চাটুবচন রচনে সংগৃহীত গ্রন্থ ব্যতিত স্বল্পমেধাবিশিষ্ট মনুষ্যের গ্রন্থ প্রকাশ যোগ্য নহে তথাচ দেশাদির বিবরণ সম্মত এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পাঠকগণের বিষয় কার্য্যের কিঞ্চিদুপকার হইতে পারিবে এই অভিপ্রায়ে এতদ্গ্রন্থ সংগ্রহ করণে ভরসাপন্ন হইলাম বোধ হয় এই গ্রন্থান্তর্গত বিবরণ সকল যখন সজ্জন পাঠকগণের সুধাধার বদন হইতে বিনিগত হইবেক তখন সুধাস্পৃষ্ট হওয়াতে ভ্রম ও কাঠিন্যাদি দোষ হইতে বৈশিষ্ট্য হইয়া উৎকৃষ্ট রূপে

ভাসমান হইবেক, পরন্তু যে কোন দেশ কিম্বা পর্ব্বতাদির বিষয় পাঠ করিতে ইচ্ছা করিলে পুস্তক মধ্যে তাহা অন্বেষণ করিতে পাঠকদিগের কিঞ্চিন্মাত্র কাল ব্যাজ না হয় এই অভিপ্রায়ে অকারাদি বর্ণমালাদ্বারা রীতিক্রমশঃ উক্ত দেশাদি লিখিত হইল. কিন্তু ঙ ঞ প্রভৃতি কতিপয় বর্ণাদিশব্দ বঙ্গভাষাতে প্রায় ব্যবহার হয় না এবং এতদ্গ্রন্থের মূলক যে ইংরাজী গ্রন্থ তাহাতে কোন ২ বর্ণাদিদেশ প্রভৃতির বৃত্তান্ত প্রয়োজনাতিরেকে নাই, এতন্নিমিত্ত কতিপয় অক্ষর পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইতি

সাঙ্কেতিক ॥

ইং	ইংরাজী
বাং	বাঙ্গালা
সেং	সেণ্টির

যে ২ স্থানে বাং ক্রোশ বলিয়া সূচিত নাই সেই সকল স্থানে মাইল অর্থাৎ ইংরাজী ক্রোশ ব্যবহৃত হইয়াছে—

পত্র	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২২	৩	উৎপন্ন	উৎপত্তি
১২৩	১০	গনণা	গণনা
১২৬	২	ব্যায়ের	ব্যয়ের
১৩১	২৩	নিমভাগে	নিম্নভাগে
১৩২	২৩	করে	হয়
১৩৮	১	তদন্তবর্ত্তী	তদন্তর্ব্বর্ত্তি
১৪৩	৬	বিদ্বেষী	বিদ্বেষি
১৪৭	১৩	মধ্যাবীক্ষস্থ	মধ্যবর্ত্তিস্থ
ঐ	১৬	কর্ত্তিত্ব	কর্ত্তৃত্ব
১৫২	১	অনৈক্যতা	অনৈক্য
১৫৬	১০	দিগবর্ত্তী	দিগ্বর্ত্তি
১৫৮	১	ক্ষত্রীয়	ক্ষত্রিয়
১৬০	১৩	নেলোর	নেলোর
ঐ	১৯	পর্য্যটনকারী	পর্য্যটনকারি
১৬৭	২	প্রৌড	প্রৌঢ়
ঐ	১১	ঝিষির	ঋষির
১৬৮	৯	শংখ্যক	সংখ্যক
১৭১	৭	শিশার	সীমার
১৭২	১	বৎসরিক	বাৎসরিক
১৭৩	২	যুবারাজ	যুবরাজ
১৭৬	১৮	হস্তীগণ	হস্তিগণ
১৭৭	৭	লোমস	লোমশ
১৭৮	২২	অযোদ্ধ্যার	অযোধ্যার
১৮০	১৪	মহারাষ্ট্রীয়	মহারাষ্ট্র
১৮৩	২	নগরবাসী	নগরবাসি
ঐ	ঐ	দুষ্মীলোক	দুষ্মিলোক
১৮৫	১	দিরক্ষেত্র	কন্দাদিরক্ষেত্র
ঐ	২২	ব্যবসায়ীলোক	ব্যবসায়িলোক
১৯১	১২	ইং ১৭৯৯	ইং ১৭৮৯
২০৬	১৬	আশক্ত	আসক্ত
ঐ	১২	ক্রেশ	ক্লেশ
২১৩	৬	চতুরশ্রীয়	চতুরস্রীয়
২১৯	১৭	বক্ষ	বল্ক
২২[illegible]	৪১	নিচজাতিরা	নীচজাতীয়েরা
২৩১	১০	চতুরশ্রীয়	চতুরস্রীয়
২৩২	৩	পক্ষীর	পক্ষির
২৩৫	১৮	নদীর	নদের
২৪৮	৫	রাজওয়াদিয়াররে	রাজওয়াদিয়ারের
২৫১	১০	ক্লেশিত	ক্লিষ্ট
২৫৬	২৫	উক্তম	উক্ত
২৫৯	৩	অন্তর্ভুর্গত	অন্তর্গত
২৬০	১৩	স্বীকার	শিকার
৩১৪	৮	উচ্চ্বতা	উচ্চতা
ঐ	১০	আদ্রা	আর্দ্র
৩১৫	৩	তুম্বদ্র	তুম্বদ্রা
ঐ	১৭	ইদনীং	ইদানীং
৩৫৬	৯	ভক্ত্যাদি	ভিত্ত্যাদি

ঔ

সন্দেশাবলি

অর্থাৎ

ভারতবর্ষীয় বৃত্তান্ত ॥

অঙ্গোল ॥ কর্ণাটরাজ্যে অঙ্গোল নামক এক নগর আছে, সে মান্দরাজ হইতে ১৭৩ ক্রোশ উত্তর দিগে, পূর্ব্বকালে এক দুর্গ দ্বারা এই স্থান রক্ষ ছিল ক্রমে সে দুর্গ নষ্ট হইয়াছে, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে নবাবের সহিত সন্ধিতে এ নগর ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকার হইয়াছে। ১ ॥

অটক ॥ লাহোর রাজ্যে সিন্ধুনদের পূর্ব্ব দিগে অটক নামে এক নগর আছে, তথা ঐ নদ আষাঢ় মাসে এক ক্রোশের চতুর্থাংশের একাংশ ন্যূন প্রশস্ত হয়, উক্ত নগরের প্রাচীন নাম বারাণসী কিন্তু অটক নামে সচরাচর ব্যক্ত আছে, ইং ১৫৮১ বাং ৯৮৮ শালে অকবরশাহ্ বাদশাহ কর্ত্তৃক এ নগরে এক দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ২ ॥

অনুপশহর ॥ দিল্লী প্রদেশে বরেলি সংযুক্ত গঙ্গার পশ্চিম তীরে অনুপশহর নামক এক নগর আছে, ইহার পূর্ব্ব দিগস্থ উর্ব্বরা ভূমি সকল এতাদৃশ বন্ধ যে তথা গো মহিষাদি কোন পশু গমন করিয়া শস্যাদির হানি করিতে পারে না, এই নগরে যে বন আছে তাহার স্থানে ২ বরাহ মৃগ প্রভৃতি নানা পশু আছে, ও এ নগরের উত্তর পূর্ব্ব দিগের এক বৃহৎ পর্ব্বত প্রায় ২০০ ক্রোশ হইতে দৃষ্ট হয়, তথাকার বায়ু,

অতিশয় শীতল তৎপ্রযুক্ত বিষম জ্বর জন্মে, এই অনুপশহর দিল্লী হইতে ৭০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব, ঐ নগরের দক্ষিণ দিগে ইষ্টক নির্ম্মিত এক বৃহৎ দুর্গ আছে তথা হইতে ঐ নগর তাবৎ দৃষ্ট হয়, এবং পৌষ মাসান্তে ঐ স্থানের গঙ্গা অতি ক্ষুদ্রা হয় কিন্তু জল নির্ম্মল থাকে। ৩॥

অমরকোট॥ সিন্ধু প্রদেশে অমরকোট নামে এক নগর আছে, সে নগর সিন্ধু নদ হইতে ৩০ ক্রোশ পূর্ব্ব দিগে, পূর্ব্ব কালে ঐ নগর জাদরাপুত্রের স্বাধীন রাজ্য ছিল কিন্তু যোধপুর ও সিন্ধুদেশের মধ্যবর্ত্তিত্ব প্রযুক্ত ঐ নগরের নিমিত্তে ঐ উভয় রাজ্যের লোকদিগের মধ্যে বিরোধ হইত তৎপরে যোধপুরের রাজার অধিকার হইয়াছিল. ইহার ভূমি এতাদৃশ অনুর্ব্বরা যে কোন শস্য উৎপন্ন না হওনাতে নগরস্থ সৈন্যদিগের ভরণ পোষণ হয় না কেবল ঐ স্থানের বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক ও তীর্থ যাত্রিদের করদ্বারা তাহারদিগের নির্ব্বাহ হয়, ইহার নিকট বর্ত্তি স্থানে কোন পর্ব্বতের বনমধ্যে সিন্ধু দেশীয় আমীর গোলাম আলির এক প্রধান দুর্গ আছে অনুমান হয় তাহা তিনি আপনি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহার চারি দিবসের পথমধ্যে কোন জলাশয় নাই কিন্তু এই দুর্গ মধ্যে উত্তম ২ কূপ আছে, পরন্তু হুমাউন বাদশাহ সেরশাহ কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান হইতে বহিষ্কৃত হওয়াতে দারুণ দুরবস্থায় অমরকোটের রাজার নিকট এই বনে পলায়ন করিলে রাজা তাঁহার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন' এবং ঐ স্থানে ইং ১৫৪১ বাং ৯৪৮ শালে অকবর বাদ শাহের জন্ম হয়। ৪॥

অমরাবতী॥ বেরারদেশে নিজামের রাজ্যে বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ অমরাবতী নামে এক বাণিজ্য স্থল আছে সে

এলিচপুরহইতে ৩০ ক্রোশ দক্ষিণ দিগে, তথাহইতে অনেক তুলা ও অন্য ২ বাণিজ্য দ্রব্য শকট দ্বারা বিক্রয়ার্থে বঙ্গদেশে প্রেরিত হয়। এই অমরাবতীস্থান বঙ্গ দেশহইতে ৫০০ ক্রোশ অন্তর। ৫ ॥

অমৃতসর।। লাহোর রাজ্যে শিখ জাতির রাজধানী অমৃতসর নামক এক নগর আছে, ঐ জাতীয়েরা পুস্তকে লিখে যে এই নগর গুরুরামদাস নির্মাণ করেন এ কথা সত্য নহে যেহেতুক এ অতিপ্রাচীন নগর পূর্ব্বকালে ঐ স্থান চাক নামে বাক্ত ছিল কিন্তু গুরুরাম দাস ইহার প্রভা বৃদ্ধি করণপূর্ব্বক এক প্রশস্ত পুষ্করিণী খনন দ্বারা তাহার নাম অমৃতসর ব্যক্ত করিয়াছিলেন কালক্রমে এই নগরেরও ঐ নাম হইল। ইং ১৫৮১ বাং ৯৮৮ সালে ঐ গুরুরাম দাসের মৃত্যু হয়, পরে কিছু কালের নিমিত্তে এ নগরের নাম রামদাস পুর হইয়াছিল, ইহার চতুর্দ্দিগে ৮ ক্রোশ পর্য্যন্ত সমান ভূমি তাহার পথ সকল অপ্রশস্ত কিন্তু ইষ্টক নির্ম্মিত উত্তম ২ উচ্চ গৃহ আছে, অমৃতসরের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগ হইতে কাশ্মীরের শালবস্ত্র ও কুঙ্কুম এই নগরে আনীত হয়, এই স্থানে শিখ জাতির যে এক দুর্গ আছে পূর্ব্বকালে তাহার নাম রণজিৎ গড় ব্যক্ত ছিল, ইহার ৩৪ ক্রোশ অন্তরে ইরাবতী নদী হইতে এক নালা দিয়া এ স্থানে জলাগম হয় আর যে স্থানাবধি অমৃতসর ব্যক্ত আছে তথাহইতে ১৩৫ পদ পরিমিত ভূমিমধ্যে এক মন্দিরে গুরুগোবিন্দ সিংহের প্রতিমূর্ত্তি আছে। আহমদশাহ আবদালি অমৃতসরে আগমন পূর্ব্বক ঐ মন্দির দুইবার ভগ্ন করিয়া এবং এই তীর্থের জল নষ্ট করণাভিপ্রায়ে গোহত্যা করিয়া তন্মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন। ৬ ॥

অযোধ্যা।। হিন্দুস্থানে অযোধ্যা নামক এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে নেপালের অধিকারস্থ নানা ক্ষুদ্র নগর এক

হারার পূর্ব্ব দিগে বাহারদেশ এবং পশ্চিম দিগে দিল্লী ও আগরা নগর, অযোধ্যার দীর্ঘ পরিমাণ ২৫০ ক্রোশ ও প্রস্থতা সর্ব্ব শুদ্ধা ১০০ ক্রোশ, ইহার তাবৎ ভূমি উর্ব্বরা তৎপ্রযুক্ত উত্তম রূপে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে গোধূম যব ধান্য ইক্ষু নীল আফিম ও ভারত বর্ষীয় অন্যান্য শস্য অত্যুত্তম জন্মে ও যবক্ষার দ্বারা উত্তম লবণ প্রস্তুত হয়, এবং এ স্থানের ও কাশীর ও আগরার ও দোয়াবের লোকেরা বঙ্গদেশীয় দক্ষিণ দিগস্থ মনুষ্যাপেক্ষায় বলবন্ত ও সতর্ক হয় কিন্তু এই স্থানে বহুকালাবধি জবনাধিকারপ্রযুক্ত অনেক হিন্দু লোক জাতি ভ্রষ্ট হইয়াছে, আর প্রায় অনেক লোক ইংলণ্ডীয়দিগের সৈন্য কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, অযোধ্যাদেশ হিন্দুস্থানে অতি প্রসিদ্ধ যেহেতুক এই স্থানে রাজা দশরথের রাজ্যছিল. পরন্তু দিল্লীনগরে জবনাধিপের হইলে আওরঙ্গজেব বাদশাহের মৃত্যু হইলে এ দেশের নাম হইল, পরে সফদরজঙ্গ অযোধ্যারাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন, ইং ১৭৫৬ বাং ১১৬৩ শালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সুজাউদ্দৌলা সিংহাসনোপবেশন পূর্ব্বক ইং ১৭৭৫ বাং ১১৮২ শাল পর্য্যন্ত রাজ্য করত কালপ্রাপ্ত হইলেন। পরে তাঁহার পুত্র আসফউদ্দৌলা ইং ১৭৯৭ বাং ১২০৪ শাল পর্য্যন্ত রাজ্য করিলেন, পরে ইহার উপপত্নী সন্তান উজীরআলি অল্পকালের নিমিত্তে উত্তরাধিকারী হইয়াছিল কিন্তু তাহার জন্মকথা ব্যক্ত হওয়াতে ইংলণ্ডীয়েরা ইহাকে রাজ্য চ্যুত করিয়া ঐ মৃত নবাবের ভ্রাতা সাদতআলিখাঁকে ইং ১৭৯৮ বাং ১২০৫ শালে এই রাজ্যার্পণ করত ঘোষণাদ্বারা তাহার হিন্দুস্থানাধ্যক্ষ ও অযোধ্যাপতি নাম ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু ইহার নানা অত্যাচারে দেশ নষ্ট হইলে এবং ইংলণ্ডীয়েরদিগকে রাজকর না দেওয়াতে তাঁহারা আক্রমণ করিলেন তাহাতে উক্ত সাদতআলি খাঁ ইংলণ্ডীয়দিগকে ১৩৫২৩২৭৪ টাকা দিয়া সন্ধি করত চিরদিন রাজ্য করিলেন। ৭ ॥

অলকনন্দা ॥ হিমালয় পর্ব্বত হইতে অলকনন্দা নামে এক নদী নির্গতা হইয়া শ্রীনগর প্রদেশের দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর সহিত যুক্তা আছে তাহাতে অলকনন্দার নামও গঙ্গা হইয়াছে, এই নদী বৈদ্যনাথের উত্তর দিগে অল্প দূরে ১২ কিম্বা ১৩ হস্তাধিক প্রশস্তা নহে এবং তথাকার স্রোতঃ ও বেগ অল্প, ইহার আরো অধিক দূরে হিম দ্বারা বদ্ধ আছে এবং ইহার উত্তরে অলকানামে যে কুবেরের পুরী তথা কখন কেহ গমন করিতে সমর্থ হয় নাই। পরে রাণিবাগে এ নদীর ১১০ অবধি ১৬০ হস্ত পর্য্যন্ত প্রস্থ পরিমাণ ও ইহার স্রোতঃ এক ঘণ্টাতে সাত আট ক্রোশ গমন করে, আর ইহাতে তিন চারি হস্তদীর্ঘ রোহিত মৎস্য অনেক আছে, তথাকার ব্রাহ্মণেরা সেই মৎস্য ভক্ষণ করেন। ৮॥

আইনাপুর ॥ বিজাপুর রাজ্যে ও মরিচনামক স্থান হইতে ১২ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে মহারাষ্ট্রীয়েরদের অধিকার ভুক্ত আইনাপুর নামক এক বৃহৎ নগর আছে, তথা জবন জাতির বসতি তাহারা পূর্ব্ব কালের কাজারো দত্ত ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া কালযাপন করে। ৯॥

আগরা ॥ যমুনা নদীর দক্ষিণ পশ্চিম দিগে আগরা নামে এক রাজধানী আছে, ইহার উত্তর দিগে দিল্লী, দক্ষিণ দিগে মালোয়া, পূর্ব্ব দিগে অযোধ্যা ও আলাহাবাদ, পশ্চিম দিগে আজমেরদেশ. আগরার দীর্ঘ পরিমাণ ২৫০ ক্রোশ ও প্রস্থ সর্ব্ব শুদ্ধা ১৮০ ক্রোশ, এই নগর ইং ১৭০৭ বাং ১১১৪ শালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্য্যন্ত দিল্লীর অধীন ছিল পরে জাট ও মহারাষ্ট্রীয় এবং দিল্লীর প্রধান ২ লোক দ্বারা শাসিত হইত তন্মধ্যে নদজিফখাঁ ইং ১৭৭৭ বাং ১১৮৪ শালাবধি আপন মৃত্যু পর্য্যন্ত চম্বল নদীর উত্তর দিগস্থ আগরা দেশ স্বাধীন রাজ্য করিয়াছিল, কিন্তু ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে ঘোরতর

সংগ্রাম পূর্ব্বক জেনেরেল লেক কর্ত্তৃক ইংলণ্ডীয় দিগের অধিকার হইয়াছে। আগরা নগরের প্রধান নদী যমুনা ও চম্বল ও গঙ্গা তদ্ভিন্ন নানা ক্ষুদ্র নদী ও আছে, কিন্তু চম্বল নদীর উত্তর দিগে কিয়ৎ দূর অন্তরে শুষ্ককালে কৃষি কর্ম্মনিমিত্তে কূপজল ব্যবহার হয়, আর এ নগরের কোন স্থানে আকরীয় দ্রব্য জন্মে না, এবং তাবৎ পশ্বাদিও হিন্দুস্থানের ন্যায় হয়, কেবল ঘোটক বঙ্গ দেশ ও পূর্ব্ব দেশ ও দক্ষিণ দেশাপেক্ষায় উত্তম হয়। আগরার দুর্গ হইতে ৩ ক্রোশান্তে ও যমুনা নদীর দক্ষিণ দিগে শাহজাঁহান বাদশাহ কর্ত্তৃক শ্বেত প্রস্তরময় মুরতাঁজান বেগমের এক সমাজ আছে সে চতুর্দ্দিগে ৩৮০ হস্ত পরিমিত এবং উত্তর আগরা হইতে ৬ ক্রোশান্তরের সেকন্দ্রা নামক স্থানে অকবর বাদশাহের ও এক সমাজ আছে। ১০॥

আচীন॥ সুমাত্রা উপদ্বীপের উত্তর পশ্চিম দিগে সমুদ্র হইতে তিন ক্রোশান্তরে আচীন নামে এক দেশ আছে, এই দেশের যে রাজধানী নগর তাহার নাম ও আচীন, উক্ত নগর কোন এক পর্ব্বতোপরি স্থাপিত এবং তাহার চতুর্দ্দিগ তদপেক্ষা উচ্চ ২ পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত, এই নগরে আট সহস্র কাষ্ঠময় গৃহ আছে কিন্তু তথাকার রাজগৃহ উত্তম নহে, ঐ নৃপালয়ের নিকটে অনেক পিত্তল নির্ম্মিত কামান আছে তন্মধ্যে দুইটা কামান ইংলণ্ডাধিপতি ঐ আচীন দেশীয় রাজাকে উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন, উক্ত রাজধানীর অন্তঃপাতি সমুদয় গ্রামে কৃষি কর্ম্ম উত্তম হয়, এবং এই আচীন দেশে ভাদ্রমাসে কোরিঙ্গা ও পোর্টুগির দেশীয় অনেক বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোকের সমাগম হয়, আর ইউরোপীয় লোকেরা তথাহইতে যথেষ্ট ঘোটক বেত্র তাম্বূল ও কর্পূর প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী ক্রয় করিয়া লইয়া আইসেন তন্নিমিত্তে এঁহারা তথাকার রাজাকে ক্রীত দ্রব্যের মূল্য হইতে শতকরা ছয়

টাকা করিয়া শুল্ক প্রদান করেন এবং বঙ্গদেশ হইতে বিস্তর আফিম ও ইউরোপ হইতে লৌহ প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্যাদি ঐ আচীন দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে, উক্ত দেশে মালাই জাতীয় দস্যুদিগের অতিশয় দৌরাত্ম্য আছে। ১১ ॥

আজমের ॥ হিন্দুস্থান মধ্যে আজমের নামক এক নগর আছে, ইহার উত্তর দিগে মুলতান ও দিল্লী, দক্ষিণ দিগে মালোয়া ও গুজরাট, পূর্ব্ব দিগে দিল্লী ও আগরা, পশ্চিম দিগে সিন্ধুদেশ, এই নগরের তাবৎ গ্রাম সুদ্ধা উত্তর দিগ হইতে দক্ষিণ দিগ পর্য্যন্ত দীর্ঘতা ১৭৫ ক্রোশ ও প্রস্থতা ১১০ ক্রোশ তন্মধ্যে অনেক বসতি কিন্তু পথসকল অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কৃত, শাহজাঁহান কর্ত্তৃক এই স্থানে যে রাজগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে তদ্রূপ সুন্দর গৃহ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না তদ্ভিন্ন খাজা মৈনদ্দীনের এক প্রসিদ্ধ মসজিদ আছে সে ও শ্বেত সঙ্গমরমর প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত কিন্তু গঠনের সৌন্দর্য্য নাই, এ স্থান হইতে আগরা ১১৫ ক্রোশ তত্রাপি ইহার মাহাত্ম্যাধিক্য হেতুক আগরা হইতে অকবরশাহ বাদশাহের পরিবারেরা এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক স্নান করিতেন, এবং এ নগরের ৪ ক্রোশান্তরে হিন্দুদিগের পুষ্কর নামক এক তীর্থস্থান আছে। এই নগরে প্রথমতঃ আম্বাজি নামে মহারাষ্ট্রীয়ের অধিকার ছিল পরে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার ভ্রাতা বালারাও অধিকারী হইলেন, এবং অকবরশাহ বাদশাহের পুত্র জাহাঙ্গীর বাদশাহ এ নগরে কখন ২ রাজকর্ম্ম করিতেন, পরে ইং ১৬১৬ বাং ১০২৩ শালে ইংলণ্ডহইতে সর তামস রো প্রেরিত হইয়া এই নগরে এক বাণিজ্যাগার স্থাপিত করিয়াছিলেন। আজমের নগর দিল্লী হইতে ২৩০ ক্রোশ উজ্জয়িনী হইতে ২৫৬ ক্রোশ, বোম্বে হইতে ৬৫০ ক্রোশ এবং কলিকাতা হইতে ১০৩০ ক্রোশ অন্তর। ১২ ॥

আজি ॥ পাচিটী পর্ব্বত হইতে আজি নামে এক নদ নির্গত হইয়া বাহার পুদেশে গমন পূর্ব্বক কাটওয়ার নিকট গঙ্গাতে পতিত হইতেছে, তীর ভূমিতে ইহার প্রাশস্থ্য অধিক তথাচ তাহাতে বর্ষাকাল ভিন্ন নৌকা গমনাগমন করিতে পারে না। ১৩॥

আজিমগড় ॥ আলাহাবাদপুদেশে গাজিপুর হইতে ৩৭ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে গাজিপুর সম্মুক্ত আজিমগড় নামক এক নগর আছে। ১৪॥

আড়কট ॥ কর্ণাট রাজ্যে মান্দরাজ দেশাধীন আড়কট নামে এক রাজ্য আছে, তাহার অন্তঃপাতি সাতিবিদি পুলিকট কুলঘুড় ইত্যাদি গ্রাম আছে ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে এতাবৎ গ্রাম কর্ণাটের নবাবকর্তৃক ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পিত হইয়াছে। ১৫॥

আফগানস্থান ॥ সিন্ধু নদের পশ্চিম দিগে কান্ধার নগর হইতে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত আফগানস্থান নামক এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার উত্তর পশ্চিম দিগে কোন পর্ব্বত দ্বারা পারস্যের বামিয়ান রাজ্য পৃথক হইয়াছে. উত্তর দিগে কাফের স্থান, দক্ষিণ দিগে বালুকা ভূমি, পূর্ব্ব দিগে সিন্ধু নদ দ্বারা সীমা বদ্ধ এবং পশ্চিম দিগে পারস্যের সেজিস্থান ইহার দীর্ঘতা উত্তর দিগ অবধি দক্ষিণ দিগ পর্য্যন্ত ৩৫০ ক্রোশ এবং পূর্ব্ব দিগ অবধি পশ্চিম দিগ পর্য্যন্ত প্রস্থতা ৩০০ ক্রোশ পরিমাণ হইবেক, এ দেশের লোকেরা বলবন্ত ও পরিশ্রমী এবং তাহারা সৈন্য কর্ম্ম ও দস্যুবৃত্তি ভিন্ন কোন সদ্ব্যবসায় করে না, আফগান দেশ যে প্রকার বৃহৎ স্থান তদুপযুক্ত লোকের বসতি নাই, এবং তথা জবন জাতি অপেক্ষায় হিন্দুজাতি অত্যল্প তাহারা

ঐদেশাধীন নানা নগরে বাস করত বণিক্কের ব্যবসায় করে ইং ৯৯৭ বাং ৪০৪ শালে সুবক্তগীনামক টাটার দেশীয় এক ব্যক্তি সৈন্যাধ্যক্ষ এই দেশাধিকারপূর্ব্বক গজনেননামক স্থানে রাজ ধানী করিল পরে ইহার পুত্র মহমুদ পারসের ও হিন্দুস্থানের অধিকাংশ স্থান আক্রমণ করিয়াছিল পরে ২০৭ বৎসর অর্থাৎ ইং ১১৫৯ বাং ৫৬৬শাল পর্য্যন্ত ইহার বংশোদ্ভবের রাজ্য থাকিয়া পরে লোপ হইল ও মহমুদ গোরি নামক আফগান জাতি বাদশাহের রাজ্য হইল, তৎপরে এলদোজনামক ইহার এক হুকোর অধিকার হওয়াতে পারসহইতে কারাজিম বাদ শাহ সিন্ধু নদীর পশ্চিমদিগে অধিকার করিল পরে জালালুদ্দীন নামক ইহার উত্তরাধিকারী জঙ্গীস খাঁর সহিত যুদ্ধপূর্ব্বক পরা ভূত হওয়াতে তৎকর্ত্তৃক বহিস্কৃত হইল, ও এইকালে আফগান জাতির বৃত্তান্তলোপ হইয়াছে, ব্যক্ত আছে যে ইং ১৩৯৮ বাং ৮০৫ শালে তৈমুর বাদশাহের হিন্দুস্থানে আগমনের পূর্ব্বকালা বধি আফগানিস্থান ক্রমাগত দিল্লী নগরাধীন ছিল, এবং এই তৈমুর শাহের মৃত্যু হওয়াতে মোগল জাতির রাজ্য খণ্ড২ হইয়া নষ্ট হইল, তৎপরে বাবোরশাহ কাবোল ও গজনেন দেশ জয় করত তাহার বংশাবলি ঐদেশাধিকারী হইয়াছিল। ইং ১৭ ২০ বাং ১১২৭ শালে আফগানেরা পারস দেশ জয় করিলে নাদরশাহ কর্ত্তৃক ইং ১৭৩৭ বাং ১১৪৪ শালে তথাহইতে বহিস্কৃত হইল, ইং ১৭৩৯ বাং ১১৪৬ শালে তৎকর্ত্তৃক দিল্লী নগর জয় হইলে আফগানস্থান সন্ধিদ্বারা পারস রাজ্যাভুক্ত হইল, ও ইং ১৭৪৭ বাং ১১৫৪ শালে গুপ্তাঘাতে ইহার মৃত্যু

হওয়াতে অহমদশাহ আবদালি এইদেশাধিকারপূর্ব্বক বহুকাল পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া ইং ১৭৭৩ বাং ১১৮০ শালে পরলোক প্রাপ্ত হইল, কিন্তু ইহার রাজ্যকালে মহারাষ্ট্রীয়েরদিগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তাহারা যবনজাতি বাদশাহদিগকে হিন্দুস্থানহইতে বহিষ্কৃত করিল, তৎপরে অহমদশাহ আবদালির পুত্র তৈমুর শাহের রাজ্য হইয়া অল্পকালের মধ্যে লাহোরদেশ শিখ জাতির প্রতি অর্পিত করিতে হইল, এবং এই বাদশাহ ১৯ বৎসর রাজ্য করিয়া ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলেন, তদনন্তর ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমাউনবাদশাহ হিরাত ও কান্ধার রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, আর কনিষ্ঠ পুত্র জেমনশাহ কাবোল ও আফগানস্থান ও কাশ্মীর ও মুলতানদেশপ্রাপ্ত হইলেন পরে এই জেমনশাহ আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হুমাউন বাদশাহের দুই চক্ষুরুৎপাটন করিয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিলে ইং ১৭৯৬ বাং ১২০৩ শালে সে বাদশাহ ২৩০০০ অশ্বারূঢ় সৈন্য সমভিব্যাহারে লাহোর পর্য্যন্ত আগমন করত হিন্দুস্থান মধ্যে লোকেরদিগকে সশঙ্কিত করিয়াছিলেন, ইং ১৮০২ বাং ১২০৯ শালে মহমুদশাহ নামক আর এক ভ্রাতাকর্ত্তৃক ঐ জেমনশাহও রাজ্যচ্যুত ও চক্ষুরুৎপাটিত হইয়াছিলেন, ইং ১৮০৯ বাং ১২১৬ শালে সুজাউলমুলক্ ইহার এক ভ্রাতা তাহাকে রাজ্যহইতে বহিষ্কৃত করিল।, তৎপরে আফগানদিগের রাজ্য বিবরণ আর কিছু ব্যক্ত নাই, কেবল ইং উক্ত শালে আফগান জাতীয় মহম্মদ খাঁ কাশ্মীরে স্বাধীন রাজ্য করিয়াছিল। ১৬ ॥

আম্বর ॥ আজমের প্রদেশে জয়পুরের প্রাচীন এক রাজধানী নগর আম্বর নামে ব্যক্ত আছে, সে ১১০০ বৎসর হইল স্থাপিত

হইয়াছে, ও আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজ্য কালে মেরজা জয় সিংহকর্ত্তৃক এস্থান পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হওয়াতে তন্নামানুসারে ইহার নাম জয়পুর হইয়াছে, এবং এ রাজা ইং ১৬৯৩ বাং ১১০০ শালে এই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অনেক বিদ্যানুশীলনে গুণী হইয়া এতাদৃশ অনুরাগের বৃদ্ধি করিলেন, যে মহমুদশাহ্ বাদশাহ্ এ রাজাকে পঞ্জিকা শুদ্ধ করণ ভারার্পণ করাতে ইং ১৭২৮ বাং ১১৩৫ শালে তৎকর্ত্তৃক এই কর্ম্ম সুন্দর সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৭।

আম্বালা ॥ দিল্লী প্রদেশে ও দিল্লী নগরহইতে ১২৬ ক্রোশ উত্তর দিগে আম্বালানামক শিকজাতির এক নগর আছে তন্মধ্যে ইষ্টক নির্ম্মিত অনেক গৃহ ও প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত এক দুর্গ আছে, কিন্তু এইস্থানের পথ এতাদৃশ ক্ষুদ্র যে একহস্তী কদাচ গমন করিতে পারে না. ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে মৃত গুরুবক্স সিংহের ও লাল সিংহের রূপকুঙার ও দয়াকুঙার দুই বিধবা স্ত্রীর এ নগরে অধিকার ছিল, এবং ইহারা সপ্ত কিম্বা অষ্ট সহস্র সৈন্য সমভি ব্যাহারে যুদ্ধ করণে সমর্থা হইত। ১৮॥

আরঙ্গাবাদ ॥ দক্ষিণ রাজ্যে আরঙ্গাবাদ নামে এক বৃহৎ নগর আছে. ইহার উত্তর দিগে গুজরাট প্রদেশ ও খান্দেস ও বেরার, দক্ষিণ দিগে বিজাপুর ও বিদর, পূর্ব্বদিগে বেরার ও হয়দরাবাদ এবং পশ্চিম দিগে সমুদ্র। ইহার প্রাচীন নাম গুড়খা নগর সে দৌলতাবাদহইতে কএক ক্রোশ অন্তর। ইং ১৬৩৪ বাং ১০৪১ শালে মালিক আম্বরের বংশোদ্ভবহইতে মোগল জাতিরা দৌলতাবাদ অধিকারপূর্ব্বক আরঙ্গাবাদে ইহার রাজধানী করিল। তৎপরে এ নগর বৃদ্ধি হওয়াতে তথা আওরঙ্গজেব বাদশাহ্ বাস করত আরঙ্গাবাদ নামে নগর ব্যক্ত

হইয়াছে ও ইদানীন্তন নিজামের রাজ্যভুক্ত হওয়াতে হিন্দুস্থানের অন্যান্য নগরের ন্যায় দুরবস্থাপ্রাপ্ত ও বসতির অল্পতা হইয়াছে, কিন্তু এ স্থানে পূর্ব্বকালে উন্নতি ছিল এমত বোধ হয়, যেহেতুক আওরঙ্গজেবের গৃহচিহ্ন ও উদ্যানের শোভা এবং এক ফকিরের উত্তম দেবালয় অদ্যাপি দৃষ্ট হয় আর এ নগরে যে এক হট্টস্থান আছে, তথা নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে, আরঙ্গাবাদ নগর পুণ্যগ্রামহইতে ১৮৬. ক্রোশ ,ও বোম্বেহইতে পুণ্যগ্রাম দিয়া ১৮৪ হয়দরাবাদহইতে ২৯৫. মান্দরাজহইতে ৬৫৭. দিল্লীহইতে ৭৫০, এবং কলিকাতা হইতে ১০২২ ক্রোশ অন্তর। ১৯।

আরাকেন ॥ বরমা জাতির অর্থাৎ বুহ্মাজাতির রাজ্য মধ্যে আরাকেন নামক এক রাজধানী নগর আছে, এ স্থানে ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শালে বরমারা যুদ্ধপূর্ব্বক ইহার এক দুর্গ অধিকার করিয়া অনেক ঐশ্বর্য্যাপহরণ করিয়াছিল- কিন্তু তন্মধ্যে কোন বহু মূল্য দ্রব্য ছিল না, কেবল পিত্তলনির্ম্মিত গৌতম ঋষির এক মূর্ত্তি সে প্রায় ৬॥ হস্ত পরিমিত ঊর্দ্ধ ও এই ধাতু নির্ম্মিত ভয়ানক পঞ্চ রাক্ষসের মূর্ত্তি আর লৌহের এক বৃহৎ অগ্নিযন্ত্র সে প্রায় ১২ হস্ত পরিমিত। এতাবৎ লইয়া অমরা পুরে প্রেরণ করিয়াছিল তথা অনেক তীর্থযাত্রিরা এই মূর্ত্তি দর্শনার্থে আগমন করে। ২০॥

আলমোরা ॥ উত্তর হিন্দুস্থানে আলমোরা প্রদেশে ও কুমাউন স্থানে কোন পর্ব্বত শ্রেণীর উপর আলমোরা নামক এক রাজধানী নগর আছে, তাহার পর্ব্বতের ক্রমশো নিম্নভাগে স্থানে ২ বসতি আছে তাহারা ভিন্ন দেশীয় মনুষ্য ও নেপালের

খুড়খালি রাজাকে ক্রমাগত কর দিয়াছে, এবং নেপাল রাজার সৈন্যদ্বারা এই নগর রক্ষা হইত। ২১॥

আলাহাবাদ॥ হিন্দুস্থানের মধ্যে আলাহাবাদ নামক এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে আগরা, ও, অযোধ্যা প্রদেশ, দক্ষিণ দিগে গণ্ডওয়ানার হিন্দুজাতির রাজ্য পূর্ব দিগে বাহার, ও গণ্ডওয়ানা এবং পশ্চিম দিগে মালোয়া, ও আগরা দেশ আছে, ইহার দীর্ঘতা ২৭০ ক্রোশ ও প্রস্থতা ১২০ ক্রোশ। এ দেশের উত্তর দিগে, গঙ্গা, ও যমুনা, গোমতী, কর্ম্মনাশা, ও নানা ক্ষুদ্র নদী আছে এবং গঙ্গার ও যমুনার সন্নিহিত নিম্ন স্থানের উর্ব্বরা ভূমি আর দক্ষিণ দিগে বন্দেলখণ্ডের সীমাবর্ত্তি পর্ব্বতস্থ উচ্চ গ্রামে ক্ষেত্রকর্ম্ম উত্তম হয় না, কিন্তু এ স্থানে পান্নানামক এক প্রসিদ্ধ হীরকের খনি আছে, ও এ পর্ব্বত নানা দুর্গদ্বারা বেষ্টিত এবং এ স্থানের জল ও বায়ু নিম্ন স্থান অপেক্ষায় ভিন্ন বোধ হয়, অর্থাৎ তথা যে প্রকার উত্তপ্ত বায়ু এ স্থানে তদ্রূপ নহে। আলাহাবাদ দেশে যবন জাতি অপেক্ষায় অনেক হিন্দুজাতি আছে, এবং প্রয়াগ তীর্থ হেতুক ঐ দেশ প্রসিদ্ধ হইয়াছে, আর বঙ্গদেশহইতে এ দেশে লবণ আনয়ন পূর্ব্বক হীরক, জবাক্ষর আফিম, চিনি, নীল, সূত্র, ও বস্ত্র প্রেরণ করে। কথিত আছে যে ইং ১০২০ বাং ৪২৭ শালে গজনেন নগরের সোলতান মহমূদ নামক হিন্দুজাতির শত্রু দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক বলাৎকারে অনেক হিন্দুরদিগকে স্বধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া ইং ১০২৩ বাং ৪৩০ শালে প্রতিগমন করিল তৎপরে দিল্লীর পাঠান বাদশাহেরা এ দেশে রাজ্য করত জৈনপুরে রাজধানী করিয়াছিল। পরে মোগল জাতির অধিকার হইলে অকবর

শাহ্ বাদশাহকর্ত্তৃক এ দেশ পৃথক্ সুবা হইয়া প্রয়াগ নামে ব্যক্ত হইল, ও ইহারদিগের হ্রাস হওয়াতে অযোধ্যার নবাবের রাজ্য হইল, তৎপরে ইং ১৭৬৪ বাং ১১৭১ শালে লার্ড ক্লাইব অযোধ্যার নবাব আশফউদ্দৌলাহইতে দিল্লীর রাজ্যচ্যুত শাহ্ আলম বাদশাহকে, আলাহাবাদদেশার্পণ করাতে এই বাদশাহ ইং ১৭৭২ বাং ১১৭৯ শালে দিল্লী নগরে প্রতি গমনপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয়েরদের নিকট বদ্ধ হইলেন। তাহাতে কোড়া ও আলাহাবাদ দেশ অযোধ্যার নবাবের পুনঃপ্রাপ্ত হইল ইং ১৭৭৫ বাং ১১৮২ শালে বঙ্গভূমিহইতে গিয়া ইংলণ্ডীয়েরা সন্ধিদ্বারা কাশী নগর প্রাপ্ত হইয়া ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে অযোধ্যার নবাব সাদতআলিহইতে আলাহাবাদ দেশ ও তাহার নিকটবর্ত্তি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২২॥

আলিগড়॥ দিল্লী প্রদেশে ও দিল্লী নগরহইতে ৭৬ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে আলিগড় নামক এক নগর প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত আছে ইং ১১৯৩ বাং ৬০০ শালে কোল নামক হিন্দুজাতিকর্ত্তৃক এ স্থানে এক দুর্গ নির্ম্মিত ছিল। ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে জেনেরেল লেকের অধীন সৈন্যেরা এই নগরে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া সে দুর্গ অধিকার করিল, তাহাতে ইংলণ্ডীয়েরদের অনেক সৈন্য নষ্ট হইল, এবং এই দুর্গ মধ্যে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার যত যুদ্ধসজ্জা ছিল, সে তাবৎ ইংলণ্ডীয়েরদিগের লভ্য হইল। ২৩॥

আশাম॥ বঙ্গ দেশের উত্তর পূর্ব্ব দিগে আশাম নামক এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার দীর্ঘতা ৭০০ ও প্রস্থতা ৭০ ক্রোশ ও এ দেশ ব্রহ্মপুত্র নদদ্বারা তিন অংশে বিভক্ত অর্থাৎ বঙ্গ

পুত্রের উত্তর দিগে উত্তর পাড়া, এবং দক্ষিণ দিগে দক্ষিণ পাড়া, তদ্ভিন্ন এই নদদ্বারা এক বৃহৎ উপদ্বীপ হইয়া উচ্চ ও নিম্ন আশাম নামে দুই খণ্ডে বিভক্ত আছে, এবং বঙ্গদেশহইতে এ দেশে প্রবেশ করিলে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর দিগে কান্দার চৌকিতে, ও দক্ষিণ দিগে নাগর বাটীতে, এ দেশের আরম্ভ দেখা যায়। আশাম দেশের মহত্ত্বপ্রযুক্ত যেখানে যত নদী আছে, ততোধিক আর কোন দেশে নাই, যেহেতুক তথা ৬১ সংখ্যক নদ নদী নির্ণয় হইয়াছে কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নদের আরম্ভস্থান ব্যক্ত নাই, ইং ১৫৮২ বাং ৯৮৯ শালে আবলফজলকর্ত্তৃক লিখিত আছে, যে আশাম রাজ্য কামরূপে যুক্ত ছিল, ও তথাকার রাজা অনেক ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন, পরে তিনি লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার অনুচর ও অনুচরীরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ রাজার শবের সহিত আপনারা ও সমাধিগ্রহণ করিয়াছিল। আশাম দেশে শাকাদি উৎপন্ন হয়, এবং পশ্বাদি ও লোকের বল বঙ্গদেশীয়েরদিগের ন্যায় হইয়া থাকে, অধিকন্তু এ দেশে স্বর্ণ জন্মে, আশামের প্রধান নগরের নাম জায়গাং এ স্থানের রাজা বহুকাল পর্য্যন্ত রাজ্য করত স্বর্গীয় রাজা নামে খ্যাত হইয়াছিল, কিন্তু ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে মমারিরা ইহার বিদ্রোহী হইয়া রাজগৃহ, ও দুর্গ সমভূমি করিয়াছিল, তৎপরে যবন জাতিরা যে কোন সময়ে এ দেশ আক্রমণপূর্ব্বক ঐ তাবৎ দুরবস্থা দৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার কিছু নিদর্শন নাই, ইং ১৬৩৮ বাং ১০৪৫ শালে শাহজাহান বাদশাহের রাজ্যকালে আশাম দেশীয়েরা ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া আগমনপূর্ব্বক বঙ্গ দেশ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু ঐ বাদশাহের সৈন্যকর্ত্তৃক পরাভূত হওয়াতে, আশামের সম্মুখস্থ কিয়

দংশ ঐ বাদশাহের অধিকার হইল। পরে আওরঙ্গজেব বাদ শাহের রাজ্য কালে মওজম খাঁনামক ইহার সেনাপতি কোচ বেহার দেশ পর্য্যন্ত আগমনপূর্ব্বক আশাম দেশ জয় করিয়া জারগাং নামক ইহার রাজধানীতে উপস্থিত হইল, কিন্তু বর্ষা রম্ভ হইলে এতদ্দেশীয়েরা গুপ্তস্থানহইতে আগমনপূর্ব্বক বাদ শাহের সৈন্যেরদিগকে উৎখাত করিলে তাহারা পীড়িত হইয়া কিয়দংশ নষ্ট হইল, আর অত্যল্প অবশিষ্ট সৈন্যেরা অপ্রশস্ত পথ দিয়া পলায়ন করত ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত আগমনে সমর্থ হইল, হিন্দুস্থানের যবনেরা ব্যক্ত করিত, যে আশাম দেশে অনীশ্বর বাদী ও ভূত প্রেত প্রভৃতি বাস করে। প্রায় ইং ১৭৯৩ বাং ১২০০ শালে বঙ্গ দেশহইতে ইংলণ্ডীয় সৈন্যেরা কোন রাজ্য চ্যুত রাজার সহায়তার নিমিত্তে প্রেরিত হইলে তাহারা জার গাং রাজধানীতে স্বচ্ছন্দে উপস্থিত হইয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিল, কিন্তু তথাকার জল বায়ু অত্যন্ত পীড়াদায়ক, তৎপ্রযুক্ত অসহিষ্ণু হওয়াতে অত্যল্প সৈন্য প্রত্যাগমন করিয়াছিল। ২৪॥

আহমদনগর ॥ নব্য আওরঙ্গাবাদ প্রদেশে আহমদ নগর নামক এক নগর পূর্ব্বকালাবধি প্রসিদ্ধ হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত দক্ষিণ দেশীয় বাদশাহেরদিগের রাজধানী ছিল, পরে দক্ষিণ দেশস্থ ভামিনিদিগের রাজ্য লোপ হইলে অহমদশাহ ইং ১৪৮৯ বাং ৮৯৬ শালে এ নগর অধিকার করিয়া ইং ১৪৯৩ বাং ৯০০ শালে রাজধানী নির্ম্মাণ করত ইং ১৫০৮ বাং ৯১৫ শালে লোকান্তরপ্রাপ্ত হইল। পরে ইং ১৫৫৩ বাং ৯৬০ শালে বোরহান নিজাম শাহের ও ইং ১৫৬৫ বাং ৯৭২ শালে হোসেন নিজাম শাহের মৃত্যু হইল, অপর

ইং ১৫৮৭ বাং ৯৯৪ শালে মোরতিজা নিজামশাহ রাজ্য করত ক্ষিপ্ত হওয়াতে আপন পুত্র মীরন হোসেনকর্ত্তৃক ইং ১৫৮৭ বাং ৯৯৪ শালে হত হইল, তৎপরে এই মীরন হোসেন দুই মাস তিন দিবস পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া গুপ্তাঘাতে পরলোক গমন করিল, এবং ইসমাইলনিজাম শাহ অল্পকালরাজ্য করণানন্তর পিতাকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কারাগারে বদ্ধ ছিল, ইং ১৫৯৪ বাং ১০০১ শালে বোরহান নিজাম শাহের লোকান্তর হইলে এব্রেহেমশাহ চারি মাস রাজ্য করিয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল, এবং বাহাদুরশাহ নামে এক শিশু মোগলকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া গোয়ালিয়র দুর্গ মধ্যে যাবজ্জীবন কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া প্রায় ইং ১৬০০ বাং ১০০৭ শালে তাহার মৃত্যু হইলে আহমদ নগরের নিজামশাহের বংশ একেবারে ধ্বংস হইল কিন্তু তৎপরে কোনহ ব্যক্তিরা আপনারদিগকে ঐ বংশোদ্ভব বলিয়া ইং ১৬৩৪ বাং ১০৪১ শালের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত দৌলতাবাদে বাস করিয়াছিল, পরে ঐ নগর ও নিজাম শাহের তাবৎ রাজ্য মোগলদিগের অধীন হইয়া ইং ১৭০৭ বাং ১১১৪ শালের পূর্ব্বাবধি আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্য্যন্ত দিল্লীরাজ্যাধীন ছিল, পরে মহারাষ্ট্রীয়কর্ত্তৃক আশু আক্রান্ত হইয়া ইং ১৭৯৭ বাং ১২০৪ শাল পর্য্যন্ত পেশ্বার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, পরে দৌলতরাও সিন্ধিয়া বলদ্বারা পেশ্বার নিকটহইতে আহমদনগরের দুর্গ ও চতুর্দ্দিগস্থ ভূমি অধিকার করিয়া কেবল পুণ্যনগর হস্তগত করিয়াছিল এমত নহে, কেননা পেশ্বার ও নিজামের রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্তও হইয়াছিল। ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে

দৌলতরাও সিন্ধিয়া জেনেরেল ওএলিসলিকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া সন্ধিদ্বারা এই নগর ইং লণ্ডীয়েরদিগকে অর্পণ করিল, কিন্তু ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে পেশ্বা তাহারদেরহইতে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ছিল। আহমদনগর পুণ্যনগরহইতে ৮৩ ক্রোশ, বোম্বে হইতে পুণ্যনগর দিয়া ১৮১, হয়দরাবাদহইতে ৩৩৫, উজ্জয়িনী হইতে ৩৬৫, নাগপুরহইতে ৪০৩, দিল্লীনগরহইতে ৮৩০, এবং কলিকাতাহইতে ১১১১ ক্রোশ অন্তর। ২৫ ॥

আহমদাবাদ ॥ গুজরাট প্রদেশে শাবরমতী নামে এক ক্ষুদ্র নদীর তীরে সমভূমির উপরে আহমদাবাদনামক রাজধানী এক নগর আছে, সে প্রায় ইং ১৫০০ বাং ৯০৭ শালের মধ্যে কোনহ স্বাধীন রাজার প্রসিদ্ধ রাজধানী হইয়া ইং ১৪৫০, বাং ৮৫৭ শালে মহম্মদ বেগরা বাদশাহের রাজত্ব পর্য্যন্ত সম ভাবে ছিল, তৎপরে অনেক হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি এ প্রদেশের অন্যান্য স্থানাপেক্ষায় উত্তম প্রাচীরদ্বারা বদ্ধ আছে, ইং ১৭৮০ বাং ১১৮৭ শালে জেনেরেল গডার্ড এ নগর আক্রমণ করিলে তথাকার লোকেরা ইহার রক্ষার্থে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিল বটে কিন্তু ইংলণ্ডীয়েরা অধিকার করিয়া ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শালে সন্ধিদ্বারা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পুনরর্পণ করিয়াছিল, অপর গুজরাটে যে রামধারিনামক সম্প্রদায়ে অনেক নর্ত্তক ওগায়ক ও বাদ্যকর আছে তাহারা এবং ভণ্ড ওমল্লেরা ত্তন্নিকটস্থ গ্রামহইতে এই নগরে আসিয়া সকলের নিকটহইতে বেতন প্রাপ্ত হইত, এবং তথাকার ঐ শাবরমতী নদী অন্য নদীর সহিত মিলিতা হইয়া কেম্বে দেশের মোহনাতে পতিতা হইয়াছে, আহমদাবাদ বোম্বেহইতে ৩২১ ক্রোশ, পুণ্যনগরহইতে ৩৮৯, দিল্লী

হইতে ৬১০ এবং কলিকাতাহইতে উজ্জয়িনী দেশ দিয়া ১২৩৪ ক্রোশ অন্তর। ২৬।

ইকরি ।। মহিসুর রাজ্যে শ্রীরঙ্গপত্তনহইতে ১৬০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে ইকরি নামক পূর্ব্বকালীন অতিপ্রসিদ্ধ এক নগরের চিহ্নমাত্র আছে এই ইকরি স্থান সদাশিব রাজার বংশোদ্ভবের বসতি কালপর্য্যন্ত অতিবৃহৎ নগর তৎকালীন তাহাতে ১০০০০০ গৃহস্থ লোক বাস করিত পশ্চাৎ কতক বৎসর হইল এই নগর ভগ্ন হইয়াছে কিন্তু এ স্থান কাহারও কোন দুরাচারে নষ্ট হয় নাই ফলিতার্থ যখন এ স্থানের রাজকীয় কর্ম্ম বেদনুর নগরে স্থাপিত হয় তৎকালে তন্নগরস্থ লোকেরাও তথা বাস করিল। আর যদ্যপি ইকরি নগরের রাজকীয় কর্ম্মাগার সকল বেদনুর নগরে আনীত হইল তথাপি মুদ্রালয়ে যে মুদ্রা প্রস্তুত হইত সে ঐ ইকরি নগরের রাজার নামে অঙ্কিত হইত। এ নগর হইতে অর্ণবতীর পর্য্যন্ত এমত মরুভূমি যে তাহাতে গোচরের ক্ষেত্রও নাই কিন্তু এই ইকরি নগরের নিকটে বরদা নদীর দক্ষিণ তীরে সাগরনামক নগরে যথেষ্ট বাণিজ্য হইয়া থাকে। ২৭।

ইণ্ডোর ।। মালোয়া দেশে ও উজ্জয়িনীহইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ইণ্ডোরনামক হোলকরের রাজধানী এক নগর আছে এই হোলকরপরিবারের আদিপুরুষ মল্লার রাও হোলকর সে প্রথমত পেশ্বার অধীন হইয়া খ্যাত্যাপন্ন হয় এবং তৎকালে সে শাহুজীমহারাজের মাতুল নারায়ণ বন্দের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। পরে বালাজী ও বাজিরাওএর আজ্ঞানুসারে পানিপত স্থানে যুদ্ধে গমন করিয়া পলায়ন করিয়া

ছিল এই হোলকরের জীবদ্দশাতে তাহার পুত্র কান্দিরাও ও তাহার দৌহিত্রী অহল্যা বাই এই উভয়ের মৃত্যু হইলে ঐ মহ্লাররাওএর স্ত্রী আপন স্বামীর ভ্রাতৃপুত্র তোকজী হোলকরকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিল। ইং ১৭৯৭ বাং ১২০৪ শালে তোকজী হোলকরের মৃত্যু হইলে তাহার বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্র কাশীরাও ও মলহররাও এবং তাহার উপপত্নীজাত বেতালরাও ও যশোবন্তরাও হোলকর ইহারদিগের পরস্পরের বিবাদ হইলে দৌলতরাও সিন্ধিয়া ইণ্ডোরের অধিকাংশ দেশ অধিকার করত মলহররাওকে নষ্ট করিলে যশোবন্তরাও হোলকর অন্যায় করিয়া অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিল কিন্তু ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে ইংলণ্ডীয়েরদিগের বোম্বের সৈন্যেরা আগমন করত তাহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বেয়া নদী অবধি লাহোরপর্য্যন্ত পশ্চাৎ ধাবমান হইলেও ধৃত না হইয়া পলায়ন করিল। পরে বিবিধ প্রকারে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া দূতদ্বারা লার্ড লেকের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে কর্ণেল মালকমকর্তৃক সন্ধি হইয়াছিল। ইণ্ডোর নগর বোম্বেহইতে ৪৩৬. ক্রোশ নাগপুরহইতে ৩৭১. এবং কলিকাতাহইতে ১০৩০ ক্রোশ অন্তর। ২৮॥

ইন্দোর ॥ হয়দরাবাদে নিজামের রাজ্যে ইন্দোর নামে এক নগর আছে ইং ১৩০৭ শালে বাং ৭১৪ শালে যবনদিগের দক্ষিণ গমন এই নগর পর্য্যন্ত শেষ হইল অর্থাৎ ইহার দক্ষিণে আর গমন করে নাই। ২৯॥

ইন্দ্রপুর ॥ সুমাত্রাউপদ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ও বেনকুলেনহইতে ১০০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে ইন্দ্রপুর

নামক এক নগর আছে আর সে স্থানে যে এক নদী আছে সে কোরিঞ্চি পর্ব্বতহইতে নিম্নে পতিতা হইতেছে এ নদী সুমাত্রা উপদ্বীপের সমুদ্রের পশ্চিম তীরস্থ তাবৎ নদী অপেক্ষায় বড় এবং তাহাতে সুলুপ গমনাগমন করিতে পারে ইহা ভিন্ন এ স্থানে সমুদ্রের আর একটা সোঁতা আছে। পূর্ব্বে এই ইন্দ্রপুরে যথেষ্ট মরিচ জন্মিত এবং স্থানান্তরহইতে অনেক স্বর্ণ এখানে আনীত হইত ইং ১৬৮৪ বাং ১০৯১ শালে এ নগরে ইংলণ্ডীয়দিগের এক বাণিজ্যাগার স্থাপিত হইয়া কোন উপকার হয় নাই। ইং ১৬৯৮ বাং ১১০৫ শালে পানানি রাজা ওলন্দেজেরদিগের ক্ষমতাবলম্বনে এ স্থানের নৃপাসনাভিষিক্ত হইয়াছিল কিন্তু কি যৎকালানন্তরে তাহারদিগের সহিত বিরোধ হওয়াতে তত্রস্থ ইংলণ্ডীয়েরদিগকে খণ্ড২ করণ পূর্ব্বক নষ্ট করিয়াছিল ও তাহাতে ঘোরতর যুদ্ধ হইলে লোকেরা বসতি ত্যাগ করিল এবং রাজাকেও পলায়ন করিতে হইল। ইং ১৭০৫ বাং ১১১২ শালে এই রাজা পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া ইং ১৭৩২ বাং ১১৩৯ শালপর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিল কিন্তু তথাপি নগরের উন্নতি হইল না॥ ৩০॥

ইরাবতী॥ ব্রুহ্মরাজ্যে ইরাবতী নামে এক বৃহৎ নদী আছে ইহার জন্মস্থান ব্যক্ত নাই কিন্তু অনুমানদ্বারা বোধ হয় যে তিব্বত দেশের পূর্ব্বাংশহইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় উত্তর ও দক্ষিণ দিগে গমন করিয়াছে এ নদী আঁবা দেশে বঙ্গ দেশীয় গঙ্গার ন্যায় প্রশস্তা আছে। ৩১॥

ইরোদ॥ কৈম্বিটুর দেশে ও শ্রীরঙ্গপত্তনহইতে ১০৪ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ইরোদনামক এক নগর আছে তন্মধ্যে

এক বৃহৎ মৃন্ময়দুর্গ পূর্ব্বকালে সৈন্যদ্বারা পরিপূর্ণ ছিল এবং হয়দরের রাজ্য কালে এ নগরের বহির্দ্দেশে ৩০০০ সহস্র গৃহ ছিল কিন্তু টিপুশাহের রাজ্যকালে তাহার তৃতীয়াংশের একাংশ ন্যূন হয় পরে জেনেরেল মেডোসকর্তৃক এ নগর আক্রান্ত হইলে তাবৎ নষ্ট হইয়াছিল। ৩২ ॥

ইস্মা ॥ উত্তর হিন্দুস্থান মধ্যে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর দক্ষিণ দিগে নেপালের গুড়খালি রাজার অধিকারে ইস্মা নামক এক ক্ষুদ্র স্থান আছে তাহার অভ্যন্তর স্থান অত্যল্প ব্যক্ত আছে। ৩৩ ॥

ইস্লামাবাদ ॥ কাশ্মীর রাজ্যে কাশ্মীর নগরহইতে ২৬ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ও ঝাইলম নদীর উত্তর দিগে ইস্লামাবাদনামক এক বৃহৎ নগর আছে তথাকার পর্ব্বত সমূহের অপ্রশস্ত স্থানে এ নদী প্রবেশ করিয়াছে এবং তদুপরি কাষ্ঠের এক সেতু আছে সে দীর্ঘ প্রায় ১৬০ হস্ত পরিমাণ হইবেক। ৩৪।

ইস্লামাবাদ ॥ বঙ্গ দেশে চট্টগ্রামের রাজধানী ইস্লামাবাদনামক এক নগর আছে সে নগর চট্টগ্রামের নদীর পশ্চিম দিগে প্রায় ৮ ক্রোশ অন্তরে সমুদ্রে মিলিতা হইয়াছে ইহার নিকটবর্ত্তি গ্রামে তুলাদ্বারা এক প্রকার কেনবেস বস্ত্র প্রস্তুত হয় ও এতদ্দেশীয় কাষ্ঠদ্বারা বৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। ৩৫ ।

ইশ্বরদা ॥ আজমের প্রদেশে রাজপুত রাজ্যমধ্যে প্রচীর ও খাত বেষ্টিত ইশ্বরদা নামক এক নগর আছে এ প্রদেশের মধ্যে সে এক সর্ব্বোৎকৃষ্ট নগর তথা জয়নগরের রাজার অধিকার। ৩৬।

উজ্জয়িনী অর্থাৎ উজান ॥ মালোয়া প্রদেশে সিন্ধিয়া মহারাষ্ট্রীয়ের অধিকারস্থ অতি প্রাচীন উজাননামক এক নগর আছে ইহার সংস্কৃত নাম উজ্জয়িনী ও অবন্তী এ স্থানে ১০। ১২ হস্ত মৃত্তিকা খনন করিলে প্রস্তরময় স্তম্ভ ও ইষ্টকের প্রাচীর ও কঠিন কাষ্ঠ ও নানা প্রকার তৈজস পাত্র এবং প্রাচীন মুদ্রা উত্থিতা হয় ইহার দক্ষিণ দিগে প্রায় এক ক্রোশান্তরে নব্য উজান নামক নগর তথা রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্য কালে যথেষ্ট বিদ্যার চর্চা ছিল আর এই দুই ভিন্ন আধুনিক যে উজান নগর সে চতুষ্কোণ ও প্রায় ৬ ক্রোশ পরিমাণ. তাহার চতুঃপার্শ্বে প্রস্তরময় প্রাচীর ও স্থানে ২ মন্দিরবৎ বৃহদ্গৃহদ্বারা বেষ্টিত আছে তন্মধ্যে অধিকাংশ যবন জাতির বসতি ও বহু ইষ্টকালয় ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহ এবং অল্লাংশ মরুভূমি আছে আর হট্টের চতুর্দ্দিকে দইতালা গৃহদ্বারা বেষ্টিত চারি পুসিদ্ধ যাবনিক দেবালয় তাদ্ভিন্ন নানা হিন্দু দেবালয় ও সিন্ধিয়া রাজার রাজগৃহ আছে এ নগরের দক্ষিণ দিগের প্রাচীর জয়নগরের রাজার নির্ম্মিত তৎপ্রযুক্ত তথা জয়সিংহপুর নাম ব্যক্ত হইয়াছে। অপর সুরাষ্ট্রহইতে এ স্থানে ইউরোপীয় ও চীন দেশীয় দ্রব্য আসিয়া অল্প মূল্যে বিক্রয় হয় এবং এ স্থানে সিপ্রা নামে নদী তীরে এক বিল মধ্যে স্তম্ভদ্বারা রক্ষিত রাজা বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা রাজা ভর্ত্তৃহরির পুরী তাহার প্রাচীরে স্ত্রী ও পুরুষের মূর্ত্তি আছে এবং এই গহ্বর তাহার বর্ত্তমান কালে কাশী ও হরিদ্বার পর্য্যন্ত দীর্ঘ ছিল এই রাজা রাজকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক এই স্থানে অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন। ইং ১৮০৪ বাং ১১১২ শালে ইংলণ্ডীয়েরা উজান নগরে আগমনপূর্ব্বক তথাকার পথি মধ্যে লোকের অনাহারপ্রযুক্ত

মৃত্যু দৃষ্ট হওয়াতে জিজ্ঞাসা করিলে ইহার বিশেষ অবগত হন নাই। এ নগরে ১০০৮ বাং ৪১৫ শালে হিন্দু জাতির রাজ্য হইয়া পুনর্ব্বার প্রায় ইং ১২৩০ বাং ৬৩৭ শালে প্রথম যবনাধিকার হইল কিন্তু রাজা জয়সিংহ মহম্মদশাহ বাদশাহের অধীন হইয়া এ নগর ও ইহার তাবৎ রাজ্য অধিকার করিলে তাহার অল্পকালানন্তরে মহারাষ্ট্রীয়েরদের অধিকার হইয়া সিন্ধিয়ারা চারি পুরুষ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিল অর্থাৎ প্রথমতঃ জয়াপা সিন্ধিয়া নামক এক মহারাষ্ট্রীয় বাজিরাও পেশ্বার নানা প্রকার সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া পরে লোকান্তর হইলে তৎপুত্র জঙ্কজী সেই পদপ্রাপ্ত হইয়া পানিপতের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল ইহার খুড়া বালাজী উত্তরাধিকারপূর্ব্বক কালে পরলোক প্রাপ্ত হওয়াতে ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দৌলতরাও ও আনন্দরাওএর পিতা কেদারজী সে আপন ভ্রাতা মাধবজীকর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল এবং পানিপতের যুদ্ধকালে মাধবজী এক পদহীন হইয়া ও অনেক যুদ্ধ করত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ভরসা দিয়াছিল পরে আপন সৈন্যগণকে ইউরোপীয়দিগের যুদ্ধ রীতি শিক্ষা করাইয়া প্রধান হিন্দুস্থানের অনেক স্থান জয় করত বঙ্গ দেশে রনিকট পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া ইং ১৭৯৪ বাং ১২০১ শালে লোকান্তর গত হইল ও এই মাধবজীর উত্তরাধিকারী কেহ না থাকাতে তাহার ভ্রাতৃপুত্র দৌলতরাও সিন্ধিয়া রাজ্যাধিকারপূর্ব্বক কএক বৎসর পর্য্যন্ত ভিন্নাধিকারস্থ সীমা ক্রমশঃ আক্রমণ করিয়া ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে ইংলণ্ডীয়েরদের সহিত স্ববল পরীক্ষার উপক্রম করাতে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জেনেরেল ওঅলিসলি ও জেনেরেল লেকহইতে ভীত হইয়া এই বৎসরে

সন্ধিদ্বারা গঙ্গা ও যমুনা তীরস্থ স্থানের ও জয়নগরের ও যোধপুরের ও গোহদেররাণার তাবৎ স্থান ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পণ করিল, এবং ইংলণ্ডীয়েরাও সিন্ধিয়া রাজ্যের কোন ২ ব্যক্তির ভরণ পোষণার্থে প্রতি বৎসর ১৭০০০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে করনেল মাল কম কর্তৃক দ্বিতীয়বার সন্ধিতে সিন্ধিয়া রাজ্য রক্ষার্থে ইংলণ্ডীয় ৬০০০ নম্বর পদাতিক সৈন্য ঐ রাজ্যসম্মুখের এক স্থানে থাকিয়া দৌলতরাও সিন্ধিয়ার রাজ্যোপদ্রব ভোগ করিবে আর ঐ সিন্ধিয়ারা ভিন্ন রাজ্যে কোন দৌরাত্ম্য না করে এমত স্থির হইয়াছিল ও এই অবধি ক্রমাগত ইহারদিগের রাজত্ব হইয়াছে। ৩৭॥

উড়িস্যা॥ দক্ষিণ দেশে উড়িস্যা নামে এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে বঙ্গ দেশ, দক্ষিণ দিগে গোদাবেরী নদী, পূর্ব্ব দিগে বঙ্গদেশীয় সমুদ্রের মোহনা, এবং পশ্চিম দিগে গণ্ডও নানা দেশ, এই উড়িস্যা উত্তরপূর্ব্বাবধি দীর্ঘ ৫৩০ ক্রোশ ও প্রস্থ ৯০ ক্রোশ, ইহার অভ্যন্তর স্থানে নানা বন ও ক্ষুদ্র ২ পর্ব্বত আছে, তথা লোকালয় নাই আর জল অতিগভীর তৎপ্রযুক্ত গমনাগমনের কোন পথ নাই এবং সে জল ও বায়ু অতিশয় পীড়াদায়ক হয়। ইং ১৭৫৪, বাং ১১৬১, শালে ফ্রান্সদিগের হিন্দুস্থানান্তর্গত উত্তর সরকার নামক স্থানাধিকার কালে মহারাষ্ট্রীয় এক দল সৈন্য এই পর্ব্বত সমীপে আগমন করিলে পর্ব্বতীয় পীড়াকর বায়ু দ্বারা অর্দ্ধেকের অধিক সৈন্য নষ্ট হওয়াতে অবশিষ্ট সৈন্যেরা এ পথ পরিত্যাগ করিয়া অনেক ভ্রমণ পূর্ব্বক গোদাবরী নদীর দক্ষিণ দিগ দিয়া গমন করিয়াছিল। এ দেশের প্রধান নদী

গোদাবরী, বৈতরণী, মহানদী, ও সুবর্ণরেখা তদ্ভিন্ন পর্ব্বতে নানা ক্ষুদ্র নদীও আছে, ইহার পশ্চাৎ দিগে ইংলণ্ডীয়দিগের রাজ্য ছিল, এই উড়িস্যাতে কেবল উড়িয়া জাতির বসতি, আর তাহার দিগের মধ্যে এক প্রকার জাতি আছে, তাহারা সাহসী ও ভয়ানক মূর্ত্তিবিশিষ্ট, এবং ধনুর্ব্বাণ ও অনাবৃত অসিধারণ পূর্ব্বক কালযাপন করে, কিন্তু ইংলণ্ডীয়ের অধিকারস্থ উড়িয়ারা অন্য দেশীয় হিন্দুর সহিত কেবল কোনং ব্যবহারে অনৈক্য আছে নতুবা শাস্ত্রানুশীলন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি তাহারদিগের ন্যায়। উড়িস্যা দেশীয় লোক সমূহের অক্ষর ও ভাষা স্বতন্ত্র এবং ইহার যে স্থানের নাম পুরাণে উৎকল ব্যক্ত আছে, তথা কাল নামে মহাবল পরাক্রান্ত জাতিরা বাস করিত, পরে মাগধী কর্ণ রাজা ইহারদিগকে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন, ও ইদানীন্তন হিন্দু রাজবংশোদ্ভব গজপতি জাতির অধিকার হইয়াছিল। ইং ১৫৯২ বাং ৯৯৯ শালে অকবর শাহের বঙ্গ দেশীয় সুবেদার রাজা মানসিংহ তাহারদিগকে পরাভূত করিয়া তমলুক অবধি বৃহৎ গঙ্গা ও গোদাবরী পর্য্যন্ত বঙ্গ দেশের রাজ্যাধীন করিয়া ছিল, বোধ হয় যে এ দেশে কখন সম্পূর্ণ রূপে জবনাধিকার হয় নাই, ও জবন জাতির অত্যল্প বসতি আছে, এবং এই দেশে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম প্রচরদ্রূপ আছে, উড়িস্যার জগন্নাথ দেবের ম ন্দির অতিপ্রাচীন তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, এ স্থানে প্রতিবৎসর অসংখ্যক তীর্থ যাত্রিরা আগমন করে। অপর অকবর বাদশা হের রাজ্য কালে আফগানেরা বঙ্গদেশহইতে উড়িস্যা দেশে আগমন পূর্ব্বক ইহার বাণিজ্য স্থানের ও উর্ব্বর ভূমির কিয়দংশ এবং জগন্নাথের মন্দির কএক বৎসর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া ছিল। ৩৮ ॥

উদয়নালা॥ বঙ্গদেশে রাজমহল সমূক্ত ও মুরশি দাবাদহইতে ৬২ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে উদয়নালা নামক এক নগর আছে। ইং ১৭৬৪ বাং ১১৭১ শালে মেজর আদ মের অল্প সৈন্যেরা মীর কাসিমের সৈন্য সহিত যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে এই নগর প্রসিদ্ধ হইয়াছে ও এ নগরে শাহজাঁহান বাদশাহের দ্বিতীয় পুত্র শাহশুজাকর্ত্তৃক জাবনিক রীত্যনুসারে নির্ম্মিত অত্যুৎকৃষ্ট এক সেতু আছে। ৩৯॥

উদয়পুর॥ আজমের প্রদেশে বন্নাস নদীর দক্ষিণ দিগে পর্ব্বতোপরি উদয়পুর নামক এক নগর আছে, তথা গমনের তিন পথ আছে, তাহার এক পথে শকট গমনাগমন করে, অন্য দুই পথে কেবল এক ঘোটক গমন করিতে পারে, ইহার নিকটে অথচ পর্ব্বতের নিম্নভাগে অল্প মৃত্তিকা খননে কূপ হয়, আর তাহাতে যে পর্ব্বতীয় জল নিঃসৃত হয়, তদ্দ্বারা আকরীয় দ্রব্য কণা নিঃসরণ হয়। উদয়পুরের রাণা অর্থাৎ রাজা তাবৎ রাজপুত্র জাতির শ্রেষ্ঠ এমত ব্যক্ত আছে, কিন্তু ঐশ্বর্য্য বিষয়ে জয়নগর ও যোধপুরের রাজাদিগের অপেক্ষায় ন্যূন হইবেক। জবনেরা উদয়পুরের এই নৃপকুলোদ্ভবেরদিগকে অতিশয় মান্য করে যেহেতুক জাবনিক পুস্তকে লেখে, যে মহম্মদের জন্ম হইলে এই রাজা পারস্য দেশীয় নওসেরওয়ান বাদশাহের বংশীয় স্ত্রীর গর্ভোদ্ভব। ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে জয়নগর ও যোধপুরের রাজারা উভয়ে পরস্পর উদয়পুরের রাজকন্যার বিবাহে প্রতিজ্ঞা করত যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছিল, ইত্যবসরে মহারাষ্ট্রীয়েরা দস্যুবৃত্তিদ্বারা এ স্থানের অনেক ধনাপহরণ করিল। ৪০॥

উনাই॥ গুজরাট প্রদেশে গুইকুয়ার সম্পৃক্ত উনাই নামক এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, সে সৌরাষ্ট্রহইতে ৫০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে, এই গ্রামে শ্রীরামচন্দ্রের কৃত এক কূপ আছে তাহার জল উষ্ণও তাহার মাহাত্ম্যাধিক্যহেতুক তীর্থযাত্রিরা এ স্থানে আগমন করিয়া থাকে। ৪১॥

উনিয়ারা॥ আজমের রাজ্যে উনিয়ারা নামক রাজপুত্র জাতির এক নগর আছে, সে অতি বৃহৎ এবং তচ্চতুঃপার্শ্বে মৃন্ময় প্রাচীর ও স্থানে ২ প্রস্তর প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত এবং রাজগৃহও প্রস্তর প্রাচীর ও এক নালা দ্বারা বেষ্টিত আছে, এই স্থানের রাজা জয়নগরের রাজার জ্ঞাতি ও তৎপরিবারহইতে ভরণ পোষণ হয়। ৪২॥

একদেলা॥ বঙ্গ দেশে ঢাকা জালালপুর সম্পৃক্ত একদেলা নামক নগর ও তাহার দুর্গ বঙ্গবিবরণে সচরাচর ব্যক্ত আছে, কিন্তু এইক্ষণে এ নগরের কোন চিহ্নও নাই, ইহার চতুর্দ্দিগস্থ গ্রাম নিম্ন ভূমিপ্রযুক্ত সমুদয় জলমগ্ন হয়, পূর্ব্ব কালে অর্থাৎ ইং ১৩৫৩ বাং ৭৬০ শালে বঙ্গদেশের দ্বিতীয় স্বাধীন বাদশাহ এলাইএসখাঁর রাজ্য ফীরোজশাহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, তিনি এই নগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ ফীরোজশাহ এই দুর্গও আক্রমণ করিলে এ স্থানের লোকেরা ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়াছিল। পরে বর্ষাকালারম্ভে তাবত্ স্থান জলমগ্ন হওয়াতে এই আক্রমণকারিব্যক্তিকে দিল্লীনগরের প্রতি গমন করিতে হইল, এবং সোলতান সৈয়্যদ হোসন নামক বঙ্গ দেশীয় বাদশাহ ইং ১৪৯৯ বাং ৯০৬ শাল অবধি ইং ১৫ ২০ বাং ৯২৭ শাল পর্য্যন্ত এ নগরে বাস করিয়াছিল। ৪৩॥

এটোয়া ॥ আগরা প্রদেশে আগরা নগরের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ৭০ ক্রোশান্তরে ও যমুনা নদীর নিকটস্থ পর্ব্বতোপরি এটোয়া নামক এক নগর আছে, সে এক গভীর নিম্ন ভূমি দ্বারা অন্যোন্য পর্ব্বত শ্রেণিহইতে পৃথক্ হইয়াছে, এ স্থানের নদীর পরিসর অধিক তাহাতে বালুকা ময় উপদ্বীপ আছে, বর্ষাকালে সে স্থান জলে মগ্ন হয় এবং গ্রীষ্মকালে এই এটোয়া স্থানের নদী তীর জল হইতে প্রায় ৪০ হস্ত উচ্চ বোধ হয়। ৪৪ ॥

এলিচপুর ॥ বেরার দেশে এলিচপুর নামক গণ্ড ও য়ানা রাজ্যের নিকট এক প্রধান রাজধানী নগর কিছুকাল হইল নাগপুরের রাজধানী হইয়াছে, ইং ১২৯৪ বাং ৭০১ শালে আলাউদ্দীনের অধীন জবনকর্ত্তৃক এ নগর প্রথম অধিকৃত হইয়া পরে নিজামের রাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল। ৪৫ ॥

এলোর ॥ উত্তর সরকারে এলোর নামক এক স্থান আছে, কৃষ্ণা ও গোদাবরীরমধ্যবর্ত্তি তাবৎ স্থানে এলোর ও কান্দাপিলি এই উভয় স্থান দ্বারা ব্যাপ্ত আছে, ইহার সমুদ্রদিগে মাশুলিপাটম সংক্রান্ত স্থান এবং পশ্চিম দিগে কমিম দেশ ও কোলারনামক ঝিল আছে, ঐ উভয় নদীরবন্যা দ্বারা এই ঝিলের সৃষ্টি হয়, তদ্ভিন্ন ইহার উত্তর দিগে পর্ব্বতীয় স্থান আছে, এই এলোরের পরিমাণ অনুমান ২৭০০ ক্রোশ, ইহার প্রধান নগর এলোর, কোলার কোটা ও গণ্ডগলি নগর। ৪৬ ॥

এলোরা ॥ আওরঙ্গাবাদ ও দৌলতাবাদের সন্নিহিত এলোরা নামক এক নগর তথা বেরুল নামে ব্যক্ত আছে, ইহার এক ক্রোশ পূর্ব্ব দিগে নানা মন্দিরে দেবমূর্ত্তি আছে, সে হিন্দু স্থানের তাবৎ মূর্ত্তি অপেক্ষায় সুগঠন, অপর এ স্থানের বিশেষ

বৃত্তান্ত আসিয়াটীক পুস্তকে বাহুল্য রূপ আছে, তথাকার ব্রাহ্মণেরা কহে, যে ৭৯১৪ বৎসর হইল, এলিচপুরের রাজা ইলু কর্ত্তৃক এতাবৎ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং দেওঘর কিম্বা তাগরা অর্থাৎ আধুনিক দৌলতাবাদ, পূর্ব্ব কালে হিন্দুরাজার অধীন ছিল, এই এলোর নগর ইহার নিকটবর্ত্তিত্ব প্রযুক্ত ইং ১২৯৩ রাং ৭০০ শালে জবনাধিকারের প্রাক্ কালে কোন হিন্দু রাজার অধীন ছিল। ৪৭।

কগ্গর ॥ দিল্লীর উত্তর দিগে কগ্গরনদী আরম্ভ হইয়া বেটী নগরদিয়া আজমের দেশে গমনপূর্ব্বক বাটনিয়ার স্থানের পশ্চিম দিগে বালুকাভূমিতে পরিশেষ হইয়াছে, এবং ব্যক্ত আছে, যে এই নদী পূর্ব্বকালে ফীরোজপুরের নিকট শতদ্রুনদীর সহিত যুক্তা ছিল. অপর ইহার জলবৃদ্ধিকালে বন্যা হইয়া তীরস্থ ভূমির উপকার করে। ৪৮॥

কঙ্কর ॥ গণ্ডওয়ানা রাজ্যে এক উচ্চ পর্ব্বত ও মহানদীর দক্ষিণ তীরস্থ স্থান এই উভয় স্থানের মধ্যে কঙ্করনামক এক নগর নানা পর্ব্বত ও বন দ্বারা বেষ্টিত, সে গোঁদ জাতির বসতিস্থান, এবং পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতে দুই অগ্নিযন্ত্র অর্থাৎ কামান আছে, এই নগর রত্নপুরহইতে ১০৫ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমবর্ত্তী, ও এই নগরের গমনে এক উচ্চ পর্ব্বত দিয়া পথ আছে। ৪৯॥

কচ ॥ হিন্দুস্থানের দক্ষিণ পশ্চিম সীমাবর্ত্তী কচনামক এক দেশ, ইহার উত্তর দিগে বালুকাময় ভূমি, ও সিন্ধিয়ার প্রদেশ, দক্ষিণ দিগে কচদেশীয় এক মোহনা, পূর্ব্বদিগে গুজরাট, পশ্চিম দিগে সিন্ধু নদীর শাখাদ্বারা টাটা দেশ পৃথক্ হইয়াছে. গুজরাটের পশ্চিম দিগে কচ নামক আর এক বৃহৎ রাজ্য আছে,

তাহার দীর্ঘতা ২৫০ ও প্রস্থতা ১০০ ক্রোশ হইবেক, অপর পূর্ব্বোক্ত কচ দেশের পশ্চিম ভাগে উত্তম ঘোটক জন্মে, সে বোধ হয় আরব্য ঘোটকের জারজ হইবেক, তদ্ভিন্ন সে স্থানে উষ্ট্র ও ছাগ অতিপ্রচলিত হইয়া থাকে, কিন্তু মরুভূমি প্রযুক্ত কোন শস্য জন্মে না, ইহার পার্শ্ব স্থান ব্যক্ত নাই, আর সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী মদি ও মান্দারিনামক দুই বাণিজ্যঘাট ইংলণ্ডীয়েরা অবগত আছেন, তথাহইতে বোম্বে দেশে তূলা ও ঘৃত ও অন্যং শস্য এবং সিন্ধু দেশেও তূলা ও নসা ও অগঠিত লৌহ এবং আলনামক আরব্য সুগন্ধিদ্রব্য বিশেষ প্রেরিত হইত, কচদেশের রাজধানীর নাম ভালিজ, তাহাতে কাড়া ও কন্থত এই দুই কঠিন দুর্গ আছে, মোহনার দক্ষিণ দিগে শঙ্গনিয়ান নামক এক জাতি দস্যু আছে, তাহারা পারস্য মোহনার পশ্চিন পর্য্যন্ত ধাবমান হইয়া বাণিজ্যজাহাজ প্রভৃতি আক্রমণ করিত, এবং তথা কাবা নামক এক হিন্দু দস্যু দলের বসতি এবং জাবনিক ধর্ম্মাক্রান্ত ক্ষত্রিয় এক জাতি আছে, কিন্তু হিন্দু জাতি এস্থানে অত্যল্প বাস করে, গুজরাটে ও এই স্থানে এবং অন্যং স্থানে বর্ণ সঙ্কর হইয়াছে, তম্মধ্যে অনেক ক্ষত্রিয় আছে, কিন্তু তাহারা দুগ্ধের ব্যবসায় করে, অপর ফতে মহম্মদনামক কচ নগরের ভূম্যধিকারী স্বক্ষমতারক্ষার্থে সিন্ধিয়ার প্রধান জনগণহইতে সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহারা এই উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপ লকপত বন্দর নামক নগর গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। ৫০ ॥

কটক ॥ উড়িস্যা দেশে কটক নামে এক বৃহৎ রাজ্য আছে। ইহার দীর্ঘতা ১৫০ ও প্রস্থতা ৬০ ক্রোশ হইবেক, ইহার উত্তর সীমা মেদিনীপুর ও ময়ূরভঞ্জ, দক্ষিণ দিগে সরকার

পূর্ব্ব দিকে বঙ্গ দেশ এবং পশ্চিম দিগে উড়িস্যার যে কএক ক্ষুদ্র গ্রাম, তন্মধ্যে গেয়স্তি ও বামরির মধ্য স্থলে অনেক তন্তুবায় আছে, তাহারা প্রায় তাবতে উষ্ণীষযোগ্য ও অন্য ব্যবহার্য্য বস্ত্র প্রস্তুত করে, এবং আরিকপূর অবধি কটক পর্য্যন্ত উর্ব্বরা ভূমি কিন্তু স্থানে২ বন ও পতিত ভূমি আছে, অপর এই রাজ্য দিয়া মহানদী ও বনিনদী ও তাহার শাখা গমন করিয়াছে, এবং নানা ঝিল আছে তৎপ্রযুক্ত জল কষ্ট নাই, অল্পকাল হইল মহারাষ্ট্রীয়েরদিগের অরাজকতাপ্রযুক্ত লোকের কষ্ট হইয়া ছিল,। ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় রাজা কটক রাজ্য ইংলণ্ডীয়গণকে অর্পণ করেন, তৎকালে মার কুইস ওএলিসলি এতদ্দেশীয় রাজকর্ম্মী ছিলেন, পরে ঐ রাজ্য দুই খণ্ডে বিভক্ত হইল অর্থাৎ উত্তর দিগে বালেশ্বর ও দক্ষিণ দিগে শ্রীশ্রী জগন্নাথ ক্ষেত্র। এই সময়ে এই রাজ্যে ১২০০০০০ লোক ছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশ হিন্দুজাতি, ও এই দেশে কদাচ প্রকৃতরূপে জবনাধিকার হয় নাই। ৫১ ॥

কড়া ॥ আলাহাবাদ অর্থাৎ প্রয়াগ প্রদেশে গঙ্গার দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ও গঙ্গাতীরে প্রায় এক ক্রোশ দীর্ঘ কড়া নামক এক নগর আছে, এই নগর আলাহাবাদহইতে ১৫ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমবর্ত্তী, ইহাতে এক প্রাচীন দুর্গ আছে, সে ক্রমে দুরবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে, আর এক নূতন অপ্রস্তুত দুর্গে প্রস্তর নির্ম্মিত এক দ্বার আছে। ঐ নগরে অনেক দেবালয়ও আছে তন্মধ্যে এক মন্দিরে বৃহৎ শিবমূর্ত্তি ও তাহার সম্মুখে এক বৃষ মূর্ত্তি আছে,। অপর অকবরশাহ বাদশাহ এই নগরের রাজ্য কর্ম্ম আলাহাবাদে স্থাপিত করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্তে যে ইহার হ্রাস হইয়াছে এমত নহে, কিন্তু ব্যক্ত আছে যে অযোধ্যার

সুবেদার অর্থাৎ লক্ষ্ণৌয়ের নবাব আসফউদ্দৌলা এ নগরের নানা গৃহ ভগ্ন পূর্ব্বক তাহার প্রস্তর লক্ষ্ণৌনগরে লইয়া আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, সে প্রায় এই নগরহইতে ৯৩ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ৫২।

কতদেন ॥ সিন্ধু রাজ্যে হয়দরাবাদের পথ দিয়া গম্য লকপতবন্দরের রাজধানী কতদেননামক এক ক্ষুদ্র নগর আছে, তথা লোক বসতি অল্প এবং সেই নগরের ও লকপত বন্দরের মধ্যস্থলে এক ভূমি আছে তথা গ্রীষ্ম কালে উত্তম পথ হয়, কিন্তু বর্ষাকালে জলে মগ্ন হইয়া গমনাগমন রুদ্ধ হয়। ৫৩।

কতবদা ॥ বঙ্গ দেশের চট্টগ্রামের নিকট কতবদী নামক এক উপদ্বীপ আছে, ইহার দীর্ঘতা ১৩ ক্রোশ ও প্রস্থতা প্রায় ৪ ক্রোশ পরিমাণ হইবেক, এই উপদ্বীপ এক ক্ষুদ্র খাল দ্বারা বঙ্গ দেশহইতে পৃথক্ আছে, ইহার সমুদ্র তীরে উত্তম শামুক জন্মে সে ঢাকা নগরে ও কলিকাতাতে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হয়। ৫৪ ॥

কতিরা ॥ দিল্লী রাজ্যে বরেলিহইতে ৪০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে কতিরা নামক এক বৃহৎ নগর ইদানীং দুর বস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে, ঐ স্থানে বসতির ন্যূনতা বোধ হয়।, ইং ১৭৭৪ বাং ১১৮১ শালে নবাব শুজাউদ্দৌলা এই স্থানে ইংলণ্ডীয়েরদিগের সৈন্যের সহায়তা দ্বারা রোহেলারদিগকে ঘোরতর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রোহেলখণ্ডের উত্তর লালডাং পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন, এবং এই যুদ্ধে হাফেজ রহমত নামক রোহিলার সৈন্যাধ্যক্ষের মৃত্যু হয়। ৫৫ ॥

কর্ণি ॥ দিল্লী প্রদেশে সরহিন্দের সম্মুক্ত কর্ণিনামে এক নগর আছে, তাহার চতুর্দিগে প্রায় ১৮ হস্ত পরিমাণ ঊর্দ্ধ অপক্ক প্রাচীর, সে প্রায় ১০ হস্ত গভীর এক নালাদ্বারা বেষ্টিত আছে, ইং ১৮০৯ বাং ১২১৬ শালে ইংলণ্ডীয়েরা অবলীলাক্রমে তাহার তাবৎ জল শুষ্ক করিয়াছিল। ৫৬।

কমলা ॥ এই নদী আফগানস্থানে আরম্ভ হইয়া গজনেনের পশ্চিম দিগে পর্ব্বতদিয়া, পরে প্রায় ১৯০ ক্রোশ ঘুরিয়া সিন্ধু নদীতে মিলিয়াছে। ৫৭॥

কমলা ॥ দক্ষিণ কর্ণাটে মাঙ্গলুরহইতে ২৫ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে কমলা নামে এক দুর্গ ও নগর এক উচ্চ লবনাম্বু মোহনার উপর স্থাপিত আছে, এবং এই নগর মধ্যে মপলে মিউকিউন ও মোগেয়ার ও খষ্টানিস জাতির বসতি এবং ইহার মধ্য স্থানে ব্রাহ্মণ জাতি আছে। ৫৮।

কমিল্লা ॥ বঙ্গ দেশে ত্রিপুরার রাজরানী কমিল্লা নামে এক নগর আছে এ নগর ঢাকাহইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্ব।

কমুলা ॥ আগরা প্রদেশে আলিগড়ের সম্মুক্ত কোন ভূস্বামীর অধীন কমুলানামে অপক্ক এক দুর্গ আছে, এই দুর্গ অনেক কঠিন দুর্গাপেক্ষায় উত্তম, যেহেতুক এ স্থানে কোন শত্রু আক্রমণ করিলে তাহারদিগের বহু প্রাণি হানি হইবার সম্ভাবনা, অপর উক্ত ভূস্বামীর কুব্যবহার প্রযুক্ত ইংলণ্ডীয়েরদিগের বহু সৈন্য এ স্থানে বেষ্টিত হইয়া ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে ইহার এক পার্শ্ব ভগ্ন করিয়া পরে ঘোরতর যুদ্ধ হওয়াতে ঐ দুর্গস্থ অনেক লোক হত হইল, আর অনেকে পলায়ন করিল। ৫৯॥

কয়লি ।। কয়লি নামে নদী মগধ দেশে অর্থাৎ বাহার পুদেশে ছোট নাগপুরের সম্মুখে আরম্ভ হইয়া গাংপুর ও কুঞ্জিউর দিয়া পরে ২৭০ ক্রোশ ঘুরিয়া বঙ্গ দেশের মোহনাতে পতিতা হইতেছে। ৬০।।

করকপুর ।। বাহার রাজ্যে মুঙ্গেরের সংযুক্ত করকপুর নামক এক নগর, এই নগর পাটনা হইতে ৮৩ ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণ বর্ত্তী, ইহার উত্তর পশ্চিম দিগে পর্ব্বতীয় দেশ তথা অনেক উষ্ণ জলযুক্ত কূপ আছে। ৬১ ।।

করগ্রাম ।। গণ্ডওয়ানা দেশে রত্নপুর হইতে ৬৪ ক্রোশ উত্তর দিগে গোঁদ জাতির রাজধানী করগ্রাম নামে এক নগর, ইহার কএক ক্রোশ দক্ষিণ দিগে রৌপ্যময় কিম্বা তাম্রময় মুদ্রা চলন ছিলনা, লোকেরা কেবল বরাটীকা ব্যবহার করিত। ৬২ ।।

করদা ।। গুজরাট দেশের উত্তর পশ্চিম সম্মুখ স্থানের নিকট থিরাদ হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণ দিগে করদা নামে এক নগর আছে, ও ঐ থিরাদের দক্ষিণ দিগ দিয়া গমন করিলে বনময় দৃষ্ট হয় তৎপরে এ নগরে পরিষ্কৃত আছে, কিন্তু বালুকা ও মরু ভূমি এবং স্থানে ২ বন, আর ইহার তারৎ স্থানে জলকষ্ট আছে। ৬৩।।

কর্ণাট ।। এই বৃহৎ দেশ ইংলণ্ডীয়গণকর্ত্তৃক কর্ণাটীক নামে কথিত আছে, এবং পূর্ব্বকালে এ দেশ আড়কটী নবাবের রাজ্য ছিল, ইহার উত্তর সীমা দক্ষিণ গুণ্টূর সরকার নামক স্থান, তথা গাণ্ডিজামা নামক এক ক্ষুদ্র নদী সে মুক্তাবলি স্থানের সমুদ্রে পতিতা হইতেছে, ও ৫৬০ ক্রোশ দীর্ঘ হইয়া কুমারি অন্তরীপের দক্ষিণে মিলিতা হইয়াছে, আর কোডলূর নদীর দক্ষিণে

যে দেশ আছে, তাহার নাম দক্ষিণ কর্ণাট। পানার নদী অবধি গাণ্ডিজমা ও গুণ্টুর সরকার পর্য্যন্ত উত্তর কর্ণাটের সীমা, এবং কোড়লুর অবধি পানার নদী পর্য্যন্ত কর্ণাটের মধ্য স্থল, ইহাতে অধিকাংশ হিন্দু জাতি ও জবন জাতি ও আছে, কিন্তু নগর মধ্যে তাহারদিগের স্থানে ২ বসতি, কেবল নবাবের অধিকারে জবন জাতি অধিক আছে, কর্ণাটের নিম্নভাগে অনেক ব্রাহ্মণ জাতি আছেন, তাঁহারা নানাব্যবসা করেন, ও তাহারদিগের সচরাচর নস্য ব্যবহার আছে, কিন্তু হুকা অনেকে অবগত নহেন, কেবল জবনেরা হুকা ব্যবহার করে, ব্রাহ্মণেরা সে ব্যবহার করিলে জাতি ভ্রষ্ট হয়েন। কোড়লূর নদী ও পানার নদীর তীরস্থ কর্ণাটে যে বস্ত্র জন্মে, সে মান্দরাজে প্রেরিত হয়, কিন্তু তথা হইতে এ প্রদেশে অত্যল্প বাণিজ্য দ্রব্য আসিয়া থাকে, অপর ভারতবর্ষস্থ তাবৎ দেশাপেক্ষায় কর্ণাট অতিশয় উষ্ণ দেশ, কেবল সমুদ্রের বায়ু ও বর্ষা হেতুক উষ্ণতার অল্পতা হইবাতে শস্য জন্মে, কিন্তু ইহার অধিকাংশ বালুকাময় মরুভূমিপ্রযুক্ত বহুযত্নে জললাভ হয়, দক্ষিণ দেশ ও বঙ্গ দেশাপেক্ষায় কর্ণাটে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ্য সর্ব্বদা হয়, ইংলণ্ডীয়েরদিগের অধিকারের পূর্ব্বকালে এই দেশে নানা ক্ষুদ্র রাজার অধিকার হইবাতে বহু অংশে বিভাগ হইয়াছিল, ইং ১৩১০ বাং ৭১৭ শালে দিল্লীর আলালাদ্দীন বাদশাহের রাজত্ব কালে জবনেরা কর্ণাটে আগমন পূর্ব্বক বল্লালদেব নামক রাজাকে জয় করিয়াছিল, তৎপরে দক্ষিণ দেশীয় বাদশাহকে করদিয়া মোগল বাদশাহকে ও কর দিয়াছিল, কিন্তু আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজ্য সমাপ্ত হইয়া পরে ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালের

পূর্ব্বে এ দেশ প্রকৃত রূপে অধীন হইয়াছিল এমত বোধ হয় না। ইং ১৭৪৩ বাং ১১৫০ শালে নিজামউলমুল্ক নামক দক্ষিণ দেশস্থ সুবেদারকর্ত্তৃক আনোয়ারুদ্দীন কর্ণাটে ও আড়কাটে নবাব নিযুক্ত হইয়া ইং ১৭৫৪ বাং ১১৬১ শালে বিরোধ প্রযুক্ত ফ্রান্স ও ইংলণ্ডীয়েরা ইহার পুত্র মহম্মদ আলিকে কর্ণাট দেশাধ্যক্ষ করিল, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে ইং লণ্ডীয়েরা কর্ণাটস্থ আড়কটী নবাবের ভদ্রাসন ও পরিবারের ভরণ পোষণ দিয়া এ দেশের আর তাবৎ সীমা বচ্ছিন্ন নগর গ্রহণ করিয়াছিল। ৬৪ ॥

কর্ণাল ॥ দিল্লী প্রদেশে কর্ণাল নামে এক নগর আছে যে দিল্লী নগর হইতে ৭০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম বর্ত্তী। ৬৫।

কর্ম্মনাশা ॥ কর্ম্মনাশা নামে এক ক্ষুদ্র নদী আছে, এই নদী বাহার দেশে ও কাশীতে পৃথক্ হইয়াছে, অপর বঙ্গ দেশেরসৈন্যেরা হিন্দুস্থানে যুদ্ধ যাত্রা সময়ে এই নদী পারে অধিক বেতন প্রাপ্ত হইত, যেহেতুক ততদূর গমনে ব্যায় বাহুল্য হয়। ৬৬ ॥

করমাস ॥ দিল্লী প্রদেশে গঙ্গার পশ্চিম দিগে দিল্লী নগর হইতে ৭০ ক্রোশে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে করমাস নামে এক নগর আছে। ৬৭ ॥

করম্বা ॥ বাহার দেশে ছোটনাগপুরের সংযুক্ত করম্বা নামে এক নগর আছে, এই নগর কলিকাতা হইতে ২২২ ক্রোশ পশ্চিম উত্তর। ৬৮ ॥

করিবতি ॥ বঙ্গ দেশে ব্রহ্ম পুত্র নদের পূর্ব্ব দিগে করিবতি নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, ইহার সম্মুখে নিবিড় বন ও পর্ব্বত তন্মধ্যে অল্প বসতি আছে। ৬৯।

কলাগাছি ॥ বঙ্গ দেশে কলাগাছি নামক এক স্থান আছে, তাহার এক দিগে পথ আর তাবৎ দিগে জল বেষ্টিত, সে কলিকাতা হইতে ৪৩ ক্রোশ অন্তর কিন্তু গঙ্গার বক্রতা প্রযুক্ত অধিক পথ বোধ হয়, এ স্থানে তটের নিম্নতা প্রযুক্ত ইহার নিকটে জাহাজ নঙ্গর করে, শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিন মাসান্তে এ স্থানে পীড়া দায়ক হয়, কারণ ইহার জলের স্রোত গঙ্গাতে যুক্ত আছে তন্নিমিত্তে নানা প্রকার গলিত পশু ও বৃক্ষাদির মিলনে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বায়ু হয় অপর ভিন্ন দেশীয় দ্রব্য জাহাজ দ্বারা আনিয়া এ স্থানে রাখিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করে, পরে গঙ্গা সাগরে গমন পূর্ব্বক অবশিষ্ট সকল দ্রব্য জাহাজে অর্পিত হয়। এ স্থানের উপরে বৃহৎ লৌহ শৃঙ্খল থাকে ও জাহাজি দ্রব্যাদির বাণিজ্য গৃহ আছে, এবং ইহার নিকটস্থ গ্রামে খাদ্য দ্রব্য সুলভ। ৭০॥

কলিকট ॥ মালাবার প্রদেশে সমুদ্র তীরে নেয়ার নামক হিন্দু এক জাতির এক নগর আছে, তাহার নাম কলিকট, ইহার রাজা তম্বুরি নামে খ্যাত হয়, রাজ পরিবার পুরুষদিগের তম্বুরান এবং স্ত্রী গণের তম্বুরাতি উপাধি ব্যক্ত আছে, ঐ স্ত্রীরা নাম্বুরি নামক এক শ্রেষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণ কিম্বা নাএর জাতির সহিত প্রসক্তি পূর্ব্বক গর্ভবতী হয় এবং এই নাম্বুরিরা ইচ্ছাধীন সং মিলন করে, এই স্ত্রীগণে ভ্রাতালয়ে বাস করে ও স্বামীর সহিত কদাচ আলাপ করে না, ইং ১৭৬৬ বাং ১১৭৩ শালে হয়দরালি মালাবার দেশ আক্রমণ করিলে কোচীন দেশের রাজা অনায়াসে কর দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু কলিকট নগরের তম্বুরি রাজা কোন প্রকারে সম্মত না হওয়াতে তৎকর্ত্তৃক ধৃত

হইয়া এক গৃহ মধ্যে বদ্ধ ছিলেন, পরে তাহাতে অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং তাহার যে কোন অমাত্য গণ স্থানান্তরে ছিল তাহারা ও এই অগ্নি কুণ্ডে পতিত হইয়া রাজার সহিত পরলোক প্রাপ্ত হইল, ইং ১৬৬৪ বাং ১০৭১ শালে ইংলণ্ডীয়েরা এ নগরে প্রথম বাণিজ্যারম্ভ করেন। তৎপরে ইং ১৭৬৬ বাং ১১৭৩ শালে হয়দরালী আক্রমণ করিয়া আড়কট নবাবের রাজ্যে যুদ্ধ যাত্রা করিলে এই তম্বুরি রাজার বংশ প্রাপ্য গ্রামাধিকার পূর্ব্বক সাত বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য করিল। তৎপরে ইংলণ্ডীয়েরা পানিঘাট অধিকার করিয়া টিপুর আগমনে প্রতি গমন করিল, ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে টিপুর সহিত সন্ধি হওয়াতে এই নগর ইংলণ্ডীয়েরদিগের প্রতি অর্পিত হইল সুতরাং উক্ত রাজা ইহারদিগের প্রতি আপন প্রতিপালনের ভারার্পণ করিল। ৭১॥

কলিকাতা॥ বঙ্গ দেশে ইংলণ্ডীয়েরদিগের রাজধানী নগর কলিকাতা, পূর্ব্বকালে এ নগর নবদ্বীপাধীন এক ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র ছিল, ও তাহাতে অনেক দূর পর্য্যন্ত বন ছিল, এবং এই স্থানে ১০ কিম্বা ১২ ঘর কৃষিজীবী গৃহস্থ বসতি করিত, এবং চাঁদ পালের ঘাট অবধি বালিয়াঘাট পর্য্যন্ত এক খাল বৈঠকখানার দক্ষিণে এক নালার সহিত যুক্ত ছিল, পরে মহারাষ্ট্রীয়েরদের দৌরাত্ম্য হেতুক ইং ১৭৪২ বাং ১১৪৯ শালে কলিকাতার সীমাতে বৃহৎ নালা খনন হয়, তাহার বিশেষ মেং অরমিসের বঙ্গ বিবরণে ব্যক্ত আছে, এবং চাঁদ পালের ঘাটের দক্ষিণে ও নিবিড় বন ছিল, কিন্তু ক্রমে পরিষ্কৃত হইল, এবং খিদিরপুর ও এই বনের মধ্য স্থলে দুই গ্রামে বসতি ছিল এবং শীলোপা

খিবিশিষ্ট ভাগ্যধর লোকেরা ঐ গ্রামের পুজারদিগকে যত্নপূর্ব্বক এই কলিকাতাতে বাস করাইল, এবং কলিকাতার উন্নতি করিতে ইহারা তৎকালে নিতান্ত উদ্যুক্ত ছিল, ইং ১৭৫৬ বাং ১১৬৩ শালে ইংলণ্ডীয়েরা কলিকাতা অধিকার করিলে ইস্পেলনেড নামক স্থানে অতিশয় বনছিল, তন্মধ্যে কএক ক্ষুদ্র গৃহ ও গোষ্ঠ ক্ষেত্র ভূমি ছিল, এবং রাইটর্শ বিলডিং নামক স্থানের নিকট এক প্রাচীন দুর্গ ছিল, ইং ১৭৫৭ বাং ১১৬৪ শালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছিল, তৎপরে কলি কাতা নগরাধীন এই ২ গ্রামে ইংলণ্ডীয়েরদিগের বিচার স্থল স্থাপিত হয়, যথা বর্দ্ধমান, জঙ্গল মহল, মেদিনীপুর, কটক, যশোহর, নবদ্বীপ, হুগলি, চন্দন নগর, চুচুড়া শ্রীরামপুর ও চব্বিশ পরগণা। ৭২॥

কশ্মীর॥ কশ্মীর নামে উত্তর হিন্দুস্থানে এক দেশ আছে, তাহাতে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি এক পর্ব্বত ঐ দেশের দক্ষিণ পূর্ব্ব হইতে উত্তর পশ্চিম দিগ প্রায় ৯০ ক্রোশ ঘুরিয়া ক্রমে ইসলামাবাদের সীমাতে ৪০ ক্রোশ প্রস্থ আছে, পরে শ্রীনগরে কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা পূর্ব্বক পশ্চিম দিগে নানা পর্ব্বত দ্বারা মুজঃফরাবাদ পৃথক হইয়াছে, ইহার দীর্ঘতা ১২০ ও প্রস্থতা ৭০ ক্রোশ বাদামি আকৃতি ইহার উত্তর দিগে ও উত্তর পূর্ব্ব স্থানে তীব্বত দেশীয় নানা পর্ব্বত ও দক্ষিণ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগে কুস্তীয়ারনামক লাহোরের এক নগর, এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিগে লাহোর রাজ্য, মুজঃফরাবাদ, ও নানা স্বাধীন ক্ষুদ্র নগর এবং পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত আছে, কশ্মীর পর্ব্বতীয় দেশ প্রযুক্ত ইহার জল ও বায়ু উত্তম, ও পারস্য ও তাতার দেশে যৎকালে

বৃষ্টি হয়, এ স্থানে ও তৎকালে হইয়া থাকে, ও ধান্য যব গোধূম ইত্যাদি নানা শস্য জন্মে, গোলাব প্রভৃতি নানা পুষ্পের বন আছে, তন্মধ্যে ইউরোপীয় পুষ্প ন্যায় অনেক পুষ্প দৃষ্ট হয়' এবং দ্রাক্ষাফল যথেষ্ট জন্মে, ও পর্ব্বত মধ্যে উত্তম কুঙ্কুম ও লৌহ জন্মে। অপর এ দেশে প্রসিদ্ধ শাল বস্ত্র হইয়া থাকে, যদ্দারা দেশের উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু শালের লোম এ স্থানে জন্মে না, সে প্রায় এক মাসের পথ অন্তর, তীব্বত দেশ হইতে প্রথমতঃ কটাবর্ণ লোম আগত হয়, পরে তাহাকে ধান্য পুষ্প দিয়া ধৌত করিলে শাল বস্ত্র যোগ্য লোম প্রস্তুত হয়, ও এই লোম উক্ত দেশীয় ছাগের গাত্রে জন্মে, কথিত আছে যে দিল্লীর ও পারস্যের বাদশাহেরা যত্ন পূর্ব্বক এই ছাগ স্বং দেশে পালন করিয়াছিলেন তত্রাপি তদ্দেশের ন্যায় উৎকৃষ্ট লোম হয় নাই, আর পারস্য দেশে কোরমান নামক এক প্রকার পশুর লোমে যে শাল হয়, সে প্রায় ইউরোপীয় শালের তুল্য হইয়া থাকে, অপর কাশ্মীরের শালের লোম পূর্ব্বোক্তরূপে ধৌত হইলে বিক্রয়ার্থে নানা চিত্র বিচিত্র বুনান পূর্ব্বক আর একবার ধৌত করে, ইহার সামান্য শালের মূল্য ১৫ অবধি ২০ টাকা, উত্তম শালের ৪০ টাকা আর ফুলকর শাল হইলে ১০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত, কাশ্মীর দেশের লোকেরা বলবান্, পিঙ্গল বর্ণ ও সুগঠন হয়, ইহার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ জাতি ও ইহারদিগের দেশ ভাষা স্বতন্ত্র কিন্তু তাবৎ পুস্তক কাশ্মীরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষা রচিত এবং সংস্কৃত অক্ষরের ও পুস্তক আছে, এ দেশের অপর জাতিরা সূত্রধরের ব্যবসায়েতে নিপুণ ও স্বস্থি ও নুরবক্সাই এই

মিরিক জবম জাতি উত্তম গায়ক হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা কেবল এক ছন্দের গান করিতে পারে, এবং তাবৎ লোকের মধ্যে মাংস ও মদিরাপান ব্যবহার আছে, আর ভূমিকম্প ভয়ে প্রায় কাষ্ঠের গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করে। ইং ১৮০৯ বাং ১২১৫ শাল গতে মহম্মদখাঁ নামক কাবোলের সুবাদার রণজিৎ সিংহের ও আফগানদিগের প্রতি শত্রুতা পূর্ব্বক কাশ্মীর দেশ স্বাধীন করিয়াছিল। ৭৪॥

কসপুর ॥ বরমা রাজ্যাধীন কাছার দেশ সম্মুখবর্ত্তী এবং বঙ্গ দেশীয় শ্রীহট্টের নিকট কসপুর নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য ইহার পূর্ব্ব দিগে বঙ্গ দেশ আছে ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে মেং বেবেলেষ্ট বঙ্গ দেশ হইতে পূর্ব্ব দিগে এই রাজ্য পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিয়াছিল। ৭৫॥

কাগমারি ॥ বঙ্গ দেশে মহীমন সিংহের সম্মুক্ত ঢাকা হইতে ৩৮ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে কাগমারি নামে এক নগর আছে। ৭৬॥

কাচোর ॥ আগরা প্রদেশে ফরক্কোথাবাদের সম্মুক্ত কাচোর নামে এক নগর ও এক দুর্গ আছে, ইহার ভূস্বামীর সহিত অকৌশল প্রযুক্ত ইংলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে তাঁহার বহিস্কৃত করাতে অনেক লোক নষ্ট হইয়াছিল। ৭৭॥

কাটমুণ্ড ॥ উত্তর হিন্দুস্থান মধ্যে নেপালীয় এক বৃহৎ পর্ব্বতোপরি কাটমুণ্ড নামে এক বৃহৎ নগর আছে, এই নগর নেপালের গুর্খালি রাজার রাজধানী ও হিমালয় পর্ব্বত হইতে ৪০ ক্রোশ অন্তর এবং নেপালের নিয়ার জাতিরা এই নগর

হয়ানিজ নামে ব্যক্ত করে, এবং পর্ব্বতীয় লোকেরা ইহাকে কর্ণপুর কহে, এই নগরে অনেক কাষ্ঠ নির্ম্মিত মন্দির আছে অতএব কাষ্ঠ মন্দির নামে ও এই নগর প্রসিদ্ধ আছে। অপর এতাবৎ মন্দির বঙ্গ দেশীয় গঠনাপেক্ষায় কোন প্রভেদ নাই এবং ইষ্টক মন্দির ও ইষ্টক গৃহ ও আছে, কিন্তু কদর্য্য নির্ম্মাণ দৃষ্ট হয়, এবং কাশী নগরের ন্যায় এই নগরের তাবৎ পথ অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কৃত হইয়া থাকে, ও পর্ব্বতের অন্তঃপাতি এই নগরের আর কোন গ্রাম নাই। ৭৮॥

কাটারমহল॥ উত্তর হিন্দুস্থানে আলমোরা নগর সম্পৃক্ত কাটারমহল নামে এক গ্রাম আছে। তথা কেবল কতক নর্ত্তকী গণ বসতি করে, ইহার উপরি ভাগের পর্ব্বতে আদিত্যের এক অতি প্রাচীন সুগঠন মন্দির তাহার চারি দিগে ৫১ স্তম্ভাকৃতি মন্দির দ্বারা বেষ্টিত আছে, এবং পূর্ব্ব কালে তাহাতে নানা মূর্ত্তি স্থাপিতা ছিল, এইক্ষণে ও তাহার অনেক মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়,। কথিত আছে, যে সত্য কালে পাণ্ডবগণের এতাবৎ কীর্ত্তি ছিল, আর এই কাটারমহল গ্রামে সংবৎসরের প্রতি পৌষ মাসে একবার লোক যাত্রা পূর্ব্বক উৎসব হইয়া থাকে। ৭৯॥

কাঠাল॥ উত্তর হিন্দুস্থানে কাশ্মীরের নিকটস্থ পূর্ব্ব দিগে পর্ব্বতীয় এক ক্ষুদ্র দেশ আছে, তাহাতে কাঠাল নামক এক বৃহৎ উচ্চ পর্ব্বত থাকাতে দেশের নাম ও কাঠাল হইয়াছে, অপর কাশ্মীরীরা ইহাকে নার নামে ব্যক্ত করে। ৮০॥

কাণ্ডি॥ সিংহলদ্বীপের মধ্যস্থলে কাণ্ডি নামে আবনিক এক রাজধানী নগর আছে, সে নিবিড় বন ও পর্ব্বত বেষ্টিতত্ব প্রযুক্ত ভিন্ন দেশীয়েরদের অগম্য, যেহেতুক এ স্থানে গমনে যে

এক উচ্চ ও দুর্গম পথ আছে, তাহা স্বদেশীয় লোকেরা কদাচিত অবগত আছে, পূর্ব্ব কালে এ দেশীয় রাজার সিংহল দেশে বাস ছিল। ক্রমে তাহারদিগের পরলোক হইলে পোর্তুগীশেরা এই স্থানে আসিয়া দেশ নষ্ট করিয়াছে। অপর এ দেশের যে উক্ত নিবিড় বন আছে, তাহাতে শিশির আকর্ষণ হইয়া পীড়া দায়ক বায়ু হয় এবং সন্ধ্যাকালাবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত শিশির পতিত হইয়া পরে প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে তাবৎ ক্ষয় হয়, কিন্তু এই দেশের পর্ব্বত মধ্যে উত্তম ধান্য জন্মে, ও নানা জাতির বসতি এবং দেবালয় আছে, তত্রস্থ লোকেরা নানা ব্যবসায় পূর্ব্বক কাল যাপন করে, তন্মধ্যে বহুকালের ভ্রষ্ট এক জাতির কোন কর্ম্ম করিতে রাজাজ্ঞা নাই, সুতরাং ইহারা পুরুষানুক্রমে ভিক্ষোপজীবী হইয়া দিন পাত করে, ইং ১৭৮২ বাং ১১৮৯ শালে মেং কাইড সাহেব তৃনকলমেল হইতে দূত স্বরূপ এই কাণ্ডি দেশে গমন করিয়াছিল, এবং ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে ইহার উত্তরাধিকারী রাজা সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া ছিলেন। ৮১ ॥

কান্যকুব্জ॥ আগরা প্রদেশে গঙ্গা তীর হইতে প্রায় ২ ক্রোশ পশ্চিম বিখ্যাত কন্যকুব্জ অর্থাৎ কনৌজ নামে এক নগর আছে, ইহার ৬ ক্রোশ পর্য্যন্ত এক অপক্ক পথ ও স্থানে ২ ইষ্টক গৃহ আছে, আর কোন ২ বৃক্ষ তলে দেবতার মূর্ত্তি এবং ভগ্ন গৃহের স্থানে ২ সংস্কৃত অক্ষরাঙ্কিত ও দেবতার মূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা প্রাপ্ত হয় ও পূর্ব্ব কালে এ নগরে হিন্দুস্থানের কোন রাজধানী ছিল এমত বোধ হয়. ইং ১০১৮ বাং ৪২৫ শালে গজনেনের মহমুদ এই নগর অধিকার করিয়া অল্পকালপর্য্যন্ত স্বাধীন রাখিয়া

ছিল। এ নগর আগরা হইতে ২১৭, লক্ষ্ণৌ হইতে ৭৫, দিল্লী হইতে ২১৪, ও কলিকাতা হইতে ৭১৯ ক্রোশঅন্তর। ৮২।

কান্ধার ॥ আফগানস্থান মধ্যে কান্ধার নামে এক নগর আছে, ইহার উত্তর দিগে টাটার দেশের বাক নগর। দক্ষিণ দিগে বালুকা স্থান। পূর্ব্ব দিগে সিন্ধু দেশ ও বালুকা স্থান। এবং পশ্চিম দিগে পারস্যের সাজি স্থান এতাবৎ প্রাচীন সীমা ব্যক্ত আছে, গজনেন হইতে কান্ধারে আগমনে সচরাচর মরুভূমি ও কাবোলের ন্যায় কাষ্টাভাবে সূর্য্যপক্ক ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ এবং নগরের সম্মুখে পর্ব্বত দৃষ্ট হয়, এবং নগর মধ্যে লোকের অন্ত রান্তর বসতি আছে, ইহার অধিকাংশ হিন্দুজাতি তন্মধ্যে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ আছেন, তাহারদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়, জবন জাতিরা প্রায় সুন্নিধর্ম্মাক্রান্ত ও ইহারদিগের বহু দেবালয় আছে, তথা হিন্দু ও জবন উভয় জাতীরা পূজা করে, মোগল আফগাণ জাতিরা কৃষী কর্ম্ম করে, তাহাতে ধান্য, গোধূম, ছোলা, মটর, খর্জ্জুর, বাদাম, কুঙ্কুম ও আতর প্রভৃতি জন্মে, পর্ব্বতে লৌহ আর নানা প্রকার বহু মূল্য প্রস্তর, বিশেষতঃ টৌপজ ও হীরক এ নগর সম্পৃক্ত নানা স্থানে জন্মে, এ নগরে শীতকালে অতিশয় শীত কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাদৃশ গ্রীষ্ম বোধ হয় না, অপর এ নগর বহুকাল পর্য্যন্ত দিল্লীর অধীন ছিল, পরে নাদেরশাহ অধিকার করিলেন, অনন্তর ইহার মৃত্যু হইলে কাবোলের সৈন্যাধ্যক্ষ আফগানজাতি আহমদশাহ আবদালির হইয়া প্রকৃত রূপে শাসিত হয় নাই। ৮৩॥

কান্ধার ॥ কান্ধার নামক প্রাচীর বদ্ধ এক নগর আছে, ইহার দুই দুর্গ তন্মধ্যে প্রাচীন যে দুর্গ সে অহমদশাহ আবদালি

কর্ত্তৃক পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত তথা নাদেরাবাদ নামক নগর ছিল, সে তাবৎ নাদেরশাহ নষ্ট করিয়াছিলেন, তৎপরে প্রায় তিন ক্রোশ দীর্ঘ পুস্থ মধ্যে এই নগরের বসতি ও উন্নতি হইয়াছে, এ স্থানে হিন্দুস্থানের ন্যায় শীত ও গ্রীষ্ম হইয়া থাকে, এবং শস্য উৎপন্ন হয়, ইহার নিকটবর্ত্তী নানা ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, ও ২।৩ ক্রোশ উত্তর দিগে পর্ব্বতোপরি ঐ প্রাচীন দুর্গের চিহ্ন দৃষ্টহয়।৬ ক্রোশ অন্তরে হিন্দুদিগের প্রাচীন এক মন্দুর আছে। ২ ক্রোশ অন্তরে জাফের তাএর নামক এক জবনের মৃতাধার আছে, আর কান্ধারের দক্ষিণ দিগে মোবেলআলির এক প্রসিদ্ধ গো স্থেজে এক প্রস্তরে তাহার চরণ চিহ্ন আছে, এ নগরে কাবো লের বাদশাহের এক মুদ্রা নির্ম্মাণাগার আছে, মুলতোনর ও রাজপুত নগরের অনেক লোকেরা এ নগরে বসতি করিয়াছে, এবং য়িহুদি জাতির ও বসতি আছে, অপর যৎকালে পার স্যের ও মোগল রাজ্যের উন্নতি ছিল, তখন কান্ধার নগর উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে ইহার যথেষ্ট অনুরাগ হইয়াছিল, পরে ইং ১৭৩৮ বাং ১১৪৫ শালেআলিমহম্মদ নামক পার স্যাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক জাহাঙ্গীর বাদশাহের প্রতি দত্ত হইল এবং উক্ত দুই রাজ্যের হ্রাসহইলে অল্পকাল গতে এতদ্দেশীয় হোসেন খাঁ নামক এক সৈন্যাধ্যক্ষ আফগানজাতি অধিকার করিয়াছিল, এবং ইং ১৭৩৭ বাং ১১৪৪ শালে নাদেরশাহ বহুসৈন্য সহকারে আফগানীয় স্থানে জামন সেরজাকে পরাজ্য করিয়া, সিংহাসন চ্যুত পূর্ব্বক কান্ধার নগর অধিকার করিলেন, তাহাতে হোসেন খাঁ এক বৎসর ছয় মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া ছিল। পরে নাদেরশাহের মৃত্যু হইলে অহম্মদআলি অধিকার

করিয়া এ নগরে রাজধানী করিতে ইচ্ছা করিলে, কিন্তু তাঁহার এই মানস পূর্ণ না হইয়া কাবোল রাজ্যাধীন হইয়াছে। কান্ধার নগর দিল্লী হইতে কাবোল দিয়া ১০৭১। আগরা হইতে ১২০৮ এবং কলিকাতা হইতে ২০৪৭ ক্রোশ অন্তর। ৮৪॥

কাম্বার॥ আগরা প্রদেশে জয়পুর হইতে ৮০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে কাম্বার নামে এক নগর আছে, ইহার এক দুর্গ প্রায় ৮০ বৎসর হইল, জয়পুরের কোন ২ রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া স্বাধীন আছে, ইহার চারি দিগে পর্ব্বত ও বন তন্নিমিত্তে এতদ্দেশীয়েরা দুর্গম পথ বোধ করে। ৮৫॥

কানপুর॥ আলাহাবাদ প্রদেশে গঙ্গার পশ্চিম সীমা বচ্ছিন্ন ও লক্ষ্ণৌ হইতে ৪৯ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে কানপুর নামক এক নগর আছে। এ স্থানে ইংলণ্ডীয়দিগের এক বৃহৎ সৈন্যাগার আছে, ও ইহার ভূমি উর্ব্বরা তাহাতে ধান্য, যব, গোধূম, ও ইউরোপীয় নানা প্রকার শাকাদি যথেষ্ট জন্মে, কার্ত্তিক মাসের মধ্য সময়াবধি আষাঢ় মাসের মধ্যম পর্য্যন্ত কদাচিৎ বৃষ্টি হয় এবং এ নগরে এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতি ব্যাঘ্র আছে, ইহারা প্রায় সর্ব্বদা পঞ্চ বৎসর বয়স্ক শিশু লইয়া প্রস্থান পূর্ব্বক নষ্ট করে, অপর এ স্থানের যুদ্ধ বিষয়ক অনেক নিদর্শন আছে, ইং ১৮০২ বাং ১২০৯ শালে অযোধ্যার নবাব কর্ত্তৃক এ নগরের সহিত আর এক গ্রাম যুক্ত হইয়া তথা বিচার স্থল এবং রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ক স্থল নিরূপিত হইয়াছিল। ৮৬॥

কানারা॥ অর্থাৎ কর্ণাট নামে ভারতবর্ষের পশ্চিম দিগে সমুদ্র তীরে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে বিজয়পুর সংযুক্ত মহারাষ্ট্রীয়রাজ্য, দক্ষিণ দিগে মালাবার দেশ। পূর্ব্ব দিগে

মহিসুর ও বালাঘাট সীমা এবং পশ্চিম দিগে সমুদ্র আছে। ইহার দীর্ঘতা প্রায় ২০০ ক্রোশ ও পুস্থতা ৩৫ ক্রোশ হই বেক, এ দেশে বলদ অপ্রাপ্য তন্নিমিত্তে পতিত ভূমি প্রস্তুত করিতে কৃষিজীবি মনুষ্য দ্বারা ব্যায় বাহুল্য হয়, এবং এই ভূমি প্রস্তুত হইয়া বীজ রোপণে বিলম্ব হইলে যদি পুনর্ব্বার বৃষ্টি হয়, তবে তাবৎ নষ্ট হইয়া থাকে, ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালের পূর্ব্বে এ দেশে হিন্দু জাতির রাজা ছিল। পরে হিন্দুরা হয়দর আলির নিকট পরাভূত হইলে এই স্থানে জবনাধিকার হইয়া নানা প্রকার শ্রমি লোকের বসতি দ্বারা দেশের উন্নতি হইল কিন্তু ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকারের পূর্ব্বকালে এ স্থানে সর্ব্বদা যুদ্ধে হইত, তৎপ্রযুক্ত বসতির অল্পতা হইয়াছে, এবং টিপু সোলতান কর্তৃক এ দেশের অনেক প্রধান নগর নষ্ট হই য়াছে, যেহেতুক সে ব্যক্তি অতিশয় যোদ্ধা ছিল ও একবার যুদ্ধে জয়ী হইয়া ৬০০০০ হাজার ইংলণ্ডীয়েরদিগকে ধৃত পূর্ব্বক মহিসুর দেশে প্রেরিত করিয়াছিল, তন্মধ্যে অত্যল্প প্রাণি স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, পরে ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে এ দেশে ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হয়। ৮৭।

কামরূপ ॥ আশাম রাজ্যে ব্রহ্ম পুত্র নদের তীর হইতে ধিরং পর্ব্বতীয় সীমা বচ্ছিন্ন কামরূপ নামে এক বৃহদ্দেশ আছে, পূর্ব্বকালে রাঙ্গামাটী নামক ইহার রাজধানী ছিল, আর গোয়া লপাড়া ও কান্দার চৌকিদ্বারা ইহার সীমা বদ্ধ ছিল, এ দেশের পর্ব্বতীয় জল নানা দিগে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মপুত্র নদে মিশ্রিত হইয়াছে, এবং এই নদের তীর অবধি পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই দেশ ৪০ ক্রোশ প্রস্থ এবং কান্দার চৌকিহইতে বড়নদী পর্য্যন্ত

প্রায় ১০০ ক্রোশ দীর্ঘ হইবেক। অপর ইং ১২০৪ বাং ৬১১ শালে মহম্মুদবক্তিয়ারখিলজী কর্ত্তৃক এ দেশ আক্রান্ত হইলে তাহার বহু সৈন্য নষ্ট হওয়াতে গমন করিতে হইল, তৎপরে বঙ্গ দেশ সম্পর্কীয় রাঙ্গামাটী ও রঙ্গপুর ও কোচবেহার প্রভৃতি অনেক নগর কামরূপ রাজ্যাধীন হইয়াছিল। ৮৮॥

কারনোল॥ বালাঘাটপর্ব্বত সন্নিহিত ও তম্বুদ্র নদীর দক্ষিণ দিগে কারনোল নামে এক নগর আছে। এই স্থানে ইং ১৭৫২ বাং ১১৫৯ শালে পাঠান জাতির রাজধানী ছিল, পরে মোগল জাতিরা পরাজব করিলে এমবাসি শাহেবের সৈন্যের সহায়তা দ্বারা নিজাম সলাবত্জঙ্গের অধিকার হইল, তখন ইহার দুর্গ মধ্যে ৪০০০০ হাজার পাঠান ছিল, তাহারদিগের তাবৎকে খণ্ড২ করিয়া নষ্ট করিল, ও ইদানীন্তন ইউরোপী য়েরা অধিকার পূর্ব্বক কর নিরূপিত করিয়া এক পাঠানকে প্রদান করিয়াছে। ৮৯॥

কারার॥ বিজাপুর রাজ্যে মুরতিজাবাদ সম্মুক্ত কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ দিগে কারার নামক এক নগর আছে, ইহার দীর্ঘতা এক ক্রোশ ও প্রস্থতা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবেক, এই স্থানে উত্তম বসতি ও বৃহৎ উচ্চ সুগঠিত দুই মন্দির ও এক হট্ট স্থান ও এক দুর্গ আছে, আর এ নগর অবধি সাতারা পর্য্যন্ত ঘন বসতি ও উর্ব্বরা ভূমি আছে। ৯০॥

কারুর॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগে অমরাবতী নদীর উত্তর তীরে কারুর নামক এক নগর আছে। ইহার পশ্চিম দিগে ৪২ ক্রোশ অন্তর ত্রিচীনাপল্লী স্থান, আর অমরাবতীনদী তীরে অনেক

দ্বারা ক্ষেত্র আছে। কিন্তু তাবৎ সময়ে ঐ নদীতে জল থাকে না। তন্নিমিত্তে একবার শস্য জন্মে, ও এই নদী মহীশূরের ও ত্রিচীনাপল্লী দেশের প্রাচীন সীমা ছিল, ইং ১৭৬০ বাং ১১ ৬৭ শালে কর্ণাটে যুদ্ধারম্ভ হইলে ত্রিচীনাপল্লী হইতে কাপ্তান রিচার্ড স্মিত কর্তৃক কারুর নগর অধিকৃত হয়, ইহার পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডীয় সৈন্যেরা কখন এ দিগে আগমন করে নাই। ৯১॥

কারৌলি ॥ আগরা প্রদেশে ও আগরা নগর হইতে ৭০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে পচিরি নামে এক ক্ষুদ্র নদীর উপর কারৌলি নামে এক নগর আছে। এ স্থানে নদীর অতিউচ্চ তীর কিন্তু জল বৃদ্ধি হইলে ভিন্ন পারের তীরস্থ ভূমিতে গভীর জল হওয়া থাকে, কারৌলি নগর মধ্যে এক দুর্গ প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত আছে, এ স্থানে রাজপুত জাতি রাজার অধিকার এবং ইহার ৩০ ক্রোশ পর্য্যন্ত বন্নাস নদীর দিগে পর্ব্বত সমূহের মধ্যে উর্ব্বরা ভূমি আছে। ৯২॥

কালনা ॥ বঙ্গদেশের বর্দ্ধমান সম্পৃক্ত ও কলিকাতা হইতে ৪৭ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে হট্ট স্থান যুক্ত কালনা নামে এক নগর আছে। ৯৩॥

কালনা ॥ বঙ্গদেশীয় যশোহর সম্পৃক্ত ও কলিকাতা হইতে ৭০ ক্রোশ পূর্ব্ব উত্তর দিগে কালনা নামে এক নগর আছে। ৯৪॥

কালানোর ॥ লাহোর প্রদেশে ও লাহোর নগর হইতে ৭০ ক্রোশ পূর্ব্ব দিগে কালানোর নামে এক নগর আছে, ইং ১৫৫৬ বাং ৯৬৩ শালে হুমাউন বাদশাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র অকবরশোহ এ স্থানে প্রথম বাদশাহ হইয়া ছিলেন। ৯৫॥

কালিএন ॥ আওরঙ্গাবাদে বোম্বে দেশ হইতে ৩২ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে কালিএন নামে এক নগর আছে, এ স্থানে মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত যবন জাতির অনেক যুদ্ধ হওয়াছে ইহার চতুর্দ্দিগস্থ গ্রাম দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এ নগরে অদ্যাপি বসতি আছে, এবং নারিকেল, বস্ত্র, তৈল, পিত্তল ও মৃত্তিকা পাত্র ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্যের বাণিজ্য হইয়া থাকে এবং এ নগরে দৃষ্টিপাত মাত্রেই ইহার প্রাচীন উন্নতির অবস্থান্তর বোধ হয়, এক্ষণে কোন সামান্য ক্ষুদ্র যাবনিক নগর ন্যায় হইয়াছে। ৯৬ ॥

কালাবাগ ॥ কাবোল রাজ্যে সিন্ধু নদীর পশ্চিম দিগে ও মুলতান হইতে ১১৬ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে কালাবাগ নামে এক নগর আছে, তথা ঐ নদী আর এক নদীর সহিত মিলিত হইয়া স্থলহীনা হইয়াছে, অপর এনগর অবধি পেশওয়ার পর্য্যন্ত প্রকৃত আফগান জাতির নানা ও জাতির বসতি আছে ও এ স্থানের পূর্ব্ব দিগে বহুকাল অবধি লবণ জন্মে, ও ফাটকিরি দ্রব্যের বাণিজ্য দ্বারা এ নগর ধনাঢ্য হইয়াছে, পূর্ব্ব কালে ঐ লবণ এক টাকায় প্রতি ২৫ মোন বিক্রয় হইয়া উষ্ট্র ও বলদ দ্বারা পঞ্জাবে ও মুলতানে ও কাবোল রাজ্যাধীন নানা দেশে প্রেরিত হইত। ৯৭ ॥

কালবর্গা ॥ বিদর দেশে ও মহম্মদাবাদ হইতে ১০৫ ক্রোশ পশ্চিম দিগে কালবর্গা নামক এক রাজধানী নগর আছে, ইদানীং ইহার কোন খ্যাতি নাই, কিন্তু পূর্ব্ব কালে এ নগর অতি প্রসিদ্ধ ছিল, ইং ১২৯৫ খ্রাং ৭০২ শালে আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক দক্ষিণ রাজ্য আক্রান্ত হওনকালে এ নগরের পূর্ব্বাধিকারির

এ স্থানে স্বাধীনত্ব ছিল, এবং ডামিনি বংশোদ্ভব প্রথম রাজার রাজধানী হইয়াছিল। ৯৮॥

কালপি॥ আগরা প্রদেশে যমুনার দক্ষিণ পশ্চিম দিগে কালপি নামে এক নগর আছে, তথা নানা প্রকার বাণিজ্য হয়, বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম দেশ হইতে অনেক তুলা আনিত হইয়া পুনর্ব্বার এস্থান হইতে ইংলণ্ডীয়দের অধিকৃত নানা দেশে প্রেরিত হয়, ইং ১২০৩ বাং ৬১০ শালে এই নগরে প্রথম জবনাধিকারি হইয়াছিল, পরে ইং ১৭৬৫ বাং ১১৭২ শালে জেনেরল কারনাক সহিত মহারাষ্ট্রীয় দিগের প্রথম যুদ্ধ হয়, তৎকালে ইহারা শুজা উদ্দৌলার সহিত মিলিয়াছিল। তত্রাপি পরাজিত হইয়া যমুনাপারে গমন করিল। ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে পেশ্বার রাজ্যাধীন নানাগোবিন্দরাওএর বন্দেল খণ্ড দেশীয় ভূমি সম্বন্ধ যে কোন বহু মূল্য ভূমি তৎকালে আলি বাহাদুরের অধিকার ছিল, সেই ভূমি রাজা হেম্মত বাহাদুর ইংলণ্ডীয়দের নিকট আপন উপজীবিকা ভূমি কহিয়া ভোগ করিতে ছিল, পরে ঐ গোবিন্দরাও শমসের বাহাদুরের সহিত ঐক্য পূর্ব্বক ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত ঐ ভূমির নিমিত্ত যুদ্ধ করিল, তাহাতে কালপি নগর ও ইহার দুর্গ এবং বন্দেলখণ্ডের উত্তর দিগস্থ পেশ্বার সম্বন্ধীয় তাবৎ দেশ ইংলণ্ডীয়েরা জয় করিয়া পরে যমুনার উত্তর অংশের আর২ নগর অধিকার করিলেন, তখন কালপি নগর এতাবৎ দেশহইতে স্বতন্ত্র ছিল। ঐ কালপি নগর লক্ষ্নৌ হইতে দক্ষিণ পশ্চিম, ৯৮ ক্রোশ আগরা হইতে ১৬০ ক্রোশ ও কাশী হইতে ২৩৯ ক্রোশ এবং কলিকাতা হইতে ৬৯৯ ক্রোশ অন্তর। ৯৯॥

কালিগ্রাম ॥ বাহার প্রদেশে মুঙ্গের নগর সংলগ্ন কালিগ্রাম নামে এক নগর আছে। ইহার ৭ ক্রোশ নিম্ন ভাগে এক বনময় পর্ব্বত গঙ্গা দ্বারা আশ্চর্য্য রূপে বেষ্টিত আছে, এবং উক্ত নগর মুরশিদাবাদ হইতে ১০২ ক্রোশ উত্তর ও পশ্চিম দিগে। ১০০ ॥

কালিঞ্জর ॥ আলাহাবাদ প্রদেশে এক উচ্চ পর্ব্বতোপরি কালিঞ্জর নামে এক রাজধানী নগর ও ১৮ হস্ত পরিমিত উর্দ্ধ প্রস্তর নির্ম্মিত এক কঠিন দুর্গ আছে। ঐ নগর মধ্যে কাল ভৈরব নামক এক দেবমূর্ত্তি আছে। ইহার ২০ ক্রোশ অন্তরে মৃত্তিকা খনন দ্বারা হীরক পাওয়া যায় ও এই নগর মধ্যে লৌহ জন্মে। অপর আলিবাহাদুর ও রাজা হেম্মতবাহাদুর কর্ত্তৃক বন্দেল খণ্ডদেশাক্রান্ত হইলে তাহারা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত এ নগরের দুর্গ লইতে যত্ন করিয়াছিল কিন্তু সৈন্যাভাবে কোন কর্ম্ম সফল হইল না, পরে আলিবাহাদুরের মৃত্যু হইল, ইং ১৮১০ বাং ১২১৭ শালে ইংলণ্ডীয়েরা ঘোরতর সংগ্রাম দ্বারা এই দুর্গ অধিকার করিলেন, কিন্তু তত্রাপি তাবৎ রাত্রি শত্রু ভয়ে ভীত ছিলেন। ১০২ ॥

কাবেরী ॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগে কুর্গ দেশীয় পর্ব্বত মধ্যে ও মালাবার দেশের সমুদ্র তীরের নিকট মহিশূর দেশ দিয়া কর্ণাট দেশ পর্য্যন্ত এই কাবেরী নদী প্রায় ৪০০ ক্রোশ ঘুরিয়া পরে তাঞ্জাবের দেশে নানা মুখ হইয়া সমুদ্রে পতিতা হইতেছে, এবং কর্ণাটস্থ ত্রিচীনাপল্লী স্থানের সম্মুখে দুই শাখা হওয়াতে সিরিঙ্গাম নামে এক উপদ্বীপ স্থাপিত হয়, ও এই স্থানের অগ্রভাগ হইতে প্রায় ১৩ ক্রোশ পূর্ব্ব দিগে পুনর্ব্বার

একত্র হইয়াছে কিন্তু এ স্থানের দক্ষিণাংশ হইতে উত্তরাংশ ১৩॥ হস্ত নিম্ন ও সমুদ্রে মিলিত হওয়াতে কোড়লুর নাম হইয়াছে, আর দক্ষিণাংশের নাম কাবেরী আছে। ১০৩॥

কাবেরীপুরম ॥ উত্তরকৈম্বিটুর দেশসম্যুক্ত ও কাবেরী নদী তীরে কাবেরীপুরম নামে এক নগর আছে, এ স্থানে বর্ষা কালে এই নদীর প্রাশস্ত্য হওয়াতে স্রোত বলবান্ হয়, কিন্তু জল নির্ম্মল থাকে, আর নগরের সম্মুখে নানা পর্ব্বত ও নগর মধ্যে পুস্তর ময় সমান ভুমি ও ইহার বহিঃস্থানে প্রায় ১০০ গৃহ তন্মধ্যে অনেক পতিত গৃহ ও বাণিজ্যের ও রাজ কর সংগ্রহের স্থান আছে, এবং ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণির উর্দ্ধ ও অধোভাগের মধ্যে কাবেরীপুরম স্থাপিত প্রযুক্ত উভয় স্থানের বাণিজ্য দ্রব্য এই নগরে আইসে, বিশেষতঃ তাম্রকুট বলদ দ্বারা এ স্থানে আসিয়া থাকে, পূর্ব্ব কালে কাবেরীপুরম নগরের এক দুর্গ গৌতমদলি নামক মহারাষ্ট্রীয় এক যোদ্ধা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় ও তৎকালে ইহার অধিকারে এই নগরের নিকট বর্ত্তী অনেক গ্রাম ছিল। ১০৪॥

কাবোল ॥ আফগাণীস্থানে কাবোল নামে এক বৃহৎ দেশ পুশাং নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, ইহার নগর দুই প্রস্থ মৃত্তিকা প্রাচীর দ্বারা কঠিন রূপে বেষ্টিত আছে, এ দেশের ভূমি দীর্ঘে ২৫০ ও প্রস্থে ১৫০ ক্রোশ হইবেক, উত্তর দিগে কহতুর অর্থাৎ কাফরস্থান। দক্ষিণ দিগে কান্ধার ও বালুকা স্থান। পূর্ব্ব দিগে সিন্ধু নদী এবং পশ্চিম দিগে হিন্দুকোহ পর্ব্বত আছে। কাবোল রাজধানীর দক্ষিণ দিগে ইষ্টক নির্ম্মিত এক সেতু এবং শাহকাবোল নামক এক ক্ষুদ্র পর্ব্বত তথা নানা উত্তম

জলাশয়আছে, ও কাবোল নদী গমন করিয়াছে। কাবোল নগরে তাবৎ অপক্ক ইষ্টক ও প্রস্তর মৃত্তিকা সংযোগে কদর্য্য রূপে নির্ম্মিত গৃহ ও পূর্ব্ব দিগে বালারসর নামক বাদশাহের পুরী আছে, এবং নগরের অন্তঃপাতি নানা উদ্যান মধ্যে উপাদেয় ফল জন্মে। ইহার ভূমিতে ঝিলের জল সেচন হয় কিন্তু এ রাজ্যে কোন শস্য যথেষ্ট জন্মে না, অপর এ রাজ্যের মধ্যে আফগান নামক এক দুরাত্মা জাতির বসতি আছে, তাহারা পরশ্রী কাতর ও বিপক্ষতা করে। এতদ্ভিন্ন নানা জবন জাতি ও আছে, নগরের মধ্য স্থলে জাহাঙ্গীর বাদশাহের বর্ত্তমান কালে চারি হট্ট স্থান নির্ম্মিত হয়, তথা চিনি ও তুলা ও পেশোর হইতে অধিকাংশ বস্ত্র আইসে এবং এ নগর হইতে লৌহ চর্ম্ম ও তাম্রকূট তথা প্রেরিত হইয়া থাকে, আর কান্ধার দেশে ও লৌহ, চর্ম্ম ও দীপ তৈল গমন পূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে পারস্য দেশীয় ও ইউরোপীয় নানা প্রকারদ্রব্যাদি এই রাজ্যে আগমন হয়। ইং ৯৯৭ বাং ৪০৪ শালে এই রাজ্যের পূর্ব্ব দিগস্থ গজনেনীয় সুবক্তগী নামক প্রথম বাদশাহ কাবোল দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তৎপরে ইং ১০০৮ বাং ৪১৫ শালে সুলতান মহমুদ কর্তৃক তাহা অধিকার হইল। ইং ১৭৩৯ বাং ১১৪৬শালে দিল্লী রাজ্য হইতে নাদেরশাহ এ রাজ্যাধিকার করিলেন, ইহার বিশেষ আফগান স্থানের বৃত্তান্তে ব্যক্ত আছে, ইং ১৮০৯ বাং ১২১৬ শালে ফ্রান্স ও পারস্য দেশীয়েরা একত্র হইয়া আফগানীয় স্থানের আবদালি নামক রাজধানী ও ভারতবর্ষস্থ ইংলণ্ডীয়ের রাজ্যাক্রমণ করিতে ইচ্ছুক হইলে, লার্ডমিণ্টো নিজ রাজ্য রক্ষার্থে হানারেবিল মৌণ্টষ্টুয়ার্ট এলফিন্ষ্টন কে কাবোলে

দূত স্বরূপ প্রেরণ করিলেন, তাহাতে কাবোলের বাদশাহ তাঁহার প্রতি ভারার্পণ পূর্ব্বক আপন অমাত্যকে এ বিষয়ের নিস্পত্তি করিতে আজ্ঞা করিলেন, যে যাহাতে আমারদিগের উভয় রাজ্যের কুশল হয়, এমত করহ। তৎপরে এই স্থির হইল, যে যদি পারস্য ও ফ্রান্সীরা কাবোলের দিগে আগমন করেন, তবে কাবোল সৈন্যেরা কোন প্রকারে তাহারদিগকে বহিস্কৃত করিবেক, ও যদি যুদ্ধ করেন, তাহাতে ইংলণ্ডীয়েরা সাধ্যানুসারে তাবৎ যুদ্ধ ব্যয় দিবেন এই অঙ্গীকার ছিল। কাবোল নগর দিল্লী হইতে ৮৩৯, আগরা হইতে ৯৭৬, লক্ষ্ণৌ হইতে ১১১৮, এবং কলিকাতা হইতে ১৮১৫ ক্রোশঅন্তর। ১০৪ ॥

কাসীমবাজার ॥ বঙ্গদেশে মুরশিদাবাদ সংযুক্ত কাসিম বাজার নামে এক বাণিজ্যের স্থল আছে, সে গঙ্গা তীর হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণ, অপর তাবৎ বঙ্গদেশাপেক্ষা এই নগরে বহু বাণিজ্য হইত, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত ব্যক্ত আছে, যে এ স্থানে উত্তম রেশম জন্মে, তাহার অধিকাংশ ইউরোপে ও অবশিষ্টাংশ ভারতবর্ষস্থ নানা দিগে প্রেরণ হয়, এ স্থানের গঙ্গার নাম ভাগীরথী নদী তন্নিমিত্তে এ স্থানে গঙ্গার মাহাত্ম্য অধিক, বর্ষাকালে ইহার জল এতাদৃশ বৃদ্ধি হয়, যে তদ্রূপ কদাচিৎ আর কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ইহার তীরে বালুকাময় ভূমি প্রযুক্ত কোন শস্য জন্মে না, পরে শুষ্ককালে এ নদীর জলের হ্রাস হওয়াতে তটমধ্যে কেবল পক্ষী চরণ স্থান হইয়া থাকে, এবং ইহার উপরি ভাগে নানা মৃগয়া যোগ্য পশু আছে, কাসিমবাজারের পশ্চিম দিগে উত্তর আড়ি ও দক্ষিণ আড়ি এই দুই নামে প্রাচীন কালের দিগ নিরূপণ আছে। ১০৫ ॥

কিরাত ॥ অর্থাৎ ঐরাবতী নামক উত্তর হিন্দুস্থানে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী, দক্ষিণ দিগে মোড়ং পর্ব্বত ও নিবিড় বন, পূর্ব্ব দিগে ভূতান এবং পশ্চিম দিগে নেপালের কোন অব্যক্ত স্থানের দ্বারা এ দেশ পৃথক হইয়াছে। এ দেশে শানপু ও তুষ্ণা নামক দুই প্রধান নদী ও দামশাং নামক এক প্রধান নগর আছে, ইং ১৭৬৯ বাং ১১৭৬ শালে গুরখা রাজা ৪ বৎসর যুদ্ধ করণ পূর্ব্বক নেপাল দেশ জয় করিয়া ক্রমে কোচবেহার ও ভূতান দেশের যাবৎ সীমা বচ্ছিন্ন স্থান এবং এই কিরাত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্ব কালে এ দেশ স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১০৬॥

কীর্ত্তিপুর ॥ নেপালের পর্ব্বতে পেট্টু হইতে ৩ ক্রোশ পশ্চিম দিগে কীর্ত্তিপুর নামক এক নগর আছে, এ স্থান পৃথ্বী নারায়ণ রাজার অধিকার হওয়াতে পেট্টু স্থানভুক্ত হইয়া ছিল, কথিত আছে, যে পূর্ব্ব কালে এই নগরে এক স্বাধীন রাজার রাজ্য সময়ে ৬০০০ হাজার গৃহস্থ ছিল, ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া ইদানীং ক্ষুদ্র ও অগণ্য স্থান হইয়াছে। ইং ১৭৬৮ বাং ১১৭৫ শালে এ নগরে পৃথ্বীনারায়ণ রাজার অধিকার হয়, ইহার পূর্ব্বে এই নগরস্থ যাবৎ লোক এই রাজার সহিত অধিক কালাবধি যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু এ রাজা জয়ী হইয়া ক্রোধ ক্রমে নগরস্থ পুরুষ ও স্ত্রী যাবতের নাসিকা ও ওষ্ঠ ছেদন করিতে ও নাককাটা নগর নাম খ্যাত করিতে আজ্ঞা করিয়াছিল, ইহার ২৩ বৎসর গতে ইংলণ্ডীয় দূত নেপালে গিয়া ঐ অঙ্গ হীন প্রাচীনাবস্থা প্রাপ্ত অনেক লোককে দেখিয়াছিল। ১০৭॥

কুণ্ডল ॥ বঙ্গ দেশে ত্রিপুরা সম্মুক্ত ও ঢাকা হইতে ৭৪ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে কুণ্ডল নামে এক নগর আছে, ইহার নিকটস্থ তাবৎ গ্রামে কেবল বন তাহাতে নানা প্রকার বন্য পশু থাকে, বিশেষতঃ এ বনে উত্তম হস্তী জন্মে, কিন্তু চট্ট গ্রামীয় হস্তির তুল্য এ হস্তির মূল্য নহে। ১০৮॥

কুমাউন ॥ উত্তর হিন্দুস্থানে কুমাউন নামে এক দেশ আছে, ইহার পর্ব্বতোপরিস্থ ভূমিতে নেপালের অধিকার, ও তাহার নিম্ন ভূমিতে ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে অযোধ্যার নবাব কর্তৃক দত্ত ইংলণ্ডীয়েরদিগের অধিকার আছে, এ দেশে গোমতী, গরুড়গঙ্গা, বাড়ন ও কোশলা এই চারি ক্ষুদ্র নদী আছে, ইং ১৭৯১ বাং ১১৯৮ শালের পূর্ব্ব কালে ইহার পর্ব্বতীয় স্থান নেপালীয়েরা জয় করিয়াছিল, ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে এই দেশাধিপতি রামপুর নামক স্থানে ইংলণ্ডীয় সম্মর্কে রাজস্ব সংগ্রহকারির সহকারী কর্ম্মেনিযুক্ত হইয়াছিল। ১০৯॥

কুমারখালি ॥ বঙ্গ দেশে রাজসাহী সম্মৃক্ত ও মুরশিদাবাদ হইতে ৬৪ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে কুমারখালি নামে এক নগর আছে, এ স্থানে বহুকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয়েরদিগের রেশম প্রস্তুত করণের এক বাণিজ্যাগার ছিল। ১১০॥

কৃপা ॥ বালাঘাট পর্ব্বত শ্রেণীর সীমাবচ্ছিন্ন ও ইহার উত্তর দিগে কৃপা নামক রাজধানী এক নগর আছে, তথা বহু চিনি ও গুড় জন্মে, অপর দক্ষিণ দেশীয় রাজ্য ধ্বংশ হইলে এই নগরে বহুকাল পর্য্যন্ত এক স্বাধীন পাঠান জাতির বসতি ছিল, ও এই নগর মান্দরাজের অধীন হইলে বালাঘাট দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ পূর্ব্বদিগে কৃপা ও পশ্চিম দিগে

বেলারি নগর ছিল, এই কৃপা নগর মান্দরাজ হইতে ১৫০, শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ২২০, এবং হয়দরাবাদ হইতে ২৩০ ক্রোশ অন্তর। ১১১ ॥

কৃষ্ণনগর ॥ বঙ্গদেশে জলঙ্গি নদীর দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে কৃষ্ণনগর নামে এক নগর আছে, এই নগর কলিকাতা হইতে ৬২ ক্রোশ উত্তর। ১১২ ॥

কৃষ্ণনগর ॥ আজমের প্রদেশে ও আজমের নগর হইতে ১৩ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বদিগে কৃষ্ণনগর নামে এক নগর আছে, এই নগরে আজমেরের নিকটস্থ কএক ক্ষুদ্র গ্রামের স্বাধীন রাজধানী ছিল, এবং তৎকালে ৪০০০০০ টাকা ইহার উপস্বত্ব উৎপন্ন হইত, এবং এ নগরের রাজার পুত্র, পৌত্র ও জ্ঞাতি প্রভৃতি প্রায় ৫০০০ গৃহস্থ ছিল, তাহারদিগের ভরণপোষণ ও বিবাহ রাজ ব্যয় দ্বারা সম্পন্ন হইত, এবং তাহারা ইহার প্রত্যুপকার স্বরূপ রাজার পক্ষ হইয়া শত্রু হইতে নগর রক্ষা করিত, অপর এই রাজা রাজপুত দেশীয় রোহতাশ জাতি, কিন্তু এ নগরে জাট জাতি ও অনেক আছে, তাহারা কৃষি কর্ম্ম করে। ১১৩ ॥

কৃষ্ণা ॥ বিজাপুর প্রদেশে পশ্চিম ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণীতে ও শাতারার নিকট এবং হিন্দুস্থানের পশ্চিম সমুদ্রের তীর হইতে ৫৯ ক্রোশ অন্তরে কৃষ্ণানদী আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিগে গমন পূর্ব্বক মরিচ স্থান দিয়া অর্ণা নদীতে যুক্তা হইয়া পূর্ব্ব দিগে মানপুরা, গতপুরবা, ভীমা, ও তম্বুদ্র নদীতে একত্র হইয়া বঙ্গ দেশের মোহনাতে বাহুল্য রূপে গমন করিয়াছে, ইহার তাবৎ বক্রতার পরিমাণ ৬৫০ ক্রোশ হইবেক। ঐ ঘাট নামক পর্ব্বতের নানা নির্ঝর নিম্নে পতিত হইয়া

একত্র হওয়াতে অর্ণা নদী হইয়াছে, ইং ১৩১০ বাং ৭১৭ সালে কাফুর নামক এক ব্যক্তির যাবনীক সৈন্যেরা কর্ণাটের বল্লালদেওএর ধুরসমুদ্র নামক রাজধানীর বিপক্ষে এ নদী পারে গমন করিয়াছিল। ১১৪॥

কৃষ্ণী॥ হাজিকেন প্রদেশে সিন্ধু নদীর পশ্চিম দিগে আফগান জাতির এক নগর আছে, তাহার নাম কৃষ্ণী, এই নগর মুলতান হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ১২০ ক্রোশ অন্তর। ১১৫॥

কেদারনাথ॥ শ্রীনগর প্রদেশে বৈদ্যনাথ হইতে পশ্চিম উত্তর দিগে কেদারনাথ নামে এক তীর্থ স্থান আছে, ইহার মধ্য স্থানের পর্ব্বতে শিশির পতিত হয়, তন্নিমিত্তে তীর্থ যাত্রিরা জোসিমথ দিয়া গমন করে, তত্রাপি কোন ২ স্থান দিয়া গমন রুদ্ধ হয়, যেহেতুক সে পথে ও অনেক দূর পর্য্যন্ত শিশির আছে, তাহাতে কেদারনাথে কোন যাত্রি দুই দিবসের অধিক বাস করে না, এবং এই স্থান হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক বৈদ্য নাথে আগমন করিয়া পরে নন্দ প্রয়াগে ও কর্ণপ্রয়াগে ভ্রমণ করে। ১১৬॥

কেন॥ মালবে অর্থাৎ মালোয়া দেশে বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর দিগে কেননদী আরম্ভ হইয়া প্রায় ২৫০ ক্রোশ বক্র গমন পূর্ব্বক কল্পা নামক স্থানে যমুনাতে পতিতা হইতেছে। ১১৭॥

কেম্বে অর্থাৎ কম্বোজ॥ গুজরাট প্রদেশে কাম্বে মোহনার উপরি ভাগে কেম্বে নামে এক নগর আছে, ইহার এই মোহনার জল জোয়ার কালে অতি বেগে গমন পূর্ব্বক ২৬ হস্ত ঊর্দ্ধ হয়, তখন লোকেরা জাহাজ দ্বারা এ নগরের নিকটে গমনাগমন করে, কিন্তু ভাটা সময়ে মোহনার জল

একেবারে শুষ্ক হইয়া মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। অপর অহম্মদাবাদ নামক গুজরাটের স্বাধীন রাজধানীর উন্নতি হইলে কেম্বে নগর ধনাঢ্য ছিল, কিন্তু ত্বরায় তাহার পতন হইল, পূর্ব্বকালে এ স্থান হইতে বহুমূল্য প্রস্তর, ও হস্তিদন্ত চীন দেশে এবং তুলা ও শস্য বোম্বে দেশে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হইত, আর গুজরাট দেশের ন্যায় তাবৎ দ্রব্য এ স্থানে উপস্থিত থাকিত। ইং ১২৯৭ বাং ৭০৪ শালে আলাউদ্দীন বাদশাহের রাজ্য কালে কেম্বে নগরে অত্যাচার পূর্ব্বক জবনাধিকার হয়, তাহাতে গুজরাট দেশের অনেকানেক গ্রামের লোকেরা ভীত হইয়া ভূমি খনন করিয়া তন্মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্ব২ ধন, পরিবার ও গৃহবিগ্রহ সহিত বাস করিয়াছিল, ইহার এক মন্দিরে অদ্যাপি দুই বৃহৎ মূর্ত্তি আছে, তাহার শ্বেতবর্ণ মূর্ত্তির নাম পারসনাথ, আর কৃষ্ণ বর্ণ মূর্ত্তিতে পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তি স্থাপিত কারি দুই ব্যক্তির নামাঙ্কিত আছে, কেম্বে নগর বোম্বে হইতে ২৮১, দিল্লী হইতে ৬১৩ এবং কলিকাতা হইতে ১২৬৩ ক্রোশ অন্তর। ১১৮॥

কের॥ আওরঙ্গাবাদ প্রদেশে গোদাবরী নদীর দক্ষিণ তীরে প্রাচীর বদ্ধ কের নামক এক নগর আছে। ১১৯॥

কৈম্বিটুর॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগে ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণীর উপরিভাগে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত কৈম্বিটুর নামে এক বৃহৎ দেশ আছে। ইহার উত্তর দিগে মহীসুর দেশ, দক্ষিণ দিগে ডিণ্ডিগল, পূর্ব্ব দিগে শালেম ও কৃষ্ণগিরি এবং পশ্চিম দিগে মালাবার দেশ আছে, পূর্ব্বকালে উত্তর কৈম্বিটুরে যথেষ্ট শস্যোৎপন্ন হইত, কিন্তু ইদানীং প্রায় তাবৎ ভূমি নষ্ট হইয়াছে, বর্ষকালে এ স্থানের পানার নদীতে অনেক

জল থাকে ও পর্ব্বতীয় স্থানে সম্বৎসরে দুইবার বর্ষা হয়, দক্ষিণ কৈম্বিটুরের অমরাবতী নদী তীরে যথেষ্ট শস্য জন্মে, কিন্তু ইহার আর দক্ষিণ দিগে এতাবৎ উৎপন্ন হয় না, এবং তাবৎ দেশের স্থানে ২ লবণ জন্মে, ও সোরা অগ্নি পাকে প্রস্তুত হয়, এ দেশের লোকেরা মহীসুর দেশীয় ও বঙ্গ দেশীয় মনুষ্যাপেক্ষায় গুণবান্ নহে, কিন্তু ইহাদের প্রায় তাবতের কেবল তন্তুবায় ব্যবসায়ে সাধারণ এক প্রকার নৈপুণ্য জন্মে, পূর্ব্বকালে বেলানোর নামক কোন হিন্দুজাতি কর্তৃক কৈম্বিটুর রাজ্য নির্ম্মিত হইয়া আদ্যা বধি বিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারী হইয়াছিল, ইহারা মাদুরা রাজাকে কর দিয়াছে, ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শালে এ দেশ টিপুসুলতানের হস্তগত হইয়া ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে পুনরধিকার হইল, এবং ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে টিপুর সহিত যুদ্ধ করিয়া ইংলণ্ডীয়েরা এ দেশ প্রাপ্ত হইলেন, এবং এই যুদ্ধে টিপু পলায়ন করিলে ইহার সেনা পতি কমরুদ্দীন খাঁ ইংলণ্ডীয়েরদের সহিত সন্ধি পূর্ব্বক এই দেশাধিপতি হইল, কিন্তু এ সন্ধি ও স্থির ছিল না, যেহেতুক ইং ১৭৯৯ বাং ৬০৬ শালে ইংলণ্ডীয়েরদিগের প্রকৃত রূপে অধি কার হইয়াছে। কৈম্বিটুর দেশ মান্দরাজ হইতে ৩০৬, ও শ্রীরঙ্গ পত্তন হইতে ১১২ ক্রোশ অন্তর। ১২০ ॥

কোক্রান ॥ লাহোরের উত্তর পশ্চিম দিগে ঝাইলম নদী দ্বারা পূর্ব্ব সীমা বদ্ধ কোক্রান নামক নগর আছে, ইহার সম্মুখে পর্ব্বত ও বন কিন্তু তাবৎ স্থানে স্বদেশীয়েরদিগের অধিকার আছে, তাহারা আফগানজাতি ও শিখজাতিকে কর দিয়া থাকে। ১২১ ॥

কোচবেহার ॥ বঙ্গ দেশে কোচবেহার নামক এক দেশ আছে, ইহার চতুর্দ্দিগস্থ ১৩০২ ক্রোশ পরিমিত ভূমি, ইহার উত্তর দিগে ভূতানের পর্ব্বত, দক্ষিণ দিগে রঙ্গপুর, পূর্ব্ব দিগে ভূতান ও রাঙ্গামাটী, এবং পশ্চিম দিগে ও রঙ্গপুর নগর আছে। ইং ১৬৬১ বাং ১০৬৮ শালে মীরজুমলা এ দেশ জয় করিয়া আলমগীর নগর নাম রাখিয়াছিল, পরে অল্প কালের মধ্যে এ নাম লুপ্ত হইল, আর যবন জাতির স্বাভাবিক সর্ব্বদা উন্মত্ততা প্রযুক্ত নানা অত্যাচার পূর্ব্বক সকল হিন্দু দেবালয় নষ্ট করিয়া এ দেশের রাজপুত্রকে স্বধর্ম্মাক্রান্ত করিয়াছিল, তৎপরে ১০০০০০০ টাকা সাম্বৎসরিক কর নির্দ্ধারিত করিয়া আশাম দেশের যুদ্ধে পরাভূত হইল। ইং ১৭৬৫ বাং ১১৭২ শালে কোচবেহার দেশে ইংলণ্ডীয়েরদিগের অধিকার হইল, কিন্তু ইং ১৭৭২ বাং ১১৭৯ শালের পূর্ব্ব কাল পর্য্যন্ত ইহারদিগের অমনোযোগ হেতুক ভূতানের রাজা যুদ্ধ দ্বারা এ দেশ অধিকার করিয়াছিল, পরে ইংলণ্ডীয়েরা পুনর্যুদ্ধ দ্বারা তাহাকে বহিষ্কৃত করিলেন, তাহাতে ঐ রাজা ভীত হইয়া তিব্বত দেশীয় রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিল তৎপরে সন্ধি হইল। ১২২ ॥

কোচিন ॥ মালাবার দেশের সমুদ্র তীরে ও কুমারী অন্তরীপ হইতে ১০৭ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে কোচিন নামক এক রাজধানী নগর হিন্দুস্থানে কাচাবন্দর নামে প্রসিদ্ধ আছে, সুরাষ্ট্র ও বোম্বে, ও মালাবার ও কর্ণাট ও চীন দেশেতে এবং পূর্ব্ব দিগস্থ উপদ্বীপ ইত্যাদিতে এ রাজ্যের গোলমরিচ, এলাইচ, সেগুণকাষ্ঠ, চন্দনকাষ্ঠ, নারিকেলও রসা ইত্যাদি প্রেরিত হইয়া তদ্দেশ হইতে বাদাম, খর্জ্জুর, আরবা, গোঁদ, আফিম, কর্পূর,

দারচিনি, চা, মিছরি, কুঙ্কুম, তুলা, রেশমবস্ত্র, শাল ও মুক্তা আনিত হইত এবং কোচিনের উত্তর দিগের সমুদ্রে তাবৎ জাহাজ নিরুদ্বেগে নঙ্গর করিয়া থাকে ইং ১৫০৩ বাং ৯১০ শালে আলবকার্ক নামক এক ব্যক্তি পোর্ত্তুগীস জাতি কোচিনে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সেই কালে এ নগর প্রথম অধিকার করিয়াছিল। ইং ১৬৬৩ বাং ১০৭০ শালে ওলন্দাজেরা এই নগর প্রাপ্ত হইল, তাহাতে পোর্ত্তুগীসের দিগের দেবালয়ে ইহারা এক বাণিজ্যাগার করিল, এবং ইহার দিগের রাজ্য কালে এ নগরে হিন্দু ও যবন ও য়িহুদি জাতির বসতি ছিল। ১২৩॥

কোচিনচীন ॥ ভারত বর্ষের গঙ্গাতীত স্থানে কোচিন চীন নামক এক গ্রাম আছে, ইহার উত্তর দিগে টং কুইন দেশ, দক্ষিণ দিগে সিয়াম্ম দেশ, পূর্ব্ব দিগে চীন দেশীয় সমুদ্র, এবং পশ্চিম দিগে লাএস ও কাম্বড়িয়া নামক দেশ আছে, ইং ১৬১২ বাং ১০১৯ শালে এ রাজ্যের চতুর্দ্দিগে ৯৫০০০ হাজার ক্রোশ ভূমি পরিমাণ হয়, ইহার তাবৎ নগর ও গ্রাম পর্ব্বত দ্বারা পরস্পর পৃথক আছে, এবং ইহার নিম্ন ভূমিতে ধান্য, গুবাক, তাম্বূল তাম্রকূট, দারচিনি, মিছরি, ও তুলা জন্মে, এবং পর্ব্বতীয় লোক দ্বারা স্বর্ণরেতঃ আঙ্গিলাকাষ্ঠ, গোল মরিচ, মোম, মধু ও হস্তিদন্ত এ দেশে আইসে, অপর ইউরোপীয় লোকেরা অবধি কএক বৎসর পর্য্যন্ত কোচিনচীন রাজ্যের কোন অংশ চীন দেশাধীন ছিল, তন্নিমিত্তে ইহারদিগের আহার ব্যবহার ও শাস্ত্র তাবৎ চীন দেশের ন্যায় অনেক বোধ হয় অর্থাৎ চীন দেশীয় স্ত্রীর ন্যায় এতদ্দেশীয় স্ত্রীরা ক্ষেত্র কর্ম্ম

করে, পুরুষেরা বলবান ও কর্ম্মিষ্ঠ হয় কিন্তু পুরুষাপেক্ষায় স্ত্রী লোক অধিক দৃষ্ট হয়, এ রাজ্যের নগরস্থ স্ত্রী লোকেরা যথার্থ বাদিনী হইয়া থাকে, ও ইহারা বণিকের কর্ম্ম ও দালালি ব্যবসায় করে, তাহাতে কোন চাতুর্য্য করে না, ইহারদিগের শরীরের স্থূলতা ও বর্ণ মালাই জাতির ন্যায়, ও সর্ব্বদা তাম্বুল ভক্ষণ দ্বারা ওষ্ঠ রক্ত বর্ণ করে, এবং ইহারদিগের গৃহ পালিত গাভী আছে, কিন্তু দুগ্ধপান কিম্বা দোহন এরাজ্যে ব্যবহার নাই সুতরাং চীন দেশীয়ের ন্যায় কেহ কদাচিৎ দুগ্ধ পান করে কিন্তু সহজে শিশুদিগকে ও পান করিতে দেয় না। এবং তাহারা গোল মরিচ, লবণ ও তণ্ডুল একত্র পাক করিয়া এবং মহিষ ও হস্তী পালন পূর্ব্বক তাহার মাংস ভক্ষণ করে। কথিত আছে, যে এ রাজ্যাধিপতির সহিত তাহার জ্ঞাতিরদের বিরোধ হেতুক বহু কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ হওয়াতে এ রাজ্যের দুরবস্থা হইয়া একবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তখন হট্ট স্থানে মনুষ্য মাংস ও বিক্রয় হইয়াছে ইং ১৭৭৪ বাং ১১৮১ শালে এক বাণিজ্য ব্যবসায়ী ও এক সৈন্যাধ্যক্ষ আর এক ধর্ম্মাধ্যক্ষ এই তিন ভ্রাতা ঐক্যতা পূর্ব্বক এ রাজ্যের বর্ত্তমান বাদশাহের পরিবারকে কুইণ্টং নামক রাজধানী হইতে বহিষ্করণ পূর্ব্বক পরস্পর রাজ্য বিভাগ করিয়া লইয়াছিল, তাহাতে এই রাজ্যচ্যুত কাং শাংৎ নামক বাদশাহ ফ্রান্স জাতীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ আদ্রান নামক এক ব্যক্তির শরণাপন্ন হইয়া সপরিবারে বনে পলায়ন পূর্ব্বক কিছু কালপর্য্যন্ত গোপনে বাস করত ঐ তিন দুষ্টের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া

পাটন রাজাকে এক উপজীপান্থ বনে পলায়ন করিল, তথা দুই বৎসর পর্য্যন্ত বৃক্ষের ফল মূল ভক্ষণ দ্বারা নানা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ঐ দুষ্ট গণকে জয় করিয়া পুনর্ব্বার রাজ্যাধিপতি হইয়াছিল। ১২৪ ॥

কোটা ॥ আজমের প্রদেশে ও চম্বল নদীর পূর্ব্ব দিগে এবং উজ্জয়িনী হইতে ১৫০ ক্রোশ উত্তর দিগে কোটা নামক এক বৃহৎ নগর আছে, ইহার মধ্য স্থলে জগমন্দল নামক এক দেবালয় ও নানা উত্তম ইষ্টকালয় আছে, এবং ইহার উত্তর পূর্ব্ব দিগে এক জলাশয়ের দুই তীর প্রস্তর দ্বারা বদ্ধ আছে, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে কোটা নগরের তাবৎ গ্রাম শুদ্ধ ৩০০০০০০ টাকা উপস্বত্ব উৎপন্ন হইত তন্মধ্যে ২০০০০০ টাকা সিন্ধিয়ার হোলকরকে দিতে হইত, তৎপরে রাজা জালেম সিংহ নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এ নগরের উত্তরাধিকারী রাজা কারাগারে বদ্ধ হওয়াতে ইং ১৮০৫ বাং ১২১২ শাল পর্য্যন্ত এ ব্যক্তি তাবৎ রাজ কর্ম্ম করিয়াছিল। ১২৫ ॥

কোলার ॥ মহীসুর রাজ্যে কোলার নামে এক রাজধানী নগর এবং মৃত্তিকার প্রাচীর বদ্ধ এক দুর্গ আছে, তথা প্রস্তর নির্ম্মিত যে এক যোদ্ধার মূর্ত্তি আছে, সে প্রাচীর হইতেও উচ্চ, এই নগরে হয়দর আলীর জন্ম হইয়াছিল, এবং তাহার পুত্র টিপুসুলতানের পরলোক হইলে তাহার পুণ্যার্থে এক আরবীক দেবালয় ও এক পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল, এ নগরে অনেক তন্তুবায় ছিল, ও ইহার উত্তর দিগের পর্ব্বতে

প্রস্তর নির্ম্মিত এক দুর্গ আছে, তথা আওরঙ্গজেব বাদশাহের কাসিম খাঁ নামক সেনাপতি কর্ত্তৃক যবন জাতির প্রথম বসতি হইয়াছিল। ১২৬॥

কোবরাগড়॥ গণ্ডয়ানা রাজ্য হইতে কোবরাগড় নামে এক ক্ষুদ্রানদী রাইগড় দিয়া গমন পূর্ব্বক বামগঙ্গাতে পতিতা হইতেছে। ১২৭॥

ক্ষীরপায়ী॥ বঙ্গ দেশে বর্দ্ধমান সমূহ এবং কলিকাতা হইতে ৫০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে ক্ষীরপায়ী নামে এক নগর আছে, এই নগরে ইংলণ্ডীয়েরদের এক বাণিজ্যাগার ছিল। ১২৯॥

ক্ষীরা॥ হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর তীবৃত রাজ্যে ক্ষীরা নামক এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে এই নগর বৃহৎ ছিল, কিন্তু এইক্ষণে অতি ক্ষুদ্র হইয়াছে। ইং ১৭২০ বাং ১১২৭ শালের পূর্ব্বে কালাগুগণ্য তাতার জাতিরা এই নগর ও জুঙ্গেলের উত্তর দিগস্থ নগর আক্রমণ পূর্ব্বক প্রায় তাবৎ নষ্ট করিয়াছিল। ১২৮॥

ক্ষীলপুরী॥ দিল্লী রাজ্যে কুমাউন পর্ব্বত যাহা উত্তর সীমা বদ্ধ ক্ষীলপুরী নামে এক ক্ষুদ্র নগর আছে, ইহার ভূমি উর্ব্বরা কিন্তু স্থানে ২ বৃহৎ বন আছে, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে অযোধ্যার নবাব কর্ত্তৃক এই নগর ইংলণ্ডীয়গণের প্রতি অর্পিত হয়, এবং আইন আকবরীতে ব্যক্ত আছে, যে পূর্ব্বে এই নগর সম্বলপুরের অধীন ছিল। ১৩০॥

খয়রপুর ॥ সিন্ধিয়া প্রদেশে কোন রাজ কুলোদ্ভবের অধীন খয়রপুর নামে এক নগর আছে, এই নগরে হয়দরাবাদ হইতে জল পথে চারি দিবসে ও পদব্রজে ছয় দিবসে গমন করা যায়, এ স্থানে নানাবিধ বিচিত্র বস্ত্র প্রস্তুত হয়, অতএব এই স্থান প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এবং অন্য ২ বাণিজ্য কর্ম্ম ও হইয়া থাকে। ১৩২ ॥

খয়রাবাদ ॥ অযোধ্যা রাজ্যে লক্ষ্ণৌ হইতে ৪০ ক্রোশ উত্তরদিগে খয়রাবাদ নামে এক রাজধানী আছে। ১৩১ ॥

খসপুর ॥ ব্রহ্মরাজ্যাধীন কাছাড় দেশের সম্মুখবর্ত্তী ও বঙ্গ দেশীয় শ্রীহট্টের নিকট খসপুর নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য আছে, ইহার পশ্চিম দিগে বঙ্গদেশ, ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ সালে মেং বেরেলষ্ট সাহেব বঙ্গদেশ হইতে পূর্ব্ব দিগে এই রাজ্য পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ১৩৩ ॥

খান্দেস ॥ দক্ষিণ রাজ্যে খান্দেস নামে এক দেশ আছে, ইহার দীর্ঘতা ২০০ ক্রোশ ও প্রস্থতা ৯০ ক্রোশ, এবং ইহার উত্তর দিগে মালোয়া দেশ, দক্ষিণ দিগে আওরঙ্গাবাদ ও বেরার, পূর্ব্ব দিগে ও বেরার দেশ এবং পশ্চিমদিগে গুজরাট দেশ, ঐ খান্দেসের ভূমি উর্ব্বরা এবং তথা নর্ম্মদা ও তপতী এই দুই নদী আছে, তাহাতে জল কষ্ট নাই, কিন্তু রাজ্য কর্ম্মের রীতি বদ্ধ না থাকাতে ছিন্ন ভিন্ন রূপে বসতি হইয়াছে, এবং স্থানে ২ কৃষি কর্ম্ম হইয়া থাকে, আর এ দেশে যত লোকের বসতি আছে তন্মধ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ জাতি, পরন্তু আকবরশাহ বাদশাহের সৈন্যেরা যদীয় দক্ষিণ দিগ জয় করণ কালীন এই খান্দেস অতি

সামান্য গ্রাম ছিল, ইং ১৫০০ বাং ৯০৭ শালাব্দে আমীর রাজ্যের ওমর কুলোদ্ভব কোন স্বাধীন সাদশাহের অধিকার হইল, ও এই শাল গত হইলে মোগল রাজ্যাধীন হইয়া ইন্দা নীং সিন্ধিয়ার হোলকরের অধিকার হইয়াছে। ১৩৪ ॥

খিজিরি ॥ বঙ্গ ভূমিতে কলিকাতা হইতে ৩২ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে গঙ্গার প্রথমাংশে এক ক্রোশ ব্যাপিয়া খিজিরি নামে এক হউস্থান আছে. এ স্থানের জল ও বায়ু কলা গাছি অপেক্ষা উত্তম বোধ হয়, এবং বর্ষাকালে গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইলে এ স্থানে যুদ্ধের জাহাজ থাকে, এবং নাবিকেরা এ স্থানে থাকিয়া জাহাজ গমনাগমনের সম্বাদ সর্ব্বদা গবরনমেণ্টে দিয়া থাকে, আর খিজিরি স্থান লবণাম্বু প্রযুক্ত ইউরোপীয়দিগের পক্ষে পীড়া দায়ক হয়। ১৩৫ ॥

খোজদর ॥ বলোচনস্থান প্রদেশে পর্ব্বতোপরি প্রাচীর বদ্ধ খোজদর নামে এক নগর আছে, তথা জবনদিগের অধিকার, কিন্তু হিন্দুজাতির যথেষ্ট সম্মান আছে, ইহার ভূমি উর্ব্বরা ও তাবৎ দিগে ঝিলের জল গমনাগমন করে, এবং এ স্থানে এক হউ আছে, ও এক দেবালয়ে কালীমূর্ত্তি আছেন. আর শীতকালে এ নগরে অতিশয় শীত হইয়া থাকে, এ প্রযুক্ত তথাকার ভাগ্যবান লোকেরা কচগণ্ডবা দেশে গিয়া বাস করে। ১৩৬ ॥

গগরা অর্থাৎ ঘর্ঘরা ॥ হিন্দুস্থানের উত্তর দিগস্থ পর্ব্বত হইতে গগরানদী নির্গতা হইয়া অযোধ্যা ও কুমাউন দেশ দিয়া গমন পূর্ব্বক বাহার দেশে গঙ্গার সহিত যুক্তা আছে. কিন্তু ইহার কোন বৃত্তান্ত প্রকৃত রূপে নিশ্চয় হয় নাই। ১৩৭ ॥

গঙ্গা।।। ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ সালে যে সকল হিন্দুতীর্থ যাত্রিকেরা হিন্দুস্থান হইতে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছিল, তাহারা ব্যক্ত করে, যে এই গঙ্গা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বদিগ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন. কিন্তু ইহার বিশেষ যে বৃত্তান্ত সে গল্প মাত্র. ইং ১৮১৭ বাং ১২২৪ সালে তাবৎ মেপে অর্থাৎ দিগ নিরূপণ পত্রে অঙ্কিত হইয়াছে, যে গঙ্গা হিমালয় শ্রেণীতে আরম্ভ হইয়া মাপাম দেশ দিয়া বহুশত ক্রোশ গমন পূর্ব্বক গঙ্গোত্তরীতে নির্গতা হইয়াছেন. এ কথা ও মেং কোলব্রুক ও লেং, কর্ণং, কোলব্রুক সাহেবের প্রামাণ্য হইল না. কারণ তাহারা কহেন, যে অলকনন্দা হইতে গঙ্গা ক্ষুদ্র নদী অতএব কি প্রকারে অলকনন্দার জন্মস্থানের অধিক দূরে গঙ্গার উৎপত্তি সম্ভব হয়, ইহার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে প্রাণপুরী নামক এক সন্ন্যাসী প্রকাশ করে, যে গঙ্গা এতাদৃশ অল্প প্রশস্তা হইয়া গঙ্গোত্তরীতে যুক্তা হইয়াছেন, যে লম্ফ দ্বারা পারাপার হওয়া যায়, এ কথা দ্বারা আর এই সন্দেহ জন্মিল যে যদ্যপি এবম্ভূতা অপ্রশস্তা তবে কোন প্রকারে অধিক দূরে ইহার জন্মের সম্ভাবনা হইতে পারেনা. এমতে গঙ্গার বিশেষ বিবরণ নানা প্রকার সন্দিগ্ধ হইলে, ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ সালে গবরেনমেণ্ট কর্ত্তৃক লেং ওএব ইহার নিশ্চয় করণার্থে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ব্যক্ত আছে, যে হরিদ্বারের নিকট হিমালয় পর্ব্বত হইতে গঙ্গা বহির্গমন পূর্ব্বক আলাহাবাদে বৃহৎ যমুনা নদীতে প্রথম যুক্তা হইয়া পরে গগরা, শোণ ও গণ্ডকী প্রভৃতি নানা ক্ষুদ্র নদীর সহিত যুক্তা আছেন, ঐ আলাহাবাদের যমুনাতে যুক্ত স্থলের গঙ্গা এক ক্রোশের অধিক প্রশস্তা

হইবেক, ও ইহার তাবৎ বক্র গমন শুদ্ধা দীর্ঘ ১৫৫০ ক্রোশ পরিমাণ হইয়াছে। ১৩৮ ॥

গঙ্গোত্তরী ॥ শ্রীনগর প্রদেশে হিমালয় পর্ব্বত মধ্যে গঙ্গোত্তরী নামক এক প্রসিদ্ধ স্থান আছে, তথা গঙ্গার প্রায় ৪৫ হস্ত প্রস্থ পরিমাণ হইবে, কিন্তু স্রোত প্রবল নহে, এবং জল ও কটিদেশের ঊর্দ্ধ হইবেক না, আর ইহার দুই ক্রোশ অগ্রভাগে গোমুখী আছে, অর্থাৎ এই নদীর মধ্যস্থলের জল হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ এক বৃহৎ প্রস্তর আছে, তাহার উভয় পার্শ্বে জলের গতি দ্বারা গোমুখ স্বরূপ দৃষ্ট হয়, এ জন্যে ঐ স্থানের নাম গোমুখী হইয়াছে, এই গোমুখী উত্তর পূর্ব্ব গামিনী ও ইহার তীরের উপর এক মন্দির মধ্যে ভাগীরথীর মূর্ত্তি আছে, তদ্ভিন্ন ব্রহ্মকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, ও সূর্য্যকুণ্ড, এই২ তীর্থে যাত্রিরা স্নান করে, ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে লেফটেন ওএবের সৈন্যেরা গঙ্গোত্তরীর ১৮ ক্রোশ অন্তরে দুর্গম পথ প্রযুক্ত আর অধিক দূর গমন করিতে অক্ষম হইয়াছিল, তীর্থ যাত্রিরা ব্যক্ত করে, যে গঙ্গোত্তরী হইতে অল্প দূর পর্য্যন্ত গম্য পথ আছে, তৎপরে এতাদৃশ হিমময় যে স্রোত জল বদ্ধ হইয়াছে, ও তথা কেহ কখন গমন করিতে সমর্থ হয় নাই, অপর এই গঙ্গোত্তরীর পর্ব্বতে ভূর্জ বৃক্ষ ভিন্ন আর কোন বৃক্ষ নাই। ১৩৯ ॥

গড়ওয়াল ॥ উত্তর হিন্দুস্থানে শ্রীনগর সম্পৃক্ত গড়ও য়াল নামে এক নগর আছে, ইহার উত্তর দিগে তিব্বত দেশ দিয়া হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্ব দিগে কুমাউন পর্ব্বত অবধি নানা ক্ষুদ্র পর্ব্বত, ও দক্ষিণ দিগে দিল্লী ও সেওয়ালি পর্ব্বত, এবং পশ্চিম দিগে শতদ্রু নদী, তদ্ভিন্ন এ নগরের নানা দিগে নানা পর্ব্বতীয়

গ্রাম. তাহার কোন স্থান বৃক্ষময় ও কোন স্থান কেবল পুস্তর ময় আছে. কিন্তু পুর্ব্ব দিগের এক বৃহৎবনে ক্ষুদ্র জাতি হস্তী জন্মে. আর নগরের কোন পথ উত্তম নহে, সুতরাং বলদ ও পদা তিকেরা কেবল গমনাগমনে সক্ষম হয়, ও ইহার অল্পাংশ ভূমিতে শস্য জন্মে. ও বসতি আছে, আর এ স্থানের গঙ্গার মাহাত্ম্যাধিক্য পুযুক্ত বৎসর২ অনেক তীর্থ যাত্রিরা আগমন করে, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে গোরখা রাজা কর্তৃক এ নগর জীত হইলে, এ স্থানের রাজা নষ্ট হওয়াতে তৎপরিবারেরা পলায়ন করিল, ইং ১৮১৪ বাং ১২২১ শালে ইংলণ্ডীয় দিগের অধিকার হইলে ঐ রাজপরিবারদিগকে ইহারা এনগরের কিয়দংশ দান করিয়াছেন। ১৪০ ॥

গড়া ॥ মালোয়া দেশে গড়ামান্দালা স্থান সম্মুক ও নাগপুর হইতে ১৪০ ক্রোশ উত্তর পুর্ব্ব দিগে গড়া নামক এক নগর আছে, এ স্থানেপূর্ব্বকালে বালাশাহি নামক এক পুকার অপকৃষ্ট মুদ্রা নির্ম্মাণাগার ছিল. ও সে মুদ্রা বন্দেল খণ্ডের চলিত। ১৪১ ॥

গণ্টুর ॥ উত্তর সরকার পুদেশে গণ্টুর নামে এক দেশ আছে, ইহার পশ্চিম দিগের পর্ব্বত ভিন্ন চতুর্দ্দিগের ভূমি প্রায় ২৬০০ ক্রোশ হইবেক, এ দেশের পুধান নগরের নাম গণ্টুর কাম্মার, বিলমকান্দা, ও নিজাপাটাম, গণ্টুর দেশের উত্তর সীমা কৃষ্ণাসনী এই নদীর দ্বারা এ দেশ কান্দাপিলি হইতে পৃথক হইয়াছে, খ্যাত আছে, যে পূর্ব্বকালে এ স্থানে যথেষ্ট হীরক জন্মিয়াছে, পরন্তু ইং ১৭৯৫ বাং ১২০২ শালে উত্তর সরকার নামক মোগলের রাজ্য লার্ড ক্লাইব অধিকার করিয়া

এই গণ্টুর দেশের কর নির্দ্ধারিত পূর্ব্বক নিজামের ভ্রাতা বসা লিত জঙ্গকে দিয়াছিলেন, তাহাতে এ ব্যক্তি ৭০০০০০ লক্ষ টাকা ক্রমাগত ইহার উপস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইং ১৮৭২ বাং ১১, ৮৯ শালে পরলোক গমন করিলেন, পরে তাহার পরিবারস্থ লোকেরা তৎকালাবধি ঐ উপস্বত্ব ভোগ করিতেছিল, তৎপরে ইংলণ্ডীয়েরা ইং ১৭৮৮ বাং ১১৯৫ শালে এ দেশ গ্রহণ করিয়া ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে এ দেশে রাজ কর্ম্মের নীতি প্রকাশ করিয়াছেন। ১৩২॥

গণ্ডওয়ানা॥ গণ্ডওয়ানা নামক এক বৃহৎ রাজ্য আছে, ইহার দীর্ঘতা ৪০০ ক্রোশ ও প্রস্থতা ২৫০ ক্রোশ, এবং ইহার উত্তর দিগে আলাহাবাদ, ও বাহার, দক্ষিণ দিগে উড়িষ্যা ও গোদাবরী নদী, পূর্ব্বদিগে আলাহাবাদ ও বাহার দেশ, এবং পশ্চিম দিগে মালোয়া ও বেরার ও আলাহাবাদ দেশ আছে, এ রাজ্যের অধিকাংশ স্থানে অন্তর ২ বসতি, ও মরুভূমি প্রযুক্ত জলকষ্টতা আছে, এবং এ স্থান অতিশয় পীড়া দায়ক তন্নিমিত্তে বহুকাল স্বাধীন ছিল, আর ইহার উর্ব্বরা ভূমি সকল নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয়াধীন হইয়া চৌত্রিশগড় নামে খ্যাত হইয়াছে, কিন্তু এতদ্দেশীয় গোঁদজাতি দিগের যে স্থানে বসতি আছে, তথা কেবল বন আছে, ও কৃষী কর্ম্ম হয় না, তন্নিমিত্তে ইহার যে কোন গ্রামে শস্য জন্মিত, ঐ গোঁজাতিরা আগমন পূর্ব্বক তাবৎ শস্য লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিত, ইহারা হিন্দু জাতি কিন্তু পক্ষি মাংস ও পশ্বাদির মাংস ভক্ষণ করে, কেবল গোমাংস ভক্ষণ করে না, এবং পাণ্ডুয়া হইতে ৪০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে দেবঘর

নামক এক গ্রামে ঐ জাতির প্রধান এক ব্যক্তি বসতি করিত, সে আওরঙ্গজেব বাদশাহের সেনাপতি কর্তৃক ধৃত হইয়া দিল্লী নগরে গিয়া জাতি ভ্রষ্ট হওয়াতে জবন হইল, তাহাতে বোরহানশাহ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া উক্ত বাদশাহকে গণ্ডওয়ানা রাজ্য অর্পণ করিল. তদন্তর ইহার পুত্র দিগকে মহারাষ্ট্রীয় ভোঁষলারা নাগপুরে বাস করাইল, কিন্তু অদ্যাপি তাহারদিগের জবনাপবাদ আছে, ও কোন প্রধান গোঁদ জাতির সহিত আহার ব্যবহার হইলে তাহারা যথেষ্ট সম্মান বোধ করে, ইহারদিগের বর্তমান গোঁদ জাতিরা মহারাষ্ট্রীয়াধীন ছিল, কিন্তু সহজে কদাচ রাজস্ব দিত না, অতএব পরস্পর যুদ্ধ হইত. তৎপ্রযুক্ত গণ্ডওয়ানা রাজ্যের কখন উন্নতি ছিল না। ১৩৩॥

গণ্ডকী ॥ মুক্তি নাথের উত্তর দিগে মুস্তাং দেশে ও কাবেনি স্থানের নিকট গণ্ডকী নদীর আরম্ভ হইয়াছে. এই মুস্তাং দেশ ভূতান রাজ্যের কোন প্রধান দেশ, সে বেণীসহর হইতে ১২ দিনের পথ অন্তর. এ স্থানে গণ্ডকীর প্রস্থ পরিমাণ প্রায় ৬০ হস্তের অধিক নহে. এবং ইহার উত্তর দিগ হইতে চারি দিনের পথ মুক্তিনাথ, তাহার অর্দ্ধ ক্রোশ মধ্যে গণ্ডকী নদীর শাল গ্রামী নাম ব্যক্ত আছে, যেহেতুক এ স্থানে গণ্ডকী তীরে অনেক শালগ্রাম জন্মে, তাহার বিশেস এই যে কীটে প্রস্তর ভেদ পূর্ব্বক এক কিম্বা দুই ছিদ্র করে, সেই ছিদ্রাবলোকনে মূর্ত্তির প্রভেদ জ্ঞান হয়, ও শালগ্রাম ইষ্পাত সহিত ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্দ্বারা শীলা উষ্ণ হয় না, এবম্ভূত পরীক্ষা দ্বারা অকৃত্রিম বোধ হয়, ও ইহার ছিদ্র মধ্যে গণ্ডকীর বালুকা সহিত স্বর্ণরেতঃ থাকে, মুক্তিনাথের তিন দিবসাতীত স্থানে এক ক্ষুদ্র পুষ্করিণী দামোদরকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ আছে। ১৩৪॥

গয়া ॥ বাহার দেশে পাটনা হইতে ৫৩ ক্রোশ দক্ষিণে গয়া নামক এক নগর আছে, এ নগরে বৌদ্ধ অবতারের জন্ম হইয়াছিল, তাহাতে বৌদ্ধ গয়া নাম হইয়াছে, ও এই তীর্থ স্থানে প্রতি বৎসর ১৬০০০০ টাকা উপস্বত্ব অনায়াসে ইংলণ্ডীয়েরা প্রাপ্ত হইয়াছে, ও এনগরের ১৪ ক্রোশ উত্তর দিগ্বর্ত্তী এক পর্ব্বত মধ্যে নাগরজিনি নামক এক প্রসিদ্ধ গহ্বর আছে, তাহাতে সমুদয় এক প্রস্তরের খোদিত বাদামি আকৃতি এক কুঠরীর মধ্যে দুই পুস্তর অঙ্কিত আছে, কিন্তু তাহাতে কোন শব্দ নাই, মেং উইলকিনসনের এসিএটীক পুস্তকে ইহার বিশেষ ব্যক্ত আছে। ১৩৫ ॥

গাংপুর ॥ গণ্ডওয়ানা রাজ্যে গাংপুর নামে এক নগর আছে, ইহার উত্তর দিগে বাহার দেশীয় ছোটনাগপুর, ও ইহার অনেক স্থানে পর্ব্বত প্রযুক্ত কোন শস্য জন্মে না, আর এ স্থানে শঙ্খ নদী আছে, অপর মোগল দিগের রাজ্য কালে এই গাংপুর নগর আলাহাবাদের অধীন ছিল। ১৩৬ ॥

গাজিপুর ॥ আলাহাবাদ প্রদেশে গাজিপুর নামে এক গ্রাম আছে, ইহার উত্তর দিগে গগরা নদী, দক্ষিণ দিগে গঙ্গা, পূর্ব্ব দিগে ও গগরা, এবং পশ্চিম দিগে জৈনপুর, এ গ্রামে জলকষ্ট নাই, ও ইহার যে উর্ব্বরা ভূমি তাহাতে নানা শস্য জন্মে, আর এ স্থানে গোলাব জল অতি প্রসিদ্ধ রূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৩৭ ॥

গাঞ্জাম ॥ উত্তরসরকারে গাঞ্জাম নামে এক নগর আছে, তত্রস্থ যে এক উত্তম দুর্গ সে সুসজ্জিত হইলে, অনেক যুদ্ধ করণ যোগ্য হইতে পারে, এ নগরের নিকটস্থ গ্রামে গুড় ও

চিনি প্রস্তুত হইত, কিন্তু ইহার উত্তর দিগ নিম্ন ভূমি প্রযুক্ত বর্ষাকালে জলে মগ্ন হয়, ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে ইংলণ্ডীয়রা এ নগরে রাজকর্ম্মের নীতি প্রকাশ করিয়াছে।। ১৩৮ ॥

গারো ॥ বঙ্গদেশের উত্তর পূর্ব্ব দিগে ইংলণ্ডীয়ের দিগের অধিকারস্থ কোন পর্ব্বতোপরি গারো নামক এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে রাঙ্গামাটী, ও পূর্ব্ব দিগে আশাম দেশ, কিন্তু ইহার প্রকৃত সীমা যথার্থ রূপে কখন নিশ্চয় হয় নাই, ব্যক্ত আছে, যে ইহার প্রধান নগরের নাম ঘোবগাং তথা উত্তম বসতি আছে, ও তথাকার ভূমি উর্ব্বরা, আর নাতি ও মহর্ষি ও সোমেশ্বরী ও মহাদেব নামে চারি প্রধান নদী আছে, তাহার দিগের তীরস্থ মৃত্তিকাতে বালুকা ও প্রস্তর ও লৌহধাতু আছে, এবং মহাদেব নদীতে এক প্রকার অঙ্গার আছে, তাহার তৈল দ্বারা পর্ব্বতীয় লোক দিগের শ্বিত্র প্রভৃতি রোগ শান্তি হয়, এ দেশের লোকেরা দীর্ঘকায় ও বলবান, ও পরিশ্রমী অথচ সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ইহারদিগের কাফ্রি জাতির ন্যায় কর্কশ মূর্ত্তি, নিম্ন নাসিকা, ক্ষুদ্র চক্ষুঃ, লম্বিত ললাট, উচ্চ ভ্রূ, বিকৃত বদন স্থূল ওষ্ঠ, এবং গোল মুণ্ড, আর স্ত্রীদিগের পুরুষস্বভাব, অধিক বল, খর্ব্ব ও কুৎসিতাবয়ব হইয়া থাকে, এবং তাবৎ পরিশ্রমের কর্ম্ম করে, ও তদ্দেশস্থ লোক দিগের খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা নাই, অর্থাৎ কুক্কুর, সর্প ভেক প্রভৃতি ভক্ষণ ও মদ্য পান করে, অথচ চন্দ্র সূর্য্য ও মহাদেব পূজাও করিয়া থাকে, আর ইহার দিগের বিবাহ কালে উভয় পক্ষের মধ্যস্থ দ্বারা কিম্বা বর ও কন্যার পিতা মাতা কর্তৃক সম্বন্ধ স্থির হয়, কিন্তু তাহাতে যদ্যপি কোন ব্যক্তি অসম্মত হয়, তবে ভিন্ন পক্ষের আত্মীয় বর্গ অথবা অন্য

লোক বল দ্বারা সম্মত করায়, এবং কনিষ্ঠা কন্যা সর্ব্বস্বা উত্তরাধিকারিণী হয়, ও ইহার স্বামীর পরলোক হইলে তাহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক ব্যক্তিকে বিবাহ করে, যদি তাহারা ও না থাকে, তবে শ্বশুরকে বরমাল্য প্রদান করে, এবং তথাকার কোন লোকের মৃত্যু হইলে চারি দিবস পরে সে শবের অগ্নি সংস্কার হয়, তন্মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পর লোক হইলে তাহার এক ভৃত্যের মস্তকচ্ছেদন করিয়া একত্র সৎকার করে, অপর গারো পর্ব্বতের নিম্ন ভাগে হাজিন্স নামক এক জাতি আছে, ইহারদিগের ব্যবহার প্রায় উক্ত জাতির ন্যায়, কিন্তু শাস্ত্র বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে, যেহেতুক ইহারা গোহত্যা করে না, ও ব্যাঘ্রের পূজা করিয়া থাকে। ১৩৯॥

গারোনদী ॥ বঙ্গ রাজ্যে ও পদ্মা নামক গঙ্গার এক বৃহৎ শাখার তীরে ঢাকাজালালপুর সংযুক্ত গারোনদী নামে এক ক্ষুদ্র নগর আছে। ১৪০॥

গিজনি ॥ কাবুল দেশে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি গিজনি নামে যে এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে সে অতি বলবন্ত ছিল, এ স্থানের অল্প দূরে মহম্মদশাহের এক মৃতাগার ও আর২ অনেক লোকের মৃতাগার আছে, তথা যবন তীর্থ যাত্রিরা গমন করিয়া থাকে ও সেই স্থানকে যবনেরা দ্বিতীয় মদিনা কহে, গিজনি নগরে ক্রমাগত ৪০০ চারি শত বৎসর প্রখ্যাত রূপে রাজত্ব হইয়াছিল, বিশেষতঃ সোলতান মহম্মদের রাজ্যকালে ইহার অত্যন্ত শোভা বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং তৎকালে যে সকল উৎকৃষ্ট গৃহ নির্ম্মিত হয়, সে তাবৎ প্রায় ভগ্ন হইয়া স্থানে২ পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অবশিষ্টাংশ যাহা দৃষ্টি গোচর

হইতেছে, তাহাতেও কোন শোভা মাত্র নাই, ইং ৯৭৫ শালে নাসরঅদ্দীন সবক্তগী এ নগরের প্রথম সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বদা হিন্দুস্থান আক্রমণ করিত, ইহার পরে অর্থাৎ ইং ৯৯৭ শালে এমারইস্মাএল ও সোলতান মহম্মদ এবং ইং ১০২৮ শালে সোলতান মহম্মদ ও সোলতান মাসুদ ও ইং ১০৪১ শালে এমারমদুদ, ১০৪৯ শালে আবুজাফের মাসুদ, ইং ১০৫১ শালে সোলতান আবদুলরসীদ ইং ১০৫২ ফিরাখজাদ, ইং ১০৫৮ শালে সোলতান এব্রেহেম. ইং ১০৯৮ শালে আলা উদ্দীন, ইং ১১১৫ শালে আরসালনশাহ, ১১১৮ শালে বায় রামসাহ, ১১৫২ শালে খোসরোশাহ, ১১৫৯ শালে খোসর মালেক ইহার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, এবং ১১ ৭১ শালে সাহেব উদ্দীন মহম্মদ গোরি এই নগর ও ইহার রাজ্য জয় করিয়া সবক্তগী বংশীয়দিগকে বহিস্কৃরণ করিল, তথাচ তাহারা লাহোরে গমন করিয়া রাজ্য করত প্রায় ১১৮৫ শালে তাহারদিগের রাজ্য লোপ হইল, এবং ঐ গিজনির রাজধানী ও ক্রমে হ্রাস হইয়া এইক্ষণে একেবারে নষ্ট হই য়াছে, এবং যে পর্ব্বতের উপর এ নগর স্থাপিত আছে, তাহার নিম্ন দিয়া এক নদী গমন করিয়াছে, এ নগর কাবুল হইতে ৮২ ক্রোশ, দিল্লী হইতে ঐ দেশ দিয়া গমনে ৯১৭ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ১৪১॥

গুজরাট ॥ হিন্দুস্থান মধ্যে গুজরাট নামে এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার দীর্ঘতা ৩২০ ক্রোশ প্রস্থতা ১৮০ ক্রোশ এবং উত্তর দিগে আজমের দেশ, দক্ষিণ দিগে সমুদ্র ও আওরঙ্গাবাদ পূর্ব্ব দিগে মালোয়া ও খান্দেশ, এবং পশ্চিম দিগে সমুদ্র ও কচ

দেশীয় বালুকা ভূমি, গুজরাট দেশের অধিকাংশ বন, কিন্তু লো কেরা সে বন পরিস্কার করিতে সম্মত হইত না, কারণ তদ্দ্বারা শত্রুর আগমনে প্রকৃত রূপে বাধা ছিল, ইহার বহির্দ্দেশে মরু ভূমি ও জলকষ্ট প্রযুক্ত শস্য জন্মে না, কিন্তু ইহার অন্যান্য স্থানে শাকাদি জন্মে, এবং তুলা, বস্ত্র ও শস্যাদি বোম্বে দেশে প্রেরিত হইত, তথা হইতে চিনি অপক্ক চিক, মরিচ, নারিকেল ইত্যাদি এ দেশে আনীত হইত, তৎকালে গুজরাটে মোগল জাতি বাদ শাহদিগের অতিশয় দৌরাত্ম্য ছিল, এবং ঐ বন মধ্যে প্রসিদ্ধ দস্যু এক জাতির বসতি ছিল, তাহারা পরস্পরের দ্রব্যাদি অপহরণ করিত, ও অশ্বারোহণ পূর্ব্বক দূর দেশে চৌর্য্য করিত, গুজরাটের ব্রাহ্মণ ও বণিক ভিন্ন অপর জাতিরা তন্ত্র বায় ব্যবসায় করে, তন্মধ্যে কেহ ধনহীন হইলে আপন, বাণিজ্যাগারে ও ভদ্রাসনে এক ২ প্রদীপ প্রজ্বলিত করিত যেহেতুক তদ্দ্বারা তাহারদিগের নির্ধনতা প্রকাশ হয়, এমত রীতি আছে, এ দেশে অনেক পুষ্করিণী ও উত্তম কূপ আছে, তন্মধ্যে বারোডা নামক স্থানের নিকট এক পুষ্করিণী খনন করিতে ৯০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, ইং ১০২৫ বাং ৪৯২ শালে মহম্মদশাহকর্তৃক গুজরাট দেশ প্রথম অধিকৃত হয়, এবং দিল্লী রাজ্য স্থাপিত হইলে বহুকাল পর্য্যন্ত এ দেশ পাঠান জাতি বাদশাহের অধীন ছিল, তৎপরে জবন ধর্ম্মাক্রান্ত কোন ক্ষত্রিয় রাজা আহমদাবাদের বসতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদ্দেশ হইতে স্বধর্ম্মমতাবলম্বী কএক ব্যক্তির সহিত এ দেশে আগমন করত স্বাধীন রাজা হইয়াছিল, পরে ইং ১৫৭২ বাং ৯৭৯ শালে যুদ্ধে পরাভূত হইলে আকবরসাহ বাদশাহের অধিকার

হইল, ও অওরঙ্গজেব বাদশাহের পরলোক হইলে ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে মহারাষ্ট্রীয়েরদের অধিকার ছিল, কিন্তু ইদানীং ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হইয়াছে। ১৪২॥

গুমসর॥ উত্তর সরকারের উত্তর পশ্চিম সীমাবচ্ছিন্ন ও গাঞ্জাম হইতে ৪৩ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম বর্ত্তী গুমসর নামক এক নগর আছে, ইহার নিকট এতাদৃশ নিবিড় বন যে তাহার ছেদন করণ দুঃসাধ্য হয়, এই নগর ভারতবর্ষের তাবৎ স্থানাপেক্ষায় উষ্ণ স্থান, ও এ নগরে সূর্য্যের উত্তাপ অতিশয় বোধ হয়. ইং ১৭ ৫৭ বাং ১১৬৪ শালে এম বাসির সাত জন যোদ্ধা এ স্থানে পীড়িত হইয়া একদাকাল প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৪৩॥

গোকর্ণ॥ উত্তর কর্ণাটে গোকর্ণ নামে এক নগর আছে, তাহাতে ৫০০ গৃহস্থ লোক বসতি করে, ইহার মধ্যে ১৫০ ঘর ব্রাহ্মণ জাতি, আর এ নগরের স্থানে২ তাল ও নারিকেল বৃক্ষ আছে, এবং মহাবলীশ্বর নামক এক মূর্ত্তি আছে, তন্নিমিত্তে ব্রাহ্মণেরা এ নগরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, ইহার ছয় ক্রোশ উত্তর গঙ্গাবলি নামক এক জলাশয় আছে, হিন্দু ভূগোলবেত্তারা তাহাকে হৈযগ ও হৈব বলে, এই গঙ্গাবলিদ্বারা এ নগর কঙ্কনা হইতে পৃথক্ হইয়াছে, অপর এ নগরে যে লবণ জন্মে, সে অপকৃষ্ট। ১৪৪॥

গোমতী॥ কুমাইউন পর্ব্বত হইতে গোমতী নাম্নী নদী আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে গমন পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌ নগর ও জৈনপুর দিয়া কাশীর নিকটে গঙ্গাতে মিলিতা হইয়াছে, এ নদী অতিশয় বক্রভাবে গমন করিয়াছে। ১৪৫॥

গোয়া ॥ বিজাপুর প্রদেশে পোর্তুগীসদিগের অধিকারস্থ গোয়া নামক রাজধানী এক নগর তদ্ভিন্ন আর ও এক গোয়া নগর আছে, তাহার বিশেষ এই যে প্রাচীন গোয়া নগর তদ্দেশস্থ নদীহইতে ৮ ক্রোশ অন্তর, তথা অনেক নির্দয় লোকের বসতি ও সে স্থান অতি পীড়াদায়ক, অতএব পোর্তুগীসেরা তথাকার বসতি পরিত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু সে স্থানে যে উত্তম দেবালয় ও গৃহ আছে, তদ্রূপ ইউরোপীয়েরা কোন স্থানে নির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই, আর নূতন যে গোয়া নগর সে ঐ নদীর সম্মুখে স্থাপিত আছে, তথা পোর্তুগীসেরা বাস করে, ইং ১৪৬৯ বাং ৮৭৬ শালে দক্ষিণ দেশীয় ভামিনী রাজা বিজানগরের হিন্দু রাজাকে পরাস্ত করত এই নগর অধিকার করিয়াছিল, পরে ইং ১৫১০ বাং ৯১৩ শালে আলবকর্কের অধিকার হইলে এ স্থান উত্তম রূপে বদ্ধ করাতে পোর্তুগীসেরদের রাজধানী নগর হইল, ইং ১৫১৮ বাং ৯২৫ শাল পর্য্যন্ত ইহার উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু পোর্তুগীসদিগের অতিশয় দৌরাত্ম্য দ্বারা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল, এ নগর পুণ্য গ্রাম হইতে ২৩৫ ক্রোশ বোম্বে হইতে ২৯২ ক্রোশ দিল্লী হইতে ১১৫৮ ক্রোশ এবং কলিকাতা হইতে ১৩০০ ক্রোশ অন্তর। ১৮১ ॥

গোয়ালপাড়া ॥ ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ দিগে এবং আশাম রাজ্যের নিকট বঙ্গ দেশেররাঙ্গামাটী স্থান সংযুক্ত গোয়ালপাড়া নামক এক নগর আছে, এ নগর ঢাকা হইতে ১৭০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে, এ স্থানে আশাম দেশীয়

লোকেরা বানিজ্য করে, আর তাহারা এ নগর হইতে কোন ২ দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কএক প্রকার অত্যপকৃষ্ট লবণ লইয়া যায়। ১৮২॥

গোয়ালিয়ার॥ আগরা প্রদেশে আগরা নগর হইতে ৮০ ক্রোশ দক্ষিণ দিগে পর্ব্বতোপরি প্রস্তরের প্রাচীর বেষ্টিত ও তদ্দেশীয় লোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গোয়ালিয়ার নামে এক কঠিন দুর্গ আছে, ইহার দীর্ঘ পরিমাণ এক ক্রোশের ন্যূন হইবেক, ও প্রস্থ প্রায় ৬০০ হস্তের অধিক নহে, ইহার উত্তর দিগের প্রাচীর ২২৮ হস্ত উর্দ্ধ তথা উত্তম জল বিশিষ্ট এক বৃহৎ জলাশয় আছে, ইং 1780 বাং ১১৮৭ শালে এই উচ্চ স্থানে মেজর পাপহাম যুদ্ধ করিয়া গোয়ালিয়ারের দুর্গ অধিকার করেন, ইহার প্রাক্ কালে নিশ্চিত জ্ঞান ছিল, যে এ দুর্গের কোন শত্রু ভয় নাই, ঐ পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিগে গোয়ালিয়ার নামে যে এক নগর আছে, তাহাতে চারি ক্রোশ পর্য্যন্ত অনেক বসতি ও প্রস্তর নির্ম্মিত অনেক গৃহ আছে, এবং নগরের পূর্ব্ব দিগে স্বনরিকা নামে এক নদী বহে বসন্ত কালে তাহার জল প্রায় শুষ্ক হয়, আর উত্তর দিগস্থ পর্ব্বতোপরি উত্তম নির্ম্মিত দুই স্তম্ভ যুক্ত এক গৃহ আছে, এই গোয়ালিয়ার নগর হিন্দুস্থানের মধ্যস্থল, তন্নিমিত্তে এ স্থানে চিরদিন ব্যাপিয়া অনেক যুদ্ধ হইয়াছে, মোগল জাতির রাজ্য কালে ইহার ঐ দুর্গ মধ্যে বাদশাহ কুলোদ্ভবেরা অপরাধ ক্রমে বদ্ধ থাকিতেন, ইং ১০০৮ বাং ৪১৫ শালে এই নগরের কোন হিন্দু রাজার সহিত যবনদিগের যুদ্ধ হওয়াতে যবনাধিকার হইয়া পুনর্ব্বার হিন্দু জাতির অধিকার হইয়াছিল, পরে ইং ১২৩৫ বাং

৬৪২ শালে আলতামস নামক দিল্লীর পাঠান বাদশাহ এ নগর প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাহার রাজত্বের পর অবধি ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার হিন্দুর রাজ্য হইয়া পশ্চাৎ দিল্লীর বাদশাহ এব্রেহেম লোদির অধিকার হইয়াছিল, ইং ১৫৪৩ বাং ৯৫০ শালে ঐ বাদশাহের অমাত্য আফগান জাতির সেরখাঁ নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে হোমাইউন বাদশাহ এ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই প্রকারে গোয়ালিয়ার দুর্গ অল্প কালের মধ্যে বারম্বার হস্তান্তর হওয়াতে ক্রমে মোগল বাদশাহ দিগের হ্রাস হইল, পরে গোহদের রানার ও তদন্তর মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকার হইয়াছিল, এবং ইং ১৭৮০ বাং ১১৮৭ শালে ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকার হওয়াতে মাধজী সিন্ধিয়া কএক মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া নিরস্ত হইল, এই যুদ্ধে গোয়ালিয়ার দুর্গের এক কোণ মাত্র ভগ্ন হইয়াছিল, এই নগর দীল্লি হইতে ১১৭ ক্রোশ লক্ষ্ণৌ হইতে ২১১ ক্রোশ কাশী হইতে ৩৫৫ ক্রোশ নাগপুর হইতে ৪৮০ ক্রোশ এবং কলিকাতা হইতে বীরভূম দিয়া ৮০৫ ক্রোশ অন্তর। ১৮৩ ॥

গোয়াহাটী ॥ আশাম রাজ্যে গোয়াহাটী নামক এক রাজধানী নগর আছে, ইহার চতুর্দ্দিগে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং তাহার উভয় তীরে নানা পর্ব্বত আছে, তদ্দ্বারা এই নগর উত্তম রূপে বদ্ধ হইয়াছে, ঐ সকল পর্ব্বতোপরি নানা নগর আছে ১৮৪ ॥

গোরক্ষপুর ॥ অযোধ্যা প্রদেশে গোরক্ষপুর নামে এক নগর আছে, ইহার উত্তর দিগের পর্ব্বত ও বন দ্বারা নেপাল রাজ্য পৃথক হইয়াছে, দক্ষিণ দিগে দেবহা অর্থাৎ

ঘর্ঘরা নদী, পূর্ব্ব দিগে গণ্ডকী নদী, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে অযোধ্যার নবাবের নিকট মারঙ্গইস ওএলিসলি এই নগর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫ ॥

গোরখা ॥ উত্তর হিন্দুস্থানে ইদানীন্তন নেপালীয় রাজার গোরখা নামক প্রাচীন এক রাজধানী নগর আছে, এ নগরে খিনওয়ার, ও রাজপুত ও নিয়ার এবং অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি বাস করে, তন্মধ্যে শেষোক্ত দুই জাতিরা এতদ্দেশীয় রাজা পৃথ্বীনারায়ণের অধীনে কর্ম্ম করে, এবং এ স্থানের বর্ত্তমান রাজারা গণ্ডকী নদীর তীরস্থ পর্ব্বতীয় গ্রামে ও এ নগরের নিকটস্থ স্থানে সর্ব্বদা দৌরাত্ম্য করত, ক্রমে এই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহারা উদয়পুরের রাজ কুলোদ্ভব কহিয়া আপনারদিগকে প্রকাশ করে, ইং ১৭৬৮ বাং ১১৭৫ শালে পৃথ্বীনারায়ণ রাজা কর্ত্তৃক নেপাল দেশ অধিকৃত হইলে কাটা মুণ্ড নগরে এই গোরখার রাজধানী হইয়া পরে ইহার অনেক হ্রাস হইয়াছিল, কথিত আছে, যে এ নগরের নিকট এক বৃহৎ স্ফাটিকময় পর্ব্বত আছে। ১৮৬ ॥

গোলকন্দা ॥ হয়দরাবাদ হইতে ৬ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে গোলকন্দা নামে এক কঠিন দুর্গ আছে, প্রথমতঃ এ স্থানে বহুকাল পর্য্যন্ত হিন্দু রাজধানী ছিল, এবং হয়দারাবাদে কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নিজাম বাদশাহের অনুমত্যনুসারে তদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত বণিকেরা ধন সহিত ঐ দুর্গ মধ্যে বাস করিত, এ স্থানে হিন্দুর রাজত্ব শেষ হইয়া তামিনি রাজার অধিকার হইয়াছিল, তৎপরে কোতর সাহের রাজ্য হইল, এবং ইং ১৬৯০ বাং ১০৯৭ শালে সাত মাস যুদ্ধ পূর্ব্বক আরঙ্গজেব

বাদশাহের মোগল জাতি সৈন্যের অধিকার হইল; এই কোত বশাহি বাদশাহ ইং ১৭০৪ বাং ১১১১ শালে এ স্থানের কারাগারে বদ্ধ হইয়া কাল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭ ॥

গোহদ ॥ আগরা প্রদেশে চম্বল নদীর দক্ষিণ দিগে পর্ব্বতোপরি গোহদ নামক এক দেশ আছে, ইহার চতুর্দ্দিগ উত্তম রূপে বদ্ধ আছে, ও ইহার প্রধান নগরের নাম গড়গোয়া লিয়ার তথা এক প্রসিদ্ধ দুর্গ আছে, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে বিবেচিত হইয়াছিল যে এ দেশে ২২০০০০০ লক্ষ টাকা উপস্বত্ব হইত। ১৮৮ ॥

গৌড় ॥ বঙ্গদেশে রাজমহল সম্যুক্ত গৌড় নামে এক প্রাচীন রাজধানী নগর পূর্ব্বকালে হোমাইউন বাদশাহ কর্তৃক জেনাতাবাদ নামে ব্যক্ত ছিল, কিন্তু ইদানীং বনময় হওয়াতে তন্মধ্যে ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানা পশু বাস করে, এ নগরের পূর্ব্ব কালীয় দুই বৃহৎ উচ্চ দ্বারের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, এবং তথাকার পতিত গৃহের ইষ্টক দ্বারা মুরসিদাবাদের ও মালদহের নানা স্থানে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, ইং ১২০৪ বাং ৬১১ শালে মহম্মদ বক্তিয়ার খীলজী বঙ্গদেশ জয় করত, গৌড় নগরে রাজ ধানী করিয়া হিন্দু জাতির শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ সেনকে নবদ্বীপ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল, তৎপরে ইং ১৫৫৩ বাং ৯৬০ শালে হুমাউন বাদশাহ সেরখাঁ নামক এক পাঠা নের অনুসন্ধান করত বঙ্গদেশে আগমন পূর্ব্বক গৌড় রাজ্য অধিকার করিলেন, ইহার পূর্ব্বে এই বাদশাহ হিন্দুস্থান হইতে ঐ সেরখাঁ কর্তৃক বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। ১৮৯ ॥

গৌতমপুর ॥ আলাহাবাদ রাজ্যে ও লক্ষ্ণৌ হইতে ৬৫ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে গৌতমপুর নামে এক নগর আছে, ইহার নিকট আলাহাবাদের ও আগরা প্রদেশের সীমারম্ভ হইয়াছে। ১৯০ ॥

ঘাট ॥ কাবেরী নদীর উত্তর দিগ অবধি কৃষ্ণা নদীর তীর পর্য্যন্ত শৃঙ্খলবৎশ্রেণীবদ্ধ ঘাট নামে নানা ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, তদ্দ্বারা কর্ণাট রাজ্য দুই খণ্ড হইয়াছে, অর্থাৎ বালা ঘাট নামক পর্ব্বতস্থ কর্ণাট ও তাহার নিম্ন ভাগের কর্ণাট, এই নিম্ন কর্ণাট হিন্দুস্থানের সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত সমান রেখায় থাকিয়া বুরহানপুরের পর্ব্বত দ্বারা অদৃশ্য হইয়াছে। ১৯১ ॥

ঘোষগ্রাম ॥ গারো দেশে ও বঙ্গ দেশের পশ্চিম সীমাতে এবং নাতি নদীর পশ্চিম দিগে ঘোষগ্রাম নামক এক প্রধান গ্রাম আছে, তথা গারো জাতির বসতি. এ গ্রামের মৃত্তিকা কৃষ্ণ ও রক্ত বর্ণ মিশ্রিত, এবং এ স্থানে পাট ও ঘৃত অত্যুত্তম জন্মে, তদ্ভিন্ন যে ধান্য উৎপন্ন হয়, সে বারানসের ধান্যের সমান হয়, এবং যে মসিনা জন্মে, সেবঙ্গ দেশীয় মসিনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ হইয়া থাকে ও তাহাতে তৈল অত্যুৎকৃষ্ট হয়। ১৯২ ॥

চট্টগ্রাম ॥ বঙ্গ ভূমির দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে চট্টগ্রাম নামে এক দেশ আছে, ইহার দীর্ঘতা ১২০ ক্রোশ ও প্রস্থতা ২৫ ক্রোশ এ দেশের উত্তর দিগে ত্রিপুরা, দক্ষিণ দিগে আরাকেন, পূর্ব্ব দিগে ব্রহ্মরাজ্য ও পশ্চিম দিগে সমুদ্র, চট্টগ্রামের অত্যল্প ভূমিতে শস্য ও কাফি ও মরিচ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, তদ্ভিন্ন বন ও পর্ব্বত আছে. এবং এ স্থানের সমুদ্র তীরে ইসলামাবাদ নামক এক ঘাট তথা এতদ্দেশীয় ব্যবসায়ী

লোকেরা চট্টগ্রামীয় ও ভিন্ন দেশ হইতে আনীত কাষ্ঠ দ্বারা প্রতি বৎসর বৃহৎ২ জাহাজ নির্ম্মাণ করে, এবং এ স্থানে লবণ প্রস্তুত করণের ইংলণ্ডীয়দিগের এক গৃহ আছে, আর নাফ নদী তীরে নিবিড় বন মধ্যে যে লোকেরা বাস করে, তাহারা ঐ বনের হস্তি ধারণ পূর্ব্বক পালন করিয়া থাকে, আর ইসলামাবাদের ২০ ক্রোশ উত্তর দিগে সীতাকুণ্ড নামক এক উষ্ণ কূপ আছে, তাহাতে অগ্নি স্পর্শ মাত্রে প্রজ্জ্বলিত হয়, ইং ১৬৬৬ বাং ১০৭৩ শালে এই চট্টগ্রাম করতল করণার্থে বঙ্গ দেশীয় সুবেদার শাএস্তা খাঁ কর্তৃক উম্মেদখাঁ প্রেরিত হইয়া ঢাকা নগরে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক মেঘনা নদী দিয়া গিয়া তদ্দেশ জয় করত, উক্ত ঘাটের নাম ইসলামাবাদ ব্যক্ত করিল, ও এই অবধি এ দেশ মোগল রাজ্য ভুক্ত হইল, কিন্তু ইংলণ্ডীয়েরা ত্বরায় এই সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া এই দেশে সংগ্রাম পূর্ব্বক ইং ১৬৮৬ বাং ১০৯৩ শালে হুগলির তাবৎ রাজ্য কর্ম্ম এই স্থানে স্থাপিত করিতে বিবেচনা করিলেন, ইং ১৬৮৯ বাং ১০৯৬ শালে ইংলণ্ডীয়েরা আওরঙ্গজেব বাদশাহের সহিত যুদ্ধার্থে চট্টগ্রামে যাইয়া সকল উদ্যোগ করিয়াছিলেন, সে তাবৎ তৎকালে নির্ম্মূল হইয়াছিল, কিন্তু ইং ১৭৬০ বাং ১১৬৭ শালে নবাব জাফেরআলি খাঁ ঐ দেশ ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পণ করিল। ১৯৩॥

চণ্ডপুর॥ আলাহাবাদ রাজ্যে বন্দেল খণ্ড নগর সম্পৃক্ত ও ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণীর নিম্ন ভাগে চতুর্শাল রাজা কর্তৃক নির্ম্মিত চণ্ডপুর নামে এক নগর আছে, তথা এই রাজা বাস করাতে বহু বাণিজ্য হইয়াছিল, যেহেতুক বন্দেলখণ্ডে

তৎকালে আর কোন নগর ছিলনা, এবং চণ্ডপুর নগর মেরুজা পুরের ও দক্ষিণ রাজ্যের মধ্যস্থলে স্থাপিত প্রযুক্ত এই স্থানে তাবৎ বাণিজ্য দ্রব্যের কর সম্বৎসরে ৪০০০০০ লক্ষ টাকা সং গ্রহ হইত, কিন্তু ইদানীং এই নগরের পূর্ব্বাবস্থার সহিত আধুনীক ভাবের পরীক্ষা করিলে যথেষ্ট হ্রাস বোধ হয়, অপর বন্দেল খণ্ড ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকার হইলে চণ্ডপুরে ও ইহার নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামে কুডার লোনি সাহেবের অধিকার ছিল, চণ্ডপুর নগর আগরা হইতে ২১২ ক্রোশ কাশী হইতে ২৩৭ ক্রোশ নাগপুর হইতে ২০২ ক্রোশ উজ্জয়িনীহইতে ৩২০ ক্রোশ কলিকাতা হইতে ৬৯৮, ক্রোশ এবং বোম্বে হইতে ৭৪২ ক্রোশ অন্তর। ১৯৪ ॥

চণ্ডা ॥ গণ্ডওয়ানা রাজ্যে নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয়ের অধীন চণ্ডা নামে এক বৃহৎ নগর আছে, এ নগরের প্রায় বালুক ভূমি, তথাচ ধান্য ও ইক্ষু ও শাকাদি জন্মে, এবং এ স্থান হইতে উত্তর সরকারে তুলা প্রেরিত হয়, চণ্ডা নগরের লোকেরা যথেষ্ট ছাগ ও মেষ পালন করে, অপর আওরঙ্গজেব বাদশাহের বর্ত্তমান কালে এই নগর বেরার দেশ ভুক্ত ছিল, কিন্তু প্রকৃত রূপে অধীন হয় নাই। ১৯৫ ॥

চণ্ডানি ॥ লাহোর রাজ্যে পর্ব্বতোপরি শিখ জাতির অধিকারস্থ চণ্ডানি নামে এক উত্তম নগর আছে, তথা যথেষ্ট লোক বসতি করে, ও তাহার পূর্ব্ব দিগে এক নদী আরম্ভ হইয়া চেগাগজিতে বাম দিগে গমন করিতেছে। ১৯৬ ॥

চন্দ্রগিরি ॥ শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ১০৮ ক্রোশ উত্তর দিগে মহিসুর দেশস্থ পর্ব্বতোপরি চন্দ্রগিরি নামে এক দুর্গ

আছে সে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত নহে, এই পর্ব্বত মধ্যে লৌহ জন্মে। ১৭৩॥

চন্দ্রনগর॥ বঙ্গদেশ মধ্যে গঙ্গার পশ্চিম তীরে চন্দ্র নগর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহাতে ফ্রান্স জাতিরা বাস করে, ইং ১৭৫৭ বাং ১১৬৪ শালে ইহারদিগের সহিত এডমিরেল ওয়াটসন এবং কলনেল ক্লাইবের অধীন সৈন্যরা ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহাতে অনেক সৈন্য নষ্ট হইয়া এই নগর ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হইয়াছিল, এ স্থান দীর্ঘে ২ ক্রোশ এবং কলিকাতা হইতে ২০ ক্রোশের অধিক দূর হইবেক। ১৭৪॥

চব্বিশপরগণা॥ বঙ্গদেশে কলিকাতা নগরের দক্ষিণ দিগে ও গঙ্গার পূর্ব্ব দিগে চব্বিশ পরগণা নামে এক দেশ আছে, ইহার দীর্ঘ পরিমাণ সর্ব্বশুদ্ধা চতুর্দ্দিগে প্রায় ৮৮২ ক্রোশ হইবেক, পূর্ব্বকালে এ অতি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, এবং ইং ১৭৫৭ বাং ১১৬৪ শালে কোন ভূস্বামীর অধিকার হইয়া ছিল, পরে ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হওয়াতে ইং ১৭১৫ বাং ১১২২ শালে দশ বৎসর জন্যে লার্ড ক্লাইবের অধীন ছিল, ইদানীং বসতির ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে ইহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ১৭৫॥

চম্পানিয়ার॥ গুজরাট প্রদেশে প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও ৪২ টা স্তম্ভ যুক্ত চম্পানিয়ার নামে এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে এ নগর ভীল জাতির বংশোদ্ভব অথচ এ স্থানের হট্টবাসী চম্পা নামক কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল,

চম্পানামানুসারে এ নগর চম্পানিয়ার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, ইং ১৫৩৪ বাং ৯৪১ শালে এ নগরে গুজরাটের রাজধানী হইয়াছিল, তৎপরে হুমাউন বাদশাহ যুদ্ধে জয়ী হইয়া এ স্থানের তাবৎ ধন অপহরণ করিয়াছিলেন, এ স্থানে অনেক দূর ব্যাপিয়া হিন্দু ও যাবনিক দেবালয়ের নানা চিহ্ন দৃষ্ট হওয়াতে বোধ হয়, যে এ অতি বৃহৎ নগর ছিল, এই চম্পানিয়ার কেন্দ্রে হইতে ৫৫ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে স্থাপিত আছে। ১৭৬ ॥

চম্বল ॥ মালোয়া প্রদেশে নর্ম্মদা নদী হইতে ১৫ ক্রোশের মধ্যে ও মন্দু নামক এক প্রাচীন নগরের নিকট চম্বল নদী আরম্ভ হইয়া উত্তর পূর্ব্ব দিগে কোটা নগর দিয়া অনেক নদীর সহিত মিশ্রিতা হইয়া উৎপত্তি স্থানাবধি ৪৪০ ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক এটোয়ার ২০ ক্রোশ উত্তর দিগে যমুনাতে পতিতা হইতেছে, এবং ধোলপুরের নিকট কৈত্রী নামক স্থানে ইহার এক খাড়ি প্রায় এক ক্রোশের তৃতীয়াংশ প্রশস্ত আছে, এই চম্বল নদী দ্বারা ইংলণ্ডীয়দিগের রাজ্য দৌলতরাও সিন্ধিয়ার দেশ হইতে পৃথক হইয়াছে। ১৭৭ ॥

চাতরপুর ॥ আলাহাবাদ প্রদেশে ও ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণীর নিম্ন ভাগে বন্দেল খণ্ড সম্পৃক্ত চত্রশাল রাজার স্থাপিত চাতরপুর নামে এক নগর আছে তথা কখন২ এই রাজার বাস করাতে ক্রমে ইহার উন্নতি হইয়াছিল, এবং যৎকালে এই নগর দক্ষিণ দেশের ও মেরজাপুরের মধ্যস্থল ছিল, তৎকালে বন্দেল খণ্ডে কোন নগর ছিল না, সুতরাং চাতরপুরে যথেষ্ট বাণিজ্য হইত, এবং পান্না নগরের হীরক খনির যে রাজস্ব উৎপন্ন হইত, সে তাবৎ এ স্থানে সংগ্রহ হইত, তদ্ভিন্ন কেবল

চাতরপুরের ৪০০০০০ লক্ষ টাকা রাজ কর উৎপন্ন ছিল, পরে যে সময়ে বন্দেলখণ্ড দেশে ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হইল, তৎকালে চাতরপুর এবং তাহার নিকটস্থ গ্রাম কুড়ার লোনি সাহেবের অধীন ছিল। ১৭৮॥

চাম্পা। জাহেয়ার রাজ্যে পর্ব্বতোপরি চাম্পা নামক এক বৃহন্নগর আছে, ইহার পূর্ব্ব দিগে বেয়া নদী, ও শিখ জাতির অধিকার, এবং রেবী অর্থাৎ ইরাবতী নদী দ্বারা এই নগর দুই খণ্ড হইয়াছে। ১৭৯॥

চিঞ্চুর॥ আওরঙ্গাবাদে ও বোম্বে হইতে পুণ্য নগরে গমনের পথি মধ্যে এক নর্দ্দার উত্তর তীরে উত্তম রূপে স্থাপিত চিঞ্চুর নামে এক নগর আছে, তথা ৫০০০ সহস্র ঘর গৃহস্থের বসতি, তন্মধ্যে ৩০০ ঘর ব্রাহ্মণ জাতি, এই নগরের তাবৎ গৃহ সুন্দর ও পথ পরিষ্কৃত দৃষ্ট হয়, আর চিন্তামণি দেও নামক এক ব্যক্তি এই নগরে বসতি করিয়াছিল, তাহাকে অনেকানেক মহারাষ্ট্রীয়েরা গণপতি নামক এক অবতারের অংশ বোধ করিত, ইহার প্রথম অবতারাবধি চিন্তামণি দেও ও নারায়ণ দেও নামের পরিবর্ত্তন হইতেছে, অর্থাৎ চিন্তামণি দেওএর পুত্র নারায়ণ দেও ও তৎ পুত্রের নাম চিন্তামণি দেও এই প্রকার ক্রমে হইতেছে, ও ইহারদিগের যে আধুনিক অবতার সে অষ্টম পুরুষ হইল, তথাকার ব্রাহ্মণেরা ব্যক্ত করেন যে ইহার প্রত্যেক দেও লোকান্তর গতে তাহার সৎকারের ভস্মের উপর গণপতির অবয়বের চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কোন চিহ্ন মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন। তদবধি তথাকার ব্রাহ্মণেরা সেই মূর্ত্তি ও প্রত্যেক দেওর চিতাভস্ম মন্দিরে স্থাপন

পূর্ব্বক পূজা করে, এবং এ স্থানের স্ত্রী লোকেরা তন্মূর্ত্তির মস্তকে দুগ্ধ ও জল ও তৈল অভিষেক করে, আর তীর্থ যাত্রিরাও এই দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ১৮০ ॥

চিটলাং ॥ উত্তর হিন্দুস্থানে নেপাল রাজ্যের সীমাবচ্ছিন্ন চিটলাং নামে এক নগর আছে, তাহাতে ইষ্টক নির্ম্মিত অনেক গৃহ আছে, এবং নেপালের দক্ষিণ দিগ হইতে আগমনে প্রথমে কেবল এই নগর দৃষ্ট হয়। ১৮১ ॥

চিতপুর ॥ গুজরাট প্রদেশে পর্ব্বতোপরি বন মধ্যে এক স্বাধীন রাজার চিতপুর নামে এক নগর আছে। ১৮২ ॥

চিতোর ॥ আজমের প্রদেশে রাজপুত জাতির প্রাচীন রাজধানী চিতোর নামক এক নগর ছিল, সে ইদানীং উদয়পুরের রানা নামে ব্যক্ত হইয়াছে, এবং এ নগর অতি প্রাচীন ও ধনাঢ্য ও বলবৎ এইমৎ প্রসিদ্ধ আছে, ইং ১৩০৩ বাং ৭১০ শালে এই স্থানে প্রথম যবনাধিকার হইয়া ইং ১৫৬৭ বাং ৯৭৪ শালে অকবরশাহ বাদশাহের সাম্রাজ্য সময়ে ইহার হ্রাস হইয়াছিল, পরে ইং ১৬৮০ বাং ১০৮৭ শালে আওরঙ্গজেব বাদশাহের পুত্র আজম শাহ যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইহার তাবৎ ধনাপহরণ করিলেন, এই রূপে হস্তান্তর হইয়া এই স্থানে যে মোগল জাতির দীর্ঘ কাল অধিকার ছিল, এমত নহে, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে উদয়পুরের রাজার অধীন অথচ বিপক্ষ ভীম সিংহ নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে মাধজী সিন্ধিয়া অধিকার করিয়া পুনর্ব্বার সন্ধিদ্বারা তাহাকে অর্পণ করিয়াছিল। ১৮৩॥

চিত্র ॥ বাহার রাজ্যে রামগড় সম্মুক্ত ও পাটনা হইতে ১০০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে চিত্র নামক এক নগর আছে। ১৮৪ ॥

চিনাব ॥ কশ্মীর দেশের পূর্ব্ব দিগস্থ পর্ব্বতের নিকট ও লাহোর রাজ্যের রেবী, বেয়া, শতদ্রু ও যমুনা নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকট চিনাব নামে এক নদী আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিগে সমান রেখাতে বহিতেছে, এই নদী পঞ্জাবের সীমাতে বেহত নদীর সহিত কোন স্থানে ৩৫ ক্রোশের অধিক অন্তর নহে, এবং কাশ্মীরের পর্ব্বত হইতে ৯০ ক্রোশ পর্য্যন্ত ইহার প্রাশস্ত্য ১৪০ হস্তের অধিক নাই ও দীর্ঘতা তাবৎ বক্রতা শুদ্ধা ৪৮০ ক্রোশের অধিক হইবে না। ১৮৫ ॥

চিলমারি ॥ বঙ্গ দেশে ও ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম দিগে এবং ঢাকা হইতে ১৩০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে ময়মনসিংহ স্থান সম্মুক্ত চিলমারি নামে এক নগর আছে। ১৮৬ ॥

চুঁচুড়া ॥ বঙ্গদেশে গঙ্গার পশ্চিম দিগে ও কলিকাতা হইতে ২২ ক্রোশ অন্তরে চুঁচুড়া নামে ওলন্দাজ জাতিদিগের এক বাস স্থান আছে, ইং ১৬৫৫ বাং ১০৬২ শালে ইহারা এ স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বাস করত ইং ১৭৬৯ বাং ১১৭৬ শালে রাজকর নিমিত্তে বঙ্গ দেশীয় নবাব কর্ত্তৃক সৈন্যাবৃত হইয়া যুদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি ওলন্দাজেরা শাসিত হয় নাই, এবং তৎকালে ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার ছিল। ১৮৭ ॥

চুনার ॥ আলাহাবাদ সম্মুক্ত চুনার নামে এক নগর আছে, ইহার উত্তর দিগে গঙ্গা, দক্ষিণ দিগে শোণ নদ, পূর্ব্ব দিগে

কর্ম্মনাশা নদী, এবং পশ্চিম দিগে বোগলিখণ্ড নগর ও টারহার দেশ আছে, চুনার নগরের উত্তরাংশে উর্ব্বরা ভূমি, তথা পূর্ব্ব কালে বহু বাণিজ্য হইত, কিন্তু দক্ষিণ দিগের যে পর্ব্বত ও বন তন্মধ্যে ক্ষেত্র ভূমি অত্যল্প আছে, ইং ১৭৭৫ বাং ১১৮২ শালে সন্ধিদ্বারা ইংলণ্ডীয়দিগের এ নগর অধিকার হইয়াছে। ১৮৮ ॥

চুনারগড় ॥ আলাহাবাদে গঙ্গার দক্ষিণ দিগে চুনার গড় নামক এক নগর ও এক দুর্গ আছে, এই দুর্গ এক উচ্চ পর্ব্বতোপরি দুই তিন তবক প্রাচীর দ্বারা উত্তম রূপে বদ্ধ, তৎ প্রযুক্ত বড় শক্ত বোধ হয়. এবং এ স্থান অতি শোভা জনক, কিন্তু বৎসরের মধ্যে কোন২ সময়ে অত্যুষ্ণ ও পীড়া দায়ক হয়, ইং ১৫৩০ বাং ৯৩৭ শালে এই নগরে আফগান জাতীয় সেরখাঁর বসতি ছিল, এই ব্যক্তি হোমাউন বাদশাহকে হিন্দুস্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল, ইং ১৫৭৫ বাং ৯৮২ শালে মোগলজাতিরা সেরখাঁর সহিত ছয় মাস যুদ্ধ করিয়া এই নগর অধিকার করিল, পরে ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে ইংলণ্ডীয়রা রাত্রিকালে ইহার দুর্গ আক্রমণ করিলে দুর্গস্থ সৈন্যরা অক্ষম হইয়া কিছুকাল বিলম্বে তাহারদিগকে এই নগর প্রদান করিয়াছিল, চুনারগড় নগর কলিকাতা হইতে মুরশিদাবাদ দিয়া ৫৭৪ ক্রোশ এবং বীরভূমি দিয়া ১৬৯ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ১৮৯ ॥

চুমিয়া ॥ বঙ্গদেশীয় চট্টগ্রামের উত্তর পূর্ব্ব দিগের পর্ব্বত শ্রেণীতে চুমিয়া নামক এক প্রকার বন্য মনুষ্য জাতি বাস করে, ইহারদিগের তাবৎ গ্রামের নাম চুমিয়া ব্যক্ত আছে,

চুমিয়ারা ইংলণ্ডীয়দিগকে কর দিয়া থাকে, এবং তাহারা কদাচিৎ এক স্থানে দুই বৎসর বাস করে। ১৯০॥

চুমূর্ত্তি অর্থাৎ সুমূর্ত্তি॥ লাদুক দেশে শাক্কাশ নদীর উত্তর দিগে চুমূর্ত্তি নামে এক নগর আছে, ঐ শাক্কাশ নদী হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর দিগ হইতে নির্গতা হইয়াছে, পূর্ব্ব কালে হিন্দুরা এই নদীকে গঙ্গা বোধ করিত, তৎপরে গঙ্গার উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করণার্থে বঙ্গ দেশ হইতে সৈন্যেরা গমন করিয়া দেখিল, যে হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ দিগ হইতে গঙ্গা নির্গতা হইয়াছেন, এমতে গঙ্গার জন্মস্থান ব্যক্ত হওয়াতে হিন্দু দিগের ভ্রম দূর হইল, এতদ্ভিন্ন চুমূর্ত্তি নগরের আর কোন বিশেষ বৃত্তান্ত ব্যক্ত নাই। ১৯১॥

চুনহট॥ কাশী হইতে ৯৪ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ও ভগিল দেশ মধ্যে আলাহাবাদ সম্পৃক্ত চুনহট নামে এক নগর আছে, এই স্থানে কোন স্বাধীন রাজার অধিকার ছিল। ২১৬॥

চৌটীয়া॥ বাহার রাজ্যে ও কলিকাতা হইতে ২০০ ক্রোশ পশ্চিম উত্তর দিগে ছোটনাগপুর সম্পৃক্ত চৌটীয়া নামক এক নগর আছে। ১৯২॥

চৌত্রিশগড়॥ গণ্ডওয়ানা রাজ্যে চৌত্রিশগড় নামক এক বৃহদ্দেশ আছে, তাহার নামান্তর ঝাড়খণ্ড, এই দেশ সম্পৃক্ত অনেক অপকৃষ্ট গ্রাম আছে, সেই সকল গ্রাম হইতে যথেষ্ট গাভি ও টাটু ঘোটক বিক্রয়ার্থে প্রথমতঃ চৌত্রিশগড়ে, পুনর্ব্বার তথা হইতে নিজামের রাজ্যে ও উত্তর সরকারে প্রেরিত হয়, এবং এই দুই স্থান হইতে চৌত্রিশগডে যথেষ্ট লবণ আইসে ইং ১৭৫২ বাং ১১৫৯ শালে রাঘজী ভোঁশলা কর্ত্তৃক এই

দেশ জিত হইয়া চিরদিন নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় রাজার অধীন ছিল। ১৯৩॥

চৌপারা॥ লাহোর রাজ্যে শোণ নদের সহিত সিন্ধু নদীর মিলন স্থানের কএক ক্রোশান্তরে অথচ এই নদীর পুর্ব্ব দিগে চৌপারা নামক এক নগর আছে। ১৯৪॥

চৌল॥ আলাহাবাদে ও কঙ্কন নগরের সমুদ্র তীরে এবং বোম্বে হইতে ২৫ ক্রোশ দক্ষিণ দিগে মহারাষ্ট্রীয় পেশার স্থান সম্মুক্ত চৌল নামক এক নগর আছে, এই নগর দক্ষিণ রাজ্যের ভামিনি বাদশাহের বর্ত্তমান কালে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। ১৯৫॥

ছাপরা॥ গণ্ডওয়ানা রাজ্যে বিন গঙ্গার উপরে ও নাগ পুর হইতে ৮৭ ক্রোশ উত্তর দিগে ছাপরা নামে এক নগর আছে, এ স্থানে লৌহ প্রস্তুত হইত, তন্নিমিত্তে এ নগর প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এবং রাঘজী ভোঁশলার যুদ্ধ কালীন তাহার সৈন্যা ধ্যক্ষ এক ব্যক্তি পাটান গণ্ডওয়ানা রাজ্যের এই ছাপরা অঞ্চল ও বেরার দেশের উত্তরাংশ জয় করিয়াছিল, তাহাতে রাঘজী সন্তুষ্ট হইয়া ঐ পাটানকে পারিতোষিক স্বরূপ এ নগর দান করিয়াছিলেন। ১৯৬॥

জগন্নাথ॥ উড়িষ্যা রাজ্যে কটক দেশ সম্মৃক্ত সমুদ্র তীরে ও চিলকার জলাশয় হইতে কএক ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে জগন্নাথ নামে এক প্রসিদ্ধ দেবালয় আছে, এই মন্দির সুগঠিত নহে, তথাচ সমুদ্র হইতে ইহার শোভা দর্শন হয়, ইং ১৫৮২ বাং ৯৮৯ শালে আবলফজল কর্ত্তৃক উক্ত আছে, যে উড়িষ্যার সমুদ্র তীরস্থ পুরুষোত্তম নামক স্থানের মন্দিরে জগন্নাথ বলরাম

ভদ্রা নামে বিখ্যাত কৃষ্ণ, শ্বেত পীত বর্ণের দারুময় দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে, তাঁহারা ৪০০০ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছেন, এবং তাঁহারদিগের এক রথ আছে, সে ৪০ হস্ত উচ্চ হইবেক, তাহাতে নানাবিধ কদর্য্য চিত্র পুত্তলিকা আছে, ইং ১৮০৩, বাং ১২১০ শালে ইংলণ্ডীয়েরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের কটক দেশ জয় করিয়া এই দেবালয়ে এক বৎসরে ১১৭৪৯০ টাকা উৎপন্ন করিয়াছিল, ইহার পূর্ব্ব কালে অর্থাৎ ইং ১৭৩৪ বাং ১১৪১ শালে বঙ্গ দেশীয় নবাব সুজাউদ্দীনের অধীন মহম্মদতকি নামক এক ব্যক্তি উড়িস্যার দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ছিল, ইহার বর্ত্তমান সময়ে পুরুষোত্তমের রাজা শ্রীশ্রী ৺ জগন্নাথ দেবকে লইয়া এ রাজ্যের সীমান্তরস্থ এক পর্ব্বতোপরি স্থাপিত করিলে অতিশয় যুদ্ধ হইয়া এ দেশের ভূমির কর দিতে ইংলণ্ডীয়দিগের ৯০০০০০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছিল। ১৯৭।

জঙ্গিপুর ॥ মুরশিদাবাদ হইতে ১৭ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে বঙ্গ দেশীয় রাজশাহী সংযুক্ত জঙ্গিপুর নামক এক নগর আছে, এ নগরে যথেষ্ট রেশম উৎপন্ন হইত, এবং এস্থান হইতে ইংলণ্ডীয়েরা বজবজিয়া গ্রামে রেশম প্রস্তুত করণার্থে প্রায় তিন সহস্র লোক দ্বারা ঐ কর্ম্ম করাইয়া ছিলেন, তথাচ কোন ফল দায়ক হয় নাই। ১৯৮॥

জবলপুর ॥ হিন্দুস্থানের গণ্ডওয়ানা রাজ্যে ও নর্ম্মদা নদীর উত্তরাংশে নাগপুরের রাজার অধিকারস্থ দেশ সমূহের নূতন রাজধানী জবলপুর নামে এক আধুনিক নগর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত আছে, ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে এই

নগর ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হইয়া দ্বিতীয় বৎসর ঐ রাজাকে ইহার তাবৎ সীমাবচ্ছিন্ন গ্রাম পুনর্ব্বার অর্পিত হইয়া ছিল, এই জবলপুরনগর নাগপুর হইতে ১৫০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে। ১১৯ ॥

জয়নগর ॥ আজমের রাজ্যের উত্তর দিগে জয়নগর নামে রাজপুত জাতির এক নগর আছে, ইহার তাবৎ পথ অতি দীর্ঘ ও প্রশস্ত ও সমকোণ রূপে পরস্পর যোগ হইয়াছে, এবং ইহাতে প্রস্তর নির্ম্মিত উত্তম২ গৃহ আছে, তন্নিমিত্তে হিন্দুস্থান মধ্যে এ নগর গণ্য হইয়াছে, আর এ নগর সম্মুক্ত এক বৃহৎ পর্ব্বতোপরি যে দুর্গ আছে, তাহার চতুর্দ্দিগে ৪ ক্রোশ পরিসর প্রাচীর আছে, তথা হিন্দুস্তানের প্রায় তাবৎ যোতিষ বিজ্ঞে তাদিগের সমাগম হইত, অপর মহম্মদশাহের রাজ্য কালীন রাজা জয় সিংহ কর্ত্তৃক এই নগর নির্ম্মিত হইয়া ইহার যথেষ্ট উন্নতি হয়, এবং এ স্থানে বিদ্যা শিক্ষার অধিক চর্চ্চা ছিল, যেহেতুক উক্ত রাজা তদ্বিষয়ে বহু মনোযোগ করিতেন, এবং তৎকর্ত্তৃক জ্যোতিষ বিদ্যারও নানা অনুসন্ধান হইয়াছিল, পরে ইদানীং যে রাজার অধিকার আছে, তিনি এ রাজ্যের তাবদংশ হস্তগত করিতে সক্ষম হন নাই, অর্থাৎ তাঁহার পরিবার অনেকে বিদ্রোহী হইয়া অনেক স্থান আক্রমণ পূর্ব্বক আয়ত্ত করিয়াছে, এবং মহারাষ্ট্রীয়রাও কিয়দংশ অধিকার করিয়া মাথট স্বরূপ সাম্বৎসরিক একবার রাজস্ব গ্রহণ করে, ইং ১৭৯৮ বাং ১২০৫ শালে নবাব উজির আলি শঠতা দ্বারা মেং চেরি ও অন্যান্য ইংলণ্ডীয়দিগকে নষ্ট করিয়া কাবুল বাদশাহের অনুগত হওন অভিপ্রায়ে পলায়ন পূর্ব্বক প্রথমত এই জয় নগরের রাজা

প্রতাপ সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহাতে মারকুইস ওএ লিসলি ইহাকে দণ্ড করিবার নিমিত্তে প্রস্তুত করিতে কলনেল কালিন্সকে দূত স্বরূপ উক্ত রাজার নিকট প্রেরণ করিয়া তদ্বিষয়ে ৩০০০০০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু জয়নগরের রাজা কোন প্রকারে সম্মত না হইয়া উত্তর করিলেন, যে যদি কোন শত্রু শরণাগত হয়, তথাপি তাহার অসময়ে আশা দিয়া রক্ষা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু দূত সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া অনেক ভয় ও মৈত্রতা দর্শাইলে রাজা কহিলেন, যে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃক উজীর আলির প্রাণ নষ্ট কিম্বা শৃঙ্খল বন্ধনাদিদ্বারা কোন কষ্ট না হয়, তবে ইহা স্বীকার্য্য, পরে ইংলণ্ডীয়েরা তাহাতে সম্মত হইয়া তথা হইতে উজীরআলিকে আনয়ন পূর্ব্বক কলিকাতার দুর্গ মধ্যে এক পিঞ্জরে চিরকাল বদ্ধ রাখিয়া ছিলেন, জয় নগর রাজ্য আগরা হইতে ১৩৯, ক্রোশ দিল্লী হইতে ১৫৬, ক্রোশ উজ্জয়িনী হইতে ২৮৫, ক্রোশ বোম্বে হইতে ৭৪০ ক্রোশ এবং কলিকাতা ৯৭৫, হইতে ক্রোশ অন্তর। ২০০॥

জয়পুর ॥ উড়িস্যা প্রদেশে ও বিজাগাপাটাম হইতে ১১ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে কোন স্বাধীন ভূম্যধিকারির জয়পুর নামেএক নগর আছে। ২০১॥

জলঙ্গী ॥ রাজশাহী সম্পৃক্ত জলঙ্গী নামক এক নগর আছে, এবং তাহার সীমাবচ্ছিন্ন গঙ্গা হইতে জলঙ্গী নামে এক শাখা নির্গতা হইয়া অতিশয় বক্র গমন পূর্ব্বক নবদ্বীপের গঙ্গাতে মিলিয়াছে, শুষ্ককালে ইহাতে বৃহৎ নৌকা গমনাগমন করিতে পারে না। ২০২॥

জলেশ্বর ॥ বঙ্গ দেশে ও কলিকাতা হইতে ৮৬ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে এবং সুবর্ণ রেখা নদীর পূর্ব্ব দিগে মেদিনী পুর সমৃক্ত জলেশ্বর নামে এক নগর আছে, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালের প্রাক্‌কালে ঐ নদী বঙ্গ দেশের দক্ষিণ সীমা ছিল। ২০৩॥

জাজগড় ॥ আজমের রাজ্যে জাজগড় নামে এক নগর আছে, এ নগর কোটা নগরের জালেম সিংহ কর্ত্তৃক প্রায় ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে উদয়পুরের রাণা হইতে অধিকৃত হইয়াছিল, এই নগরাধীন ৮৪ গ্রাম আছে, তন্মধ্যে ২২ গ্রামে কেবল মিনাস জাতির বসতি, তাহারা রূপবান ও বলবান, এবং ধনুর্ব্বাণধারী ও খড়্গ শিক্ষায় নিপুণ এবং দস্যু ব্যবসায় দ্বারা কালযাপন করে, ও রাজ কর না দিয়া কায়িক পরিশ্রম দ্বারা শোধ করে, এবং গ্রামান্তর হইতে গৃহস্থের ধন ও সন্তানাদি চৌর্য্য করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করত, বালকেরদিগকে স্বজাতি ভুক্ত করিয়া স্বব্যবসায় শিক্ষা করায় আর কন্যার দিগকে নিকটস্থ গ্রামে বিক্রয় করে, ইহারা হিন্দুজাতি এবং শিবপূজা করিয়া থাকে। ২০৪॥

জাজপুর ॥ কটক নগরে ও বৈতরণী নদীর দক্ষিণ দিগে ও কটক নগর হইতে ৩৬ ক্রোশ পূর্ব্ব উত্তর দিগে জাজপুর নামক এক নগর আছে, এ অতি বৃহন্নগর ছিল, এবং মোগল জাতির রাজ্য কালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তন্নিমিত্তে অদ্যাপি যাবনিক দেবালয়ের বহু চিহ্ন দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ আবুহসন খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এক দেবালয় আছে, এ নগরে ঐ বৈতরণী নদী প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ প্রশস্তা হইবেক, এই নদী ভিন্ন নানা ক্ষুদ্র নদী ও এ নগরে

আছে, ইং ১২৪৩ বাং ৬৫০ শালে বঙ্গ দেশাধ্যক্ষ তোগ হান খাঁ কর্তৃক এই স্থান আক্রান্ত হইলে ইহার রাজা তাহাকে পরাভূত করিয়া বঙ্গ দেশ পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবমান পূর্ব্বক গৌড় রাজ্য আক্রমণ করাতে অযোধ্যার এক দল সৈন্য এরাকোর সৈন্যের সহিত মিলিয়া যুদ্ধোপক্রম করিলে জাজপুরের রাজাকে স্বদেশে পুনরাগমন করিতে হইল, পরে ইং ১২৫৩ বাং ৬৬০ শালে জাজপুরের রাজা কর্ত্তৃক যবনেরা পুনর্ব্বার পরাভূত হইয়াছিল, কিন্তু পশ্চাৎ যে কোন বাদশাহের রাজ্য কালে জাজপুরে প্রথম যবনাধিকার হয়, তাহার বিশেষ ব্যক্ত নাই। ২০৫॥

জাফনাপাটাম॥ সিংহল উপদ্বীপের উত্তর দিগে ও দক্ষিণ কর্ণাটস্থ নিগাপাটাম নগরের সম্মুখে জাফনাপাটাম নামে এক নগর আছে, এ অতি আরোগ্য দায়ক স্থান এবং ইহার মধ্যভাগে যে বন আছে, তদ্দ্বারা কান্তি নগর পৃথক হইয়াছে, ঐ বনমধ্যে এক অসভ্য জাতির বাস আছে, এবং নগর মধ্যে বহু বাণিজ্য হইয়া থাকে, এবং ইংলণ্ডীয়েরা ইহা ঘোটকের ব্যবসায় করিতেন। ২০৬।

জাম্বু॥ লাহোর রাজ্য ও লাহোর নগর হইতে ৮৩ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর ও নিম্ন এই উভয় স্থান ব্যাপিয়া জাম্বু নামক রাজধানী এক নগর আছে, এ নগর দুই স্থানে স্থাপিত প্রযুক্ত এক খণ্ডের নাম উচ্চ জাম্বু ও দ্বিতীয় খণ্ডের নাম নিম্ন জাম্বু প্রসিদ্ধ আছে, এই নিম্ন জাম্বু স্থানে তেবী নদীর প্রায় ৮০ হস্ত পুষ্ট পরিমাণ হইবেক, আরও ঐ জাম্বু নগর হিন্দুস্থানের ও কশ্মীরের মধ্যস্থল প্রযুক্ত পূর্ব্ব কালে এ স্থানে বহু বাণিজ্য হইয়াছে, এবং অদ্যাবধি শালবস্ত্র কাশ্মীর

দেশ হইতে উক্ত জাম্মুতে যাইয়া ও তথা হইতে গাঁইট বন্ধি হইয়া বিক্রয়ার্থে স্থানান্তরে প্রেরিত হয়। ২০৭॥

জালালাবাদ॥ বাহার দেশে ও পাটনা হইতে ৩৩ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে জালালাবাদ নামক এক নগর আছে। ২০৮॥

জালিন্দর॥ লাহোর রাজ্যে ও লাহোর নগর হইতে ৯২ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে এবং শতদ্রু ও বেয়া এই উভয় নদীর সন্নিহিত জালিন্দর নামে এক নগর আছে, পূর্ব্ব কালে এ স্থানে অনেক আফগান জাতির বসতি ছিল. এক্ষণে তাহার অল্পতা হইয়াছে. এ নগরের পরিসর বাহুল্য নয়, বরং ক্রমে হ্রাস হইয়া ইদানীং শিখ জাতির বসতি হইয়াছে, এবং ঐ আফগানদিগের ভগ্ন গৃহের দ্রব্যাদি দ্বারা অনেক নব্য গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে দুই সাহা দর এই নগর কোন রাজা হইতে উপজীবিকা ভূমি স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহারা তাবৎ দিবা কালে গুলি নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক পরস্পর যুদ্ধ করিত. ও রাত্রিকালে পরস্পরের ধান্য ক্ষেত্রে অগ্নি প্রদান করিত, কিন্তু লাহোরাধিপতি রণজিৎসিংহ ইহারদিগকে শাসন করিয়া এ নগরের কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২০৯॥

জুনাগড়॥ গুজরাট রাজ্যে তদ্দেশীয় কোন প্রধান লোকের অধীন জুনাগড় নামে এক নগর আছে, তথা বালুচী জাতীয় যে সকল প্রধান লোক বাস করে, তাহারা রাধনপুরের নবাবের জ্ঞাতি. ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে এ নগরাধ্যক্ষ হামের খাঁ বাহাদুরের সহিত ইংলণ্ডীয়দিগের সন্ধি হওয়াতে এই স্থির হইয়াছিল, যে কোন জাহাজ দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইলে

তাহার দ্রব্যাদি অপহরণ করিবেন না, এবং ইংলণ্ডীয়েরা ন্যায্যমতে দ্রব্যাদির শুল্ক দিয়া জাহাজ দ্বারা এ নগরে বাণিজ্য করিবেন, তাহাতেও কোন আপত্তি উপস্থিত না হয়। ২১০॥

জেসেলমিয়ার॥ আজমেরের প্রদেশে জেসেলমিয়ার নামক এক বৃহদ্দেশ আছে, ইহার তাবৎ স্থান অতিশয় বালুকা ময়, ও মরুভূমি, তৎ প্রযুক্ত লোকের গমনাগমনের অল্পতাতে এ দেশ প্রায় অব্যক্ত আছে, এবং এ দেশে কোন জলাশয় নাই, কেবল গভীর কূপ হইতে জল আহরণ করিতে হয়, এ স্থানে পূর্ব্বকালাবধি হিন্দুরাজাদিগের অধিকার আছে, তাহারা আপনারা পরস্পর যুদ্ধ করে, এবং হিন্দুস্থানের কোন রাজাকর্ত্তৃক এ দেশ সম্পূর্ণ রূপে অধিকৃত হয় নাই, আর এই জেসেলমিয়ারের পশ্চিম দিগে অতিশয় বালুকাময় ভূমি আছে। ২১১॥

জোয়ানপুর॥ আলাহাবাদ রাজ্যে গোমতী নদী তীরে জোয়ানপুর নামে এক নগর আছে, সেনগর দিল্লী নগরের শোলতান ফিরোজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া ঐ ব্যক্তির ভ্রাতৃপুত্র জোয়ান অদ্দীন ফকিরের নামানুসারে জোয়ানপুর নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, এ স্থান কিয়ৎ কাল পর্য্যন্ত তাহারদিগের অধীনে ছিল, পরে দিল্লীর সোলতান মহমুদশাহের পুত্রের বাল্যাবস্থায় তাহার অমাত্য খাজা জাহান বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া জোয়ান পুরে বাস করত আপনার উপাধি সেরকি বলিয়া রাজ্য করিয়াছিল, তদনন্তর ইং ১৪৯২ বাং ৮৯৯ শালে ইহার বংশ লোপ হইল, কিন্তু এই শালের পূর্ব্ব সময়ে শোলতান বিলোলী লোদিকর্ত্তৃক এই নগর জিত হইয়া ছিল, পরে আকবরশাহের রাজ্যকালে মোগলদিগের অধিকার হওয়াতে

ক্রমে হ্রাস হইয়াছে। এ নগরে প্রস্তর গৃহদ্বারা বেষ্টিত এক উচ্চ দুর্গ আছে, ইদানী সে সকল গৃহ ভগ্ন হইতেছে, ও তাহাতে কোন লোক বাস করে না, এবং প্রায় ২৫০ বৎসর হইল, অর্থাৎ আকবরশাহের রাজ্যকালে মনোহর খাঁ কর্ত্তৃক এ নগরের অন্তঃপাতি স্থানে এক সেতু নির্ম্মিত হয়, তাহার গঠন এতাদৃশ উত্তম যে এইক্ষণে তাদৃশ কোন স্থানে কেহ নির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই। এ নগরে অধিকাংশ যবন জাতি, এবং রাজকুমার নামে যে এক জাতি আছে, তাহারা কন্যা সন্তান জন্মিবা মাত্র নষ্ট করিত, কিন্তু ইংলণ্ডীয় লোকেরা তাহা নিবারণ করিয়াছেন, এই জোয়ানপুর বারাণস হইতে ৪২ ক্রোশ ও লক্ষ্ণৌ হইতে ১৪৭ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ২১২ ॥

ঝর্ঝরী ॥ নেপাল রাজ্যে ঝর্ঝরী নামে এক গ্রাম ও তাহার দক্ষিণ দিগে ১০ ক্রোশ পরিসর ঝর্ঝরী নামে এক বন আছে, ঐ বন শ্রীনগর অবধি কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত থাকিয়া নেপালের তাবৎ স্থান অযোধ্যা হইতে পৃথক্ করিয়াছে, তাহাতে শাল, শিশু, সেতিশাল, ও আবলুস প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ আছে, সেখান হইতে অনেক কাষ্ঠ বিক্রয়ার্থে কলিকাতায় আনীত হয়, এই বনের অধিকাংশ স্থানে কাষ্ঠ বিক্রেতারা বাস করে, কিন্তু তন্মধ্যে কোন জলাশয় নাই, এবং পথিক লোকদিগের অবস্থিতির স্থান ও নাই, এই বনে যে এক প্রকার হস্তী জন্মে, সে উত্তম নহে, তদ্ভিন্ন ব্যাঘ্র ও গণ্ডার প্রভৃতি পশু আছে। ২১৩ ॥

ঝাইলম ॥ কাশ্মীরের দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীতে ঝাইলম নদী আরম্ভ হইয়া কাশ্মীর দিয়া উইয়ার নামক স্থানের ইসলমাবাদে আসিয়া প্রায় ১৬০ হস্ত

বিস্তৃত হইয়াছে, এবং কাশ্মীর হইতে ১০ ক্রোশ অন্তরে ৮ ক্রোশ পরিসর হইয়া ওলার খাল নামে খ্যাত হইয়াছে, পুনর্ব্বার তথা হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক বক্র মূল্যা পর্ব্বত শ্রেণীতে প্রবেশ করত: পঞ্জাবের দিগে আসিয়া পাখলি নামক স্থান দিয়া বাহির হইয়া কৃষ্ণগঙ্গা ও নয়নসুখ নদীতে সম্মিলন পূর্ব্বক কোন পর্ব্বত বিশিষ্ট দেশে আসিয়া লাহোর অবধি অটক দেশ পর্য্যন্ত যে উচ্চ পথ আছে, তাহা পার হইয়াছে, এই স্থানে ঝাইলম নদীর পশ্চিম তীরে ঝাইলম নামে এক দেশ আছে, এবং তথা ঐ নামে এক নগর ছিল, তদনুসারে এই নদীর নাম ঝাইলম হইয়াছে, এই নদী উক্ত নগর হইতে যোধপুরের দিগে গমন করত, মুলতানের ৬০ ক্রোশ দক্ষিণে চিনাব নদীর সহিত যুক্ত হওয়াতে সেখানে ঐ নদীর নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, এই ঝাইলম নদী দীর্ঘে ৪০০ ক্রোশ হইবেক, এ নদী পঞ্জাবের সকল নদী হইতে পশ্চিম দিগে আছে, আবুল ফজলের পুস্তকে এই নদী বেহদ অর্থাৎ বিতস্তা নামে ব্যক্ত আছে, এবং হিন্দু ভূগোলবেত্তারা ইহাকে ইন্দ্রাণী কহে। ২১৪॥

ঝানসুক্ষ্ণ॥ তিব্বত দেশে পর্ব্বতোপরি ঝানসুক্ষ্ণ নামে এক বৃহৎ পুরী আছে, সেই পর্ব্বতের উচ্চতা ও পথের নিম্নোন্নতা প্রযুক্ত উক্ত পুরী অত্যন্ত দুর্গম বোধ হয়, ঐ পর্ব্বতের নিম্ন ভাগ কোন কালে এক খালের জলে মগ্ন ছিল, এইক্ষণে তাহাতে অনেক বসতি হইয়াছে, ও কৃষি কর্ম্ম উত্তম হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অত্যুৎকৃষ্ট লোমজ বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তৎপ্রযুক্ত সে স্থান প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ বস্ত্র ১ হস্তের অধিক প্রস্থ প্রায় হয় না

এবং মেষের লোম দ্বারা নির্ম্মিত হয়, সে লোম অতিশয় পরিষ্কার হইয়া থাকে। ২১৫ ॥

ঝিঙ্গওয়ারা ॥ গুজরাট দেশে কুলী জাতির অধীনে ঝিঙ্গওয়ারা নামে এক দেশ আছে, তথা ৬০০০ সহস্র গৃহ আছে, সে সকল গৃহে উক্ত জাতিরা বাস করে, ইহারা পূর্ব্ব কালে রাজপুত জাতি ছিল, কিন্তু কি কারণে যে নীচ জাতি ভুক্ত হইয়াছে, তাহা কিছু ব্যক্ত নাই। এদেশের নগরের নাম সূর্য্যপুর, সে পূর্ব্ব কালে পটন নগরের রাজা শিবরাও জয় সিংহ কর্তৃক স্থাপিত হয়, এবং ঐ নগরস্থ যে দুর্গ সে শিখ জাতীয় কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, এ দেশের নিকট রুণ নদীর তীরে যথেষ্ট লবণ প্রস্তুত হয়, ঐ লবণে অনেক রাজ কর উৎপন্ন হয়, এ দেশের প্রধান লোকেরা আফিম ভক্ষণ করে, ইতর লোকেরা দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকে, এবং এতদ্দেশস্থ এক দেবালয়ে সূর্য্যের মূর্ত্তি আছে। ২১৬ ॥

টড়া ॥ গুজরাট প্রদেশে রাহধনপুরের ও থিরাদের মধ্য স্থলে টড়া নামক এক নগর আছে, তাহাতে প্রায় ২৫০০ গৃহস্থ বাস করে, তন্মধ্যে ১৫০০ ঘর কুলী জাতি ও ১০০০ ঘর রাজপুত ও বণিক জাতি আছে। ২১৭ ॥

টাটা ॥ ইং ১৪৮৫ বাং ৮৯২ শালে সোমীর বংশোদ্ভব চতুর্দ্দশ সংখ্যার রাজা জামমন্দল কর্তৃক স্থাপিত টাটা নামে এক দেশ, ও তদ্দেশীয় সিন্ধু নদীর তীরে এবং সমুদ্র হইতে ১৩০ ক্রোশ অন্তরে, পর্ব্বতোপরি সিন্ধিয়া দেশীয় ভাগ্যবান লোকের টাটা নামক এক নগর আছে, বর্ষাকালে ঐ নদীর বন্যাতে টাটা দেশের সমুদয় স্থান জল মগ্ন হইয়া কেবল এই

নগর উপদ্বীপের ন্যায় দৃষ্ট হয়, ইহার পথ অতিশয় অপ্রশস্ত, ও অপরিষ্কার, কিন্তু মৃন্ময় গৃহাদি সকল তদ্দেশীয় অন্যোন্য স্থানের গৃহাপেক্ষা উত্তম এবং ইষ্টকালয় ও অত্যুৎকৃষ্ট আছে, ইং ১৭৫১ বাং ১১৫৮ শালে ইংলণ্ডীয় লোক কর্তৃক যে সকল গৃহ ক্রীত হয়, সে তাবৎ নিন্দিয়া দেশীয় গৃহাপেক্ষা উত্তম ও অদ্যাপি আছে, এ দেশের চতুর্দিগস্থ সকল ভূমি উর্ব্বরা ও নালা দ্বারা সিন্ধু নদী হইতে জলাগমন হওয়াতে কৃষি কর্ম্ম উত্তম রূপে সম্পন্ন হয়, এবং ইহার এক ক্রোশ পশ্চিম দিগে মকালি পর্ব্বতে জীবিত লোকের যত সংখ্যক বাস গৃহ আছে, তদপেক্ষা মৃত মনুষ্যের মৃতাগার অধিক আছে, ইং ১৬২২ বাং ১০২৯ শালে মৃত মেরজা ইসার যে এক সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হয়, সে অতি আশ্চর্য্য, এবং টাটা দেশের ৭ ক্রোশান্তরে সিন্ধু নদী তীরে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর অনেক জাবনিক দেবালয় ও মৃতাগার আছে, তন্মধ্যে এক ক্ষুদ্র মৃতাগারে ১২ হস্ত দীর্ঘ এক খান মৎস্যাস্থি মৃত্তিকাতে সংস্থাপিত আছে, সে হিন্দু ও জবন দিগের মান্য, ইং ১৫৫৫ বাং ৯৬২ শালে পোর্ত্তুগীশেরা এই টাটা দেশ অধিকার করিয়া অনেক ধনাদি অপহরণ করিয়াছিল, কিন্তু ইং ১৭০০ বাং ১১০৭ শাল পর্য্যন্ত এ স্থানে বিস্তর বসতি এবং সূত্র লোম ধান্য গম চর্ম্ম প্রভৃতি নানা দ্রব্যের বাণিজ্য ছিল, এবং কোন কালে এ স্থানে উত্তম বস্ত্র ও অনেক রেশম প্রস্তুত হইত, বিশেষতঃ কাষ্ঠ দ্রব্য অত্যন্ত সুগঠিত হইত, ইদানীং লোপ হইয়াছে, টাটা দেশ বোম্বে হইতে ৭৪১ ক্রোশ, এবং কলিকাতা হইতে ১৬০২ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ২১৮ ॥

টাণ্ডা ॥ বঙ্গ দেশে গৌড় রাজ্যের নিকট টাণ্ডা নামক এক নগর ছিল, এইক্ষণে তাহার এক মুরচা মাত্র আছে, ইং ১৫৬৪ বাং ৯৭১ শালে বঙ্গ দেশীয় বাদশাহ সের শাহের বংশোদ্ভব সলিমানসাহ গৌড় দেশের অপেক্ষা এ স্থানের জল ও বায়ু উত্তম, এমন বিবেচনা করিয়া সেখানে রাজধানী করিয়াছিলেন, আর ইং ১৬৬০ বাং ১০৬৭ শালে সোলতান সুজা আপন ভ্রাতা আওরঙ্গজেব বাদশাহের সেনাপতি মির জুমলা কর্ত্তৃক এ নগরের নিকটে পরাজিত হইয়াছিল, এই টাণ্ডা নগরের চতুর্দ্দিগ বন্যা জলে নিমগ্ন হয়, এবং ইংলণ্ডীয় লোকের পক্ষে এ স্থান সুস্থ জনক নহে, আর পূর্ব্ব কালে এ নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ২১৯॥

ডিণ্ডিগল ॥ ভারত বর্ষের দক্ষিণ দিগে ডিণ্ডিগল নামক এক রাজধানী নগর আছে, ইহার উত্তর দিগে কৈম্বিটুর ও কৃষ্ণাগিরি নগর, দক্ষিণ দিগে ত্রেবেঙ্কুর ও মাদুরা, পূর্ব্ব দিগে মহারাষ্ট্রীয় দেশের সীমা ও মাদুরা এবং পশ্চিম দিগে ত্রেবেঙ্কুর, কোচিন ও মালাবার দেশ, এই ডিণ্ডিগল নগরে নাইল ও অমরাবতী নদী আছে, এবং নগরস্থ কোন ২ বিশেষ উপাধি যুক্ত ব্যক্তিরা পুরুষানুক্রমে নিষ্কর ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করে, তদ্ভিন্ন ভূমির কর সঞ্চয়কারী অর্থাৎ গোমস্তা ও নর্ত্তকী এবং কর্ম্মকার সূত্রধর নরসুন্দর, রজক, কুম্ভকার, ও নগর রক্ষক, ইহারা আপন ২ সাংসারিক ব্যয়োপযুক্ত মুদ্রা কিম্বা ধান্য প্রাপ্ত হয়, যেহেতুক কৃষি কর্ম্ম করণে তাহারদিগের প্রতি নিষেধ আছে, ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে এ নগর টীপুসাহ কর্ত্তৃক ইংলণ্ডীয়রদিগকে অর্পিত হইয়াছে, এই ডিণ্ডিগল শ্রীরঙ্গপত্তন

হইতে ১৯৮ ক্রোশ, এবং মান্দরাজ হইতে ২৭৫ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ২২০॥

ঢাকা॥ বঙ্গ দেশের পূর্ব্বাংশে গঙ্গা হইতে প্রায় ১০০ ক্রোশ অন্তর, ঢাকা নামক এক বৃহৎ রাজধানী নগর আছে, যে কলিকাতা হইতে ১৮০ ক্রোশান্তরে, কিন্তু জল পথে নদীর বক্রতা প্রযুক্ত অধিক হইবেক, এ নগরের চারি দিগের ভূমি নিম্ন, তথাচ শুস্ককালে নদীতে জল থাকে না, এবং ইহার তাবৎ স্থান তৃণেতে আচ্ছন্ন থাকে, ও ভাদ্র মাস অবধি কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত অতিশয় পীড়া দায়ক হয়, এ নগর বেহারের অন্যান্য স্থানের এবং বারানস ও পাটনার ন্যায় উষ্ণ নহে, কিন্তু নিজ ঢাকা নগর বঙ্গ দেশের মধ্যে এক প্রধান আরোগ্য জনক স্থান, বোধ হয় যে এ নগর অতি প্রাচীন নহে কেননা আবুল ফজল কর্ত্তৃক ইহার কোন বৃত্তান্ত ব্যক্ত নাই, এই ঢাকা নগরে ও ইহার সংযুক্ত স্থানে তুলা অধিক জন্মে, সেই তুলা দ্বারা এবং পাটনা হইতে আনীত তুলাতে সর্ব্ব দেশাপেক্ষা উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া নানা স্থানে প্রেরিত হয়, অপর বঙ্গ দেশের অধ্যক্ষ ইসলাম খাঁ রাজ মহল হইতে ঢাকা নগরে কর্ম্ম করত, ইং ১৬০৮ বাং ১০১৫ শালে ঐ নগরেরবাদশাহ জাহাঁনগির শাহের সম্মানার্থে ঢাকা নাম পরিবর্ত্তে জাহাঁনগির নগর নাম সংস্থাপন করিয়া ছিল, এ স্থানে সাএস্তা খাঁর রাজ্যকালে তণ্ডুল এতাদৃশ সুলভ হইয়াছিল, যে প্রত্যেক মুদ্রায় ৮ মোন করিয়া ক্রয় বিক্রয় হইত, তৎকালে ঐ সাএস্তা খাঁ তাদৃশ মূল্য স্থৈর্য্য করণ পূর্ব্বক ইং ১৬৮৯ বাং ১০৯৬ শালে এ নগর পরিত্যাগ কালে ইহার পশ্চিম দিগে এক দ্বার নির্ম্মাণ করত, তাহাতে এক প্রস্তরে

এই অঙ্কিত করিল; যে এ নগরের অধ্যক্ষ যে কেহ হইবেন, তিনি এতদ্রূপ মূল্য স্থিরতা করণে অক্ষম হইলে এ দ্বার মুক্ত করিবেন না, ইং ১৭০০ বাং ১১০৭ শালে আওরঙ্গজেবের পুপৌত্র এ নগরে বসতি করত অত্যুত্তম অথচ বৃহৎ ২ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে সে তাবৎ পতিত হইয়া তাহার কোন চিহ্ন ও দৃষ্ট হয় না, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালের পূর্ব্বে এ নগরে অদ্ভূত ও বৃহৎ একটা কামান ছিল, সে পরিমাণ দ্বারা প্রায় ৮৮৮ মোন এবং তাহার গোলা ৫।০ মোন পরিমিত হইয়াছিল, পরন্তু নদী তীরে ইদানীন্তন আর এক নব্য ঢাকা নগর স্থাপিত হইয়াছে, বোধ হয়, সে দীর্ঘে ৬ ক্রোশ কিন্তু প্রস্থ তদ্রূপ নহে, ইহার পথ সকল অপ্রশস্ত ও বক্র, আর এ নগরে কাষ্ঠ নির্ম্মিত শত গৃহ আছে, সে তাবৎ প্রায় প্রতি বৎসর দুই একবার দগ্ধ হয়, এবং এ স্থানে অনেক লোকের বসতি আছে, তন্মধ্যে জবন জাতি অধিক হইবেক, এই নব্য ঢাকা নগর দিল্লী হইতে ১১০৭ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ২২১ ॥

ঢাকাজালালপুর ॥ বঙ্গ দেশের পূর্ব্বাংশে ঢাকা জালালপুর নামক এক গ্রাম আছে, ইহার উত্তর দিগে ময়মন সিংহ, দক্ষিণ দিগে বাকরগঞ্জ, পূর্ব্ব দিগে ত্রিপুরা, এবং পশ্চিম দিগে রাজশাহি ও যশোহর নগর আছে, এ স্থান দিয়া অসংখ্যক নদ ও নদী গমন করিয়াছে, বর্ষাকালে তাহারদিগের জল বৃদ্ধি হইয়া গ্রামস্থ কেবল গৃহ ও বৃক্ষাদি দৃষ্ট হয়, এ স্থানে যে বস্ত্র জন্মে সে সর্ব্ব দেশীয় বস্ত্র অপেক্ষা উত্তম হইয়া থাকে, কিন্তু এইক্ষণে বিক্রয়ের ন্যূনতা প্রযুক্ত তন্তুবায় লোকেরা ততোধিক

বস্ত্র প্রস্তুত করে না, ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকারের প্রাক্ কালে আলিবরদির ভ্রাতৃপুত্র অথচ যামাতা শাহশত জঙ্গনওয়াজিস মহম্মদ খাঁ বঙ্গ দেশীয় তাবৎসুবার দেওয়ান এবং ঢাকার ও এ নগরের নবাব হইয়াছিলেন, তৎকালে সেরাজউদ্দৌলা এ ব্যক্তির সহিত অনেক যুদ্ধ করত, তাহার কিছু ক্ষতি করিতে পারেন নাই, কেবল আপনি বিপন্ন হইয়াছিলেন, রাজা রাজ বল্লভ ঐ শাহশত জঙ্গ নওয়াজিসখাঁর অধীনে থাকিয়া অনেক ধনাপহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার পুত্র পিতার চৌর্য্য ধন গ্রহণ করত, কলিকাতায় বাস করিল, ঐ উক্ত নবাবের রাজত্বের পর এ নগরে কাসেম আলিখাঁ নবাব হয়, এবং তদন্তে জাফের খাঁ দুই বৎসর নবাবের পদে নিযুক্ত থাকিলে পরে ঢাকার নবাব অধিকার করিয়াছিল। ২২২ ॥

চামন ॥ আরঙ্গাবাদ প্রদেশে এবং বোম্বে হইতে ১০০ ক্রোশ উত্তর দিগে চামন নামক এক স্থান আছে, ইং ১৫৩১ বাং ৯৩৮ শালে পোর্তুগীশ কর্ত্তৃক এ স্থানের ও ইহার বাণিজ্যের হ্রাস হইয়া তাহার দিগের অধিকারে ছিল, এ স্থানে উত্তম২ গৃহ ও জাবনিক ধর্ম্মালয় আছে, এবং ইহার অবিদূরে সেগুণ কাষ্ঠের বন আছে, সেই কাষ্ঠ দ্বারা এ স্থানে বৃহৎ২ জাহাজ নির্ম্মিত হয়। ২২৩॥

তপতী ॥ বাটুল নামক স্থানের নিকট ইশ্বারদি পর্ব্বত মধ্যে তপতী নামে এক নদী আরম্ভ হইয়া পশ্চিম দিগে গমন পূর্ব্বক গুজরাট ও খান্দেস দিয়া সুরাষ্ট্রের নিম্ন ভাগে প্রায় ২০ ক্রোশ মধ্যে সমুদ্রে যুক্তা হইয়াছে, এবং যে এক উর্ব্বরা দেশে গমন করিয়াছে, তথা তুলা যথেষ্ট জন্মে, সেই তুলা

সুরাষ্ট্রে ও বোম্বে দেশে যাইয়া তথা হইতে স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, ঐ নদীর তাবৎ বক্র গমন ৫০০ ক্রোশ হইবেক, ইং ১২ ৯৩ বাং ৭০০ শালে ফিরোজ শাহের ভ্রাতৃ পুত্র অথচ যামাতা যে আলাঅদ্দিন তাহার সৈন্যেরা এই নদীর দক্ষিণ দিগের পর্ব্বত অতি ক্রমণ পূর্ব্বক গমন করিয়াছিল। ২২৪ ॥

তমলুক ॥ বঙ্গ দেশে কলিকাতা হইতে ৩৫ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে তমলুক নামে এক নগর আছে, তথাকার ভূমি অতিশয় নিম্ন প্রযুক্ত লোকেরা জল নিবারণের জন্যে সেতু বন্ধ করে, তথাচ জল বেগে আগমন করত, সেই সেতু ভগ্ন করে, এ নগর ইংলণ্ডীয়দিগের বঙ্গ দেশীয় লবণের বাণিজ্য স্থান, সমুদ্রের সহিত গঙ্গার সংযুক্ত স্থানের নিকটস্থ ভূমিতে কৃত্রিম খাতে সমুদ্র জল উত্থিত হইয়া যে কর্দ্দম পতিত হয়, তাহার ক্ষরিত জল অগ্নিতে পাক করিলে সেই লবণ প্রস্তুত হয়, এই তমরা লিপ্ত অর্থাৎ তমলুক পূর্ব্বকালে বাদশাহেরদিগের অধীন ছিল, তন্মধ্যে কোন বাদশাহ ইং ১০০১ বাং ৪০৮ শালে চীন দেশীয় বাদশাহকর্তৃক সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২২৫।

তানজোর ॥ দক্ষিণ কর্ণাট রাজ্যে তানজোর নামক এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে কাবেরী নদী, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগে সমুদ্র, এবং পশ্চিম দিগে ত্রিচিনপল্লি ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজ্য সীমা, এ দেশে দুই দুর্গ আছে, তাহার ক্ষুদ্র যে দুর্গ সে প্রস্তর দ্বারা অতি সুন্দর রূপে নির্ম্মিত ও প্রায় এক ক্রোশ পরিসর হইবেক, এবং বৃহৎ দুর্গ সহিত একাংশে যুক্ত আছে, ঐ বৃহৎ দুর্গও এই প্রকার প্রস্তর দ্বারা বদ্ধ, এবং তথা রাজ গৃহ আছে, আর সেই দুর্গের পশ্চাৎদিগে এক ধনাঢ্য নগর ও তাহার

পশ্চাদ্ভাগে এক বৃহৎ পর্ব্বত আছে, ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে কোন সমাচার দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে, যে তানজোর দেশে ১৭১৪৯ জন ব্রাহ্মণ, আর শূদ্র ও এতদ্দেশীয় খ্রিষ্টিয়ান ৪২৪৪২ জন এবং ১৪৫৭ জন জবন সর্ব্ব শুদ্ধা ৬১০৪৮ জন মনুষ্য আছে, এ স্থান হইতে বস্ত্র এবং নীল ও নারিকেল ও ধান্য প্রভৃতি শস্য স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, আর এ দেশে কখন প্রকৃত রূপে জবনাধিকার হয় নাই, এবং হিন্দু দিগের প্রচরদ্রূপ ধর্ম্ম, ও অনেক দেবালয় আছে, তাহার দেবত্র ভূমির উপস্বত্ব দ্বারা অনেক ব্রাহ্মণ প্রতি পালিত হয়, এবং তথাকার ভূম্যধিকারিরা তাবৎ ব্রাহ্মণ জাতি, তাহারা কৃষি কর্ম্ম করে, কিন্তু আপনারা লাঙ্গল ধারণ করে না, আর তাবৎ লোকই কৃষি কর্ম্মে নিপুণ ও বহুশ্রমী হয়, এ প্রযুক্ত প্রায় পতিত ভূমি নাই, ইং ১৬৭৫ বাং ১০৮২ শালে শিবজীর ভ্রাতা ইকোজী যিনি সৈন্যাধিপতি ছিলেন তাঁহার কুলোদ্ভব এক ব্যক্তি এ রাজ্য অধিকার করে, ইহার পরে অর্থাৎ ইং ১৭৪৯ বাং ১১৫৬ শালে ইংলণ্ডী য়েরা এ দেশের প্রথম যুদ্ধে অক্ষম হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিল, কিন্তু ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে অধিকার করিল, ইং ১৭৮৬ বাং ১১৯৩ শালে এ স্থানে ওলজাজির পোষ্য পুত্র সেরশাজির মৃত্যু হয়, সে অতি সম্ভ্রান্ত ও স্বাধীন রাজা ছিল, তানজোর দেশ মান্দ্রাজ হইতে ২০৫ ক্রোশ, শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ২৩৭ ক্রোশ, এবং কলিকাতা হইতে ১২৩৫ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ২২৬॥

তিব্বত॥ সিন্ধু নদীর উৎপত্তি স্থানাবধি চীন দেশীয় সীমা পর্য্যন্ত, ও হিন্দুস্থানাবধি কোবি নামক স্থানের বৃহৎ বন

পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যবর্ত্তি তাবৎ স্থান তিব্বত নামে প্রসিদ্ধ আছে, এ দেশ পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ ১৬০০ ক্রোশ, প্রস্থ তদপেক্ষা ন্যূন হইবেক, নেপাল দেশে নিম্ন তিব্বতের নাম কাছাড় কিন্তু হিন্দু স্থানের লোকেরা ইহাকে পতৈদ বলে, আর হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর অংশ যে ময়ূনাং পর্ব্বত, তদ্দ্বারা ভূতানের ও এ দেশের সীমার চিহ্ন হইয়াছে, এই পর্ব্বতের নিকটস্থ স্থানে কার্ত্তিক মাস অবধি চৈত্র মাস পর্য্যন্ত শিশির পতিত হইয়া অতিশয় শীত হয়, এবং এই তিব্বত দেশের স্থান বিশেষে বঙ্গ দেশের ন্যায় চৈত্র মাস অবধি জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বসন্ত ও উত্তাপ হয়, কিন্তু বৃষ্টি ও বজ্রপাত ইত্যাদিও হইয়া থাকে, ও হিন্দুস্থানের ন্যায় অতিশয় উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা তাবৎ বৃক্ষাদি শুষ্ক হইয়া যায়, এবং তৎকালে লোকেরা পর্ব্বতের গুহাতে গিয়া বাস করে, এ দেশের প্রায় তাবৎ ভূমি বালুকাময়, তৎপ্রযুক্ত কৃষিকর্ম্ম চলে না, কিন্তু আকরীয় দ্রব্য ও সোরা যথেষ্ট জন্মে, আর এই তিব্বত দেশে প্রায় তাবৎ পশু অপেক্ষা অত্যাশ্চর্য্য সুরগাভী নামে ইউরোপীয় গাভীর ন্যায় এক প্রকার পশু আছে, তাহার দুগ্ধে অত্যুত্তম নবনীত ও পুচ্ছ কেশে চামর হয়, তদ্ভিন্ন আর এক প্রকার ছাগ আছে, সে ইউ রোপীয় মেষের অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি বিশিষ্ট হয়, এই পশুর নানা প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে, আর তাহার লোম দ্বারা শাল বস্ত্র জন্মে, বিশেষ পরীক্ষা ও চেষ্টা দ্বারা জানা গিয়াছে, যে এই পশু তিব্বত দেশ ভিন্ন কুত্রাপি জন্মে না, তিব্বত দেশের দক্ষিণ দিগে গম, যব, ও ধান্য প্রভৃতি শস্য সচরাচর জন্মে, ও এ দেশ হইতে স্বর্ণ, ও মৃগনাভি ও ছাগলোম এবং লবণ ইত্যাদি বাণিজ্য দ্রব্য স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, তদ্ভিন্ন সীসার ও তাম্রের

আকরস্থান আছে, আর হিন্দুস্থানে মহামারীতে যেমন লোক নষ্ট হয়, তদ্রূপ এখানে বসন্ত রোগে অনেকের মৃত্যু হয়, এ স্থানের এক মন্দির মধ্যে বুদ্ধাবতারের মহামণি নামক যে এক মূর্ত্তি আছে, তাহার পুরোহিতের দিগের নাম লামা, ইহারা এ দেশে ও দক্ষিণ দেশে অনেক আছে, এ দেশের বড়িক্ষু লোকের পরলোক হইলে তাহারদিগের চিতা ভস্ম সঞ্চ পূর্ব্বক রক্ষা করে, তদ্ভিন্ন এই এক রীতি আছে, যে তথাকার লোকেরা যে স্ত্রীকে বিবাহ করে, তাহার পতি বিয়োগ হইলে স্বামীর অন্য সহোদরের যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকেই পতিত্ব স্বীকার করিতে পারে, এ রীতি মালাবারে ও উৎকল দেশে ও আছে, ইং ১৭২০ বাং ১১২৭ শালে এ স্থানের অন্তঃপাতি টেশুলুম্বু নামক রাজধানীতে দুই দল মনুষ্যের পরস্পর বিরোধ হইলে চীন দেশীয় টেশু লুম্বু বাদশাহ মধ্যবর্ত্তী হইয়া আপনি এ দেশ অধিকার করিয়া ছিলেন, ইং ১৭৮০ বাং ১১৮৭ শালের প্রারম্ভে বসন্তরোগে তাঁহার মৃত্যু হইল, পরে ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শালে তাঁহার উত্তরাধিকারী ১৮ মাস বয়স্ক এক বালক রাজ্যাভিষিক্ত হইলে ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শাল পর্য্যন্ত এ দেশের উন্নতি ছিল, পরে নেপালীয়েরা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া আক্রমণ করাতে ঐ টেশুলুম্বু ব্রহ্মপুত্র পারে পলায়ন করিল, পরে যখন বিপক্ষ গণেরা ঐ রাজধানীর তাবৎ লোকের ও লামার বহুকাল, সঞ্চিত তাবৎ ধন গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে গমন করে, তৎকালে চীন দেশীয়েরা পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহারদিগকে জয় করত টেশু লামাকে তাবৎ ধন পুনঃপ্রাপ্ত করাইয়া বরঞ্চ নেপালীয়দিগের নিকট বৎসর ২ কিছু টাকা পাইবেক, এমত নিশ্চয়

করিল, সেই অবধি বহুকাল পর্য্যন্ত নিরুদ্বেগে ইহারদিগের রাজ্য হইয়াছে। ২২৭।

তুম্বদ্রু॥ হলিওনোর স্থানের নিকটে তুঙ্গা ও ভদ্রা নদীর যে মিলন সে তুম্বদ্রু নামে ব্যক্ত আছে, ঐ তুঙ্গা নদী বেদনোর স্থানের পশ্চিমে আরম্ভ হইয়া প্রথমতঃ উত্তর দিগে পরে পশ্চিম ও পূর্ব্ব দিগে অতি বক্র গমন পূর্ব্বক ইংলণ্ডীয়দিগের হিন্দুস্থানের রাজ্যের পশ্চিম সীমা চিহ্নিত করিয়া কৃষ্ণা নদীতে পতিতা হইয়াছে, আর এই ভদ্রা নদী মাঙ্গালোরের সম্মুখে ঘাট পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিগের বাবাবদ্বিন নামক পর্ব্বত হইতে নির্গতা হইয়া হলিওনোরের নিকট কুরলি নামক এক তীর্থ স্থানে তুঙ্গা নদীতে যুক্তা হইয়াছে। ২২৮॥

তৃণকমলি॥ সিংহল উপদ্বীপে জলেতে বেষ্টিত তৃণ কমলি নামক এক নগর আছে, সে কলম্ব দেশ অপেক্ষা বৃহৎ ও বলবৎ, এবং এ স্থানে এক প্রধান দুর্গ ও এক বন্দর আছে, কিন্তু লোকালয় অল্প, ও ইহার চতুর্দ্দিগস্থ প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তি স্থানের আয়তন ৩ ক্রোশ হইবেক, এ নগর মধ্যে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি নিবিড় বন আছে, সে স্থান হইতে সমুদ্রের নানা মহনা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যে মহনা দ্বারা এ স্থানে বহু দেশীয় জাহাজ আগমন করে, সে অত্যন্ত গভীর, পূর্ব্বকালে এ নগরে এক প্রসিদ্ধ দেবালয় ছিল, পোর্তুগীসেরা সে দেবালয় ভগ্ন করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে, ভারতবর্ষ মধ্যে ইংলণ্ডীয়দিগের এই এক প্রধান উপকার জনক স্থান, যেহেতুক ঝড় ও সমুদ্রের ঢেউ বৃদ্ধি কালে করমণ্ডল ও বঙ্গ দেশের পূর্ব্ব দিগ হইতে যে সকল জাহাজ আগত হয়, সে তাবৎ এ স্থানে রক্ষিত হইয়া থাকে, তৃণ

কমলির চতুর্দ্দিগস্থ তাবৎ গ্রামের ভূমি উর্ব্বরা নহে, বিশেষতঃ জল ও বায়ু অত্যুষ্ণ এবং পীড়া দায়ক, তন্নিমিত্তে কেহ তথা বাস করিতে ইচ্ছা করে না, আর মরুভূমি প্রযুক্ত শস্যোৎপত্তি অল্প হয়, সুতরাং কোন দ্রব্য বাণিজ্যার্থে স্থানান্তরে প্রেরিত হয় না. এ নগরে ইংলণ্ডীয় লোক যে কএক জন বাস করে, তাহারা পূর্ব্বে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিল, ইং ১৭৯৫ বাং ১২০২ শালে জেনেরেল ইষ্টুয়ার্ট এক দল সৈন্য লইয়া জাহাজ আরোহণে এ নগরে আগমন করত, জলস্থ প্রস্তর স্পর্শ দ্বারা তাহার এক জাহাজ ভগ্ন হওয়াতে জল মগ্ন হইয়াছিল, তথাচ তিন সপ্তাহ যুদ্ধ করত দুর্গের এক দিগ ভগ্ন করিয়া ওলোন্দাজ জাতি হইতে এ দুর্গ প্রাপ্ত হইল, তৎপরে ইংলণ্ডীয়েরদিগের অধিকারে এ নগরের উন্নতি হইয়াছে ৷ ২২৯ ॥

তৃণাবলি ॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগে তৃণাবলি নামক এক দেশ আছে, ইহার দীর্ঘ পরিমাণ ১৫০ ক্রোশ ও প্রস্থ ৫০ ক্রোশ হইবেক, এ দেশের উত্তর দিগে মাদুরা ও মারাওয়াস দেশ, দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে মানারের মহনা কর্তৃক সিংহল দেশ পৃথক হইয়াছে, এবং ইহার পশ্চিম দিগে কোন বন ময় উচ্চ পর্ব্বত দ্বারা এ দেশ ত্রেবেঙ্কুর হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে, এ পর্ব্বত অতিশয় দুর্গম ও ক্রমে নিম্ন হইয়া সমুদ্রের তীরের সহিত সমতা হইয়াছে, তৃণাবলি নগরের উত্তর দিগে ৩০ ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমিতে কৃষি কর্ম্ম উত্তম হইয়া থাকে, কিন্তু এ দেশে কোন বৃহৎ নদী না থাকাতে পশ্চিম দিগস্থ পর্ব্বতীয় ঝিলের জল ব্যবহার হয়, এবং কালানুসারে ধান্য ও উত্তম তুলা যথেষ্ট জন্মে, ও সেই ধান্যাদি জাহাজ দ্বারা স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, আর যৎ

কালে এ দেশে শস্য অল্প হয়, সেই সময়ে ত্রেবেঙ্কর হইতে আনীত হইয়া থাকে, এ দেশে জবন জাতির বসতি অল্প ও হিন্দু দিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা সুন্দর আছে, পূর্ব্ব কালে তানজোর দেশে যখন পাণ্ডবদিগের রাজধানী ছিল, তখন এ দেশ তাহার রাজ্য ভুক্ত ছিল, এবং ইং ১৭৪০ বাং ১১৪৭ শালাবধি ইং ১৭৬০ বাং ১১৬৭ শাল পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা এস্থানে বাস করত, চির দিন পরস্পর যুদ্ধ করিত, তৎকালে ইহার তৃতীয়াংশ স্থান বন ময় ছিল, এবং মাদুরার অনুমত্যানুসারে ১১০০০০০ লক্ষ টাকাতে কোন ব্যক্তিকে এ দেশ ইজারা দেওয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে প্রজাদিগের নিকট হইতে কর সঞ্চয় করণে অক্ষম হইয়া দৈনা দশা প্রাপ্ত হইল, ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালের পর ইং লণ্ডীয়েরা তথাকার কর গ্রহণ করিতে লাগিল, ও ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে টীপুশাহের সহিত ইংলণ্ডীয়েরদিগেরে যুদ্ধারম্ভ হইলে মান্দরাজ দেশস্থ ইউরোপীয় সৈন্যেরা ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল, ইত্যবসরে ঐ মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংলণ্ডীয়ের দিগের বিদ্রোহী হইয়া অশেষ প্রকারে অবজ্ঞা করাতে ইংলণ্ডী য়েরা তাহারদিগকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া শাসন পূর্ব্বক অতিশয় বশীভূত করত, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে এই তৃণাবলি দেশ সম্পূর্ণ রূপে অধিকার করিয়াছিল। ২৩০॥

তৃষ্ণা॥ হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীতে তৃষ্ণা নাম্নী এক নদী আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ দিগে গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নেপাল রাজ্য দিয়া বঙ্গ দেশীয় রঙ্গপুরে প্রবেশ করত, দক্ষিণ গামিনী হইয়া গঙ্গাতে যুক্তা হইয়াছে, নেপাল দেশে এ নদীর নাম ইওসাম্বু, এবং নানা দিগ্বিদিগে নানাবিধ নাম খ্যাত আছে। ২৩১॥

ত্রিচিহ্নপল্লী ॥ দক্ষিণ কর্ণাটে কাবেরী নদীর দক্ষিণ দিগে ও পণ্ডিচেরি হইতে ১০৭ ক্রোশ অন্তরে ত্রিচিহ্নপল্লী নামক এক নগর আছে, ইহার চতুর্দ্দিগে তানজোর দেশের ন্যায় কৃষি কর্ম্ম উত্তম হইয়া থাকে, আর কাবেরী নদীর নিকটে কোলরুণ নামক স্থানের উত্তম উর্ব্বরা ভূমিতে যথেষ্ট ধান্য জন্মে, ত্রিচিহ্ন পল্লীর নিকটস্থ সরিঙ্গাম উপদ্বীপে হিন্দুদিগের প্রধান দুই দেবালয় আছে, এবং এ নগরে মহম্মদ আলির দ্বিতীয় পুত্র আমিরউল ওমরা বহুকাল পর্য্যন্ত বসতি করাতে দক্ষিণ কর্ণাটের জবন জাতিরা অতিশয় সুখে কাল যাপন করিয়াছিল, ইং ১৭৩৬ বাং ১১৪৩ শালের পূর্ব্বে এ স্থানে হিন্দুদিগের রাজ্য ছিল, তৎপরে চণ্ড সাহেব চাতুর্য্য ক্রমে অধিকার করিল, পুনর্ব্বার ইং ১৭৪১ বাং ১১৪৮ শালে মহারাষ্ট্রীয়েরা অধিকার করিয়াছিল, এবং ইং ১৭৪৩ বাং ১১৫০ শালে নিজামউলমুল্‌ক তাহারদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ দেশে গমন কালে আনোয়ারদ্দিনকে কর্ণাট রাজ্যের ভারার্পণ করিয়াছিল, ইং ১৭৪৯ বাং ১১৫৬ শালে ঐ আনোয়ারদ্দিনের মৃত্যু হওয়াতে তাহার দ্বিতীয় পুত্র নবাব মহম্মদআলির অধিকার হইলে ফ্রান্স জাতিরা অন্য জাতীয় সৈন্য গণের সহিত ঐক্যতা পূর্ব্বক ইং ১৭৫১ বাং ১১৫৮ শালাবধি ইং ১৭৫৫ বাং ১১৬২ শাল পর্য্যন্ত তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু কেবল ইংলণ্ডীয়েরদিগের ক্ষমতা দ্বারা এ নগরাধিকার করণে অক্ষম হইয়াছিল, ত্রিচিহ্নপল্লী মান্দরাজ হইতে ২৬৮ ক্রোশ, শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ২০৫ ক্রোশ এবং কলিকাতা হইতে ১২৩৮ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ২৩২ ॥

ত্রিপুরা ॥ বঙ্গ দেশের পূর্ব্ব সীমাতে ত্রিপুরা নামক এক বৃহদ্দেশ রওসনাবাদ নামে ও ব্যক্ত আছে, ইহার উত্তর দিগে শ্রীহট্ট ও ঢাকা, পশ্চিম দিগে মেঘনা নামে বৃহন্নদী ও ঢাকা জালালপুর, দক্ষিণ দিগে চট্টগ্রাম ও সমুদ্র, এবং পূর্ব্ব দিগে পর্ব্বত ও নিবিড়বন আছে, তৎপ্রযুক্ত ইহার পূর্ব্ব সীমা প্রকৃত রূপে নিশ্চয় হয় নাই, তথাচ ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে অনুমান দ্বারা এই ত্রিপুরা দেশের তাবদ্ভূমি ৬৬১৮ ক্রোশ সংখ্যা করা গিয়াছিল, তত্পরে আর অনেক ভূমি এ দেশ ভুক্ত হয়, ঐ মেঘনা নদীর তীরস্থ তাবদ্ভূমি উর্ব্বরা ও প্রধান বাণিজ্য স্থান এবং তথা ত্রিপুরা সম্লুক্ত দাউদকাণ্ডি অবধি লক্ষ্মী পুর পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ গুবাক জন্মে, সেই গুবাক বর্ম্মাজাতির ও আরাকেন দেশীয় মনুষ্যদিগের অতিশয় গ্রাহ্য, যেহেতুক তাহারা প্রতি বৎসর এ স্থানে আগমন পূর্ব্বক প্রায় তাবৎ ক্রয় করিয়া লইয়া যায়, তদ্ভিন্ন এই ত্রিপুরাতে যে এক প্রকার সূত্র বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহাকে ভিন্ন দেশে খাসা ও বাপ্তা বলে, এবং এ স্থানে প্রতি বৎসর অনেক হস্তী ধৃত হয়, সে সকল চট্টগ্রাম ও পেগুর হস্ত্য পেক্ষা অপকৃষ্ট, আর পূর্ব্ব দিগের পর্ব্বতে কুকি নামে এব জাতি আছে, তাহারা অতিশয় অসভ্য, জবনেরা বঙ্গ দেশ তাব জয় করিলেও অনেক শত বৎসর পর্য্যন্ত এ দেশে কোন হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল, ইং ১২৭৯ বাং ৬৮৬ শালে তো রিল নামক বঙ্গ দেশীয় নবাব আক্রমণ করিয়া প্রজাদিগের ধ ও একশত হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং ইং ১৩৪৩ বাং ৭৫০ শালে বঙ্গ দেশীয় দ্বিতীয় বাদশা ইলাইএস খাঁ আক্রমণ করত বহু মূল্যের অনেক হস্তী লইয়া গম

করিলেন, এই ত্রিপুরাতে প্রতি বৎসর এবম্মকার দৌরাত্ম্য হইতে লাগিল, পরে তথাকার রাজার ভ্রাতৃপুত্র ত্রিপুরার রাজ্য আপনি অধিকার করিবার মানসে ইং ১৭৩৩ বাং ১১৪০ শালে ঢাকা নগরে গমন করত, তথাকার মিরহবি উল্লার সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া তৎ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মপুত্র নদ পারে গমন পূর্ব্বক ত্রিপুরাতে হটাৎ উপস্থিত হইলে তথাকার রাজা বনে পলায়ন করিল, তাহাতে রাজার ভ্রাতৃপুত্র সহকারি ব্যক্তিকে যথেষ্ট কর স্বীকার করিয়া ঐ রাজ্যাধিকারি হইল, পরে যে অবধি এ দেশ মোগল রাজ্য ভুক্ত হয়, সেই পর্য্যন্ত রৌসনাবাদ নাম প্রাপ্ত হই য়াছে, তৎপরে ইংলণ্ডীয়েরা এ দেশ অধিকার করিলে ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে তথা ৭৫০০০০ লোক সংখ্যা হইয়াছিল, তন্মধ্যে দ্বিতীয়াংশ জবন ও একাংশ হিন্দুজাতি ছিল। ২৩৩॥

ত্রিবিকারী॥ কর্ণাট রাজ্যে আরিয়া কূপ নদীর উত্তর দিগে ও পণ্ডিচেরি হইতে ১৫ ক্রোশ পশ্চিমে ত্রিবিকারী নামক এক গ্রাম আছে, ইদানীন্তন তাহার বসতির অল্পতা বোধ হয়, পূর্ব্ব কালে তথাকার তাবৎ পথ বৃহৎ ছিল, ও প্রাচীরের উপর অদ্যাপি যে সংস্কৃতাক্ষরাঙ্কিত আছে, সে দুষ্পাঠ্য, তদ্ভিন্ন প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত এক বৃহৎ মন্দির আছে, সে তাহার দ্বারের উপর আট তবক উৰ্দ্ধ, এবং এই গ্রাম মধ্যে প্রস্তর গ্রন্থিত এক উত্তম পুষ্করিণী আছে, এতাবৎ দৃষ্ট মাত্রে অনুমান হয়, যে পূর্ব্ব কালে এ অতি প্রধান গ্রাম ছিল, ইহার নিকটবর্ত্তি স্থানের বৃক্ষাদি সকল কালক্রমে প্রস্তর হইয়া স্থানে ২ আছে, তন্মধ্যে

এমত কোমল পুস্তর বৃক্ষ ও আছে, যে অঙ্গুলী দ্বারা পেষণ করিলে অল্পায়াসে চূর্ণ হয়, কিন্তু তাহার শিকড় এতাদৃশ কঠিন যে তাহাতে লৌহ ঘর্ষণ করিলে অগ্নির উৎপন্ন হইয়া থাকে, বাক্য আছে, যে এতাবৎ অতিশয় প্রাচীন পুস্তর বৃক্ষ থাকাতে এ গ্রাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে. ইং ১৭৮১ বাং ১১৮৮ শালে হয়দরের সৈন্যরা পোর্টো নোবো হইতে পলায়ন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মন্দির ভগ্ন করত, তন্মধ্যস্থ দেবমূর্ত্তির ও অঙ্গ ছেদন করিয়াছিল। ২৩৪ ॥

ত্রিহুত ॥ বাহার প্রদেশে ত্রিহুত নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে নেপালের রাজ্যাধীন মকওয়ানপুর ও মকওয়ানি দেশ, দক্ষিণ দিগে হাজিপুর ও বহপুর, পূর্ব্ব দিগে বঙ্গ দেশীয় পূর্ণিয়া নগর, এবং পশ্চিম দিগে বেটীয়া ও হাজিপুর, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে ত্রিহুতের তাবত্ সীমাবচ্ছিন্ন ৫০৩৩ ক্রোশ ভূমি পরিমিত হইয়াছিল, এ দেশে কোন পর্ব্বত নাই কিন্তু সমুখের ভূমি অতিশয় উচ্চ, এই ত্রিহুত দেশের দক্ষিণ দিগস্থ তাবৎ স্থান হইতে এ স্থানের জল ও বায়ু উত্তম. কিন্তু গ্রীষ্মকালে এ স্থান অতিশয় উষ্ণ হয়, ত্রিহুত দেশের তাবৎ স্থানের উর্ব্বরা ভূমিতে ইক্ষু, ধান্য, ও নীল প্রভৃতি যথেষ্ট জন্মে, এবং ইহার উত্তর দিগে বৃহৎ বন আছে, সেই বনের নিকট যে নদী আছে, তাহাতে নৌকা গমনাগমন করিতে পারে না, এ প্রযুক্ত তথাকার কাষ্ঠ স্থানান্তরে প্রেরিত হয় না, এখানকার প্রধান নদী ক্ষুদ্র গণ্ডকী, বাঘমতী, ও গগরী. পূর্ব্বকালে এ দেশের নাম তিরুভুক্তি ছিল, ক্রমে ব্যত্যয় হইয়া ত্রিহুত হইয়াছে, হিন্দু শাস্ত্রে এই ত্রিহুতের নাম মিথিলা, জনক রাজার বসতি কালে এ স্থান

অতিশয় বৰ্দ্ধিষ্ণু ছিল, ইং ১২৩৭ বাং ৬৪৪ শাল পর্য্যন্ত ক্রমা গত হিন্দুজাতির রাজ্য হইয়া পরে বঙ্গ দেশের নবাব তোগহ্যান খাঁ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল, এই ব্যক্তি প্রজাদিগের অনেক ধন গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ইহার ক্রমাগত অধিকার ছিল না, ইং ১৩২৫ বাং ৭৩২ শালে আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া দিল্লীর রাজ্যাধীন হইল, পরে ইং ১৭৯৪ বাং ১২০১ শালে ইংলণ্ডীয় লোক কর্ত্তৃক এ দেশের ও ইহার অন্তঃপাতি তাবৎ স্থানের কর নির্দ্ধারিত হয়, তদবধি এ দেশে শস্য ও বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে এ দেশে ২০০০০০০ লক্ষ গনণা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১৬০০০০০ হিন্দু ও ৪০০০০০ জবন জাতি ছিল। ২৩৫ ॥

ত্রেবেঙ্কর ॥ হিন্দুস্থানের দক্ষিণ পশ্চিম সীমাতে ত্রেবে ঙ্কর নামে এক প্রদেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে কোচিন রাজ্যের সীমা, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগে সমুদ্র, পূর্ব্ব দিগে বন ময় এক পর্ব্বত দ্বারা এ দেশ তৃণাবলীর সহিত পৃথক্ হইয়াছে, ইহার দীর্ঘ পরিমাণ ১৪০ ক্রোশ প্রস্থ ৪০ ক্রোশ হইবেক, এ প্রদেশে নানা ক্ষুদ্র পর্ব্বত হইতে বক্র গামিনী নদী নকল অবিরত নিম্নে পতিতা হইতেছে, এবং পর্ব্বতোপরিস্থ বন মধ্যে মরিচ ও এলাইচ ও দারুচিনি ও লোবান অর্থাৎ কুন্দুরু ও নানা সুগন্ধি দ্রব্য জন্মে, ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে এ দেশের বন ও পর্ব্বতাদির অত্যাশ্চর্য্য শোভা দৃষ্ট হয়, আর পর্ব্বতের নিম্ন ভাগের বন মধ্যে হস্তী, মহিষ এবং বৃহদ্ব্যাঘ্র ও বানর গণ যূথে ২ বাস করে, এবং এ দেশের ভূমি উর্ব্বরা প্রযুক্ত কর্ণাটের ভূমি ও উৎপন্ন দ্রব্যাপেক্ষা এ স্থানের ভূমি ও শস্য

অত্যুত্তম, এবং কৃষি কর্ম্ম নিমিত্তে পুষ্করিণীর জলের প্রয়োজন নাই, যেহেতুক কালানুসারে সর্ব্বত্র সহজেই চাস যোগ্য ভূমি হইয়া থাকে, আর এতদ্দেশে ব্যক্ত আছে, যে তথাকার উৎপন্ন শস্যদ্বারা রাজকীয় কর্ম্ম ও যুদ্ধ ব্যয় প্রভৃতি সম্পন্ন হয়, সুতরাং ভূমির রাজস্ব গ্রহণের অপেক্ষা করে না, এবং এখানে রাজ সম্পৃক্ত গুবাকের বাণিজ্য আছে, তাহাতে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন হয়, তদ্ভিন্ন বিস্তর নারিকেল আছে, তাহার ও কর নিষ্কার্য্য আছে, এ দেশ মালাবার দেশের একাংশ প্রযুক্ত তথাকার লোকের অনেক ব্যবহার মালাবার দেশের ন্যায় হইয়াছে, ও এ স্থানে পূর্ব্ব কালে কখন যবনাধিকার হয় নাই, এ প্রযুক্ত হিন্দু দিগের অত্যন্ত শুদ্ধাচার ছিল, কিন্তু অল্প কালের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রকাশ হওয়াতে এ স্থানের প্রায় ৯০০০০ নব্বই সহস্র লোক তদ্ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিল, তৎকালে ত্রেবেঙ্কর দেশে খ্রীষ্টিয়ান দিগের প্রার্দ্দ্যা হওয়াতে হিন্দু দেবালয়ের প্রত্যক্ষাভাবে অন্য দেশীয় লোক কর্ত্তৃক এ স্থান হিন্দু দেশ বোধ্য হইত না, আর ইহার পূর্ব্ব কালীয় অধ্যক্ষের নাম কেরিতরাম রাজা তিনি মদুরো রাজাকে কর প্রদান করিতেন, তাহার রাজ্য কালে এ অতি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে এ দেশ টীপুসাহ আক্রমণ করত রাজারদিগকে বহিষ্কৃরণ করিয়া বিরা পোলিস্থান পর্য্যন্ত গমনানন্তর লার্ড করণওয়ালিস কর্ত্তৃক নিবা রিত হইয়াছিল, নতুবা তাবৎ প্রদেশ জয় করিতে পারিত, ইং ১৭৯৫ বাং ১২০২ শালের ৭ নবেম্বর তারিখে ইংরাজ সহিত রাজার সন্ধি হওয়াতে স্থির হইল, যে টীপুসাহ কর্ত্তৃক অধিকৃত দেশ সকল ঐ রাজাকে প্রত্যর্পিত হয়, এবং রাজা

ও ইংলণ্ডীয়েরদিগের তিন দল পদাতিক সৈন্যকে প্রতি পালন করিবেন. ও যুদ্ধকালে আপন সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিবেন. কিন্তু ঐ কেরিত রাম রাজার দেওয়ানের নানাবিধ কুব্যবহার প্রকাশ হওয়াতে মান্দরাজ হইতে ইংরাজের সৈন্য গিয়া ঐ রাজার তাবদ্দেশ জয় করিল। ২৩৬॥

থিয়াগড়॥ কর্ণাট রাজ্যে পণ্ডিচেরির ৩৬ ক্রোশ পশ্চিম দিগে থিয়াগড় নামে এক নগর আছে, কর্ণাটের যুদ্ধ কালীন এ নগরের যথেষ্ট বৃদ্ধি ছিল, এবং নগরাধ্যক্ষেরা অনেক বার যুদ্ধ করে, তখন এক পর্ব্বতোপরি ইহার দুই দুর্গ পরস্পর সংযুক্ত ছিল, এবং এ নগরের পূর্ব্ব দিগের নিম্ন ভূমিতে মৃণ্ময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত যে এক পেটা আছে, তাহার চতুর্দ্দিগে অতিশয় দুর্গম বন, ইং ১৭৬১ বাং ১১৬৮ শালে মেজর প্রেষ্টন ক্রমাগত ৬৫ দিবস থিয়াগড়ের দুর্গ সৈনা বেষ্টিত করিলে তথাকার অধ্যক্ষেরা সে দুর্গ ইংলণ্ডীয়দিগকে প্রদান করিয়াছে। ২৩৭॥

থিরাদ॥ গুজরাট প্রদেশের উত্তর পশ্চিম সীমাবচ্ছিন্ন থিরাদ নামে এক দেশ ও এক নগর আছে, ইহার উত্তর দিগে মারোয়ার, ও উত্তর পূর্ব্ব কোণে শাণজোর নগর. এ নগর থিরাদ হইতে ৩০ ক্রোশ অন্তর, এবং নিজ পূর্ব্ব দিগে ৩০ ক্রোশান্তরে দিশা নামক দেশ, পশ্চিম দিগে ঔ নামক স্থান, সেও থিরাদ হইতে ১২ ক্রোশ অন্তর হইবেক, দক্ষিণ দিগে ৩০ ক্রোশান্তর বর্ত্তী বারিয়ার নামক স্থান, এই সীমাবচ্ছিন্ন থিরাদ দেশে ৩৩ গ্রাম আছে, তাহাতে বিশ সহস্র টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হইয়া হেরম্বজী নামক অধ্যক্ষের প্রাপ্তব্য হয়, এই ব্যক্তির

সাম্বৎসরিক ব্যয় ৬০০০০ হাজার টাকার ও অধিক হইয়া থাকে, এতাবতা ধনাগমের অপেক্ষা ব্যয়ের আধিক্যপ্রযুক্ত তিনি আপন প্রতিবাসিদিগের ধনাপহরণ করত, আত্ম্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, এ দেশে কোন নদী নাই, এবং ইহার সকল গ্রামের পুষ্করিণীর জল ব্যবহার যোগ্য নহে, ও ১২০ হস্ত পরিমিত মৃত্তিকার নিম্নে যে জল আহৃত হয়, সে ও সচরাচর উত্তম হয় না, এবং তাবৎ গ্রামের কূপ সকল লবণাম্বু বিশিষ্ট, এ দেশে জল কষ্টতা প্রযুক্ত কোন ক্রমে শাকাদি জন্মে না, আর এ স্থানে সচরাচর যে পলাণ্ডু প্রাপ্য হয়, তাহা বাহ্ধনপুর হইতে আনীত হইয়া থাকে, থিরাদের লোকেরা দৈন্যতা প্রযুক্ত গোধূম ক্রয় করণে অক্ষম হইয়া কেবল বাজিরি নামক শস্য এবং মেষ ও ছাগ মাংস ভক্ষণ করে, এবং গাভী ও উষ্ট্র দুগ্ধ পান করিয়া থাকে, এ দেশে উষ্ট্র ও ঘোটক উত্তম জন্মে, থিরাদ নগরে ২৭০০ ঘর গৃহস্থ বাস করে, তন্মধ্যে ৩০০ ঘর বণিক জাতি এবং ১৪০০ ঘর কুলি, রাজপুত ও সিন্ধিয়ান জাতি, এ নগর প্রাচীর ও বিশ হস্ত গভীর এক খাত দ্বারা বেষ্টিত আছে, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত এ স্থান যোধপুরের রাজার অধীনেছিল, তিনি ইহার কর গ্রহণ জন্যে কখন২ বহু সৈন্য প্রেরণ করিতেন। ২৩৮॥

দক্ষিণ॥ পূর্ব্ব কালীন হিন্দু ভূগোল বেত্তারা নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ দিগস্থ দেশ সমূহকে দক্ষিণ দেশ বলিয়া ব্যক্ত করেন কিন্তু হিন্দুস্থানের লোকেরা নর্ম্মদা ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী তাবৎ স্থানকে দক্ষিণ দেশ কহে, ফলতঃ এই কথা অদ্যাপি সর্ব্বত্র প্রকটিত আছে, এ দেশে জবনদিগের চিরকাল রাজত্ব হইলে ও কৃষ্ণানদীকে অতিক্রম করিয়া অধিকার হয় নাই, আর এ নদীর

দক্ষিণ দিগস্থ স্থান সকল ভারত বর্ষের দক্ষিণ সীমা বলিয়া ব্যক্ত আছে, ইং ১৬৯০ বাং ১০৯৭ শালে আওরঙ্গজেব দক্ষিণ দেশ জয় করিলে ছয় খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল, সে সকলের নাম এই ২ খান্দেস, আওরঙ্গাবাদ বিদর, হয়দরাবাদ বিজয়পুর ও বেরার, এতাবৎ বৃহৎ দেশে অধিকাংশ হিন্দু, বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন স্থান সমূহেতে অনেক হিন্দুজাতির বসতি ছিল, এবং আরও আবাদে নিজামের রাজ্যে জবন জাতি অনেক ছিল, কিন্তু তাহারা হিন্দু জাতির ন্যায় ব্যবহার ও কৃষি কর্ম্ম করিত, ইং ১৭৩৭ বাং ১১৪৪ শালে দক্ষিণ দেশে সুলতান আলাঅদ্দিন হোসন কাঙ্গা ভামিনি স্বাধীন বাদশাহ হইয়া কালবর্গা অর্থাৎ বিদর নামক খণ্ডে রাজধানী করিয়াছিল, ও ইং ১৩৫৭ বাং ৭৬৪ শালে ইহার মৃত্যু হওয়াতে মহমুদশাহ ভামিনি উত্তরাধিকারী হইয়া ইং ১৩৭৪ বাং ৭৮১ শালে পর লোক গমন করিলেন, পুস্তকে লিখে যে এ বাদশাহ দক্ষিণ দেশের যুদ্ধ কালে যে অশ্বারূঢ় সৈন্য দিগের দল বদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারা ইংলণ্ডীয় ও তুরকীয় লোক কর্ত্তৃক যুদ্ধের ক্রম শিক্ষিত হইয়াছিল, তৎপরে মজাহেদ শাহ ভামিনি বাদশাহ হইয়া যদ্যপি সিংহল দেশের রামেশ্বরবন্দ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, তথাচ নিশ্চিত রূপে সে স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই, ইং ১৩৭৭ বাং ৭৮৪ শালে কোন ব্যক্তি অকস্মাৎ তাহার প্রাণ দণ্ড করিল, এবং দাউদ শাহ ভামিনি বাদশাহ হইয়া ইং ১৩৭৮ বাং ৭৮৫ শালে ঐ রূপে ইহার ও কাল প্রাপ্ত হইল, পরে মহমুদ শাহ ভামিনি এ দেশ অধিকার করিয়া বাং ৮০৩ শালে পর লোক গমন করিলেন, এবং এই বৎসর গয়াসদ্দিন ভামিনী ও সমস

অদ্দিন ভামিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া কোন বিপক্ষ কর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত ও রাজ্যচ্যুত হইল, বাং ৮২৯ শালে ফিরোজ রোজ আফজুন ভামিনিকে তাহার ভ্রাতা রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনি অধিকার করিয়াছিল, পরে আহম্মদশাহ ওয়ালি ভামিনি কএক বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া বাং ৮৪১ শালে ইঁহার মৃত্যু হইল, তৎপরে দ্বিতীয় আলাঅদ্দিন এই বঙ্গ দেশের অধিকারী হইয়া বাং ৮৬৪ শালে এবং হোমাইউন শাহ বাং ৮৬৭ শালে ও নিজাম শাহ ভামিনি বাং ৮৬৯ শালে লোকান্তর গমন করিলেন, পরে মহম্মদ শাহ ভামিনি বাদশাহ হইয়া বাং ৮৮৯ শালে ইঁহার পর লোক হইল, ও মাহমুদ শাহ ভামিনি রাজ্য ভিন্নবিক্ত হইয়া বাং ৯২৫ শালে কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া প্রাণ বিয়োগ হওয়াতে ভামিনি বংশ লোপ হইল, পরে তাহার পরিবারস্থ অপর লোকেরা দেশাধিকারী হইয়া এই কএক খণ্ডে বিখ্যাত করিয়াছিল, তাহার বিশেষ এই, বিজয়পুর অর্থাৎ আদেলশাহি হয়দরাবাদ মমলুক গুলকন্দা, অর্থাৎ কুতব শাহি, বেরার অর্থাৎ উমেদ শাহি, আওরঙ্গাবাদ অর্থাৎ নিজাম শাহি, বিদর, অর্থাৎ বেরিদ শাহি, অপর আওরঙ্গজেব আপন পিতা শাহজাহানের অধীন নবাব হইয়া দক্ষিণ দেশস্থ পাঠানদিগের তাবৎ রাজ্য সীমা খর্ব্ব করেন, পশ্চাৎ আপনি বাদশাহ হইলে তাহারদিগের তাবৎ দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, পরে মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া তাবৎ রাজ্য অধিকার করিলেন, পরে তাহারা কোন উপায়ান্তর না পাইয়া অনেকে একত্র হইয়া বল দ্বারা প্রজা গণের ধনাপহরণ করিতে লাগিল ও ইহারদিগের এমত দৌর্জ্জন্য বৃদ্ধি হইল, যে ঐ বাদশাহের

সৈন্যাগারের সৈন্যদিগের নিমিত্তে যে খাদ্য প্রেরিত হইত, সে সকল বন্ধ করিল, তাহাতে অনাহারে অনেকের প্রাণ বিয়োগ হইল, দক্ষিণ দেশে যদ্যপি আওরঙ্গজেব বাদশাহের অত্যন্ত কর্ত্তৃত্ব ছিল, তথাচ মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৌরাত্ম্য দ্বারা মোগল দিগের দর্প ও বিদ্যাদি সমুদয় হ্রাস হইতে লাগিল, পরে ইং ১৭১৭ বাং ১১২৪ শালে নিজামউলমুল্ক এ দেশের তাবৎ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ২৩৯ ॥

দক্ষিণশাহাবাজপুর ॥ বঙ্গদেশে মেঘনা নদীর সমুদ্রের মিলন স্থানে দক্ষিণ শাহাবাজপুর নামক এক উপদ্বীপ আছে, সে দীর্ঘে ৩০ ক্রোশ ও প্রস্থে ১৩ ক্রোশ হইবেক, ঐ উপদ্বীপের নিম্ন ভূমি প্রযুক্ত বর্ষাকালে যোয়ার সময়ে প্রায় তাবৎ জলমগ্ন হয়, আর এই উপদ্বীপ ও ইহার নিকটে যে উপদ্বীপ আছে, এই দুই উপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী যেখাড়ি তাহার জলের এতাদৃশ বেগ গতি যে তন্মধ্যে নৌকার গমনাগমন দুর্ঘট হইয়া থাকে, ও এ স্থানে ইউরোপীয়দিগের লবণের বাণিজ্যা গার আছে। ২৪০ ॥

দাউদকাণ্ডী ॥ বঙ্গদেশে ঢাকা হইতে ২৫ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ত্রিপুরা সংযুক্ত দাউদকাণ্ডী নামক এক ক্ষুদ্র নগর আছে, বর্ষাকালে গোমতী নদী দ্বারা এস্থান দিয়া ঢাকা অবধি সর্ম্মিল্যা পর্য্যন্ত সুন্দর জল পথ হয়। ২৪১ ॥

দানাপুর ॥ বাহার প্রদেশে গঙ্গার দক্ষিণ তটে ও পাটনা হইতে ২ ক্রোশ পশ্চিম দিগে দানাপুর নামক এক নগর আছে, অযোধ্যার নবাব সাদত আলি খাঁ রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া ইং

লণ্ডীয়দিগের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক এই নগরের বহির্দ্দেশে সামান্য লোকের ন্যায় বাস করত এক গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে ছিল, এবং আপনার উন্নতি নিমিত্তে সর্ব্বদা সচেষ্টিত ছিল, কিয়ৎদিবস পরে ইংলণ্ডীয় লোকের আনুকূল্য দ্বারা পুনর্ব্বার অযোধ্যার সিংহাসনাভিষিক্ত হইল, সুতরাং ঐ গৃহ সম্পূর্ণ রূপে নির্ম্মিত হইল না। ২৪২ ॥

দামোদর ॥ রাঢ়ার প্রদেশে রামগড় নগরে দামোদর নামক এক নদ আরম্ভ হইয়া পেচিটী নগর দিয়া পালতা গ্রামের এক ক্রোশ দক্ষিণ দিগে গঙ্গাতে যুক্ত হইয়াছে, ইহার বক্র গমন সর্ব্ব শুদ্ধা তিন শত ক্রোশ হইবেক। ২৪৩ ॥

দারওয়ার ॥ বিজয়পুর প্রদেশে পুনা দেশস্থ মহা রাষ্ট্রীয়দিগের প্রাচীর বেষ্টিত দারওয়ার নামক এক নগর আছে, তাহার আধুনিক নাম নসিরাবাদ, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে টীপুশাহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট এই নগর যাচ্ঞা করিলে তাহারা দিতে সম্মত হইল না, তথাচ বল দ্বারা এ নগর ও ইহার দুর্গ গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ২ কর দিতে স্বীকার করিয়া ছিল, কিন্তু ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে মহারাষ্ট্রীয় পরশু রাম ভৌ বোম্বের তিন দল সৈন্যের সাহায্য দ্বারা ২৯ সপ্তাহ যুদ্ধ করত পুনর্ব্বার অধিকার করিল, এ নগর উত্তম রূপে বদ্ধ নহে, কিন্তু ইহার দুর্গ অতি সুকঠিন, ও পরিখা উত্তম, আর ইহার নিকটস্থ গ্রাম সকল অতিশয় শস্য জনক স্থান ছিল, ঐ যুদ্ধ কালীন মহারাষ্ট্রীয় কর্তৃক সে তাবৎ গ্রাম নষ্ট হইয়াছে। ২৪৪ ॥

দারাপুরম ॥ কৈম্বিটুর প্রদেশে অমরাবতী নদী তীরে ও শ্রীরঙ্গপাটন হইতে ১৩২ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে দারাপুরম নামক এক নগর আছে, এ স্থানে মৃন্ময় এক বৃহৎ দুর্গ ও উত্তম দুই নালা আছে, তথাকার লোকেরা ঐ নালার জল ক্ষেত্রে সিঞ্চন করে, তাহাতে তথাকার ভূমি এমত উর্ব্বরা হইয়াছে, যে এক বৎসরের মধ্যে যে ক্ষেত্রে তামাক জন্মে, তাহাতে পুনর্ব্বার অন্যোন্য শস্যাদি উৎপন্ন হয়, ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শালের আষাঢ় মাসে ইংলণ্ডীয়েরা টীপুশাহের নিকট হইতে এ নগর অধিকার করিয়া ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে সন্ধি দ্বারা ঐ টীপুশাহকে পুনর্ব্বার অর্পণ করিয়াছিল। ২৪৫ ॥

দালামৌ ॥ অযোধ্যা প্রদেশে গঙ্গার উত্তর পূর্ব্ব দিগে ও লক্ষ্নৌ হইতে ৪৭ ক্রোশ অন্তরে দালামৌ নামক এক নগর আছে, এ নগরে রাজা তিক্ত রায়ের জন্ম হয়, এই ব্যক্তি ইহার শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিল, এ নগরের গঙ্গা তীরে নানা উত্তম দেবালয় ও ঘাট এবং এক দুর্গ আছে। ২৪৬ ॥

দিগ ॥ আগরা নগর হইতে ৪৪ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে দিগ নামক এক নগর আছে, ইং ১৭৬০ বাং ১১৬৭ শালে জাট জাতীয় সুরজমল রাজা এ নগর অধিকার করত প্রাচীর দ্বারা কঠিন রূপে বদ্ধ করিয়াছিল, পরে ইং ১৭৭৬ বাং ১১৮৩ শালে নজফ খাঁ এক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করণ পূর্ব্বক সে স্থান নিজায়ত্ত করিয়াছিল, ও পুনর্ব্বার ভরতপুরের জাট জাতির অধিকার হইলে ইং ১৮০৫ বাং ১২১২ শালে লার্ড লেক এ নগরের প্রাচীরের নিম্ন ভাগে হুলকরের সৈন্যেরদিগকে পরাভব করিলে হুলকর আপনি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করত

পরে ভীত হইয়া ইংলণ্ডীয়দিগকে এ নগর অর্পণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা পুনর্ব্বার হলকরদিগকে দান করিল। ২৪৭ ॥

দিনাজপুর।। বঙ্গদেশে দিনাজপুর নামক এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে রঙ্গপুর ও পুর্ণিয়া, দক্ষিণ দিগে রাজশাহি, পূর্ব্ব দিগে রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহ, এবং পশ্চিম দিগে পুর্ণিয়া ও রাজমহল দেশ, পূর্ব্বকালে এ স্থান পিঞ্জারা সরকার নামে ব্যক্ত ছিল, এবং কোচবেহার রাজ্যের সম্মুখ স্থান ছিল, কিন্তু মোগল জাতির রাজ্য কালে এ দেশ ও ইদরাকপুর আওরঙ্গাবাদ ভুক্ত হইয়াছে, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে মেজর রেনেলসাহেব কর্ত্তৃক দিনাজপুরের চতুর্দ্দিগস্থ ভূমি ৩৫১৯ ক্রোশ পরিমিত হইয়াছিল, এবং ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে মারকুইস ওএলিসলির আজ্ঞানুসারে রাজস্ব সংগ্রহকারিরা ৬০০০০০ লোক সংখ্যা করিয়াছিল, তন্মধ্যে চারি অংশ হিন্দু ও একাংশ জবন জাতি ছিল, এ দেশে দুই তিন ক্রোশ পরিসর এমত পর্ব্বত অনেক আছে, ও অত্যন্ত তৃণোদ্ভব হয়, তাহাতে গো, মহিষ প্রভৃতি পশু সকল অনায়াসে প্রতি পালন হয়, আর এ দেশের দক্ষিণ দিগ অপেক্ষা উত্তরদিগের সমান ভূমি, তাহাতে কৃষি কর্ম্ম উত্তম হইয়া থাকে, ও দক্ষিণ দিগে জবনেরা আর উত্তর দিগে হিন্দুরা বাস করে, এই উভয় জাতি প্রায় তাবতেই দুঃখী, অথচ এ দেশে ধান্য, রাইসর্ষপ, ও এক প্রকার গম এবং মটর প্রভৃতি বহুবিধ শস্যোৎপন্ন হয়, তদ্ভিন্ন নীল, শোণ, ইক্ষু, পাট, তুলা ও অধিক তামাকু জন্মে, কিন্তু মহিষ ও শূকর এবং বন্যা দ্বারা অনেক শস্যাদির হানি করে, এই দিনাজপুরের রাজার পূর্ব্ব পুরুষ হিন্দুস্থানের বৈশ্য জাতীয় রামনাথ নামক

এক ব্যক্তি এ দেশে ইং ১৭২৮ বাং ১১৩৫ শালাবধি ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ২.৪৮॥

দিল্লী॥ হিন্দুস্থান মধ্যে দিল্লী নামক এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে লাহোর ও উত্তরহিন্দুস্থানের বেসির, দেওরকোট, ও শ্রীনগর প্রভৃতি দেশ, পূর্ব্ব দিগে অযোধ্যা এবং নানা উচ্চ পর্ব্বত যদ্দ্বারা এ দেশ উত্তর হিন্দুস্থানের সহিত পৃথক হইয়াছে, দক্ষিণ দিগে আগরা ও আজমের দেশ এবং পশ্চিম দিগে আজমের ও লাহোর রাজ্য আছে, ইহার দীর্ঘ পরিমাণ ২৪০ ক্রোশ ও প্রস্থ ১৮০ ক্রোশ, এ দেশের পূর্ব্ব কালীন পাঠান ও মোগল জাতীয় বাদশাহদিগের প্রধান রাজধানী নগরের নাম ও দিল্লি, ইং ১০০৮ বাং ৪১৫ শালে ও ইং ১০১১ বাং ৪১৮ শালে গীজনির সোলতান মহম্মদ শাহ এ দেশ হিন্দু রাজা হইতে অধিকার করত তাহাকে পুনর্ব্বার অর্পণ করিয়া আপনি কর গ্রহণ করিতেন, ইং ১১৯৩ বাং ৬০০ শালে কত্তবদ্দিন নামে মহম্মদ গোরির ভৃত্য, ঐ হিন্দু রাজা হইতে অধিকার করণে তৈমরের প্রপৌত্র বাবর শাহের রাজত্বের পূর্ব্ব কালাবধি আফগান বংশীয়দিগের রাজ্য হইয়াছিল, এবং ঐ কত্তবদ্দিন উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষের গোরি বাদশাহের বংশ লোপ পর্য্যন্ত তাহার অধীন ছিলেন, পরে জঙ্গিশ খাঁ কর্ত্তৃক এই বংশ নষ্ট হইল, দিল্লির সিংহাসনে যে কএক ব্যক্তি বাদশাহ হইয়াছেন, এবং যে২ শালে যে২ বাদশাহ পরলোক গমন করেন, তাহার বিশেষ, ইং ১২১০ বাং ৬১৭ শালে তাজদ্দিন আরামশাহ, ওসমসদ্দিন আলতামস, ইং ১২৩৫ বাং ৬৪২ শালে ফিরোজ শাহ, মলিক দোরান

ও রেজার কন্যা, ইং ১২৩৯ বাং ৬৪৬ শালে বয়রামশাহ, ইং ১২৪২ বাং ৬৪৯ শালে আলাঅদ্দিন, ও মামদশাহ, ইং ১২৪৪ বাং ৬৫১ শালে নাজেরদ্দিন, ইং ১২৬৫ বাং ৬৭২ শালে ঈয়াত্তদ্দিন বালিন, ইং ১২৮৬ বাং ৬৯৩ শালে কেকোবাদ, ইং ১২৮৯ বাং ৬৯৬ শালে ফিরোজশাহ খিলজী, ইং ১২৯৫ বাং ৭০২ শালে সেকন্দর শানি, ইং ১৩১৬ বাং ৭২৩ শালে সাহেব অদ্দিন ওমর, ইং ১৩১৭ বাং ৭২৪ শালে মোবারক শাহ, ইং ১৩২১ বাং ৭২৮ শালে তগলিক শাহ, ইং ১৩২৪ বাং ৭৩১ শালে সোলতান মহম্মদ, ইং ১৩৫১ বাং ৭৫৮ শালে দ্বিতীয় ফিরোজ শাহ, ইং ১৩৮৯ বাং ৭৯৬ শালে আবুবকরশাহ, ইং ১৩৯৩ বাং ৮০০ শালে নাজের অদ্দিন মহম্মদ শাহ, ইং ১৩৯৮ বাং ৮০৫ শালে এই বাদশাহের রাজ্য কালীন তৈমুর শাহ সিন্ধু নদী পার হইয়া দিল্লিতে আগমন পূর্ব্বক তদ্দেশাধিকার করত বিস্তর ধনাপহরণ করিয়া ইং ১৪০৫ বাং ৮১২ শালে ৭১ বৎসর বয়স্ক হইয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন, ইং ১৪১৩ বাং ৮২০ শালে ঐ নাজের অদ্দিন মহমুদ শাহের মৃ হওয়াতে খিলজী জাতীয় আফগান দিগের বংশ লোপ হইল এবং এই বৎসরে দৌলত খাঁ লোদি বাদশাহ হয়, ইং ১৪১৪ বাং ৮২১ শালে খিজর খাঁ, ইং ১৪২১ বাং ৮২৮ শালে মোবারক শাহ, ইং ১৪৩৩ বাং ৮৪০ শালে দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ, ইং ১৪৪৬ বাং ৮৫৩ শালে দ্বিতীয় আলাঅদ্দিন, ইং ১৪৫০ বাং ৮৫৭ শালে বিলোলী লোদি, ইং ১৪৮৮ বাং ৮৯৫ শালে সেকন্দর বেন লোদি, ইং ১৫১৬ বাং ৯২৩

শালে এব্রেহেম লোদি, বাদশাহ্ হইয়া ইং ১৫২৫ বাং ৯৩২ শালে শোলতান বাবর কর্তৃক পরাভব হইলে তিনি সেই বৎসরে দিল্লী অধিকার করিলেন, ও তদবধি এ স্থানে মোগলের রাজ্য আরম্ভ হইল, এবং ঐ শালে শোলতান বাবর বাদশাহ্ হইয়া ছিলেন, পশ্চাৎ ইং ১৫৩০ বাং ৯৩৭ শালে হোমাইউন, ইং ১৫৫৬ বাং ৯৬৩ শালে জালালদ্দিন মহম্মদ আকবর বাদশাহ্ হইয়াছিলেন, এ ব্যক্তি ইং ১৫৪২ বাং ৯৪৯ শালে অমর কোট দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইং ১৬০৫ বাং ১০১২ শালে আগরা দেশে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন, এই বাদশাহ্ মোগল জাতির শ্রেষ্ঠ বাদশাহ ছিলেন, ও ইহার মন্ত্রী আবুল ফজল ৪৭ বৎসর বয়সে দস্যু হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, এবং ঐ শালে জাহাঙ্গির শাহ্ বাদশাহ্ হইলেন; ইং ১৬২৮ বাং ১০৩৫ শালে শাহ্ জাহন বাদশাহ্ হইয়া ইং ১৬৩১ বাং ১০ ৩৮ শালে যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে ৭ ক্রোশ পরিসর শাহ্ জাহানাবাদ নামে আর এক নূতন দিল্লী নগর স্থাপিত করেন. ইং ১৬৫৮ বাং ১০৬৫ শালে আওরঙ্গজেব সাহের রাজা হইয়া ইং ১৭০৭ বাং ১১১৪ শালে দেহত্যাগ করিলেন, ও ইহার প্রধান পুত্র শাহ্ আলম ইং ১৭১২ বাং ১১১৯ শালে হলা হল ভক্ষণ করত প্রাণত্যাগ করিলেন; এবং ঐ শালে জাঁহাদার শাহ রাজ্যচ্যুত হইলে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে নষ্ট করিল, ইং ১৭১৯ বাং ১১২৬ শালে ফিরোখশেরশাহের মস্তক ছেদন হইল, তৎকালে রফিউলদরজাত নামে এক বালক চারি মাস রাজ্য করিয়া পর লোক প্রাপ্ত হইল, পরে রফিউদ্দৌলা নামে এক বালক তিন মাস রাজত্ব করিয়া ইং ১৭২০ বাং ১১২৭

শালে লোকান্তর গমন করিল, ইং ১৭৩৫ বাং ১১৪২ শালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের এতাদৃশ দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইল, যে তাহারা দিল্লীর অন্তঃপাতি স্থানে আগমন করত স্থানে২ অগ্নি প্রদান করিতে লাগিল, ইং ১৭৩৯ বাং ১১৪৬ শালে নাদেরশাহ্ দিল্লীতে প্রবেশ পূর্ব্বক রওসনউদ্দৌলার মৃত্তাগারের নিকট উপবেশন করত, স্বেচ্ছাক্রমে তথাকার দুর্ভাগ্য প্রজাদিগের মস্তক ছেদন করাতে বসতির অল্পতা হইয়াছে, এবং ঐ নাদেরশাহ্ অল্প দিবস সেখানে থাকিয়া বিস্তর ধনাপহরণ করত, প্রত্যাগমন করিল, ইং ১৭৪৭ বাং ১১৫৪ শালে মহম্মদ শাহের মৃত্যু হইল, ইং ১৭৫৩ বাং ১১৬০ শালে তাহার উত্তরাধিকারি আহম্মদশাহ্ পদচ্যুত ও অন্ধীকৃত হইলেন, ইং ১৭৫৬ বাং ১১৬৩ শালে দ্বিতীয় আলমগির বাদশাহের অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হইল, এবং এই বৎসরে আহম্মদশাহ্ আবদালী দিল্লীতে প্রথম প্রবেশ করিলেন, ইং ১৭৬০ বাং ১১৬৭ শালে দ্বিতীয় শাহজাহন রাজ্যচ্যুত হইলেন, ইং ১৭৬১ বাং ১১৬৮ শালে দ্বিতীয় শাহ আলম আলাহাবাদে ইংলণ্ডীয়ের আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিল্লীতে প্রথম প্রবেশ করিলেন, ইং ১৭৮৮ বাং ১১৯৫ শালে গোলাম কাদের কর্তৃক এ বাদশাহ্ অন্ধীকৃত ও তাঁহার পরিবারস্থ অনেকে অনাহারে ক্লেশিত এবং ছিন্নশিরঃ হইয়াছিল, কএক মাস পরে মাধজী সিন্ধিয়া ঐ গোলামকাদেরকে নানা ক্লেশ দিয়া নষ্ট করিলেন, এই সিন্ধিয়াদিগের ইং ১৭৭০ বাং ১১৭৭ শালাবধি ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শাল পর্য্যন্ত রাজ্য হইয়াছিল, পরে জেনেরেল লেক দিল্লীর ছয় ক্রোশ মধ্যে দৌলতারাও সিন্ধিয়ার সৈন্যদিগকে পরাভব পূর্ব্বক পর দিবস নগর মধ্যে

প্রবেশ করিলেন, সেই অবধি সম্পূর্ণরূপে ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হয়, কিন্তু এ নগরের চতুর্দ্দিগস্থ মোগলাধীন গ্রামে তাহারদিগের নাম মাত্র অধিকার ছিল. দিল্লীর বাদশাহ্ শাহ্আলম ৪৪ বৎসর রাজ্য করিয়া ইং ১৮০৬ বাং ১২১৩ শালে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন, ইঁহার পুত্র আকবরশাহ্ সেই দিবসে সিংহাসনো পবেশন করিলে নগরস্থ লোকেরা এতাদৃশ আহ্লাদিত হইল, যে পূর্ব্ব কালীন কোন বাদশাহের রাজ্যকালে তদ্রূপ হয় নাই, কারণ রাজ্যাধিকার নিমিত্তে অন্য ২ বাদশাহ্ দিগের প্রচণ্ড যুদ্ধ হওয়াতে অনেকে যাবার্ত্তা হইয়া নিরানন্দ হইত. ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে আকবর শাহ্ আপন তৃতীয় পুত্রকে উত্তরাধিকারী করণার্থে ইংরাজেরদিগের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্ত্বে অপরকে রাজ্য ভারার্পণ অনুচিত এ প্রযুক্ত তাঁহারা আজ্ঞা করিলেন না, পরন্তু শাহজাহান বাদশাহের স্থাপিত নূতন দিল্লী নগরের তিন দিগে ইষ্টক ও প্রস্তর ময় প্রাচীর আছে, ও ইহাতে সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত লাহোরদ্বার, আজমিয়ার দ্বার, তোরকমানদ্বার, দিল্লীদ্বার, মোহরদ্বার, কাবেল দ্বার, কাশ্মীয়ার দ্বার, প্রভৃতি সপ্তদ্বার আছে, এবং আজমিয়ার দ্বারের নিকট নিজাম উলমুল্কের ভ্রাতৃপুত্র গাজিঅদ্দিনকর্ত্তৃক এক আরবিক পাঠশালা স্থাপিতা ছিল, সে এইক্ষণে ছাত্র শূন্যা হইয়াছে, শাহজাহানাবাদে অর্থাৎ নূতন দিল্লী নগর মধ্যে ভাগ্যবানদিগের উত্তম ২ অনেক পুরী আছে, তন্মধ্যে কমরদ্দিনের ও আলিমরদান খাঁর ও গাজিঅদ্দীন খাঁর এবং সেফদার জঙ্গের পুরী অতি বৃহৎ, এবং মহম্মুদ শাহের মাতা কুদসিয়া বেগমের, ওসাদত খাঁর, ও সোলতান দারাসেকোর,

প্রাচীর বেষ্টিত তিন গৃহ ও তদন্তর্বর্ত্তী উদ্যান, স্নানাগার, নানা পশ্বালয় ও স্ত্রী লোকদিগের বৃহৎ ২ অন্তঃপুরী আছে, আর যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে প্রস্তরের উপরে শাহজাহান বাদ শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এক ক্রোশ ব্যাপিয়া রক্তবর্ণ প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাঁহার এক আলয় আছে, ও ইহার ৭ বৎসর রাজ্যকালে এই নব্য নগরে এক যাব ন্নিক দেবালয় আরম্ভ হইয়া ৬ বৎসরে সমাপ্ত হয়, তাহাতে ১০০০০০০ দশলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, এবং ঐ বাদশাহের গৃহের সান্নিধ্য রওসনউদ্দৌলাব এক মৃতাগার নির্ম্মিত হয়, তদ্ভিন্ন এ স্থানে উত্তম ২ ইষ্টকালয় ও অনেক আছে, আর ঐ শাহজাহন বাদশাহ কর্ত্তৃক সালিমার স্থানে এক উদ্যান কৃত হয়, তাহাতে ও ১০০০০০ এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে, এবং জাহাঙ্গির শাহের রাজ্যকালে আলিমরদান খাঁ যমুনা নদী হইতে কর্ণাল দেশ পর্য্যন্ত একখাল খাদ করান, সে খাল দিল্লী হইতে ১০০ ক্রোশ অন্তর, আফগান জাতির যুদ্ধ কালের পূর্ব্বাবধি সে খাল বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু মোগল পাড়াতে এই খালের দীর্ঘ পরিমাণ ৩ ক্রোশ, তাহাতে স্থানে ২ সেতু আছে, ও ইং ১৮ ১০ বাং ১২১৭ শালে পরিষ্কৃত হইয়াছে, এই দিল্লী নগরের তাবৎ পথ অপ্রশস্ত কেবলপ্রথমতঃ বাদশাহের বাটী অবধি দিল্লী দ্বার পর্য্যন্ত ও দ্বিতীয়তঃ দিল্লি দ্বার অবধি লাহোর দ্বার পর্য্যন্ত যে পথ সে অতিশয় প্রশস্ত, এবং চন্দ্রিচক নামক এক হট্ট ও অন্য২ হট্ট আছে, কিন্তু সে সকল স্থানে সামান্য রূপ বাণিজ্য হইয়া থাকে, আর উত্তর দিগ ও কাশ্মীরার ও কাবেল হইতে নানা প্রকার ফল, শালবস্ত্র ও ঘোটক, ও উত্তম ২ দ্রব্য বাণিজ্যার্থে এ

নগরে প্রেরিত হয়, তদ্ভিন্ন ফিরোজা প্রভৃতি নানাবিধ বহুমূল্যমণি দিল্লীতে প্রাপ্য হয়, এবং বিদ্‌রিহুকা ও এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে, আর ইহার যমুনাতীরে ধান্য নীল ইত্যাদি জন্মে, এ নগর কলিকাতা হইতে বীরভূমী দিয়া ৯৭৬ ক্রোশ হইবেক। ২৪৯।

দেওঘর ॥ বাহার দেশে মুরশিদাবাদ হইতে ১৫০ ক্রোশ পশ্চিম উত্তর দিগে দেওঘর নামক এক নগর আছে, লোকেরা এখান হইতে গঙ্গাজল লইয়া হিন্দুস্থানের পশ্চিম দিগে গমন করে ২৫০ ॥

দেবখণ্ড ॥ হয়দরাবাদ প্রদেশে গোদাবরী নদীর দক্ষিণ দিগে দেবখণ্ড নামক এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগের সম্মুখে এ নদী তীরস্থ তাবৎ গ্রামে বসতির অল্পতা ও নানা দুর্গের পতিতাবস্থা হইয়াছে, বোধ হয়, কোন কালে এই স্থান সমূহে উত্তম রূপে বসতি ছিল। ২৫১ ॥

দেবপ্রয়াগ ॥ উত্তরহিন্দুস্থানের শ্রীনগর প্রদেশে ভাগীরথীর ও অলকনন্দার মিলন স্থানের নিকটে কোন পর্ব্বতের এক দেশে দেবপ্রয়াগ নামক এক নগর আছে, এ নগর জল হইতে ৯৯ হস্ত ঊর্দ্ধ, এবং নগরহইতে পর্ব্বতের অপরাংশ ৫৩৩ হস্তের কিঞ্চিৎ অধিক ঊর্দ্ধ হইবেক, হিন্দু শাস্ত্রোক্তে পঞ্চ প্রয়াগ মধ্যে এ এক প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান এমত ব্যক্ত আছে, ঐ উভয় নদীর সংযোগ স্থানেরপশ্চাৎ ভাগে অলকনন্দার পরিসর ৯৬ হস্ত, ও জল অতিশয় গভীর, বর্ষাকালে সেই জল ৩১ হস্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং ভাগীরথীর জল ও ৭৫ হস্ত প্রশস্ত ও বর্ষাকালে স্বাভাবিক জল হইতে ২৬ হস্ত ঊর্দ্ধে গমন করে, এবং ঐ মিলন স্থানাবধি উভয়ে যে এক ধারা হইয়া গঙ্গা নামে বিখ্যাতা হইয়া

ছেন, সেই গঙ্গার আদি স্থানের বিস্তার ৫৪ হস্ত হইবেক, এই দেবপ্রয়াগ নগরে প্রস্তর নির্ম্মিত অনেক গৃহ আছে, তদ্ভিন্ন ৪০ হস্ত উচ্চ এক মন্দিরে ৬ হস্ত পরিমিত শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি মূর্ত্তি আছে, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে ভূমি কম্প দ্বারা এ মন্দির ভগ্ন হইয়াছিল, কিন্তু দৌলতারাও সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হইয়াছে, এতদ্দেশীয় লোকেরা ইহার স্থাপিত কাল নিশ্চয় জ্ঞাত নহে, কিন্তু ব্যক্ত করে যে এ মন্দির ১০০০০ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে, এই নগরে যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাহারা পুণ্যগ্রাম ও দক্ষিণ দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক এস্থানে বাস করিয়াছেন। ২৫২ ॥

দেবীকোটা॥ তানজোর দেশে ও কোলরুন নদীর সম্মুখে দেবীকোটা নামে এক নগর আছে, ইং ১৭৪৯ বাং ১১৫৬ শালে তানজোরের রাজার নিকট হইতে মেজরলারেন্স এ নগর অধিকার করিয়াছিলেন, তৎপরে ইং ১৭৫৮ বাং ১১৬৫ শালে এম লালি অধিকার করিয়াছিল, এ স্থান মান্দরাজ হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ১২৭ ক্রোশ, ও পণ্ডিচেরি হইতে দক্ষিণ দিগে ৪২ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ২৫৩।

দোয়াব॥ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী তাবৎ দেশ দোয়াব নামে ব্যক্ত আছে, তম্মধ্যে ইহার দক্ষিণ দিগস্থ তাবৎ স্থান ও আগরা নগর সংক্রান্ত দোয়াব নামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু মোগল জাতির রাজ্য কালে এই দোয়াব দেশ ফরুক্কাবাদ, এটোয়া, কানা কুজ্জ, কড়া ও কোড়া এবং আলাহাবাদ এই কএক স্থানে বিভক্ত হইয়াছে, এ দেশ অতিশয় উর্ব্বরা, তৎপ্রযুক্ত অল্প যত্ন দ্বারা উত্তম শস্য জন্মে, আর তিন্তিড়ী ও আম্রবৃক্ষের বাহুল্যেতে বনময় দৃষ্ট

হয়, এবং এই দেশে রাজারা ও ইক্ষু ও যব ইত্যাদি জন্মে, আর বন মধ্যে যেমন বৃক্ষ সকল স্বয়ং উদ্ভব হয়, তদ্রূপ এ স্থানে লোকের যত্নাভাবে ও অনেক নীল জন্মিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন গজি ও এক প্রকার রক্ত বস্ত্র প্রস্তুত হয়, এবং এ স্থানে যে বলদ জন্মে, তাহারা খর্ব্বাকার ও বিস্তর ভার বহন করিতে পারেনা, কান্যকুব্জ দেশের নিকটে যে তামাক জন্মে, সে ইংলণ্ডীয় লোক কর্তৃক প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল, অযোধ্যার নবাবের রাজত্বের শেষাবস্থায় এই দোয়াব দেশে কিছু কালের নিমিত্তে আলমাস আলিখাঁ নামক এক নপুংসকের কর্তৃত্ব ছিল, তৎকালে শস্যাদি যথা কথঞ্চিৎ রূপে উৎপন্ন হইত, পরে মারকুইস ওএলিসলি যৎকালে রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে অর্থাৎ ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে তিনি অযোধ্যার নবাব সাদতআলি খাঁ কর্তৃক দোয়াবের দক্ষিণাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সহিত ইংলণ্ডীয় দিগের সন্ধি হওয়াতে যমুনার ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী তাবদ্দেশ এবং যোধপুরের ও জয় নগরের ও গোহদের রানার উত্তর দিগস্থ সমুদয় স্থান ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পিত হইয়াছিল, পূর্ব্বকালে দোয়াবের সম্মুখস্থ ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা ছিল, ও তাহাতে অনেক লোক বাস করিত, কিয়দ্দিবস হইল সে সকল বনময় হইয়াছিল, কিন্তু ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হওয়াতে ক্রমে পরিষ্কৃত হইতেছে, আর নিম্ন দোয়াবের তাবৎ স্থান দৃষ্ট মাত্রে বোধ হয়, যে এতাবৎ স্থানে কোন দুর্ভগা রাজার অধিকার ছিল। ২৫৪ ॥

দৌলতাবাদ ॥ আওরঙ্গাবাদ প্রদেশে পর্ব্বতোপরি দৌলতাবাদ নামক এক নগর আছে, এই নগরের যে বৃহৎ দুর্গ

সে পর্ব্বত শৃঙ্গে স্থাপিত প্রযুক্ত অতিশয় দুর্গম, এবং তন্নিম্নভাগে যে দুর্গ আছে, তত্রাকার সৈন্যেরা প্রধান দুর্গস্থ সৈন্যদিগের আজ্ঞানুসারে আগত শত্রুর সহিত যুদ্ধে নিযোজিত হয়, ইং ১২৯৩ বাং ৭০০ শালে আলাঅদ্দিনের অধীন জবন সৈন্যেরা যখন এ নগরে যুদ্ধ করিয়াছিল, তৎকালে এ স্থানে ও তাগরায় কোন হিন্দু রাজার বসতি ছিল, ঐ জবনেরা তাহাকে পরাভব করিয়া রাজধানী গ্রহণ পূর্ব্বক অনেক ধনাপহরণ করিল, এবং ইং ১৩০৬ বাং ৭১৩ শালে এই দুর্গ ও তন্নিকটস্থ তাবৎ দেশ দিল্লীর বাদশাহের সেনাপতি মালিক নাএবের অধীন হইয়াছিল, ইং ১৪০০ বাং ৮০৭ শালে মহম্মদশাহ দেবঘরে আপনার রাজধানী করণোদ্যোগে দেবঘর নাম পরিবর্ত্তে দৌলতাবাদ নাম সংস্থাপন করিয়াছিল, এবং তৎকার্য্য সফল করণাভিলাষে দিল্লী নগরস্থ লোকেরদিগকে এ স্থানে আনিবার নিমিত্তে দিল্লী নগর ভগ্ন করিল, তথাচ তদুদ্যোগের কোনসাফল্য হইল না, যেহেতুক সে নগর এ স্থান হইতে ৭৫০ ক্রোশ অন্তর, ইং ১৫৯৫ বাং ১০০২ শালে আহম্মদ নগরের আহমদ নিজাম শাহ এ নগর প্রাপ্ত হইল, ইহার বংশ লোপ হইলে মালিক আম্বর নামে এবিসিনিয় দেশীয় এক জন ক্রীত দাস অধিকার করিল, এবং ইং ১৬৩৪ বাং ১০৪১ শাল পর্য্যন্ত ইহার উত্তরাধিকারিদিগের অধীন ছিল, পরে শাহ জাঁহানের রাজ্য কালীন মোগল জাতিরা অধিকার করিয়া এই দৌলতাবাদের রাজধানী গুরখা নগরের নিকটস্থ কড়খী নগরে স্থাপিত করিল, এবং ঐ কড়খীর রাজধানী দৌলতাবাদে হইল, তদবধি কড়খীর নাম আওরঙ্গাবাদ হইয়াছে, ও এইরূপে ঐ কড়খী নিজামের রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ২৫৫ ॥

দ্রাবিড়॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগের প্রাচীন নাম দ্রাবিড় এমত ব্যক্ত আছে, ইহার পূর্ব্ব দিগে সমুদ্র, ও পশ্চিম দিগে ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণী, এই দ্রাবিড়ের অনেক স্থানে তৈলঙ্গ ভাষা প্রচলিত আছে, আর এ দেশে যে নানা প্রকার ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহারা সকলেই দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ আছেন, এই দ্রাবিড় দেশ পরস্পর বিদ্বেষী তিন রাজার তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, সে খণ্ডত্রয়ের নাম চোলম, চিরাম, ও পান্দিযাম। ২৫৬ ॥

দ্বারকা॥ গুজরাট প্রদেশে প্রায়দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম দিগে দ্বারকা নামক এক নগর ও এক দেবালয় আছে, সে হিন্দু দিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান, এ স্থানে অন্যোন্য অনেক দেবালয় ও আছে, তন্মধ্যে এক প্রধান দেবমন্দিরে কৃষ্ণাবতারের রণছোড় নামে এক দেবমূর্ত্তি ছিল, প্রায় ৬০০ বৎসর হইল, ব্রাহ্মণেরা চৌর্য্য দ্বারা তাঁহাকে গুজরাট দেশের ডাকর নামক স্থানে লইয়া গমন করিয়াছিল, তথা ঐ মূর্ত্তি অদ্যাপি আছে, তৎপরে দ্বারকার ব্রাহ্মণেরা বহু পরিশ্রম দ্বারা তাঁহার প্রতি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে সে বিগ্রহ ও প্রায় ১৩০ বৎসর হইল সমুদ্র পারে বেট উপদ্বীপে অর্থাৎ শঙ্খদ্বার স্থানে পলায়ন করিল, পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণেরা তদ্রূপমূর্ত্তি সেই মন্দিরে স্থাপিত করিয়াছেন, তীর্থ যাত্রিরা এই মহাতীর্থে গমন পূর্ব্বক আত্মশরীরে তথাকার ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উষ্ণ লৌহ দ্বারা শঙ্খ চক্রাদির চিহ্ন গ্রহণ করে, সে লৌহ ঈষদুষ্ণ প্রযুক্ত শরীরে কোন যাতনা হয় না। ২৫৭ ॥

দ্বিতীয়া॥ বন্দেলখণ্ড প্রদেশে নারওয়ার হইতে ২০ ক্রোশ পূর্ব্ব দিগে দ্বিতীয়া নামে এক নগর আছে, ইহার দীর্ঘ

পরিমাণ দেড় ক্রোশ ও পুস্থ কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবেক, এ নগরের চতুর্দ্দিগস্থ প্রস্তর ময় প্রাচীরে বৃহৎ২ দ্বার আছে, তদ্ভিন্ন এ নগর মধ্যে প্রস্তর ও ইষ্টক নির্ম্মিত উত্তম২ অনেক গৃহ আছে, তথা অনেক লোক বসতি করে, তাহারা বলবান ও রূপবান এবং যুদ্ধ কুশলী, আওরঙ্গজেবের রাজ্য কালীন এ নগরে বন্দালা দেশীয় বিখ্যাত রাজা সুলপত রায়ের রাজধানী ছিল, এবং ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ সালে পেশওয়া কর্ত্তৃক ইংলণ্ডীয় দিগকে বন্দেলা খণ্ড অর্পিত হইলে এ স্থানের রাজা পরীক্ষিত তাহারদিগের সহিত সন্ধি করত অধিকারি ছিলেন, এ নগরের বহির্দ্দেশে এক অত্যুচ্চ ভূমির দক্ষিণ ভাগে যে এক রাজ গৃহ আছে, তথা হইতে পাচূর, বারওয়ার, ঝানসী, ও এ নগর দৃষ্ট হয়, এবং সেই স্থানের নিকট এক বৃহৎ জলাশয় আছে ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ সালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে এ নগরে এবং ইহার চতুর্দ্দিগস্থ গ্রামে নয় দশ, লক্ষ টাকা রাজকর উৎপন্ন হইত ৷ ২৫৮ ॥

ধর্ম্মা ॥ গুজরাটের প্রায়র্দ্বীপ মধ্যে সুরবিদেশ সম্পূক্ত রণ নামক স্থানের সন্নিকটে ধর্ম্মা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তথা কার লোকেরা মৃত মনুষ্যদিগের স্মরণার্থে মন্দির বৎ একং ইষ্ট কালয় স্থাপিত করে, এ গ্রামে কোন স্ত্রী আপন পুত্র বিয়োগ জন্য শোকে ব্যাকুলা হইয়া পুত্রের জ্বলচ্চিতাতে আত্ম হত্যা হইয়াছিল, এ প্রযুক্ত অদ্যাবধি তাহার স্মৃতি কারণে এক মন্দির আছে, এবং এ স্থানের স্ত্রীগণেরা স্বেচ্ছাক্রমে সহমৃতা হইতে পারে অর্থাৎ তদ্বিষয়ে কাহার ও নিষেধ নাই, এ গ্রাম দিয়া কুলিয়ার নামে এক নদী গমন করিয়াছে, তাহার শাখার জল অতিশয় পরিষ্কার এবং তীরস্থ ভূমি অত্যন্ত উচ্চ ৷ ২৫৯ ॥

ধুলপুর ॥ আগরা প্রদেশে আগরা নগর হইতে ৪২ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ও চম্বল নদী হইতে এক ক্রোশ মধ্যে ধুলপুর নামে এক বৃহৎ নগর আছে, এ নগরস্থ দুর্গ ও ঐ নামে খ্যাত হইয়াছে, ফালগুন মাসে ঐ চম্বল নদী স্বল্প জলা হইয়া এক ক্রোশের চতুর্থাংশের একাংশ ন্যূন প্রশস্তা হয়, এবং দুর্গের নিম্ন ভাগে এই নদীর জল অত্যন্ত গভীর কিন্তু ধুল পুরের ৪ ক্রোশ উত্তরে কাইত্রী নামক স্থানের চম্বল নদীতে অল্প জল থাকে, অতএব তথাকার লোকেরা পদব্রজে পারাবার হইতে পারে। ২৬০॥

ধেনজী ॥ গুজরাটের প্রায়দ্বীপের প্রান্ত ভাগে দ্বারকা সম্যুক্ত ধেনজী নামক এক নগর আছে, এ নগর নিবিড় বন ও পর্ব্বত এবং ভূমির নিম্নোন্নতা প্রযুক্ত অতিশয় দুর্গম হইয়াছে, অতএব মাণিক নামক এক ব্যক্তি এ নগরের অধ্যক্ষ হইয়া ও এ স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল, নগরস্থ লোকেরা চৌর্য্য বৃত্তি করিয়া কাল যাপন করে, ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে কর্নেল ওয়াকর সাহেব এ নগরাধ্যক্ষ ওয়াগা মাণিকের সহিত সন্ধি করত ইহারদিগের দস্যু বৃত্তি পরিত্যাগ করাইয়া বরঞ্চ বিপদগ্রস্ত লোকের সাহায্য করে, এমত স্বীকার করাইয়াছিল। ২৬১॥

ধ্রোল ॥ গুজরাটের প্রায়দ্বীপ মধ্যে ও কচ দেশীয় মহ নার নিকটে প্রাচীর বেষ্টিত ধ্রোল নামক এক বৃহৎ নগর আছে, ইহার অন্তঃপাতি স্থান নানাবিধ বৃক্ষ দ্বারা এবং তাহার চতু র্দিগস্থ স্থান উদ্যান দ্বারা যদ্যপি পরিব্যাপ্ত তথাচ অনেক লোকের বসতি আছে, নগর মধ্য দিয়া যে এক নদীর জল

নির্গত হইতেছে, সে জল অতিশয় নির্ম্মল, এ স্থান নওয়া নগরের জামের অধিকার ভুক্ত আছে। ২৬২ ॥

নওয়ানগর ॥ গুজরাট প্রদেশে হালিয়ার স্থান সম্পৃক্ত ও কচ দেশীয় মহনার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে বাং ৩ ক্রোশ পরিসর নওয়ানগর নামক এক নগর আছে, এ স্থান যে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে, সে অত্যন্ত কঠিন নহে, লোকেরা ব্যক্ত করে, যে ৩০ বৎসর হইল, এই নগর নির্ম্মিত হইয়াছে, এ স্থানে অনেক তন্তুবায় জাতির বসতি তাহারা নানাবিধ বস্ত্র প্রস্তুত করে, তন্মধ্যে যে এক প্রকার অত্যুত্তম বস্ত্র হয়, সে এ স্থান হইতে কাটিওয়ারে এবং তথা হইতে গুজরাটের নানা স্থানে প্রেরিত হয়, এই নওয়ানগরে উত্তম রূপে বস্ত্র রঙ্গান হইয়া থাকে, এ জন্যে এ দেশ খ্যাত হইয়াছে, এবং নগরস্থ কৃষকেরা স্বীয় ২ ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের তৃতীয়াংশের একাংশ রাজকর প্রদান করে, অতএব রাজ সম্পর্কীয় এক ব্যক্তি শস্যের মূল্য নির্দ্ধার্য্য করণার্থে তত্তৎ কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, তদ্ভিন্ন মনুষ্য ও পশ্বাদির কর ও আছে, এবং রাওর ও এই নগরাধ্যক্ষ জামের আজ্ঞানুসারে কচ দেশে দেবনাগরাক্ষরে অঙ্কিত কোরেকস নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত হয়, সে বঙ্গ দেশীয় মুদ্রার তৃতীয়াংশের একাংশ পরিমিত, অর্থাৎ তাহার তিন মুদ্রাতে ইহার এক মুদ্রার মূল্যের সমান হয়, নওয়ানগরের অধ্যক্ষের যে জাম উপাধি সে পুরুষানুক্রমে আছে, এ দেশে বাণিজ্যার্থে যে ২ জাহাজ আগত হইত, এই অধ্যক্ষেরা তাহার ধনাদি অপহরণ করত অনিষ্ট করিত, কিন্তু ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে জেমাজির সহিত ইংলণ্ডীয়দিগের বোম্বের

জনের সন্ধি হওয়াতে তাহা নিবারিত হইয়া বরঞ্চ কোন জাহাজ বিপদগ্রস্ত হইলে তাহার রক্ষার্থে সাহায্য করিবেন, এমত স্থির হইয়াছে, পরন্তু এই নগরের প্রাচীরের নিম্ন দিয়া নাগিনী নামে এক নদী গমন করিয়াছে। ২৬৩॥

নজিবাবাদ॥ দিল্লীরাজ্যে ও দিল্লী নগর হইতে ৯৫ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে এবং হরিদ্বার হইতে ২৫ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে নজিবাবাদ নামক এক নগর আছে, ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ ক্রোশ হইবেক, এ স্থানের পথ সকল প্রশস্ত, এবং তাহাতে যথানুক্রমে স্থানে২ স্তম্ভ আছে, ও তৎপার্শ্বে স্বতন্ত্র২ হট্টেতে পর্ব্বতীয় কাষ্ঠের ও বংশের ও লৌহের এবং তাম্রের বাণিজ্য হয়, অপর এ স্থান লাহোর, কাবুল, ও কাশ্মীর অবধি হিন্দুস্থানের দক্ষিণ পূর্ব্বকোণ ও পূর্ব্ব দিগ পর্য্যন্ত তাবদ্বাণিজ্য স্থানের মধ্যবর্ত্তী হওয়া প্রযুক্ত নজিবউদ্দৌলা কাশ্মীরের ও হিন্দুস্থানের বাণিজ্য এক স্থানে করণাভিপ্রায়ে এ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই দেশের নিম্ন ভূমি, তৎপ্রযুক্ত তাহার চতুর্দ্দিগে বন্যা জল উত্থিত হয়, এবং ইহার নিকটস্থ স্থানে বৃহদ্বৃহৎ গৃহের চিহ্ন ও নগর মধ্যে নজিবউদ্দৌলার মৃতাগার আছে। ২৬৪॥

নন্দপ্রয়াগ॥ উত্তর হিন্দুস্থানের শ্রী নগর প্রদেশে অলকনন্দার সহিত নন্দাকিনী নাম্নী এক ক্ষুদ্রা নদীর যুক্ত স্থানে নন্দপ্রয়াগ নামক এক তীর্থ স্থান আছে, সে তীর্থ সর্ব্বপ্রয়াগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পূর্ব্বকালে এ স্থানে এক ক্ষুদ্র গ্রাম ও এক দেবালয় ছিল, এইক্ষণে সে গ্রামের চিহ্ন মাত্র ও নাই, কেবল সেই দেবালয়ের প্রস্তর সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া স্থানে২ পতিত হইয়াছে, তথাপি যোগিরা তাহাতে এক দেবমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পূজা করে, এবং

কোন ২ শস্য বিক্রেতারা তথা গমন পূর্ব্বক শস্য বিক্রয় করত সেই মূর্ত্তির ব্যয়োপযুক্ত দ্রব্যাদি প্রদান করে। ২৬৫ ॥

নবদ্বীপ ॥ বঙ্গদেশে কলিকাতা হইতে ৬০ ক্রোশ অন্তরে নবদ্বীপ নামে এক বৃহদ্দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে রাজশাহি, দক্ষিণ দিগে হুগলি ও সুন্দরবন, পূর্ব্ব সীমা যশোহর, এবং পশ্চিম দিগে গঙ্গা, যদ্দ্বারা বর্দ্ধমানের সহিত এ দেশ পৃথক্ হইয়াছে, বঙ্গদেশীয় প্রাচীন বৃত্তান্তে এই নবদ্বীপের নাম উকার ব্যক্ত আছে, এ দেশের তাবদ্ভূমি উর্ব্বরা, এবং প্রধান ২ নগরের নাম নদীয়া, শান্তিপুর, ও কৃষ্ণনগর, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে মেজর রেনেল নবদ্বীপের তাবদ্ভূমি পরিমাণ করত ৩১৫ ক্রোশ স্থির করিয়াছিলেন, এবং ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে মারক্কইস ওএলিসলি কর্ত্তৃক এ দেশে ৭৬৪০০০ সাত লক্ষ চৌষট্টিহাজার লোক গণিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সাত অংশ হিন্দু ও দুই অংশ মুসলমান, মোগল কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান জিত হওনের পূর্ব্ব সময়ে নবদ্বীপে হিন্দুদিগের রাজধানী ছিল, ইং ১২০৪ বাং ৬১১ শালে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী এ দেশ অধিকার করত সমুদয় নষ্ট করিয়াছিল, এই অবধি বঙ্গদেশে প্রথম জবনাধিকার হইল, কিন্তু ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে রঘুরাম নামক এক ব্রাহ্মণ এ দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৬৬ ॥

নর্ম্মদা ॥ গণ্ডওয়ানা প্রদেশে শোণ নদের নিকটে অমর কণ্টক দেবালয়ের মধ্যবর্ত্তী এক কূপ হইতে নর্ম্মদা নামে এক নদী উদ্গমন পূর্ব্বক উচ্চ ভূমি দিয়া সূক্ষ্ম ধারে গমন করত মন্দালা দেশে পতিতা হইয়া গণ্ডওয়ানা, খান্দেশ ও মালোয়া এবং গুজরাট দিয়া গমন পূর্ব্বক ব্রোচ দেশের উত্তর সমুদ্রে মিশ্রিতা

হইয়াছে, ইহার আদি স্থানাবধি অন্তসীমা পর্য্যন্ত তাবৎ বক্র গমন ৭৫০ ক্রোশ হইবেক. ঐ মান্দালা দেশস্থ লোকেরা ব্যক্ত করে. যে এস্থানে এই নদীর ধারা বিস্তৃত রূপে পতিতা হইতেছে, বিশেষতঃ অন্য ঝিলের সহিত সম্মীলন হওয়াতে অত্যন্ত পুশস্তা হইয়াছে, অপর মন্দালা নামক স্থানেএ নদীতে শালগ্রাম জন্মে, পূর্ব্ব কালীন ভূগোল বেত্তারা নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ দিগস্থ তাবৎ দেশকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ দেশ ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দু স্থানের লোকেরা ইহার ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী তাবৎ দেশকে দক্ষিণ দেশ কহে। ২৬৭॥

নাগপুর॥ বাহার পুদেশের দক্ষিণ দিগে নাগপুর অর্থাৎ ছোট নাগপুর নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে রামগড়, ও পালামৌ. দক্ষিণ দিগে গাংপুর, পূর্ব্ব দিগে রামগড় ও সিংহ ভুমি, এবং পশ্চিম দিগে পালামৌ ও যশপুর, এই নাগপুর বহুকাল পর্য্যন্ত মোগল জাতির রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু তথাকার ভূম্যধিকারিরা তাহারদিগকে কর পুদান করত তাবৎ বিষয়ে আপনারা কর্ত্তৃত্ব করিত, এ দেশের সম্মুখে অনেক ক্ষুদ্র২ বনময় পর্ব্বত আছে, তথা হইতে যে সকল নদী নির্গতা হয়, তাহারা এ দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্রমে পুশস্তা হই য়াছে. এইক্ষণে ইংলণ্ডীয়লোক কর্ত্তৃক এ দেশ অধিকৃত হইয়া ও বনময় আছে, সুতরাং কৃষি কর্ম্ম অত্যল্প, আর এ স্থানে বিস্তর লৌহ জন্মে এবং ইউরোপ হইতে অনেক লৌহ আনীত হয়, তন্নিমিত্তে সে দেশে তদ্দ্রব্যের এতাদৃশ অল্প মূল্য, যে তত্রস্থ লোক দিগের লৌহ পুস্তুত করণে পরিশ্রমের সাফল্য হয় না। ২৬৮॥

নাগপুর॥ গণ্ডওয়ান পুদেশে নাগপুরস্থ মহারাষ্ট্রীয় দিগের রাজ্য মধ্যে নাগপুর নামে এক বৃহৎ রাজধানী নগর

আছে, ইহার দক্ষিণ দিক্ দিয়া নাগ নামে এক নদ গমন করি য়াছে, তাহার নামানুসারে এই নগর নাগপুর নামে খ্যাত হই য়াছে, অন্য দেশের লোকেরা এই নগরকে সচরাচর বেরার দেশের রাজধানী বলিয়া থাকে, কিন্তু নাগপুরের লোকেরা বেরারদেশকে স্বনগরীয় প্রদেশ জ্ঞান করে, বিশেষতঃ বেরারের রাজধানীর নাম এলিচপুর এমত কথিত আছে, এই নাগপুর রাজধানী বৃহৎ ও নব্য কিন্তু অনুত্তম রূপে স্থাপিত, এবং ইহার তাবৎ পথ অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কৃত, কিন্তু এখানে ইষ্টক নির্ম্মিত অনেক গৃহ আছে, এবং যে উচ্চ ভূমির উপরে নাগপুর স্থাপিত হই য়াছে, সে ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, তৎপ্রযুক্ত উত্তম শস্য জন্মে, এই নাগপুরের উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগে ক্ষুদ্র ২ অনেক পর্ব্বত এবং উত্তর দিগে ক্ষুদ্র ২ অনেক গ্রাম আছে, এবং এ নগরে ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী তাবৎ গ্রামে ৮০০০০ লোক সংখ্যা করা গিয়াছে, এ স্থানের মহারাষ্ট্রীয় রাজারা সূর্য্যবংশোদ্ভব, কিন্তু ছলক্রমে পুণাগ্রামের মহারাষ্ট্রীয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি ব্যক্ত করে, ইং ১৭৪০ বাং ১১৪৭ শালে পেশওয়ারদিগের রাঘজী ভোঁসলা নামক এক জন সেনাপতি এ নগর অধিকার করিতে পেশোয়া কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপন পুত্র জানোজী দ্বারা অধিকৃত হইলে তথা রাজধানী করিয়াছিল, তৎকালে এ অতি সামান্য নগর ছিল, এবং উক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক এ স্থান যে প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও কোন শত্রু সহিত এক দিবস যুদ্ধ করণের যোগ্য নহে, ইং ১৭৭২ বাং ১১৭৯ শালে ঐ রাঘজী ভোঁসলার পুত্র জানোজীর পরলোক হইলে তাহার পরিবার মধ্যে পরস্পর কলহ হইয়া ঐ মৃত ব্যক্তির ভ্রাতৃপুত্র রাঘজী

ভোঁসলা আপন পিতা মাধজীর অনুমত্যানুসারে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পিতার পরলোক গমনের পর অনেক কাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে এই নাগ পুরের রাজা ইংলণ্ডীয়দিগের বিপক্ষে দৌলতারাও সিন্ধিয়ার সহিত একত্র হইয়াছিল, কিন্তু আশাই ও আরগাম নামক স্থানে জেনেরেল ওএলিস্‌লির যুদ্ধে পরাভব হইবার আশঙ্কায় সন্ধি প্রার্থনা করিলে কটক ও বালেশ্বর নগর ইংলণ্ডীয়দিগকে প্রদান করিতে হইল, নাগপুর নগর হয়দরাবাদ হইতে ৩২১ ক্রোশ, উজ্জয়িনী হইতে ৩৫০ ক্রোশ পুণ্যগ্রাম হইতে ৪৮৬ ক্রোশ, দিল্লী হইতে ৬৩১ ক্রোশ, মান্দরাজ হইতে ৬৭৩ ক্রোশ, কলিকাতা হইতে ৭৩৩ ক্রোশ, এবং বোম্বে হইতে ৫৭৭ ক্রোশ অন্তর। ২৬৯॥

নাগর॥ তানজোর দেশে ত্রাণকুম্বর স্থানের ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে নাগর নামক এক নগর আছে, এ স্থান হইতে ফ্রান্স ও আমেরিকা দেশে যথেষ্ট বস্ত্র প্রেরিত হইত, এবং ইহার পূর্ব্ব দিগ হইতে মরিচ, গুবাক, কুন্দুরু, চিনি, শুণ্ঠী ও বঙ্গ দেশীয় শোহাগা, এবং সিংহল দেশ হইতে গুবাক, কাওয়া, আর পিনাং হইতে মরিচ, গুবাক, কর্পূর, ও লৌহ ইত্যাদি নানা বিধ দ্রব্য আনীত হইয়া এ স্থানে বাণিজ্য হইত। ২৭০॥

নাগর॥ আজমিরার প্রদেশের পূর্ব্ব দিগে রাজপুত জাতির নাগর নামক এক নগর আছে, সে নগর অনেক প্রধান লোকের অধিকার হওয়াতে বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে, তৎ প্রযুক্ত ইহার কোন বিশেষ বৃত্তান্ত ব্যক্ত নাই, এই নাগর নগ রের অধিকারিরা সময়ানুসারে জয়নগরের রাজার প্রভুত্ব স্বীকার

হয়ে, এবং ঐ সকল লোকের পরস্পর অনৈক্যতা প্রযুক্ত মহা রাষ্ট্রীয়েরা এ নগরে আগমন পূর্ব্বক বল দ্বারা প্রজাদিগের ধনাদি অপহরণ করিত, অপর হোমাইউন বাদশাহের শত্রু সেরখাঁ, যদ্দ্বারা তিনি হিন্দুস্থান হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, সেই সেরখাঁ কর্ত্তৃক এ নগরের কোন রাজা ইং ১৫৪২ বাং ৯৪৯ শালে পরাভব হইয়াছিল। ২৭১॥

নাগর॥ বঙ্গদেশে বীর ভূমি সম্মৃক্ত মোরশোদাবাদের ৬৩ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে নাগর নামক এক নগর আছে, ইং ১২৪৪ বাং ৬৫১ শালে এ নগরে বীরভূমি রাজ্যের রাজ ধানী ও জবনদিগের এক দুর্গ ছিল, এই নাগর নগরের দক্ষিণে অল্প দূরে বিকাসর নামক স্থানে এক কূপ আছে, তাহার জল উষ্ণ। ২৭২॥

নাগিনী॥ নারিয়ার হইতে ১৪ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ও গুজরাটের প্যারদ্বীপস্থ পর্ব্বত শ্রেণীতে নাগিনী নাম্নী এক ক্ষুদ্রা নদী আরম্ভ হইয়া নওয়া নগর দিয়া গমন পূর্ব্বক কচ দেশীয় মহনার রুণ নামক মরুভূমিতে পতিতা হইতেছে, সচরাচর ব্যক্ত আছে, যে এ নদীর জল দ্বারা বস্ত্র উত্তম রঙ্গান হয়, কোন অমূলক পুস্তকে প্রকাশ করে, যে ঐ পর্ব্বতের পুষ্করিণীতে এক অজাগর নাগ ছিল, সে শত্রু ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করাতে তাহার তীর ভগ্ন হইয়া সেই জলের বেগবতি দ্বারা নাগিনী নদী হইয়াছে। ২৭৩॥

নাটুর॥ বঙ্গদেশেও মোরশোদাবাদ হইতে ৪৩ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে রাজশাহি সম্মৃক্ত নাটুর নামক এক নগর আছে, এ নগর ও জাফেরগঞ্জ এই উভয় স্থানের মধ্যে যে খাল

সে কোন কালে গঙ্গার সহিত যুক্ত ছিল, এবং জল বৃদ্ধি কালীন অর্থাৎ বর্ষাকালে ঢাকা অবধি ১০০ ক্রোশ পর্য্যন্ত এই খাল দিয়া যে জল পথ হয়, তদ্দ্বারা নাটুয়ে গমন করা যায়, কিন্তু জলের এতাদৃশ স্থিরতা যে নৌকা সকল এক ঘণ্টায় কদাচিৎ এক ক্রোশের অধিক গমন করিতে পারে। ২৭৪॥

নারওয়ার॥ আগরা প্রদেশে সিন্ধু নদীর দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে নারওয়ার নামক এক প্রাচীন রাজধানী নগর আছে, ইং ১২৫১ বাং ৬৫৮ শালে এ নগর জবনাধিকৃত হইয়া পুনর্ব্বার ইং ১৫০৯ বাং ৯১৬ শালে এক হিন্দুরাজার অধীন হইয়াছিল, পশ্চাৎ ঐ রাজার নিকট হইতে সোলতান সেকন্দর লোদি অধিকার করিয়াছিল, তাহার পর ইংলণ্ডীয়েরা প্রতিভূ হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট হইতে এ নগর ও ইহার দুর্গ রাজা অম্বাজিরাওকে প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন, তৎকালে তাবৎ গ্রাম শুদ্ধা এ নগরের সাম্বৎসরিক উপস্বত্ব ১০০০০০০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিয়দ্দিবস পরে ইংলণ্ডীয়েরা প্রাতিভাব্য অস্বীকার করিলে ইং ১৮১০ বাং ১২১৭ শালে দৌলৎরাও সিন্ধিয়া এ নগর প্রাপ্ত হইল, তখন ইহার দুর্গ ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২৭৫॥

নারপুর॥ লাহোর রাজ্যে ও লাহোর নগর হইতে ৭৫ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে পর্ব্বতোপরি নারপুর নামক এক নগর আছে, তাহার উত্তর দিগে রেবী নদী, পূর্ব্ব দিগে চাম্বা নগর, পশ্চিম দিগে পঞ্জাবের ও বেয়া নদীর সম্মুখে হিন্দুজাতির এক ক্ষুদ্র রাজ্য, এবং দক্ষিণ দিগে হরিপুর, এই নারপুরের

দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে যে এক বক্র ঝিল আছে, তাহার জল উত্তম, এবং উত্তর পশ্চিম দিগস্থ পর্ব্বতে স্থানে ২ শিশির স্রূপমান থাকাতে তত্রস্থ শীতল বায়ু দ্বারা এ নগরের গ্রীষ্মের অতিশয় অল্পতা হয়, ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শালে এই নারপুর নগরে চারি লক্ষ টাকা উপস্বত্ব ছিল। ২৭৬ ॥

নারায়ণগঞ্জ ॥ বঙ্গদেশে ব্রহ্মপুত্র নদের শীতল লক্ষী নামে এক শাখার পশ্চিম দিগে ঢাকা জালালপুর সম্পৃক্ত নারায়ণ গঞ্জ নামক এক নগর আছে, তথা লবণ, তামুকুট ও চূণ প্রভৃতি দ্রব্যের যথেষ্ট বাণিজ্য হইয়া থাকে, জল বৃষ্টিকালে ইহার নিকট বর্ত্তী দেশ জলে মগ্ন হয়, এই নগরের চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামে যে সকল দুর্গের চিহ্ন আছে, সে তাবৎ মগ জাতির সহিত যুদ্ধকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল, নারায়ণগঞ্জের ও তাহার তাবৎ গ্রামে ১৫০০০ সহস্র লোকের বসতি আছে, এবং এ নগরের অল্প দূরে ব্রহ্মপুত্র পারে এক যাবনিক তীর্থ আছে, তাহার নাম কদমরসুল, সে তর্থযাত্রায় লোকের অতিশয় পূজনীয়, কারণ সে স্থানে কোন যাবনিক দেবতার চরণ চিহ্ন আছে, যবনেরা ঢাকা হইতে এ নগরে গমন করত কিয়ৎকাল বাস করে। ২৭৭ ॥

নাহরিশঙ্কর ॥ ত্রিবৃত রাজ্যে নাহরিশঙ্কর নামে এক দেশ আছে, তাহার দক্ষিণ দিগে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী, ও উত্তর দিগে লাঢক দেশ, ব্যক্ত আছে যে এ দেশীয় পর্ব্বতে গন্ধক ও পারা জন্মে, এবং ইহার নিম্ন স্থানের খাড়িতে সোহাগা জন্মে পূর্ব্বকালে লোকেরা বিবেচনা করিয়াছিল, যে এ দেশে হিন্দু স্থানের তাবৎ নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু তাহার পর হিমা লয় পর্ব্বত শ্রেণীতে গঙ্গার আরম্ভ ব্যক্ত হওয়াতে সে ভ্রম দূরে গিয়াছে। ২৭৮ ॥

নিজাপাটাম॥ উত্তর সরকারে কৃষ্ণা নদীর পশ্চিম দিগে ও মসলিপাটমের ৪০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে নিজা পাটাম নামে এক নগর আছে, এ স্থানে নৌকা দ্বারা বহুবিধ দ্রব্যের বাণিজ্য হইয়া থাকে। ২৭৯।

নিয়ার॥ হিন্দুস্থান মধ্যে নিয়ার নামক এক ক্ষুদ্র দেশ আছে, ইহার পূর্ব্ব দিগে গুজরাট, দক্ষিণ দিগে কচ দেশ, এবং উত্তর ও পশ্চিম দিগের সীমা কিছু ব্যক্ত নাই, এ স্থানের তাব ভূমি বালুকাময় এবং তথা কোন নদ্যাদি না থাকাতে কূপ জল ব্যবহার্য্য হইয়াছে, কিন্তু সে তাবৎ কূপেতে ও সকল সময়ে অধিক জল থাকে না, এ দেশে অধিকাংশ কুলি জাতি, তদ্ভিন্ন রাজপুত ও জবন জাতি ও আছে, কিন্তু তাবতেই দস্যু ব্যবসায় করে, এবং এ দেশে যে ঘোটক জন্মে, সে গুজরাটের তাবৎ স্থানের ঘোটক অপেক্ষা উত্তম হয়, ঐ রাজপুত জাতিরা সেই অশ্বেতে আরোহণ করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক দস্যু বৃত্তি করে, ইহারা ধনুর্ব্বাণধারী ও ইহারদিগের আর এক প্রকার অস্ত্র আছে, সে অস্ত্র ২৪০ হস্তান্তর পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করত মনু ষ্যাদি প্রাণিদিগকে আঘাত করিতে পারে, নিয়ার দেশের প্রধান নগরের নাম ওঁ, তাহার পশ্চিম দিগে বকাসর, ও গড়া ও হুদা নগর আছে, এই হুদা নগর ওঁ হইতে প্রায় ৪০ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ২৮০॥

নীলকণ্ঠ॥ উত্তর হিন্দুস্থানে ও তিব্বতের সম্মুখে হিমা লয় পর্ব্বত শ্রেণীতে নীলকণ্ঠ নামক এক মহাতীর্থ স্থান গোশার উত্থান নামে ও ব্যক্ত আছে, এ স্থানে এতাদৃশ শীত যে তীর্থ যাত্রিরা এক দিবসের অধিক বাস করিতে পারে না, এই তীর্থের

স্থানে ২ শিশির রাশির ঔজ্জ্বল্য দৃষ্ট হয়, এমতে অত্যন্ত শিশির দ্বারা তথাকার পথ সকল অতিশয় দুর্গম হওয়াতে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে, এই তীর্থের চারি ক্রোশ অন্তরে গণেশের পাষাণ ময় এক প্রতি মূর্ত্তি আছে। ২৮১॥

নীলগড়॥ উড়িষ্যা প্রদেশে বালেশ্বর হইতে ৭ ক্রোশ পশ্চিমে কটক দেশ সম্পৃক্ত নীলগড় নামক এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে এ নগরাধীন অনেক গ্রাম ছিল, মহারাষ্ট্রীয় কর্তৃক সে তাবৎ ময়ূরভঞ্জের রাজার রাজ্য সীমা হইতে পৃথক্ হই য়াছে, তন্নিমিত্তে মেদিনীপুরের পশ্চিম দিগ বর্ত্তী পর্ব্বত পর্য্যন্ত নীলগড়াধীন রাজ্য আছে। ২৮২॥

নুরাবাদ॥ আগরা প্রদেশে শঙ্খ নদীর দক্ষিণ তীরে নুরাবাদ নামে এক বৃহৎ গ্রাম আছে, ইহার সম্মুখের যে মরু ভূমি, তাহাতে কোন বৃক্ষাদি নাই, ও তথা কৃষি কর্ম্ম হয় না, এবং তাহার দক্ষিণ দিগে মৃন্ময় ও প্রস্তর নির্ম্মিত অনেক ক্ষুদ্র ২ দুর্গ সামান্য লোকের অধীনে আছে, ইহারা বল দ্বারা ভূমির কর গ্রহণ করে, এবং নুরাবাদের সান্নিধ্য আওরঙ্গজেবের কৃত এক বৃহৎ উদ্যানে মৃতগুনাবেগমের স্মরণার্থে এক প্রসিদ্ধ সমাজ নির্ম্মিত হয়, তাহাতে পারস্য অক্ষরাঙ্কিত ঐ বেগমের নাম ও তন্নিমিত্তে বিলাপ উক্তি আছে, আর ঐ শঙ্খ নদীর দক্ষিণ দিগে উত্তম রূপে নির্ম্মিত প্রস্তরের এক সেতু আছে, সে গোহদ হইতে ১৭ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম। ২৮৩॥

নুরি॥ সিন্ধু রাজ্যে ফলালী নদী তীরে ও হয়দরাবাদের ১৫ ক্রোশ দক্ষিণ দিগে নুরি নামক এক গ্রাম আছে, ইহার

দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগের গুনি নামক স্থানে গমন করিতে হইলে পথিক লোকেরা এই নুরি গ্রাম দিয়া লকপথবন্দরে ও কচ দেশীয় মহ্নাতে উপস্থিত হইয়া ফলালী নদী অতিক্রমন পূর্ব্বক গমন করে, অপর নুরি গ্রামের এক ক্রোশ দক্ষিণ দিগে সৈদপুরে ঐ ফলালী নদী ভাদ্র মাসে ৩০০ হস্ত প্রশস্তা হয়, ও তাহাতে দুই বাহু গভীর জল থাকে, ইহার তীরস্থ ভূমিতে কেবল বন ও অত্যল্প কৃষি কর্ম্ম হইয়া থাকে। ২৮৪ ॥

নেত্রবতী ॥ দক্ষিণ কর্ণাট রাজ্যে পশ্চিম ঘাট নামক পর্ব্বত হইতে নেত্রবতী নাম্নী এক ক্ষুদ্র নদী নির্গতা হইয়া পশ্চিম দিগে আড়কোলা ও বণ্টওয়ালা নগর দিয়া গমন করিয়াছে, জোয়ার সময়ে ইহার জল আড়কোলা নগর অপেক্ষা আর উত্তর দিগে গমন করে না। ২৮৫ ॥

নেপাল ॥ ভারতবর্ষের নানা বৃহৎ দেশের ন্যায় নেপাল নামে এক বৃহৎ দেশ আছে, উত্তর হিন্দুস্থানের তাবৎ স্থান ও আর ২ অনেক দেশ নেপাল দেশ ভুক্ত আছে, ইহার পূর্ব্ব দিগে তদ্দেশীয় স্বশ্চুখালি রাজার অধিকার, উত্তর পূর্ব্ব দিগে ধোয়ালকা ও লাস্তি দেশীয় নগর, দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে বঙ্গ দেশীয় দিনাজপুর, কোচবেহার, রঙ্গপুর, ও বিলাসপুর, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে নেপালীয়েরা শ্রীনগর অধিকার করিলে শতদ্রু নদী নেপাল রাজ্যের পশ্চিম সীমা হইয়া লাহোর দেশকে পৃথক্ করিয়াছে, নেপাল রাজ্যের প্রধান নগরের নাম গুড়ুখা, কৈরাত, মোরঙ্গ, মকওয়ানি, মকোয়ানপুর, নামজঙ্গ, তাইনম, চব্বিশরাজা, কাশী, পালপা ইস্মা, রোলপা, পিটেহু, দুকর, যেওলা, কেয়াইউক, আলমোরা ও শ্রীনগর, এবং এ

দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, নিয়ার, গিনওয়ার ও মহাজী ইত্যাদি যে সকল জাতি আছে, তাহার অধিকাংশ লোক পর্ব্বতে বাস করে, তম্মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয় জাতীয়েরা রাজ্য শাসনাদি করে, ও সৈন্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, অপর জাতিরা কৃষি কর্ম্ম ইত্যাদি করে, কিন্তু নিয়ার জাতিরাই এ রাজ্যের প্রায় তাবৎ স্থানে কৃষি কর্ম্ম করিয়া থাকে, ইহারা লাঙ্গল ব্যবহার না করিয়া কোন অস্ত্র বিশেষ দ্বারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, সে সকল ক্ষেত্রে ধান্য, গোধূম, কলায় ও উত্তম ফলফলাদি জন্মে, এবং কোন ২ ভূমিতে বৎসরমধ্যে দুই বার ধান্যোৎপন্ন হয়, এই নিয়ার জাতীয় স্ত্রী লোকেরা ভূমিতে শস্যাদির বীজ বপন করে, এবং তাহারা স্বেচ্ছানুসারে আরাসক্তা হইতে পারে, ও অল্পাপরাধে সেই উপপতিরদিগকে ত্যাগ করিয়া থাকে, এই নিয়ারদিগের রীতি আছে, যে তাহারা আপন ২ দেবতা সমীপে মহিষ বলিদান করিয়া তন্মাংস আপনারাই ভক্ষণ করে, নেপাল দেশে তাম্র ও উত্তম লৌহ জন্মে, আর এ স্থান হইতে যে স্বর্ণ বঙ্গদেশে প্রেরিত হয়, সে এখানকার উৎপন্ন নহে, কিন্তু এ রাজ্য দিয়া যে খাল গমন করিয়াছে, তাহার কোন স্থানে অতি সূক্ষ্ম স্বর্ণ কণা সঞ্চিত হয়, নেপালীয়েরা তিব্বত দেশস্থ লোকের নিকট হইতে সেই স্বর্ণ আনয়ন করে, পরন্তু যে পর্ব্বতের নামানুসারে এ দেশের নাম নেপাল হইয়াছে, সে পর্ব্বত অণ্ডাকার, এই নেপাল পর্ব্বত উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ প্রায় ১২ ক্রোশ ও প্রস্থে ৯ ক্রোশ এবং তাহার পরিসর ৫০ ক্রোশ হইবেক, এ পর্ব্বতে লবণ ও যবক্ষার জন্মে, নেপাল দেশের দক্ষিণ দিগে অত্যুচ্চ এক পর্ব্বত ও পূর্ব্ব পশ্চিম দিগে অনেক পর্ব্বত আছে, এবং উত্তর

দিগে শিবপুরী নামে যে এক বৃহৎ পর্ব্বত আছে, তথা হইতে বাঘমতী ও বিষ্ণুমতী নদী আরম্ভ হইয়া এ দেশের মধ্যে দিয়া গমন করিয়াছে, এই শিবপুরী ও জীবজীবিয়া নামে এক পর্ব্বত হিমালয়ের সহিত সংযুক্ত আছে, ঐ দুই পর্ব্বতে অহরহঃ শিশির পতিত হয়, এবং চন্দ্রগিরি পর্ব্বত হইতে নেপাল দেশের ভূমি ও গৃহাদি সকল নিবিড়রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে ইং ১৩২৩ বাং ৭৩০ শালে অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় রাম দেবের কুলোদ্ভব সমরগাজীর রাজা হর সিংহ নামক এক ব্যক্তি নেপাল দেশের সমুদয় স্থান অধিকার করিলে ইং ১৭৬৮ বাং ১১৭৫ শালের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তৎপরিবারস্থ লোকেরা রাজত্ব করিয়াছিল, পরে গুড়খা দেশের পৃথ্বীনারায়ণ রাজা কর্তৃক ঐ সূর্য্য বংশের শেষ রাজা রণজিৎমল পরাভব হইয়া বারাণসে পলায়ন করত তথা পরলোক প্রাপ্ত হইলেন, এবং ঐ পৃথ্বী নারায়ণ রাজা লোকান্তর গমন করিলে প্রতাপ সিংহ ও বাহাদুরশাহা নামে তাহার দুই পুত্রের জ্যেষ্ঠ ঐ প্রতাপ সিংহ উত্তরাধিকারী হইয়া নেপালের দক্ষিণ পশ্চিম দেশ জয় করত রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া ইং ১৭৭৫ বাং ১১৮২ শালে পরলোক প্রাপ্ত হইল, তৎকালীন এ রাজ্যের অধীন ৪৬ ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, এই নেপাল রাজ্যে ঐ মৃত প্রতাপ সিংহের বিবাহিতা স্ত্রী গর্ভজাত রণ বাহাদুর নামক পুত্র মাতৃকর্ত্রীত্বানুসারে উত্তরাধিকারী হইল, কিন্তু ইহার পিতৃব্য বাহাদুর শাহ যে তাবৎ অধিকার করিয়াছিল, ইং ১৭৬৯ বাং ১১৭৬ শালে বঙ্গদেশ হইতে কাপ্তেন লেক এক দল সৈন্য সমভিব্যাহারে গুড়খালি রাজার বিপক্ষে গমন করত নেপালের পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে

তথা পীড়িত হইয়া অধিক দূর গমনে অসমর্থ প্রযুক্ত যুদ্ধ স্থগিত ছিল। ২৮৬॥

নেরিঞ্জাপেটা॥ কৈম্বিটুর প্রদেশের উত্তর দিগে কাবেরী নদীর পশ্চিম তীরে নেরিঞ্জাপেটা নামক এক ক্ষুদ্র নগর আছে, ইহার নিকটস্থ পর্ব্বত মধ্যে অনেক কৃষ্ণবর্ণ ভল্লুক আছে তাহারা প্রায় কাহার অনিষ্ট করে না, কেবল বল্মীক কীট ও বনফল ভক্ষণ করিয়া থাকে, এ নগরে ঐ কাবেরী নদী জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাবধি বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়া ১৩ আষাঢ় পর্য্যন্ত বাড়িয়া ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত সমভাবে থাকে, এবং তাহার পর অবধি হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়া যদ্যপি মাঘ মাসে অত্যন্ত স্বল্পজলা হয়, তথাচ লোকেরা পদব্রজে পারাবার হইতে পারে না। ২৮৭॥

নেলোর॥ কর্ণাট রাজ্যে পানার নদীর দক্ষিণ দিগে ১০০০ সহস্র হস্তান্তর নেলোর অর্থাৎ নীলবর নামে এক নগর আছে, এ নগর ও অঙ্গল নগর হইতে যথেষ্ট লবণ স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, এই উভয় স্থান ও পালান দেশের পশ্চিমাংশ কর্ণাট হইতে বিভক্ত হইয়া মান্দ্রাজের অধীন হইয়াছে, ইং ১৭৫৭ বাং ১১৬৪ শালে কর্ণেল ফোর্ড সাহেবের অধিকার হইলে নেলোর নগর দীর্ঘে ২৪০০ হস্ত প্রস্থে ১২০০ হস্ত পরিমিত ছিল, এবং তাহার চতুর্দ্দিগস্থ মৃন্ময় প্রাচীরে প্রস্তরের এক বৃহৎ দ্বার ছিল, কিয়দ্দিবস পরে ঐ কর্ণেল ফোর্ড প্রধান যোদ্ধা হইয়াও এ স্থানের যুদ্ধে ক্ষান্ত হওয়াতে কর্ণাটের নবাবেরা অধিকারী হইয়া পুনর্ব্বার ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালের সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ডীয়দিগকে প্রত্যর্পণ করিল, ইং ১৭৮৭ বাং

১১৯৪ শালে এই নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে এক কৃষক আপন হলাগ্র ইষ্টকে বদ্ধ হওয়াতে সেই স্থান খনন করত এক দেবালয়ের প্রকাশ পাইল, এবং তন্মধ্যে রোমের অক্ষরাঙ্কিত ইং ২০০ শালীয় মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া সেই মুদ্রার অল্পাংশ বিক্রয় করিয়াছিল, এবং তাহার ৩০ মুদ্রা ইংলণ্ডীয়েরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে মুদ্রা অতি সুদৃশ্য ও উত্তম স্বর্ণ নির্ম্মিত। ২৮৮ ॥

নেহান ॥ দিল্লী রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব দিগের ও শ্রীনগরের নিকটদেশে নেহান নামক এক দেশ আছে, ইহার পূর্ব্ব দিগে যমুনা, এই নদী এখানে চৈত্র মাসে গঙ্গার ন্যায় প্রশস্তা হইয়া থাকে, এ দেশের তাবৎ স্থানে বন ও পর্ব্বত, তৎপ্রযুক্ত বোধ হয়, যে এ স্থানে কদাচ কৃষি কর্ম্ম হয় না, এবং এ স্থানাবধি বিলাসপুর পর্য্যন্ত যে উচ্চ পর্ব্বত আছে, তাহার ভগ্ন স্থান দিয়া পর্ব্বতের জল নিম্নে পতিত হইতেছে, অপর নেহান দেশে তদ্দেশীয় প্রধান প্রধান লোকের অধিকার ছিল, কিন্তু সিকজাতিরা ও নেপালের গুরখালীয়েরা বল দ্বারা অধিকার করিয়াছিল। ২৮৯ ॥

নৈঋত্তম ॥ তিব্বত দেশে নৈঋত্তম নামে এক বৃহৎ রাজ্য আছে, ইহার দক্ষিণ দিগস্থ হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী দ্বারা হিন্দুস্থানের ও ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত এ রাজ্য পৃথক হইয়াছে, এ স্থানে ঐ নদের নাম শাণপু, তথা অনেক তীর্থ পর্য্যটনকারী যোগিগণের প্রায় সমাগম হইয়া থাকে, আর নেপালীয় গুড়খালী রাজ্যের দক্ষিণ দিগ হইতে এ রাজ্যের যে স্থানে বাণিজ্য হয়, সেই স্থান পর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয়রা কখন গমন করেন নাই, অপর চিন দেশীয় বাদশাহের রাজ্যাধীন তিব্বত দেশের

ভাবস্নোকের ন্যায় নৈঋত্তমের লোকেরা ও বৌদ্ধ মতাবলম্বী ও লামাদিগের অধীন। ২৯০॥

পখলি॥ লাহোর রাজ্যের উত্তর দিগে এবং সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরে পখলি নামক এক দেশ আছে, ইহার দীর্ঘতা ৭০ ক্রোশ ও পুস্থতা ৫০ ক্রোশ হইবেক, এ দেশের উত্তর দিগে কিনোর নামক স্থান, দক্ষিণ দিগে জেহকর জাতির দেশ, পশ্চিম দিগে বারাণসী ও অটক দেশ, তৈমুরশাহ পখলি দেশে আপনার পুভুত্ব রক্ষার্থে এক দল সৈন্য রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তথা ঐ তৈমুর শাহের বংশীয়েরা অদ্যাপি বাস করিতেছে, কোন ২ সময়ে এ দেশে ও ইহার পর্ব্বতে অতিশয় হিম পতিত হয়, তন্নিমিত্তে এ স্থানে এতাদৃশ শীত যে নিদাঘকালে ও তাদৃশ গ্রীষ্ম বোধ হয় না, পখলি দেশে কৃষ্ণগঙ্গা, বেহৎ অর্থাৎ ইন্দ্রাণী ও সিন্ধু, এই তিন নদী আছে, এবং তথা যব ও নানাবিধ স্বাদুফল যথেষ্ট জন্মে, এ দেশের ভাষা অবিকল কাশ্মীরের ভাষার ন্যায়, আবুল ফজল আপন পুস্তকে লিখেন যে এ স্থানের রাজারা কাশ্মীরের রাজাকে কর পুদান করিতেন, পরন্তু কাশ্মীর দেশ হইতে পখলি দেশ দিয়া সিন্ধু দেশ পর্য্যন্ত যে এক পুসিদ্ধ পথ আছে পখলি দেশস্থ লোকের দস্যুবৃত্তি দ্বারা সে পথ অতিশয় ভয়াবহ হইয়াছে। ২৯১॥

পটনসোমনাথ॥ গুজরাটের দক্ষিণ পশ্চিম দিগে সমুদ্র তীরে পটন দেশ সম্বৃক্ত পটনসোমনাথ নামক এক নগর আছে, ইং ১০২৪ বাং ৪৩১ শালে গিজনির মহমুদ বাদশাহ এ নগর লুট করত ইহার এক পুধান দেবালয় ভগ্ন করিয়াছিল, ইদানীং উক্ত স্থান নাগর দেশস্থ রাজপুত জাতীয় রাজার

আপনারদিগের রাহুত্তোর দেশ সম্পৃক্ত রাজপুত জাতীয় সৈন্য গণের দ্বারা অধিকার করত সুরাষ্ট্র দেশে ইহার রাজধানী করিয়াছিল। ২৯২॥

পট্টালয়॥ দিল্লী রাজ্যে ও দিল্লী নগর হইতে ১৩২ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে পট্টালয় নামক এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে এ অতি বৃহন্নগর ছিল, ইদানীং তাহার অন্তঃপাতি কেবল সরহিন্দ প্রদেশের কিঞ্চিৎ উন্নতি আছে, এ নগরের যে দুর্গ সে মৃন্ময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও চতুষ্কোণ, তথা এক নৃপালয় আছে। ২৯৩॥

পড়া॥ বঙ্গদেশে মালদহের ১০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে রাজমহল সম্পৃক্ত পড়া নামক এক নগর আছে, ইং ১৩৫৩ সাং ৭৬০ শালে এ নগরে বঙ্গদেশের দ্বিতীয় বাদশাহ এলাইস খাঁর বসতি ও রাজধানী ছিল, কিছু দিবস পরে ফিরোজ বাদশাহ অধিকার করিল, যৎকালীন বঙ্গদেশীয় কংশ রাজা এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তখন এ নগর অতিশয় বৃহৎ ছিল, ও তন্মধ্যে অনেক শাস্ত্রানুশীলন হইত, ইং ১৩৯২ বাং ৭৯৯ শালে ঐ রাজা পরলোক গমন করিলে তাহার পুত্র যবনধর্ম্মা বলম্বন করত এ নগরের রাজধানী গৌড় রাজ্যে সংস্থাপন করিয়াছিল, ঐ রাজপুত্র কর্ত্তৃক গৌড় রাজ্যে যে২ কীর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে আদিনামস্ক নামক এক গৃহ ও প্রস্তর গ্রথিত এক পথ অদ্যাপি আছে। ২৯৪॥

পণ্ডিচেরি॥ কর্ণাটের সমুদ্র তীরে পণ্ডিচেরি নামক এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে এ স্থান মান্দরাজ অপেক্ষা উত্তম ছিল, এবং তথা অনেক ইউরোপীয় লোক বাস করিত, এ নগ

রের উৎপন্ন দ্রব্যাদির স্বল্পতা প্রযুক্ত কোন দ্রব্য বাণিজ্যার্থে স্থানা ন্তরে প্রেরিত হয় না, কিন্তু অন্যান্য স্থানের যথেষ্ট দ্রব্যাদি এ স্থানে আনীত হইয়া ক্রয় বিক্রয় হয়, এ স্থানে কেবল তাল ও চিন বৃক্ষ এবং ফলকন্দাদি যথেষ্ট জন্মে, ইং ১৬০১ বাং ১০০৮ শালে ফ্রান্স জাতিরা ভারতবর্ষে আগমন নিমিত্তে প্রথম যাত্রা করত সেইণ্ট মালুস নামক স্থান হইতে সিঙোর বারদালুর অধীনের দুই জাহাজ মালদিব উপদ্বীপে উপস্থিত হইবার প্রাক্‌কালে জলমগ্ন হইল, পশ্চাৎ ইং ১৬০৪ বাং ১০১১ শালে উক্ত জাতিরা চতুর্থ হেনেরি বাদশাহের নিকটে পঞ্চদশ বৎসরের জন্যে ভারত বর্ষে রাজ্য করণের সনন্দ প্রাপ্ত হইল, এবং ইং ১৬৭২ বাং ১০৭৯ শালে বিজয়পুরের বাদশাহের নিকটে উক্ত জাতীয় এম মারটীন কতিপয় খণ্ড ভূমি নুক্কা পণ্ডিচেরি গ্রাম ক্রয় করিল, ও এই স্থানে বাস করত ইহারদিগের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল যদ্যপি ইং ১৬৯৩ বাং ১১০০ শালে ওলন্দাজেরা অধিকার করিয়াছিল, তথাচ চারি বৎসর মধ্যে এ নগর ও ইহার দুর্গ ঐ ফ্রান্স জাতীয়দিগকে প্রত্যর্পণ করিতে হইল, তৎকালে এ স্থানের অতিশয় উন্নতি ছিল, ইং ১৭৪৮ বাং ১১৫৫ শালে এডমি রেল বস্‌কোএন ৩৭২০ ইংলণ্ডীয় সৈন্য ও ৩০০ টোপস এবং ২০০০ হিন্দু সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া পণ্ডিচেরি নগর আক্রমণ করিল, সেই যুদ্ধে ১০৬৫ জন ইংরাজ সৈন্যের প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল, তৎকালে নগরস্থ দুর্গ মধ্যে ফ্রান্সদিগের ১৮০০ ইংরাজ সৈন্য ও ৩০০০ হিন্দু সৈন্য ছিল, ইং ১৭৫৮ বাং ১১৬৫ শালে এম লালির অধীনে যথেষ্ট সৈন্য ফ্রান্স দেশ হইতে প্রেরিত হইয়া পণ্ডিচেরিতে আগমন পূর্ব্বক ইংলণ্ডীয়

লোকের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করণ পূর্ব্বক নগর বদ্ধ প্রাচীর ভগ্ন করত দুর্গ অধিকার করিল, কিন্তু ইং ১৭৬১ বাং ১১৬৮ শালে পুনর্ব্বার কলোনেল কুট এ নগর অধিকার করিয়া উত্তম রূপে বদ্ধ করিয়াছিলেন, ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে ইংলণ্ডীয়েরা উক্ত নগর ফ্রান্সদিগকে প্রত্যর্পণ করিল, কিন্তু ইং ১৭৭৮ বাং ১১৮৫ শালে পুনর্ব্বার সর হেকটর মনরোর অধীন সৈন্যেরা অনেক যুদ্ধ করিয়া এ স্থান প্রাপ্ত হইল. সেই যুদ্ধে ফ্রান্স জাতীয় এমং ভিং বেলিকুম্ব নামক এক ব্যক্তি যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শালে পুনর্ব্বার ফ্রান্স জাতীয়েরা অধিকার করিল, পরে ইং ১৭৯৩ বাং ১২০০ শালে ইংলণ্ডীয়েরা অধিকার করিয়া সন্ধি দ্বারা ফ্রান্সদিগকে প্রদান করিল, তৎকালে এ নগরে ১৫০০০ প্রজা ছিল ও ৪০০০০ টাকা রাজকর উৎপন্ন হইত, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে পুনর্ব্বার ইংলণ্ডীয়েরা অধিকার করিল, এবম্প্রকারে ফ্রান্স জাতিরা বারম্বার যুদ্ধ করত দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করিল তদবধি নগরের ও হ্রাস হইতে লাগিল, এই ফ্রান্স জাতির রাজ্যকালে ইহারদিগের শাসনানুসারে পণ্ডিচেরি নগরস্থ প্রজাদিগের অনেক ব্যবহারের বিনিময় হইয়াছিল, যেহেতুক উক্ত জাতিরা যাহাতে প্রজা সকল জাতি ভ্রষ্ট হয়, এমত কর্ম্মে অবিরত নিযুক্ত থাকিত। ২৯৫॥

পদ্নপুর॥ উত্তর সরকার মধ্যে রাজামন্দ্রি নামক স্থনের উত্তর পূর্ব্ব দিগে ২৫ ক্রোশান্তরে ঐ রাজামন্দ্রি সংযুক্ত পদ্মপুর নামক এক নগর আছে, ইহার নিকটস্থ নদী তীরে অপর্য্যাপ্ত ইক্ষু উৎপন্ন হওয়াতে যথেষ্ট শর্করা প্রস্তুত হয়, ইং

১৭৫৮ বাং ১১৬৫ শালে এই স্থানে ফ্রান্সজাতীয় ও ইংলণ্ডী য়েরা পরস্পর যুদ্ধ করত কলোনেল ফোর্ড কর্ত্তৃক ফ্রান্স জাতিরা পরাভূত হইয়াছিল। ২৯৬॥

পন্নগা ॥ উত্তর হিন্দুস্থানের ভূতান রাজ্যে পন্নগা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানের তাবৎ পর্ব্বত ভূতান দেশীয় পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ, উক্ত গ্রামস্থ লোকেরা বৃক্ষের পত্রাদি এক স্থানে রাশীকৃত করে, পরে কালক্রমে সে তাবৎ পল্লবাদি দূরিত হইয়া ক্ষেত্রে দিবার উপযুক্ত সার প্রস্তুত হয়। ২৯৭॥

পবনগড় ॥ গুজরাট দেশের মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজ্য মধ্যে চম্পানিয়ার হইতে কএক ক্রোশ অন্তরস্থ পর্ব্বত শ্রেণীতে পবনগড় নামক এক দুর্গ আছে, ঐ পর্ব্বত শ্রেণীর উচ্চতা প্রায় ১২০০ হস্ত হইবেক, এবং তাহার কোন দিগে গম্য পথ নাই, কেবল উত্তর দিগে পঞ্চ প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ এক পথ আছে, এমতে উক্ত দুর্গ যদ্যপি অতিশয় দুর্গম তথাচ ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে ইংলণ্ডীয়েরা যুদ্ধ করণ পূর্ব্বক অনায়াসে অধি কার করিয়াছে। ২৯৮॥

পলওয়াল ॥ আগরা প্রদেশে দিল্লীর ৩৬ ক্রোশ দক্ষিণ দিগে পলওয়াল নামক এক নগর আছে, আবুলফজল কর্ত্তৃক ব্যক্ত হইয়াছে, যে এ নগর আগরা প্রদেশের উত্তর সীমা, ও ইহার নিজ উত্তর দিগে দিল্লী রাজ্যের সীমা আরম্ভ হইয়াছে। ২৯৯॥

পলাসি ॥ দক্ষিণ কৈম্বিটুর দেশে পলাসি নামক এক নগর আছে, এ স্থানে এক ক্ষুদ্র দেবালয় ও প্রায় তিন শত গৃহ আছে, এবং ইহার নিকটস্থ যে এক ক্ষুদ্র দুর্গ সে শ্রীরঙ্গপাটম

হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ১২১ ক্রোশ অন্তর, এই পলাসি নগরের নিম্ন ভাগে যে ঝিল আছে, তাহার স্রোত মালাবার দেশের ও করোমেণ্ডলের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগ দিয়া গমন করিতেছে, ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে ইহার নিকটস্থ স্থানের মৃত্তিকাতে রোম দেশীয় অক্ষরে আগষ্টস ও টীবিরিয়স বাদশাহের নামাঙ্কিত যে কতিপয় দুই প্রকার স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায়, তদুভয়ের সমান মূল্য ও প্রত্যেক মুদ্রা ১৪ রত্তি পরিমিত। ৩০০॥

পাঘহাম॥ বৃক্ষরাজ্যে ইরাবতী নদীর পূর্ব্ব দিগে পাঘহাম নামে এক নগর আছে, এই স্থানের বাদশাহেরা পূর্ব্ব কালাবধি রাজত্ব করিতেছে ও তথা বহু সংখ্যক প্রাচীন দেব মন্দির ও তাহার এক মন্দিরে গৌতম ঋষির প্রতিমূর্ত্তি আছে, এবং ইহার প্রাচীন পাঘহাম স্থানে অতি পূর্ব্বকালীয় এক দুর্গের ভগ্ন চিহ্ন ও অনেক দেবালয় আছে, এবম্বিধ বহুল কীর্ত্তি দ্বারা সে নগর প্রখ্যাত হইয়াছে, বোধ হয়, যে আধুনিক ভাবাপেক্ষা পূর্ব্বকালে এ নগর অত্যন্ত বর্দ্ধিষ্ণু ছিল, এ স্থানের হট্টে তণ্ডুল, ও কলয় ও মৎস্য ও গৃহগোধিকা এবং শাক ও পলাণ্ডু প্রভৃতি যথেষ্ট দ্রব্য বিক্রয়ার্থে স্থানান্তর হইতে আনীত হয়, বৃক্ষ জাতিরা টীকটীকি জন্তুকে অতিশয় উপাদেয় খাদ্য জ্ঞান করে। ৩০১॥

পাচিটী॥ বঙ্গদেশে পাচিটী নামক এক স্থান আছে, ইদানীং সে স্থান রামগড় বীরভূমি ও বর্দ্ধমান ভুক্ত হইয়াছে, ইহার প্রধান নগর পাচিটী, রঘুনাথগঞ্জ ও জালদা, পূর্ব্বকালে এতাবন্নগরে রাজপুত জাতীয় নারায়ণ নামক এক ব্যক্তির অধিকার ছিল, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে মেজর রেনেল

পাঁচেটী, ছোট নাগপুর, পালামৌ, ও রামগড় প্রভৃতি স্থান পরিমাণ করিয়া ২৭৭৩২ ক্রোশ স্থির করিয়াছিলেন, ঐ তাবৎ স্থানের সাম্বৎসরিক রাজস্ব ১৬১২১৬ টাকা উৎপন্ন হইত, পাঁচেটীর জল ও বায়ু অতি মন্দ, কোন কালে এ স্থান বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমা ছিল। ৩০২॥

পাটনা॥ বাহার প্রদেশে গঙ্গার দক্ষিণ দিগে পাটনা নামক এক বৃহৎ রাজধানী নগর আছে, বর্ষাকালে এ স্থানের গঙ্গার ৫ ক্রোশ প্রাশস্ত্য হওয়াতে পরপার দৃষ্ট হয় না, এতন্নগরস্থ তাবৎ লোকের প্রায় অপক্ক গৃহ এবং যে অল্প সংখ্যক ইষ্টকালয় আছে, সে তাবৎ অপরিষ্কৃত থাকাতে শোভাহীন হইয়াছে, আর হিন্দুস্থানের রীত্যনুসারে নির্ম্মিত যে প্রাচীর ও দুর্গ দ্বারা এ নগর বদ্ধ ছিল, সে ও বহুকাল হইল ভগ্ন হইয়াছে, কিন্তু এ অতি ধনাঢ্য নগর ও তথা অনেক লোকের বসতি আছে, এবং এ নগরের লোক সংখ্যা প্রকৃত রূপে নিশ্চয় হয় নাই, অনুমান হয়, যে ১৫০০০০ সংখ্যকের ন্যূন হইবেক না, উক্ত নগরে নানা প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র ও লোমজ বস্ত্র ও চিত্রিত বস্ত্র ও কেনবিশ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, এবং এ স্থান হইতে যথেষ্ট শোরা কলিকাতায় ও অন্য ২ স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে, আর পাটনার যে স্থানে ইংলণ্ডীয়দিগের বাণিজ্যাগার ছিল, তথা দুই শত বন্ধি লোক অবস্থান করিত, ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে মিরকাসিমের অধীন জেরমেন জাতীয় এক ব্যক্তি তাহারদিগকে নষ্ট করিলে মেজর আদমের অধীন ইংলণ্ডীয় সৈন্যেরা অব্যাজে গমন করিয়া এ নগর অধিকার করিল, তৎকালাবধি ইংলণ্ডীয়দিগের অধীনে আছে, এ নগর কলিকাতা হইতে মোরসোদা

বাদ দিয়া গমনে ৪০০ ক্রোশ, বীরভূমি দিয়া গমনে ৩৪০ ক্রোশ, বারাণসী হইতে বক্সার দিয়া গমনে ১৫৫ ক্রোশ, এবং দিল্লি হইতে ৬৬১ ক্রোশ, আগরা হইতে ৫৪৪ ক্রোশ, লক্ষ্ণৌহইতে ৩১৬ ক্রোশ। ৩০৩॥

পাটান॥ গুজরাট দেশে রণ নামক স্থানের পূর্ব্ব দিগে পাটান নামক এক স্থান আছে, তথা বসতি অল্প, গুজরাট দেশীয় দস্যুরা এ স্থানে আগমন করিয়া প্রজাদিগের ধনাদি অপহরণ করে, আর এ স্থানের গুজরাট দেশীয় নেহারওয়ালা নামক প্রাচীন রাজধানী জবন জাতীয় বাদশাহ কর্ত্তৃক আহমদাবাদ নামে খ্যাত ছিল. কিন্তু তদ্দেশীয় আধুনিক লোকেরা পাটান নামে খ্যাত করিয়াছে, প্রায় ত্রিশবৎসর হইল, এ স্থানে রাধনপুরের নবাবের পিতা কমালদ্দিনের অধিকার ছিল, তিনি দামনাজী গুইকুয়ার নামক এক ব্যক্তির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এই স্থান ও ইহার অন্তঃপাতি তাবৎ গ্রামের অনধিকারী হইয়াছিল। ৩০৪।

পাটি॥ গুজরাট প্রদেশে পাটি নামক এক বৃহৎ রাজধানী নগর আছে, এ নগর যে তিন প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ ছিল, এইক্ষণে সে ভগ্ন হইয়া স্থানে ২ পতিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যবর্ত্তী প্রাচীর বেষ্টিত যে খাত সে অদ্যাপি আছে, শুষ্ককালেও তাহাতে জল অধিক থাকে, পূর্ব্বকালে এ স্থান বলবন্ত ও প্রসিদ্ধ ছিল, এবং গুজরাটের বৃত্তান্তে ইহার অনেক প্রশংসা আছে, এই পাটি নগরের উত্তর দিগে যে এক পুষ্করিণী আছে, তদ্দ্বারা সে দিগ দিয়া বিপক্ষ লোকের নগর প্রবেশ করণে প্রতিবন্ধক হইয়াছে, এবং তদ্দিগস্থ তাবৎ গ্রামে কৃষি কর্ম্ম উত্তম রূপ হয়,

এই নগরে প্রথমতঃ কাটীওয়ার দেশীয় গুজরু নামক স্থানের কোন স্বাধীন রাজার অধিকার হইয়াছিল, তৎপরে পেসওয়ার জাতীয়দিগের সহায়তা দ্বারা বর্ত্তমান অধিকারিরা এই নগর প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাবধি রাজ্য করিতেছে, ইহারা কুলবি জাতি এবং নগরস্থ প্রজা সকলে ও প্রায় রাজপুত ও কুলবি জাতি এই জাতিরা ধনুর্ব্বাণ ধারী ও ক্ষেত্র কর্ম্ম করে। ৩০৫ ॥

পাদং ॥ সুমাত্রা উপদ্বীপের পশ্চিম দিগে সমুদ্র তীরে ওলন্দাজদিগের বাস স্থান পাদং নামক এক নগর আছে, ইহার উত্তর দিগে যে সমুদ্র আছে, তাহার তীর হইতে এ নগর অতিশয় উচ্চ, পূর্ব্বকালে এই নগরে মরিচ, কর্পূর ও কুন্দুরু ইত্যাদি যথেষ্ট জন্মিত, কিন্তু বেঙ্কুলন স্থানে ইংলণ্ডীয়দিগের বসতি কালাবধি উল্লেখিত দ্রব্যাদি অল্প জন্মিতেছে, এ নগরের যথেষ্ট স্বর্ণ বাতাবিতে প্রেরিত হয়, এবং পূর্ব্বকালে এ নগরের নিকট যে এক কনকাকর ছিল, তাহার স্বর্ণ সঞ্চয় নিমিত্তে যে ব্যয় হইত সেই স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া তাহার তুল্য ধন প্রাপ্য হও য়াতে ওলন্দাজেরা তাহাতে ক্ষেত্র ভূমি করিল, ইং ১৬৪৯ বাং ১০৫৬ শালে ইংলণ্ডীয়েরা জাহাজ দ্বারা প্রথমত এ নগরে আগমন করেন, তৎকালে এ নগরে ওলন্দাজ জাতির বসতি ছিল না। ৩০৬ ॥

পানবেল ॥ বোম্বাই হইতে ২৭ ক্রোশ পূর্ব্ব দিগে আওরঙ্গাবাদ সংযুক্ত পানবেল নামক এক নগর আছে, আওরঙ্গ জেব বাদশাহের সিদ্দিস নামক সৈন্যেরা এ নগরের অন্তঃপাতি গ্রামে আগমন পূর্ব্বক ধান্য ক্ষেত্রে অগ্নি প্রদান করিত, এবং কখন ২ তাবৎ ধান্যাদি লইয়া প্রস্থান করিত, এই সকল

দৌরাত্ম্য নিবারণার্থে ইং ১৬৮২ বাং ১০৮৯ শালে মহারাষ্ট্রীয় শম্ভুজী এ নগরের সম্মুখে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এইক্ষণে তাহার চিহ্ন মাত্র আছে। ৩০৭॥

পানহা॥ শ্রীনগর প্রদেশে নেপাল রাজাধীন পানহা নামে এক নগর আছে, এই নগর এক পর্ব্বতের নিম্ন স্থান হইতে ৬৬ হস্ত উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত, ও ইহার ৬ ক্রোশ দক্ষিণ দিগে ধলপুরে শিশার ও তাম্রের খনি আছে, তাহার সাম্বৎসরিক কর ৪০০০ টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং তথাকার সমল ধাতুকে পরিষ্কার করণে ন্যূনাধিক দুই তিন সহস্র লোক তৎকর্ম্মে নিযুক্ত আছে, তদ্ভিন্ন উক্ত নগরের ৮ ক্রোশ উত্তর দিগে ঐ পর্ব্বতের নিকটস্থ নাগপুরে যে সকল তাম্রের আকর আছে, সে তাবৎ শ্রীনগর প্রদেশস্থ সকল আকর স্থান হইতে উত্তম; কিন্তু সে স্থান রাজধানী প্রযুক্ত এবং নেপালীয় গুড়খালি রাজার অনবধারণ নিমিত্তে ঐ আকর স্থানের যথাযোগ্য কর্ম্ম হয় না। ৩০৮॥

পানা॥ আলাহাবাদ প্রদেশে চাতরপুরের ৩০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণীতে রহতাস অবধি আজমেরের সীমাতীত স্থান পর্য্যন্ত পানা নামক এক নগর আছে, ঐ পর্ব্বত শ্রেণীস্থ কালিঞ্জর নামক স্থান হইতে পানা নগর ২০ ক্রোশ অন্তর, ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রসিদ্ধ হীরকের এক আকর স্থান আছে, আকবর সাহের রাজ্য কালীন তাহাতে আট নয় লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইত, এবং বন্দেল খণ্ডের ভূম্যধিকারিরা ঐ খনির রাজকর প্রদান করত হীরার বাণিজ্য করিত, ইং ১৭৫০ বাং ১১৫৭ শালে চতুর্দ্দাল রাজা ঐ হীরক

খনিতে ৪০০০০০ চারি লক্ষ টাকা বৎসরিক কর প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, উক্ত নগরে আলি বাহাদুর নামক মহারাষ্ট্রীয় এক ব্যক্তি শেষ রাজত্ব করিয়াছিল। ৩০৯॥

পানিপত ॥ দিল্লি প্রদেশে ও দিল্লি নগরের ৫০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে প্রায় ৪ ক্রোশ ব্যাপিয়া পানিপত নামে এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে ইহার চতুর্দ্দিগে যে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল এইক্ষণে স্থানে২ তাহার চিহ্ন মাত্র আছে, ও নগরাভ্যন্তরে কোন ফকিরের সাহসরিফউদ্দিন আবুআলি কলিন্দর নামক এক জাবনিক দেবালয় আছে, অন্য২ স্থান হইতে লবণ, সূত্রবস্ত্র, ও নানাবিধ শস্যাদি এ নগরে অনীত হইয়া থাকে, ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী তাবৎ গ্রামে চিনি প্রস্তুত হইয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হয় উক্ত নগরে দুইবার যাদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, হিন্দুস্থানের কোন স্থানে তদ্রূপ কদাচিৎ হইয়া থাকিবেক, ইং ১৫২৫ বাং ৯৩২ শালে এ নগরের প্রাথমিক যুদ্ধে সোলতান বাবরের সৈন্য গণের দ্বারা পাঠান জাতি এব্রেহেমলোদি বাদশাহ হত হই লেন, ও তাহার সৈন্যরা পলায়ন করিল, এই কালে লোদির বংশ ধ্বংস হইয়া মোগল জাতীয় তৈমুরের বংশোদ্ভবদিগের রাজ্যারম্ভ হইল, ইং ১৭৬১ বাং ১১৬৮ শালে দ্বিতীয় যুদ্ধে যবন জাতীয় সৈন্যের সহিত কাবোলের আহম্মদ শাহ আব দালি বাদশাহের অধীন মহারাষ্ট্রীয় সদাশিব ভৌয়ের যুদ্ধারম্ভ হইয়া সেই বৎসরের সংগ্রাম স্থগিত হইলে জবনদিগের পক্ষে কিঞ্চিৎ শুভিতা বিবেচিত হইয়াছিল, পশ্চাৎ জবনেরা তাম্মুস্থ মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদিগের খাদ্য দ্রব্যাদির বিষয়ে প্রতিবন্ধকাচরণ করিলে তাহারা পুনর্ব্বার সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হইয়া প্রাতঃকালা

বধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করত পেসওয়ার জাতীয় ১৭ বৎসর বয়স্ক বিশ্বাস রাও নামক এক যুবারাজ্ঞ জীবুাঘাত দ্বারা মুমূর্ষু প্রায় হওয়াতে মহারাষ্ট্রীয়রা দিগ্বিদিগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল, তৎকালীন তাহারা পুরুষ, স্ত্রী, শিশু প্রভৃতি সমুদয়েতে প্রায় ৫০০০০০ লক্ষ লোক ছিল, ঐ জয় বিশিষ্ট যবন সকল রণ পরাঙমুখ ব্যক্তিদিগের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া সেই নগরে অধিকাংশ লোকের প্রাণ নষ্ট করিল, এবং প্রায় ৪০০০০ হাজার লোককে স্বদেশে লইয়া গিয়া নষ্ট করিল, ও যাহারা রণস্থল হইতে শত্রু হস্তোত্তীর্ণ হইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা ও অন্যান্য ভূম্যধিকারি কর্ত্তৃক হত হইল। ৩১০ ॥

পারকর ॥ হিন্দুস্থান মধ্যে পারকর নামে এক ক্ষুদ্র দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে বালুকাভূমি, দক্ষিণ দিগে কচ দেশ, পূর্ব্ব দিগে গুজরাট দেশ, এবং পশ্চিম দিগে সিন্ধিয়ার প্রদেশ এই দেশে ইউরোপীয়দিগের কদাচিৎ গমন হয়, তদ্দেশীয় লোকেরা ব্যক্ত করে, যে তথা প্রায় বালুকাময় ও পর্ব্বতীয় ভূমি এবং অতিশয় জল কষ্টতা আছে, এইস্থান অশেষ প্রকারে গুজরাটের হাদিয়র স্থানের ন্যায় বোধ হয়, এই পারকর দেশে কৃষি কর্ম্ম নিমিত্তে পুষ্করিণী ও কূপ জল ব্যবহার হইয়া থাকে, এ দেশের অধীন অনেক গ্রাম আছে, তাহার রাজধানীর নাম পারিনা নগর কিন্তু সচরাচর নগর বলিয়া ব্যক্ত আছে, তথা যে ত্রিশ ঘর সোদা রাজপুত জাতীয় লোকেরা বাস করে, তাহারদিগের মহোপদ্রবে ত্রাসিত হইয়া প্রাচীন বাসেন্দারা অন্যান্য স্থানে গমন করত নিরুদ্বেগে বসতি করিয়াছে, এ নগর বদ্ধ নহে, অতএব কোন শত্রু দল উপস্থিত হইলে লোকেরা ইহার নিকট

বর্ত্তী কালিঞ্জর পর্ব্বতে গিয়া বাস করে, সে পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ ও অনেক দূর হইতে দৃষ্ট হয়, এবং তথা গমন নিমিত্তে এতাদৃশ এক গুহ্য পথ আছে, যে বিজ্ঞাত লোক ভিন্ন অন্য কেহ কোন মতে সে পর্ব্বতারূঢ় হইতে প্যারে না, পারকর দেশের প্রধান অধ্যক্ষের নাম পুঞ্জাজী, এই ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রস্তর ময় এক দেবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তদ্দ্বারা যথেষ্ট রাজকর উৎপন্ন হয়, এই মূর্ত্তি প্রায় দুই হস্ত পরিমিত এবং বঙ্গদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। ৩১১॥

পারনেলা ॥ বিজয়পুর প্রদেশে পারনেলা নামে এক নগর আছে, এ নগর মহারাষ্ট্র দেশের তাবৎ স্থান অপেক্ষা আরোগ্য দায়ক, ইং ১৭০১ বাং ১১০৮ শালে ইংলণ্ডীয় লোক কর্ত্তৃক সর উইলেম নরিস এই নগরে বাণিজ্য করণের অনুমতি গ্রহণ নিমিত্তে আওরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট দূতরূপে প্রেরিত হইয়া উক্ত বাদশাহের সৈন্যাগারে আগমন পূর্ব্বক বাস করত, কার্য্য সাধন নিমিত্তে বিবিধ সন্ধান করিয়া ও ফলোৎপাদন না হওয়াতে বিষণ্ণ হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন, তদ্বিষয়ে ইংলণ্ডীয়দিগের ৬৪০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তৎকালে ঐ বাদশাহ এই পারনেলা নগরে বাস করিতেন। ৩১২॥

পারসনাথ ॥ বাহার ও বঙ্গদেশের মধ্যস্থ পর্ব্বতোপরি পারসনাথ নামে এক দেবমূর্ত্তি আছে, মেজর রেনেলসাহেব আপন দেশ নিরূপণ পত্রে এই পর্ব্বতকে সামেত সিচারা নামে ব্যক্ত করেন, এ স্থানে নানা দূর দেশীয় তীর্থ প্রদর্শকেরা আগমন করে, জেন জাতীয় লোকেরা এই মূর্ত্তিকে ত্রয়োবিংশতি অবতার কহে ও অতিশয় মান্য করে, কারণ তিনি এই জাতির সৃজন

করিয়াছিলেন, এই পারসনাথ বারাণসীর অন্তঃপাতি কোন স্থানে প্রথম অবতীর্ণ হইয়া ১০০ বৎসর গত হইলে সাম্য পর্ব্বতোপরি দেহ ত্যাগ করেন। ৩১৩॥

পারাগ্রাম॥ উত্তর হিন্দুস্থানে ভুটান প্রদেশের রাজধানী পারাগ্রাম নামে এক নগর আছে, এ স্থান তিব্বত দেশের সীমা অবধি আরম্ভ হইয়া বঙ্গদেশের সীমাতে তাহার দৈর্ঘ্য শেষ হইয়াছে, এবং লক্ষ্মী দ্বার নামক পর্ব্বতের নিম্নস্থ তাবৎ স্থান এ নগর ভুক্ত আছে, এই স্থানে দেবমূর্ত্তি ও নানাবিধ অস্ত্র ও তীরের ফলা অতিশয় প্রসিদ্ধ নির্ম্মিত হয়। ৩১৪॥

পালপা॥ উত্তর হিন্দুস্থানে নেপালের গুরখালির রাজ্যাধীন পালপা নামে এক ক্ষুদ্র দেশ এবং তাহার প্রধান নগর ও তন্নামে প্রসিদ্ধ আছে, ইহার দক্ষিণ দিগস্থ এক বৃহৎ হিজুবন দ্বারা এ দেশ অযোধ্যা হইতে পৃথক হইয়াছে, এবং যে পর্ব্বত শ্রেণীর নিম্ন ভাগে এ দেশ স্থাপিত আছে, সে পর্ব্বতে এ দেশের ও ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রামের সম্পত্তি এমত ধাতু আছে, এ স্থানের প্রধান নদী গণ্ডকী। ৩১৫॥

পাল্লানাথ॥ উত্তর সরকারের গণ্টুর দেশের পশ্চিমে কৃষ্ণানদীর নিকট পাল্লানাথ নামে এক দেশ আছে, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে এ দেশ কর্ণাটের নবাব দ্বারা ইংলণ্ডীয়দিগকে প্রদত্ত হইয়া গণ্টুর দেশ ভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কর্ণাট রাজ্যান্তর্গত ছিল, ইহার প্রধান নগর মাচরলা, তাইমোরীকোটা, ও করমকুণ্ডা, উক্ত দেশের রাজস্ব বিষয়ে কিছু স্থৈর্য্য নাই। ৩১৬॥

পালামৌ॥ বাহার দেশে পালমৌ নামক এক দেশ ও এক নগর আছে, এ দেশ প্রায় পর্ব্বত ও বনেতে আবৃত

ইহার উত্তর দিগে রহতাশ দেশ, পশ্চিম দিগে গণ্ডওয়ানা রাজ্যের নানাগ্রাম, পূর্ব্ব দিগে বামগড়, ইহার আর এক প্রধান নগরের নাম জয়নগর এ দেশে যথেষ্ট লৌহ জন্মে, এবং তথা কোন বৃহৎ নদী নাই কিন্তু খাড়ি আছে। ৩১৭॥

পালার॥ মহীসুর দেশে নন্দি দুর্গ স্থানের পর্ব্বত মধ্যে ও পোনার নদীর নিকটে পালার নামে এক নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, এ নদী মহীসুর ও কর্ণাট দেশ দিয়া গমন পূর্ব্বক সাদ্রা নামক স্থানের নিকট সমুদ্রে পতিতা হইতেছে, ইহার দীর্ঘতা সর্ব্ব শুদ্ধা ১২০ ক্রোশ হইবেক। ৩১৮॥

পালিঘাট॥ মালাবার প্রদেশে শ্রীরঙ্গ পত্তন হইতে ১১০ ক্রোশ দক্ষিণ দিগে পালিঘাট নামক এক নগর আছে, হায়দর বাদশাহের মালাবার দেশ জয় করণ কালীন এ নগরের দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই দুর্গের চতুর্দ্দিগে নানা হট্ট ও গ্রাম এবং বহু সংখ্যক বসতি আছে, কিন্তু সে ভারতের বিশৃঙ্খলতা প্রযুক্ত ইহাকে প্রায় নগর বোধ হয় না, এ নগরের কিয়দংশে নিবিড় বন আছে, তথা লোকালয় নাই, এবং সেই বন দিয়া পানিয়ানি নদীর নানা শাখা গমন করিয়াছে, বর্ষাকালে সেই সকল শাখা দিয়া এতাদৃশ বৃহৎ কাষ্ঠ সমুদ্রে আনীত হয়, যে হস্তী গণ দ্বারা সেই কাষ্ঠ জল হইতে উদ্ধার করাইতে হয়, ইং ১৭৯২ বাং ৬৯৯ শালের সন্ধিদ্বারা টীপু শাহ পালিঘাট নগর ইংলণ্ডীয়দিগকে প্রদান করে তৎকালে ৩৫২০০০ মুদ্রা ইহার উপস্বত্ব ছিল। ৩১৯॥

পাহরি॥ তিব্বত দেশের দক্ষিণাংশে ও ভুতানের সীমার নিকট প্রস্তর নির্ম্মিত পাহরি নামক এক দুর্গ আছে,

তাহার নামান্তরদ্বয় পারিজঙ্গ ও পারিসদঙ্গ, ইহার গঠন সুদৃশ্য নহে, কিন্তু অতিশয় প্রসিদ্ধ, এবং ইহার উত্তর পশ্চিম দিগে বৃহৎ উপনগর, দক্ষিণ দিগে প্রসিদ্ধ এক জলাশয় আছে, উক্ত দুর্গে পাহরিলামা নামে এক ব্যক্তি বসতি করেন, তিনি এ স্থানে সামান্য রূপে গণ্য অর্থাৎ এক দেবালয়ের অধ্যক্ষ এবং কোন পর্ব্বতস্থ কতিপয় স্থানের ও বনের অধিপতি, শীতকালে সেই বন মধ্যে দীর্ঘ লোমস বন্য গো সমূহের সমাগম হয়, তাহার দিগের লাঙ্গূলে ও অতিশয় লোম হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন এই বনে কালসার যথেষ্ট দৃষ্ট হয়, অপর পাহরি দুর্গে এবং চুমুলারি পর্ব্বতে ক্রমাগত শিশির পতিত হওয়াতে অতিশয় শীত বোধ হয়, তন্নিমিত্তে এই দুর্গের নিকটস্থ গ্রামে গোধূম পক্ব হয় না, তথাচ পশ্বাদির আহারের নিমিত্তে তথাকার লোকেরা তাহার চাস করিয়া থাকে, ঐ চুমুলারি পর্ব্বত বঙ্গ দেশীয় রাজমহল ও পূর্ণিয়া হইতে দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে, ইহার গঠন অতিশয় সুদৃশ্য, এবং উক্ত দুর্গের নিকটস্থ পর্ব্বতে ও তাবৎ ক্ষেত্র ভূমিতে হরিণ কালসার, খরগোস, ও যাহার লোম দ্বারা শাল বস্ত্র প্রস্তুত হয় সেই ছাগ, এবং গো সকল ও নানা প্রকার পক্ষী আগমন করে, কিন্তু কথিত আছে, যে এ স্থানে হিমের আতিশয্য হেতুক উক্ত পশু পক্ষী সকল অনাবৃত স্থানে থাকিলে অবশ্যই নষ্ট হয়, ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে চিন দেশীয় লোকেরা তিব্বত দেশের দক্ষিণাংশে ভূতান রাজ্যের নিকটে এক সৈন্যাগার স্থাপিত করাতে বঙ্গদেশীয় লোকের সহিত এই দুর্গের উত্তর রাজ্যের যে বাণিজ্য ছিল, সে বন্ধ হইয়াছিল। ৩২০ ॥

পিরোত্তম ॥ কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে ও হয়দরাবাদের ৭৪ ক্রোশ দক্ষিণে এক বনময় দেশ মধ্যে পিরোত্তম নামে এক গ্রাম আছে, তথা প্রায় চূনশুয়ার জাতীয়েরা বাস করে, ইহার নিকটস্থ যে পর্ব্বত সে কৃষ্ণ বর্ণ কিন্তু তাহাতে রক্ত বর্ণের ও ইষদাভা দৃষ্ট হয়, এই পর্ব্বতে পূর্ব্বকালে যে হীরক উৎপন্ন হইত, সে কদাচিৎ প্রাপ্য ও তাহার আসাদনে অধিক পরিশ্রম অপেক্ষা করে, তন্নিমিত্তে বহুকাল হইল, এ কর্ম্মরহিত হইয়াছে, এ স্থানের এক দেবালয়ে মেলিকারজী নামক এক দেবতা স্থাপিত আছে, তথাকার লোকেরা ঐ দেবালয়ের স্থান বিশেষে এক খান চতুষ্কোণ বৃহৎ পিত্তল সংস্থাপন করিয়াছে, তাহার আভা ঐ দেবতায় সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহাকে তেজোময় দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ তিনি এক লিঙ্গ ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন, এ স্থানে তীর্থ যাত্রি দ্বারা যে উপস্বত্ব উৎপন্ন হয়, তাহা এ দেবালয়স্থ এক অধ্যক্ষ দ্বারা সংগ্রহ হইয়া থাকে, উক্ত দেবতা ভিন্ন এ গ্রামে বুক্ষারম্ভ সংজ্ঞক প্রভৃতি নানা দেবমূর্ত্তি আছে। ৩২১ ॥

পিলিবিত ॥ দিল্লী প্রদেশে বরেলি নামক স্থানের ৩৩ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে ঐ বরেলি সংযুক্ত পিলিবিত নামক এক নগর আছে, এ স্থানে রোহিলা দিগের রাজ্যকালে যথেষ্ট বাণিজ্য হইত, এবং হাফেজ রহমত কর্ত্তৃক ৪ ক্রোশ পরিসর এক পুরী নির্ম্মিত হওয়াতে এ নগরের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, আল্মোরার পর্ব্বত হইতে এ স্থানে সোহাগা, আলকাতরা, মোম, মধু এবং গাছড়া ইত্যাদি আনীত হয়, অযোধ্যার নবাব কর্ত্তৃক এ নগর অধিকৃত হইলে, ইহার বাণিজ্যের হ্রাস হইয়াছিল, কিন্তু ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হওয়াতে পুনর্ব্বার উন্নতি হইয়াছে। ৩২২ ॥

পুণ্য ॥ বিজয়পুর প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় পেসওয়ার পুণ্য নামে এক রাজধানী নগর আছে, এ নগর ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণীর ৩০ ক্রোশ পূর্ব্ব দিগে ও বোম্বাই হইতে ১০০ ক্রোশ এবং সমুদ্র তীর হইতে ৭৫ ক্রোশ অন্তর হইবেক, পুণ্য নগরের নামের যাদৃশ গৌরব বস্তুত তদ্রূপ নহে, কেননা ইহার ব্যাস ২ ক্রোশ এবং পারিপাট্য রূপে স্থাপিত নহে, ও অনাবৃত স্থান অর্থাৎ কোন প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ নাই, এ স্থানে কাষ্ঠ নির্ম্মিত বৃহৎ২ অনেক গৃহ আছে, কিন্তু ইষ্টকালয় সকল অতিশয় অনুত্তম যেহেতু বৃষ্টিপাত দ্বারা তাহার চূর্ণকাদি ক্ষলিত হইয়া পড়ে কিন্তু তথা যে হট্ট আছে, তাহাতে তাবৎ দ্রব্যাদি সুলভ, এ নগরের প্রাচীন রাজপুরী অতিশয় উচ্চ ও প্রশস্ত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, সেই প্রাচীরে চারি মন্দির আছে, কিন্তু গমনাগমনের নিমিত্তে এক পথ ভিন্ন পথান্তর নাই, উক্ত পুরীতে পেসওয়ার মাতা স্বপরিবারে বাস করেন, তদ্ভিন্ন নগরের মধ্যে তাহার আর এক বাস স্থান আছে, পার্ব্বতী পর্ব্বত হইতে ঐ নগর ও ইহার উদ্যান ও ভূম্যাদি এবং সঙ্গম নামক স্থানের ইংলণ্ডীয়দিগের সৈন্যাগার দৃষ্ট হয়, আর এই পর্ব্বতের নিম্ন ভাগে প্রাচীর বেষ্টিত এক প্রশস্ত চতুষ্কোণ স্থান আছে, পেসওয়ার রাজা প্রতি বৎসর বর্ষকালে সেই স্থানে ব্রাহ্মণ ভোজন করান, এই পুণ্য নগরে মুতানদী মুলানদীর সহিত একত্র হইয়া বিশেষ২ অন্তরে ভীমা ও কৃষ্ণা নদীতে যুক্তা হইয়াছেন, বর্ষাকালে ঐ নদী দিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমাবধি ৭৫ ক্রোশ অন্তর বঙ্গ দেশের মহনাতে নৌকা গমন করিতে পারে, অপর পুণ্য নগর যেমত বৃহৎ তদ্রূপ তাহাতে লোকের বাহুল্য নাই, কিন্তু এক লক্ষের অধিক হইবেক, পূর্ব্বকালে দশহরা পূজার সময়ে মহা

রাষ্ট্রীর ভাগ্যবান লোকেরা বিস্তর মনুষ্য সমভিব্যাহারে এই নগরে সমাগত হইয়া উৎসব করণান্তর ধনাপহরণ নিমিত্তে নিকটবর্ত্তী সকল গ্রামে গমন করিত, তৎকালে তাহারা শত্রু মিত্র বিশেষ জ্ঞান না করিয়া ধনাদি গ্রহণে প্রবর্ত্ত হইত, পুণ্য নগর হয়দরাবাদ হইতে ৩৮৭ ক্রোশ, উজ্জয়িনী হইতে ৪৪২ ক্রোশ, নাগপুর হইতে ৪৮৬ ক্রোশ, দিল্লী হইতে ৯১৩ ক্রোশ, কলিকাতা হইতে নাগপুরে দিয়া গমনে ১১০৮ ক্রোশ অন্তর। ৩২৩॥

পুনাখা॥ উত্তর হিন্দুস্থানের ভূতান রাজ্যে চাঙ্গু নদীর পূর্ব্ব দিগে পুনাখা নামে এক নগর আছে, এ স্থান ভূতান রাজ্যের তাবৎ স্থান অপেক্ষা উত্তম, তৎপ্রযুক্ত দক্ষিণ দেশীয় নানাবিধ বৃক্ষ আনীত হইয়া অর্জ্জিত হয়, এ নগরে দেব রাজার বসতি আছে। ৩২৪॥

পুন্দরপুর॥ বিজয়পুর প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় দেশের বিমলা নদীর উত্তর তীরে ও পুণ্য নগরের ৮৬ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে পুন্দরপুর নামে এক নগর আছে, এ বৃহৎ নগর নহে, কিন্তু সমান ভূমির উপরে উত্তম রূপে স্থাপিত, ইহার পথ প্রশস্ত এবং তাবৎ ভাগ্যবান মহারাষ্ট্রীয়দিগের উত্তম ২ গৃহ দ্বারা এ নগরের শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে, তন্মধ্যে পেসওয়ার ও তকোজী হুলকরের গৃহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তদ্ভিন্ন নানাফরনাবেসির, রাস্তিয়ার, পরুষরাম ভৌএর ও সিন্ধিয়ার ও তাহার মাতার এবং অন্য ২ লোকের বিস্তর প্রধান ২ গৃহ আছে, এ নগরের প্রধান হট্টে স্বদেশীয় শস্য ও বস্ত্রাদি এবং ইউরোপীয় নানাবিধ দ্রব্য প্রাপ্য হয়, পূর্ব্বকালা বধি এ স্থানে এক বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, এবং ইহার দক্ষিণ দিগে উত্তম বন ও এক জলাশয় আছে। ৩২৫॥

পুরবন্দর ॥ গুজরাটের প্রায়দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে পুরবন্দর নামে এক নগর আছে, এ স্থানে পোৎ প্রস্তুত করণার্থে বৃহৎ গৃহ আছে, ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে উক্ত নগরের রানা সরনজী ও কোঁএর হালাজীর সহিত বোম্বাই অধিপতির সন্ধি হওয়াতে এই স্থির হইয়াছিল, যে এই উভয় স্থানের লোকদিগের পরস্পর বাণিজ্য হইবেক, তাহাতে কাহার উপর কেহ দুষ্টাচরণ করিবেন না। ৩২৬ ॥

পুষ্কর ॥ আজমিয়ার প্রদেশে ও আজমিয়ার নগর হইতে ৪ ক্রোশ অন্তর পুষ্কর জলাশয় নামে এক প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে, তাহার নামানুসারে তৎতীরস্থ নগরের নাম ও পুষ্কর হইয়াছে, এ নগরে ঐ পুষ্কর তীর্থের নিকট এক ক্ষুদ্র সুগঠিত প্রাচীন মন্দিরে মনুষ্যের ন্যায় দীর্ঘকায় এবং চতুরানন বিশিষ্ট যোগাসনোপবেশিত ব্রহ্মার এক প্রতিমূর্ত্তি আছে, তদ্ভিন্ন সেই স্থানে নানা দিগ্‌দেশীয় রাজাগণ কর্তৃক অনেক ক্ষুদ্র ২ দেবালয় স্থাপিত হইয়াছে, এবং শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয়াবতারের মূর্ত্তি যে এক সর্ব্বোচ্চ প্রধান মন্দিরে স্থাপিত ছিল, সেই মন্দির আওরঙ্গজেব বাদশাহ কর্তৃক ধ্বস্ত হইয়া এইক্ষণে তাহার চিহ্ন মাত্র দৃষ্ট হয়, এই পুষ্কর নগর দুই খণ্ডে বিভক্ত সে উভয় খণ্ডে ৭০০ ঘর ব্রাহ্মণ বাস করেন, এ স্থানে আকবর বাদশাহের শিক্ষক বায়রাম খাঁ কর্তৃক এক জাবনিক দেবালয় স্থাপিত আছে, তাহার নির্ম্মাণার্থে যত প্রস্তরের আবশ্যক হইয়াছিল, সে তাবৎ প্রায় সাত ক্রোশ অন্তরস্থ এক খনি হইতে খনন করিয়া আনীত হইয়াছে। ৩২৭ ॥

পূর্ণিয়া ॥ বঙ্গদেশে এক বৃহৎ দেশ ও তাহার এক প্রধান নগর পূর্ণিয়া নামে ব্যক্ত আছে, ইহার উত্তর দিগে নেপালীয় মোড়ং পর্ব্বত, দক্ষিণ দিগে মুঙ্গের ও রাজমহল, পূর্ব্ব দিগে

দিনাজপুর, পশ্চিম দিগে ত্রিহুত ও ভাগলপুর, আবুল ফজল ঐ পূর্ণিয়া দেশের নাম সেরপুর ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার পরিসর ৫১১৯ ক্রোশ, এই দেশের তাবৎ ভূমি উর্ব্বরা ও নিম্ন এবং সর্ব্বত্র জল সেচনের উত্তম সুভিতা আছে, তৎপুযুক্ত ধান্য, সর্ষপ, কলয়, গোধূম পুভৃতি শস্য ও নানাবিধ ফলমূলাদি জন্মে, তদ্ভিন্ন এ দেশ জাত আফিম, সোরা, গোঘৃত ও মহিষ ঘৃত যথেষ্ট স্থানান্তরে পেুরিত হয়, এ স্থানে উত্তম২ বলদ জন্মে, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে উক্ত দেশে ১৪৫০০০ পুজা সংখ্যা করা গিয়াছিল, তন্মধ্যে সাত অংশ জবন ও দশ অংশ হিন্দু, এ স্থানে মহানদ নামে এক পুধান নদ ও কোশা নাম্নী এক নদী আছে, আর পূর্ণিয়া ভিন্ন এ দেশের অন্য এক পুধান নগর তাজিপুর, জাফের শুজার ও আলিবরদী খাঁর রাজত্বের পর সেইফ খাঁ এ দেশের পুধান শাসনকর্ত্তা হইয়া ইং ১৭৫২ বাং ১১৫৯ শালে লোকান্তর গমন করিলেন, এই ব্যক্তি ইং ১৭৩২ বাং ১১৩৯ শালে বাহার দেশের দিগে কোশা নদীর অতীত স্থান এবং মোড়ং পর্ব্বতের নিকটস্থ অধিকাংশ গ্রাম জয় করিয়া এ দেশ ভুক্ত করিয়াছিলেন, ইহার উত্তরাধিকারী সৌলত জঙ্গের মৃত্যু হইলে সৌকত জঙ্গ বল দ্বারা এ দেশ গ্রহণ করিল, ইহার নামান্তর খাদেস হোসেন খাঁ, ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে বঙ্গদেশীয় বর্ত্তমান নবাব কাশেমআলি খাঁ কর্ত্তৃক ঐ বলাৎকারি ব্যক্তি শাসিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল। ৩২৮॥

পেগু॥ বর্ম্মাদিগের রাজত্বাধীন পেগু নামে এক নগর আছে, ইহার নামান্তর বগু, এ স্থানের যে পুাচীন পেগু নগর সে ইদানীং দুরবস্থা পুাপ্ত হইয়াছে, ইং ১৫৭৪ বাং ৯৮১ শালে বর্ম্মাদেশীয় আলমপ্রা রাজা হইয়া নগরস্থ দেবালয় ব্যতি

রেকে তাবদ্গৃহাদি ভগ্ন করত, প্রজাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিল, তৎকালে উক্ত নগর বাসী ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও রাজকর্ম্মকারী এবং দুঃখী লোক সকল ঐ বাদশাহের মহোপদ্রবে ক্লিষ্ট হইয়া তঙ্গ ও মার তাহান ও তানোমিরন দেশে পলায়ন করিয়াছিল. কিন্তু বর্ত্ত মান রাজা মিন্দুরাজী প্রায় ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে সেই সকল পলায়িত প্রজাদিগকে স্বদেশে আনিয়া উত্তমাবাস স্থান প্রদান করিলেন, ও অনেকের গৃহাদি স্বীয়ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, এই প্রজারা যে স্থানে বসতি করিল, তাহার নাম নূতন পেগু নগর হইল, এই নূতন নগর রাঙ্গুন হইতে ৯০ ক্রোশ অন্তর এবং তাহাতে ৭০০০ হাজার প্রজা আছে, এই নগরের তাবৎ পথ প্রশস্ত ও প্রাচীন পেগুর ভগ্ন গৃহাদির ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত, এবং নগরস্থ তাবৎ লোকের গৃহ কাষ্ঠ ও বংশাদিদ্বারা নির্ম্মিত, সুতরাং অগ্নিদাহের আশঙ্কাতে প্রত্যেক গৃহের নিকট একটা উচ্চ বাঁশ আছে. সেই বাঁশে বদ্ধ এক গাছ লৌহ শৃঙ্খল গৃহের সহিত এতাদৃশ রূপে যুক্ত থাকে, যে তাহা আকৃষ্ট হইবা মাত্র সেই গৃহ পতিত হয়, তাহাতে অনায়াসেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারা যায়, দ্বিতীয়তঃ অগ্নি নির্ব্বাণ নিমিত্তে কতিপয় লোক নিরন্তর প্রস্তুত আছে, তাহারা রাত্রিযোগে ও সর্ব্বত্র অবলোকন করত ভ্রমণ করে, উক্ত নগরস্থ সুমেদুর মন্দির অতি সুদৃশ্য ও ২৪০ হস্ত ঊর্দ্ধ, তথাকার ব্রাহ্মণেরা কহে যে এ মন্দির ২৩০০ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে, এই নগরের অনেক বিগ্রহ অমরাপুরের নিকটস্থ স্থানের পাষাণ দ্বারা সংগঠিত এবং স্বর্ণ রৌপ্য ও দারুময় অনেক বিগ্রহ ও আছে, এই নূতন পেগুর চতুর্দ্দিগস্থ গ্রামে কৃষি কর্ম্ম অল্প হয়, এবং লোকেরা বহুবিধ পশ্বাদি প্রতি পালন করে কিন্তু দুগ্ধ কিম্বা মাংস পানাহার করে না, কর

মেওলে যে প্রকার গাভী জন্মে, তদপেক্ষা এই স্থানের গাভীর খর্ব্বাকৃতি হয়, এবং হিন্দুস্থানাপেক্ষা এখানে বৃহদ্বৃহৎ মহিষ জন্মে, তদ্ভিন্ন রেশমবস্ত্র ও সূত্রবস্ত্র অত্যুৎকৃষ্ট প্রস্তুত হয়, উক্ত নগরের ৪০ ক্রোশান্তরে যে পর্ব্বত আছে, তাহাতে অতিশয় পীড়া জনক জল ও বায়ু থাকাতে সে পর্ব্বত খ্যাত হইয়াছে, নগরস্থ রাজকর্ম্মকারিরা স্বীয়২ বাস স্থানে থাকিয়া বিচারাদি করে, কিন্তু দুরূহ বিচার্য্য হইলে অধ্যক্ষের নিকট প্রেরিত হয়। ৩২৯।

পেটাহান ॥ উত্তর হিন্দুস্থানে নেপালীয় গুড়খালি রাজার অধিকারস্থ পেটাহান নামক এক দেশ আছে, ইহার অধিকাংশ স্থানে বন এবং মধ্যে২ যে নানা ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, সে সকল পর্ব্বত হইতে ক্ষুদ্র২ ঝিল বহির্গত হইয়া ঐ দেশ দিয়া গমন করিয়াছে, এ স্থানে বসতি অল্প এবং পর্ব্বত ও বনের আধিক্য হেতুক ভূমির অল্পতা হইয়াছে, কিন্তু সে সকল ভূমি উর্ব্বরা। ৩৩০।

পেদলাবালাবারম ॥ মহিসুর রাজার রাজ্য মধ্যে ও শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ৮৪ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে পেদলাবালা বারম নামে এক নগর আছে, বিশেষ২ দেশীয় লোক কর্তৃক ইহার বিশেষ২ নাম ব্যক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ তৈলঙ্গীয় লোকেরা পেদ্দাবালাপুর, কর্ণাটীয়েরা দোদা বালাপুর, ইংলণ্ডীয়রা বড় বালাপুর যবনেরা বড়া বালাপুর কহে, ইহার দুর্গ অতিশয় প্রসিদ্ধ ও বৃহৎ কিন্তু মৃন্ময়, তাহার এক দিগে নানা উদ্যান এবং আর এক দিগে এই নগর স্থাপিত আছে, উক্ত নগর মৃন্ময় প্রাচীর ও বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত, তন্মধ্যে ২০০০ গৃহ আছে, এবং বাণিজ্য অল্প হইয়া থাকে, ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে আহারীয় ফল ও

দির ক্ষেত্র এবং জলাশয় কিন্তু তথাকার ভূমি উর্ব্বরা নহে, বিজয় নগরের রাজধানী ধ্বংস হইলে মহারাষ্ট্রীয় রাম স্বামী নামক এক ব্যক্তি এ নগর স্বাধীন করিয়াছিলেন, পরে মোগল জাতীয় বাদশাহের সেনাপতি কাসিম খাঁর অধীন সৈন্যেরা জয় করিল, পুনর্ব্বার মহারাষ্ট্রীয়েরা জয় করিয়া পানিপতের যুদ্ধ পর্য্যন্ত অধিকারী ছিল, পরে নিজাম খাঁ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ক্রমে হায়দর জয় করিল, এই নগরে টীপু শাহের অমাত্য মির সাদক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩৩১।

পেসাওয়ার।। কাবুল দেশে জলেশাহ কামে নামক নদীর দক্ষিণে ও সিন্ধু নদীর ৫০ ক্রোশ পশ্চিমে আফগানদিগের পেসাওয়ার নামে এক বৃহৎ নগর আছে, তাহাতে যথেষ্ট বসতি কিন্তু সে স্থান নিম্ন, এবং তাহার চতুর্দ্দিগে জলাশয় আছে, তৎ প্রযুক্ত অতিশয় পীড়াকর স্থান হইয়াছে, এবং গ্রীষ্মকালে অতি শয় গ্রীষ্ম হয়, সিন্ধু নদীর তীর হইতে এ স্থানের দক্ষিণ পশ্চিম দিগ দিয়া এক পথ আছে, এবং আটোকা নামক স্থানের অতীত যে সকল স্থান আছে, তথা পুস্কর ও বালুকাময় ভূমি কিন্তু সে অবধি পেসাওয়ার পর্য্যন্ত স্থানে২ কৃষি কর্ম্ম হয়, এই নগর আকবর বাদশাহ্ স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি এ নগরে আফগানদিগের বাণিজ্য কর্ম্ম করণে অনভিমত জানিয়া পঞ্জাব দেশের লোক সমূহকে বাসোচিত ধন প্রদান করত সে স্থানে বাস করাইয়াছিলেন, এ নগরে হিন্দু ও জবন ও এহুদিরা বাস করে, আর এ স্থানে যত সংখ্যক ব্যবসায়ী লোক আছে, তন্মধ্যে শাল বস্ত্র ব্যবসায়ী অধিক, এ নগরের হট্টে খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট পাওয়া যায়। ৩৩২।

গোলুনসাহ ॥ হায়দরাবাদ রাজ্যে রাজামন্দ্রি নামক স্থানের ৭০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে পর্ব্বতোপরি প্রায় ৪ ক্রোশ প্রশস্ত নিজামের অধীন গোলুনসাহ্ নামে এক নগর আছে, তন্মধ্যস্থ যে দুর্গ তাহার বিস্তার প্রায় ৬০০ হস্ত হইবেক, এই দুর্গের প্রত্যেক কোণে এক২ বৃহৎ মন্দির আছে, এবং তন্মধ্যে গভীর খাত বেষ্টিত এক দুর্গ আছে। এ স্থান বহুমূল্য এবং বিচিত্রিত হস্তশিল্প তথা অন্যান্য শিল্পের পরিস্কৃত হইয়া থাকে, এই নগরে বসতি অনেক তন্মধ্যে যে সকল দুঃখি তৈলঙ্গীয়েরা বাস করে, তাহারদিগের কুটির প্রচুর এই স্থানে তলওয়ার, বর্শা প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র প্রস্তুত হয়, এবং তথাকার দুর্গের যুদ্ধ বিষয়ক ৬ টা পিত্তলের কামান আছে। ৩৩৩ ॥

প্লাশি ॥ বঙ্গদেশে মোরশিদাবাদের ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে নবদ্বীপ সম্পৃক্ত প্লাশি নামে এক নগর আছে, ইং ১৭৫৭ সাং ১১৬৪ শালে কর্নেল ক্লাইব সাহেবের অধীন ৯০০ ইউরোপীয় সৈন্য এবং ২০০০ হিন্দু সৈন্য একত্র হইয়া নবাবের ৫০০০০ পদাতিক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিল। ৩৩৪ ॥

ফতেপুর ॥ আগরা প্রদেশে ও আগরা নগর হইতে ২৫ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে আকবর বাদশাহের স্থাপিত প্রস্তরময় প্রাচীর বদ্ধ ফতেপুর নামে এক নগর আছে, ইহার নিকটবর্ত্তী এক রক্তবর্ণ পর্ব্বতের প্রস্তর দ্বারা উক্ত নগরের প্রাচীর ও গৃহাদি সকল নির্ম্মিত হয়, বোধ হয় না যে এ স্থানে কোন কালে ঘনরূপে বসতি ছিল, এবং এইক্ষণে ইহার যে স্থানে বসতি আছে, সে অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। ঐ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ স্থানে সাহ সলিম চিস্তির এক মৃতাগার আছে, তাঁহার স্বস্ত্যয়ন দ্বারা

আকবর বাদশাহের স্ত্রী গর্ব্ভবতী হইয়া এক পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ যোগির সম্মানার্থে এই জাত বালকের নামও সলিম সংস্থাপিত হইল, পশ্চাৎ তিনি হিন্দুস্থানের সিংহাসনোপবেশন করিলে জাঁহাঙ্গির বাদশাহ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ৩৩৫॥

ফরক্কাবাদ॥ আগরা প্রদেশে যে স্থানে গঙ্গা ও যমুনা নদী সম্মিলন পূর্ব্বক এক বাহিনী হইয়াছেন, তাহার নিকটে অখণ্ড গঙ্গার পশ্চিম তীরে অযোধ্যার নবাবের রাজ্য মধ্যবর্ত্তী ফরক্কাবাদ নামে এক ক্ষুদ্র দেশ আছে, প্রায় ১০০ বৎসর হইল, পাঠান জাতি কর্ত্তৃক এ দেশ স্থাপিত হয়, ঐ পাঠানেরা উক্ত নবাবকে কর প্রদান করত কর্ত্তৃত্ব করিত, কিন্তু ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে ঐ দেশ ইংলণ্ডীয়েরা অধিকার করাতে ঐ কর ইংলণ্ডীয়দিগকে প্রদান করিতে হয়, ইং ১৮০২ বাং ১২০৯ শালে ঐ দেশে ১৮০০০০ টাকা উপস্বত্ব হইয়াছিল, ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকারের প্রাক্‌কালে এ দেশ অতিশয় ঔৎপাতিক ছিল, প্রায় সর্ব্বদা মনুষ্য সকল নষ্ট হইত, তন্নিমিত্তে তথাকার লোকেরা সায়ংকালের পরে গৃহের বহির্দ্দেশে গমন করিতে অত্যন্ত শঙ্কা করিত কিন্তু ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হওয়াতে এ দেশের ঐ সকল দুরাত্মা হন্তারকেরা শাসিত হইয়াছে। ৩৩৬॥

ফলতা॥ বঙ্গদেশে গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে ফলতা নামক এক বৃহৎ গ্রাম আছে, এ স্থান কলিকাতা হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিগে সমরেখায় ২০ ক্রোশ অন্তর কিন্তু জলপথে গঙ্গার বক্রত্ব প্রযুক্ত অধিক দূর হইতে পারে, এ স্থানের জলমগ্ন মৃত্তিকা হইতে নিঃক্ষিপ্ত নঙ্গর উত্থিত করণ অতি দুষ্কর তন্নিমিত্তে সমুদ্রের স্রোত ও তরঙ্গ ভয়ে অনেক জাহাজ এ স্থানে রক্ষিত হয়। ৩৩৭॥

ফৈজাবাদ ॥ অযোধ্যা প্রদেশে লক্ষ্ণৌ হইতে ৮০ ক্রোশ পূর্ব্ব দিগে ও গগরা নদীর দক্ষিণ তীরে ফৈজাবাদ নামে এক নগর আছে, শুজাউদ্দৌলার রাজ্যকালে এ নগরে তাহার রাজধানী ছিল, পরে তাহার পুত্র এ স্থানের রাজকর্ম্ম লক্ষ্ণৌ নগরে সংস্থাপন করিল, এই ফৈজাবাদে অদ্যাপি শুজাউদ্দৌলার গৃহ ও এক দুর্গের ভগ্ন চিহ্ন আছে, এ নগর অতি বৃহৎ এবং এ স্থানে যথেষ্ট বসতি আছে, কিন্তু প্রায় তাবতেই দৈন্য, যৎকালীন এ স্থানের রাজকীয় কর্ম্ম লক্ষ্ণৌ নগরে স্থাপিত হইল, তৎকালে নগরস্থ ভাগ্যবান লোকেরা ও সেই স্থানে গিয়া বাস করিল, এই ফৈজাবাদ নগরের এক পার্শ্বে অযোধ্যা, তথা শ্রীরামচন্দ্র রাজ্য করিয়াছিলেন। ৩৩৮॥

বক্সার ॥ বাঙ্গাল দেশে গঙ্গার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে সাহাবাদ নগর সম্পৃক্ত বক্সার নামক এক নগর আছে, ইহার দুর্গ বৃহৎ নহে, এবং এইক্ষণে তাহার ভগ্নাবস্থা হইয়াছে, ইং ১৭৬৪ বাং ১১৭১ শালে এ নগরে ইংলণ্ডীয়দিগের সর হেক্তর মনরোর অধীন সৈন্যরা আসফউদ্দৌলার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইল, তাহাতে পরাভূত সৈন্য সকল এ নগর হইতে পলায়ন করত কতিপয় সৈন্য এক নালাপার হওনে জলমগ্ন হইল, এবং অল্পাবশিষ্ট সৈন্যরা পরস্পর অস্ত্রাঘাত দ্বারা কাল প্রাপ্ত হইল, এ নগর বারাণসী হইতে ৭০ ক্রোশ, কলিকাতা হইতে মোরশিদাবাদ দিয়া গমনে ৪৮৫ ক্রোশ, কিন্তু বীরভূমি দিয়া গমনে ৪০৮ ক্রোশ হইবেক। ৩৩৯॥

বগলানা ॥ আওরঙ্গাবাদে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজ্য মধ্যে বগলানা নামক এক বৃহদ্দেশ আছে, তথা অনেক পর্ব্বত তথাচ মধ্যে ২ অনেক উর্ব্বরা ভূমি ও আছে, এ স্থানের তাবৎ

দুর্গ পর্ব্বতোপরি স্থাপিত এবং তথাকার লোকেরা অতিশয় বলবিশিষ্ট তৎপ্রযুক্ত বোধ হয় যে দক্ষিণ দেশস্থ মোগল জাতীয় কোন বাদশাহ কর্ত্তৃক এ স্থান প্রকৃত রূপে জিত হয় নাই, এ স্থানের প্রধান নগর চাণ্ডিয়ার, তারাবাদ ও কৈন্দা, এ সকলের প্রশংসাসূচক কোন বৃত্তান্ত নাই, তথা যে সকল নদী আছে, সে তাবৎ ক্ষুদ্র, আওরঙ্গজেব বাদশাহ এই নগরের রাজাকে অতিশয় শাসন করিয়া ও রীতি ক্রমশঃ কর গ্রহণ করিতে পারেন নাই, ইং ১২৯৬ বাং ৭০৩ শালে আলাউদ্দিন বাদশাহের রাজ্যকালীন এ নগরে প্রথম অনধিকার হয়, পরে ইং ১৫০০ বাং ৯০৭ শালে কোন রাজা কর্ত্তৃক এ নগর শাসিত হইত, তিনি আহ্মদ নগরের নিজামশাহ সুলোতানকে কর প্রদান করিতেন, তৎপরে উক্ত নগরে দিল্লীর বাদশাহ গণের নাম মাত্র অধিকার হইয়াছিল, পরে মহারাষ্ট্রীয় শিবজী অধিকার করিল। ৩৫০ ।

বঙ্গদেশ ।। ভারতবর্ষ মধ্যে বঙ্গদেশ নামে এক প্রসিদ্ধ দেশ আছে, ইহার উত্তর সীমা ভুটান ও নেপাল দেশ, দক্ষিণ সীমা বঙ্গদেশীয় সমুদ্র সকল, পূর্ব্ব সীমা আশাম ও আবা রাজ্য, পশ্চিম সীমা বাহার দেশ, যদ্যপি মেদিনীপুর এই দেশ মধ্যে গণ্য হয়, তবে ইহার দীর্ঘ পরিমাণ ৩৫০ ক্রোশ এবং প্রস্থ ৩০০ ক্রোশ হয়, আবুল ফজল কর্ত্তৃক ব্যক্ত আছে যে যৎকালীন উড়িষ্যা রাজ্য বঙ্গদেশ ভুক্ত ছিল, তৎকালীন দীর্ঘ ৪৭ ক্রোশ ও প্রস্থ ২০ ক্রোশ অধিক হইয়াছিল, এ দেশের অন্তঃপাতি ২৪ সরকার ও ৮৭ খণ্ড আছে, ঐ ২৪ সরকারের নাম এক ২ ঔদম্বর অর্থাৎ টাণ্ডা, জেনতাবাদ, ফতেবাদ, মহম্মদাবাদ, খালিফতাবাদ, বোকলা, পূর্ণিয়া, তাজিপুর, ঘোরাঘাট, পিঞ্জরা, বারবকাবাদ, বাজুহা, স্বর্ণগ্রাম, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, সরিফাবাদ, সলিমাবাদ,

সপ্তগ্রাম, মাদরণ, জলেশ্বর, ভদ্রুক, কটক, কলংভনপত, রাজি মাহিন্দ্র, তন্মধ্যে জলেশ্বরাদি পাঁচ সরকার উড়িষ্যা ভুক্ত, উক্ত ব্যক্তি আইন আকবরীতে উড়িষ্যা ও কটক বঙ্গদেশ ভুক্ত লিখিয়া ছিলেন, ইহা ঐ ২৪ সরকার দর্শন প্রমাণে প্রামাণ্য হয়, এই দেশ ও ইহার নিকটবর্ত্তী বাহার দেশ এই উভয় দেশের বিস্তার ১৪৯২১৭ ক্রোশ কিন্তু বারাণসী শুদ্ধা একত্র করিলে ১৬২০০০ ক্রোশ হইবেক, অনেকানেক বিজ্ঞ লোক দ্বারা পরিমিত হইয়া নিশ্চয় জানা গিয়াছে, যে ঐ সমুদয় ভূমির ২৪ অংশের ৩ অংশ নদী ও খাল, এবং মরু ও নিরংশী ভূমি ৪ অংশ, নগর গ্রাম, ও রাজপন্থা ও পুষ্করিণী ইত্যাদি ১ অংশ, নিষ্কর ভূমি ৩ অংশ, ক্ষেত্র ভূমি ৯ অংশ, পতিত ভূমি ৪ অংশ, পূর্ব্ব কালে এই দেশে যত ভূমিপতি ছিল, তাহারা প্রায় যাবতেই কায়স্থ জাতি, তৎকালে এ স্থানে ১৪৯৬১৪৮২ টাকা রাজকর উৎপন্ন হইত, এ দেশের মধ্যে যে স্থান বঙ্গ অথবা বাঙ্গালা নামে খ্যাত সে স্থান গঙ্গার বন্যাতে প্লাবিত হয়, এবম্প্রকার এই বঙ্গ দেশস্থ যে সকল ভূমিতে বন্যা জল উত্থিত হয় সেই সকল ভূমি উর্ব্বরা হইয়া তাহাতে যথেষ্ট ধান্য জন্মে, সেই ধান্য তাবৎ দক্ষিণ দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে, এবং উক্ত দেশের স্থানে ২ শিশির পতিত হইয়া শস্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারক হয়, এ দেশে ধান্য, যব গোধূম, কলয়, মটর, তিল, মসীনা, সর্ষপ, প্রভৃতি শস্য এবং নারিকেল, নীল, তুতফল, পোস্ত বৃক্ষ, তামু কূট, চিনি ইত্যাদি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, উক্ত শস্য সকল রোপণা দির বিশেষ ২ সময় নির্দ্ধারিত আছে অর্থাৎ কৃষকেরা এক বৎসরে দুই বার ধান্য প্রাপ্তীচ্ছাতে এক প্রকার ধান্য বর্ষকাল মধ্যে প্রাপ্ত হইতে পারে এমত বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত সময়ে

রোপণ করে, এবং আর এক প্রকার ধান্য ঐ বর্ষাকালে রোপণ করত শীতকালে তাহার পক্কতা দেখিয়া ছেদন করে, তদ্ভিন্ন যব, ও গোধূম উক্ত দ্বিতীয় প্রকার ধান্য রোপণ সময়ে রোপিত হইয়া বসন্ত কালারম্ভে পরিপক্ক হয়, এবং কলয়, মটর, ও পায়রামটর, এই তিন শস্য ভিন্ন ২ সময়ে রোপণ করিয়া শীত কালে ছেদন করে, অপর আমেরিকা দেশ ব্যক্ত হওনের পূর্ব্বে কালে ইউরোপে ও ভারতবর্ষে তাম্রকূট অপ্রাপ্য ছিল, জাঁহা ঙ্গির বাদশাহের রাজ্য কালে ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষে উক্ত দ্রব্য আনয়ন করিয়াছেন, তৎকালে ইহার নাম বার্ত্ত সম্বরিকা ছিল, এইক্ষণে তামাকু বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষাতে ইহার কোন সংজ্ঞা নাই, এই বঙ্গদেশে এতাদৃশ বালুকাময় ভূমি আছে, যে তাহাতে শস্যোৎপন্ন করণাভিপ্রায়ে ৩০ বৎসর পরিশ্রম করিলেও শস্যাদি না হইয়া শ্রম নিরর্থক হয়, এই বঙ্গ দেশে প্রায় মহামারী হইত তন্মধ্যে ইং ১৭৭০ বাং ১১৭৬ শালে এই বঙ্গদেশে যত লোক ছিল, সেই বৎসরে এক মহামারী হইয়া তাহার পাঁচ অংশের একাংশ লোক নষ্ট হয়, এবং ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালের আর এক প্রবল মহামারীতে অনেক লোকের প্রাণ বিয়োগ হয়, পশ্চাৎ ইং ১৭৮৭ বাং ১১৯৪ শালের অত্যন্ত জলপ্লাবনে এবং ইং ১৭৮৮ বাং ১১৯৫ শালে মন্বন্তর হইয়া অনেক লোক সংহার হইয়াছিল, তথাচ ইং ১৭৯১ বাং ১১৯৬ শালে বঙ্গ ও বাহার দেশে ২২০০০০০০ লোক গণিত হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে সর উইলেম জোন্স চব্বিশ কোটি সংখ্যা করেন, এবং ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালের সংখ্যাতে ৩২০৯২৭০০০ ও ইং ১৭৯৩ বাং ১২০০ শালে মেং কোলব্রুক সাহেব মনো

যোগ দ্বারা যে গণনা করিয়াছিলেন তাহাতে বারাণসী শুদ্ধা ২৭০০০০০০০ কোটি লোক নিশ্চয় হইয়াছিল, পরন্তু কালিক ওনর আপনার রাজত্ব কালীন মোগল ভিন্ন বঙ্গ দেশস্থ তাব লোকের প্রতি কর নির্দ্ধার্য্য করিয়াছিল, এবং হিন্দুস্থানের কোন২ বাদশাহ্ হিন্দুরা জবন ধর্ম্মাবলম্বী নহে, এই নিমিত্তে কেবল হিন্দু জাতীয় মনুষ্যের প্রতি রাজস্ব স্থির করিয়াছিল, কিন্তু আকবর বাদশাহ তাহা নিবারণ করেন, তৎপরে আওরঙ্গজেব বাদশাহ হইয়া পুনর্ব্বার তদ্রূপ কর গ্রহণে যত্ন করিয়াছিলেন তাহা সফল হইল না, এবং কোন২ বাদশাহ্ ব্রাহ্মণ তপস্বী ভাট কবী ভিক্ষুক ও রাজকর্ম্মকারী প্রভৃতি লোকদিগকে অনেক ভূমি নিষ্কর রূপে দান করিয়াছিলেন, ইং ১৭৯০ বা ১১৯৭ শালের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যত টাকা রাজস্ব নিরূপিত ছিল, তাহার অর্দ্ধেক টাকা রাজশাহী বর্দ্ধমান দিনাজপুর, নদীয়া বীরভূমি ও কলিকাতা এই কএক স্থানে সংগৃহীত হইত, সম্প্রতি উক্ত দেশ বাকরগঞ্জ বীরভূমি বর্দ্ধমান চট্টগ্রাম হুগলি যশোহর ময়মন সিংহ মোরসিদাবাদ নদীয়া রাজশাহী রঙ্গপুর পূর্ণিয়া শ্রীহট্ট ত্রিপুরা ও চব্বিশ পরগণা এই পঞ্চদশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, এই সকলের মধ্যে কলিকাতা মোরসিদাবাদ ও ঢাকা এই তিন প্রসিদ্ধ নগর এবং এই দেশে হুগলি ভগবানগোলা নারায়ণগঞ্জ কাসিমবাজার নদীয়া মালদাহ্ মঙ্গলঘাট ইত্যাদি প্রধান২ বাণিজ্য স্থান আছে। বঙ্গদেশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন, তাহার রাজধানী নবদ্বীপে ছিল, ইং ১২০৩ বাং ৬১০ শালে দিল্লীর বাদশাহ্ কতবদ্দিনের রাজ্যকালে তাঁহার আজ্ঞানুসারে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী বঙ্গদেশ জয় করণার্থে আগমন করণা নন্তর কৃত কার্য্য হইয়া লক্ষ্মণ সেনকে রাজ্য হইতে বহিষ্করণ

করত নবদ্বীপের রাজধানী গৌড় নগরে সংস্থাপন করিল, উক্ত রাজা লক্ষ্মণ সেন শ্রীশ্রী ৺ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন, যাবনিক পুস্তকে লিখে যে মুসলমানেরা এক বৎসর মধ্যে বঙ্গ দেশের সমুদয় স্থান জয় করে, ঐ বক্তিয়ার খিলজীর আগমনাবধি ইং ১২৩০ বাং ৭৩৭ শাল পর্য্যন্ত তদ্রূপে দিল্লীর বাদশাহ গণের প্রেরিত নবাবেরা বঙ্গ দেশের অধ্যক্ষ হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছিল, পরে ফকীরদ্দিন নামক এক ব্যক্তি আপন নবাবকে নষ্ট করিয়া বঙ্গদেশে স্বাধীন রাজ্য করত অল্পকালের মধ্যে পরলোক প্রাপ্ত হইলে ইং ১৩৪৩ বাং ৭৫০ শালে এলাইশ খাঁর রাজ্য হইল, এবং ইং ১৩৫৮ বাং ৭৬৫ শালে সেকন্দরসাহ বাদশাহ হইয়া আপন পুত্রের সহিত যুদ্ধ করত প্রাণ ত্যাগ করিল, ইং ১৩৬৭ বাং ৭৭৪ শালে গয়াসদ্দিন বাদশাহ হইল, এই ব্যক্তি আপন ভ্রাতা গণের চক্ষুরুৎপাটন করিয়াছিল, ইং ১৩৭৩ বাং ৭৮০ শালে সোলতান আমলাতিন বাদশাহ হয়, ইহার রাজত্বের পরে ইং ১৩৮৩ বাং ৭৯০ শালে সমসদ্দিন বাদশাহ হইয়া রাজা কংশ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাভূত ও বিনষ্ট হইলে ইং ১৩৮৫ বাং ৭৯২ শালে ঐ রাজা বঙ্গ দেশের রাজত্ব প্রাপ্ত হইল, এবং ইং ১৩৯২ বাং ৭৯৯ শালে উক্ত রাজার পুত্র উত্তরাধিকারী হইয়া জবন ধর্ম্ম আশ্রয় করত চেতমল জালালদ্দিন নামে খ্যাত হইয়াছিল, ইং ১৪০৯ বাং ৮১৬ শালে মহম্মদ খাঁ বাদশাহ হয়, ইং ১৪২৬ বাং ৮৩৩ শালে নাসের সদর আপন পুত্র দ্বারা বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ হইয়াছিল, ইং ১৪৫৭ বাং ৮৬৪ শালে বারবেক সাহ বাদশাহ হইয়া সময়ানুসারে

এবিসিনীয় ক্রীত দাস এবং কাফ্ জাতীয় মনুষ্যদিগকে সৈন্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন, ইং ১৪৭৪ বাং ৮৮১ শালে উক্ত বাদশাহের পুত্র আপন পিতৃব্য দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত হইল, ইং ১৪৮২ বাং ৮৮৯ শালে ফতেশাহ বাদশাহ হইলে তাহার মুষ্কমুক্ত অর্থাৎ ছিন্ন পুংস্ক ভৃত্যেরা তাহাকে নষ্ট করত এক জন দেশাধিপতি হইয়া শাহজাদা নামে খ্যাত হইল, এই ব্যক্তি আট মাস রাজ্য করিয়া ইং ১৪৯১ বাং ৮৯৮ শালে গুপ্তাঘাতে নষ্ট হইল, এই বৎসরে ফিরোজ শাহ হাবসি নামক এক জন ক্রীত দাস আপন পুত্রের বাহুবলাশ্রয়ে বঙ্গদেশ অধিকার করিল, ইং ১৪৯৪ বাং ৯০১ শালে মহম্মদ শাহ বাদশাহ হইলে তাহার মন্ত্রী তাহাকে নষ্ট করত ইং ১৪৯৫ বাং ৯০২ শালে আপনি সিংহাসনাভিরূঢ় হইয়া কোন যুদ্ধে কাল প্রাপ্ত হইল, এই ব্যক্তি অতিশয় নির্দয় ও দুরাত্মা ছিল, ইং ১৪৯৯ বাং ৯০৬ শালে সৈয়দহোসেন শাহ বাদশাহ হইয়া এবিসিনিয়ার সৈন্যদিগকে পদচ্যুত করাতে তাহারা দক্ষিণ দেশে ও গুজরাটে গমন পূর্ব্বক সিদিশ নামে খ্যাত হইল, এবং এই বাদশাহ কামরূপ ও আশাম দেশের যুদ্ধে পরাভূত হইয়া অতিশয় অপমান গ্রস্ত হইয়াছিলেন, ইহার পুত্র নসিরৎ সাহ ইং ১৫২০ বাং ৯২৭ শালে উত্তরাধিকারী হইয়া আপনার পুংস্ক রহিত ভৃত্যগণ কর্তৃক গুপ্তাঘাতে হত হইল, পশ্চাৎ তাহার পুত্র ফিরোজ সাহ সেই সিংহাসনে উপবেশন করত তিন মাস রাজ্য করিলে তাহার পিতৃব্য তাহার প্রাণ নষ্ট করিল, ইং ১৫৩৩ বাং ৯৪০ শালে মহম্মদ শাহ দেশাধিপতি হইয়া ইং ১৫৩৮ বাং ৯৪৫ শালে আফগান জাতীয় সেরশাহ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হওয়াতে বঙ্গ দেশের স্বাধীন বাদশাহের পরিশেষ

হইল, ঐ মহম্মদশাহের সাহায্য নিমিত্তে ইং ১৫৩৬ বাং ৯৪৩ শালে পোর্ত্তুগিশ দিগের নয় জাহাজ পোর্ত্তুগেল হইতে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত না হওয়াতে কার্য্য সিদ্ধি হইল না, সুতরাং ঐ সেরশাহের অধিকারাবধি বঙ্গদেশ দিল্লীর সিংহাসনাধীন হইল, এবং ইং ১৫৭৬ বাং ৯৮৩ শাল পর্য্যন্ত তাহার উত্তরাধিকারিরা বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিল, তৎপরে আকবর বাদশাহের সেনাপতি কর্ত্তৃক এ দেশ জিত হয়, এবং ইং ১৫৮০ বাং ৯৮৭ শালে রাজা তুদরমল অধিকার করাতে এই বঙ্গদেশ মোগল রাজাধীন হইয়া এক সুবা হইল, মোগল জাতির রাজ্য কালাবধি যে সকল লোক বঙ্গদেশের অধিপতি হইয়াছিল, তাহার বিশেষ ইং ১৫৭৬ শালে খাঁ জাহান, ইং ১৫৭৯ শালে মোজাফ্ফর খাঁ, ইং ১৫৮০ শালে রাজা তুদরমল, ইং ১৫৮২ শালে খাঁ আজিম, ইং ১৫৮৪ শালে শাহবাজ খাঁ, ইং ১৫৮৯ শালে রাজামান সিংহ, ইং ১৬০৭ শালে জাহাঙ্গির কুলি, ইং ১৬০৮ শালে সেখ ইসলাম খাঁ, ইং ১৬১৩ শালে কাসিম খাঁ, ইং ১৬১৮ শালে এব্রেহেম খাঁ, ইং ১৬২২ শালে শাহাজাহান, ইং ১৬২৫ শালে খালিজাদ খাঁ, ইং ১৬২৬ শালে মকররম খাঁ, ইং ১৬২৭ শালে ফেদে খাঁ, ইং ১৬২৮ শালে কাসিম খাঁ জোবঞ, এই সকল লোক ক্রমানুযায়িক নবাব হইয়াছিলেন, ইং ১৬৩২ বাং ১০৩৯ শালেআজিম খাঁ নবাব হয়, এই নবাব কর্ত্তৃক ইং ১৬৩৪ বাং ১০৪১ শালে ইংলণ্ডীয়েরা বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে আজ্ঞাপিত হইয়া পিপলি নামক স্থানে বাণিজ্যাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দিল্লির শাহজাঁহান বাদাশহের আজ্ঞাক্রমে তাহা ধ্বংস হইয়া তথা এক কারা

গার স্থাপিত হইল, ইং ১৬৩৯ বাং ১০৪৭ শালে শাহ্ জাঁহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা, যিনি আওরঙ্গজেবের ভ্রাতা ছিলেন, তিনি সিংহাসনাভিষিক্ত হয়েন, ইং ১৬৪২ বাং ১০৪৯ শালে ইংলণ্ডীয়দিগের বাণিজ্য বিষয়ের প্রধান অধ্যক্ষ মেং ডে, সাহেব, যে ব্যক্তি তৎকালে মান্দরাজে বাস করিতে ছিলেন, তিনি বালেশ্বরে গমন করিয়া তথা বাণিজ্যাগার স্থাপিত করণের অনুমতি প্রার্থনা সূচকএক পত্র ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন, ইং ১৬৫৩ বাং ১০৬৩ শালে ইংলণ্ডীয়েরা নানা উপদ্রবে ক্লেশিত হইয়া এবং ধনাপচয় বোধ করিয়া আপনারদিগের বঙ্গদেশস্থ তাবৎ বাণিজ্যাগার বন্ধ করিল, ইং ১৬৬০ বাং ১০৬০ শালে মিরজোমলা বঙ্গ দেশাধ্যক্ষ হইলেন, ইং ১৬৬৪ বাং ১০৭১ শালে শাএস্তা খাঁ, এই ব্যক্তি আরাকেন দেশীয় মগেরদিগকে সন্দিব উপদ্বীপ হইতে বহিস্কৃত করিয়াছিলেন, এবং তাহার রাজ্য কালীন ফ্রান্স ও ওলন্দাজেরা বঙ্গদেশে আগমন করত বসতি করিল, ইং ১৬৭৭ বাং ১০৮৪ শালে ফেদে খাঁ, ইং ১৬৭৮ বাং ১০৮৫ শালে আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র সোলতান মহম্মদ আজিম, ইং ১৬৮০ বাং ১০৮৭ শালে পূর্ব্বোল্লেখিত শাএস্তা খাঁ পুনর্ব্বার বঙ্গদেশের নবাবের পদে নিয়োজিত হয়, এই বৎসরে মেং জব, চারনাক পুনর্ব্বার কাসিম বাজারে বাণিজ্যাগার করণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইং ১৬৮১ বাং ১০৮৮ শালে ইংলণ্ডীয়রা মান্দরাজের ও বঙ্গ দেশের বাণিজ্য করণে লিখন পঠনের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিলেন, ইং ১৬৮৬ বাং ১০৯৩ শালে এতদ্দেশীয় ফৌজদার অর্থাৎ সৈন্যাধিপতির। সহিত ঐ সাহেবের কিঞ্চিৎ অসূয়া হওয়াতে তিনি হুগলি হইতে সুতানুটাতে গমন করিলেন, পরে ইং

১৬৮৯ বাং ১০৯৬ শালে এব্রেহেম খাঁ নবাব হইল, ইং ১৬৯৩ বাং ১১০০ শালে মেং জব চারনক বাণিজ্য বিষয়ক কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া পর লোক প্রাপ্ত হইলে, মেং আইয়র তৎপদে নিযুক্ত হইলেন, তৎকালে ইংলণ্ডীয়রা ঐ সুতানুটীতে থাকিয়া বাণিজ্য করিতেন, ঐ শালে গোলডিসবরা ইংলণ্ড হইতে তাহার দিগের বঙ্গ দেশস্থ তাবৎ বিষয়ের অধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিয়োগ হইয়া এ দেশে আগমনানন্তর ইং ১৬৯৪ বাং ১২০১ শালে তাহার মৃত্যু হওয়াতে ঐ মেং আইয়র তৎপদে নিযুক্ত হইলেন, ইং ১৬৯৬ বাং ১১০৩ শালে শুবা সিংহ ঐ এব্রেহেম নবাবের বিদ্রোহী হওয়াতে চুঁচুঁড়া নিবাসি ওলন্দাজেরা ও চন্দ্রনগরের ফ্রান্সরা এবং সুতানুটীর ইংলণ্ডীয়েরা স্ব ২ বাণিজ্যাগার রক্ষার স্থিরতা করণে ঐ নবাবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলে, নবাব সম্মত হইলেন, পরে তাহারা উত্তম প্রাচীর দ্বারা স্বীয় ২ স্থান বদ্ধ করিল, তথাচ ওলন্দাজদিগকে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, ইং ১৭৯৭ বাং ১১০৪ শালে আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওস্মান, এই ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় লোকের দত্ত কোন বহু মূল্যের উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ইং ১৭০০ বাং ১১০৭ শালে তাহারদিগকে সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিন নগর ক্রয় করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন, তখন এই দেশে ইংলণ্ডীয়দিগের কর্ম্মাধ্যক্ষ মেং আইয়র সাহেব ছিলেন, তিনি ঐ সুতানুটীতে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া স্বদেশীয় উইলেম বাদশাহের সম্মানার্থে দুর্গের নাম ফোর্ট উইলেম ব্যক্ত করিলেন, ইং ১৭০৪ বাং ১১১১ শালে মোরসদ কুলি ইহার নামান্তর জাফের খাঁ, এই ব্যক্তি নবাব হইয়া সেই বৎসরে মোরসিদাবাদ বঙ্গদেশের মধ্যবর্ত্তী প্রযুক্ত ঢাকার রাজ

ধানী তথা সংস্থাপন করিলেন, এবং তিনি প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ঐ স্থানের রাজস্ব বিষয়ের এক কোটি ত্রিশ লক্ষ অবধি এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ও নানাবিধ উপঢৌকন দ্রব্য দিল্লীর বাদশাহের সমীপে প্রেরণ করিতেন, ইং ১৭০৬ বাং ১১১৩ শালে ইংলণ্ডীয়দিগের বঙ্গ দেশস্থ তাবৎ স্থানের বাণিজ্য কর্ম্মাদি কলিকাতায় আনীত হইল, তৎকালে ঐ দুর্গ মধ্যে কেবল ১২৯ জন সৈন্য ছিল, ইং ১৭২৫ বাং ১১৩২ শালে ঐ মোরসোদ কুলির জামতা শুজাউদ্দিন আপন পুত্র দ্বারা দেশাধিকারী হইল, ইং ১৭৩৯ বাং ১১৪৬ শালে সরফরাজ খাঁ নবাব হইয়া আলিবরদির যুদ্ধে বিনষ্ট হইলেন, পরে ইং ১৭৪০ বাং ১১৪৭ শালে ঐ আলিবরদি নবাব হইয়া যে কএক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কোন বৎসরে রাজস্বের অল্পাংশ ও দিল্লিতে প্রেরণ করেন নাই, ইং ১৭৪৬ বাং ১১৫৩ শালে আহম্মদশাহ আবদালি কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান আক্রান্ত হইলে, এবং তাহার পর বৎসরে মহম্মদ শাহ লোকান্তর গমন করিলে দিল্লির সিংহাসনাধীন মোগলদিগের রাজত্ব প্রায় পরিশেষ হইল, ইং ১৭৫৬ বাং ১১৬৩ শালে ঐ মহম্মদ শাহের পৌত্র সিরাজউদ্দৌলা নিস্কণ্টকে বঙ্গদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক আষাঢ় মাসে কলিকাতা অধিকার করত এক গৃহে ১৪৬ মনুষ্য বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে কেবল ২৩ জন জীবিত ছিল, উক্ত নবাব এই বঙ্গদেশ অধিকার করণের নিমিত্তে দিল্লির বাদশাহের কোন সহায়তা প্রাপ্ত হয়েন না, এবং তন্নিমিত্তে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা ও করেন নাই, ইং ১৭৫৭ বাং ১১৬৪ শালে এডমিরেল ওয়াটসন ও কর্ণেল ক্লাইব সাহেব ঐ কলিকাতা পুনর্ব্বার অধিকার করত আষাঢ় মাসে প্লাসি নামক

স্থানে উক্ত সেরাজউদ্দৌলাকে যুদ্ধে পরাভব করিয়াছিলেন, পরে শ্রাবণ মাসে ঐ নবাব আপন উত্তরাধিকারির পুত্রের আজ্ঞানুসারে কোন লোক দ্বারা ২০ বৎসর বয়ক্রম সময়ে গুপ্তাসাতে হত হইলেন, এই নবাব সেরাজউদ্দৌলা ১৫ মাস রাজ্য করিয়াছিলেন, তৎপরে যে নবাব বঙ্গ দেশের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন, তাহার বৃত্তান্ত মোরসিদাবাদের বিবরণে ব্যক্ত আছে, অপর এই কালাবধি বঙ্গ দেশে ইংলণ্ডীয়দিগের কর্ত্তৃত্ব আরম্ভ হইল, কিন্তু তখন দেওয়ানি অধিকার হয় নাই, ইং ১৭৬৫ বাং ১১৭২ শালে লার্ড ক্লাইব শাহ আলম বাদশাহের নিকট বৎসর২ দ্বাবিংশ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতে ও উত্তর হিন্দুস্থানের কএক রাজ্য তাঁহার হস্তগত করিয়া দিতে স্বীকার করিয়া দেওয়ানি ভার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু ইং ১৭৭১ বাং ১১৭৮ শালে উক্ত বাদশাহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের চাতুর্য্য দ্বারা মুগ্ধ হইয়া তাহা অস্বীকার করাতে উক্ত দুই লাভেই বঞ্চিত হইলেন, পরে ঐ সাহেব অনায়াসে দেওয়ানী ভার প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ তিনি এই নিমিত্তে ইংলণ্ডের কিম্বা এখানকার ইংলণ্ডীয়দিগকে একবারও জ্ঞাত করান নাই, ইং ১৭৬৭ বাং ১১৭৪ শালে ঐ সাহেব ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন, মেং বেরেলিষ্ট ও কারটীয়ার তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং ইং ১৭৭২ বাং ১১৭৯ শালে মেং হেষ্টীং সাহেব ইংলণ্ডাধিপতির আজ্ঞাক্রমে বঙ্গদেশাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ হইয়া ইং ১৭৮৫ বাং ১১৯২ শালের পুর্ব্বাবধি এ দেশে প্রভুত্ব করিলেন, পরে সর জান মেকফরসন তৎপদে নিযুক্ত হইয়া ইং ১৭৮৭ বাং ১১৯৪ শালে লার্ড করণওয়ালিসের আগমন পর্য্যন্ত রাজ্য করিছিলেন, পরে লার্ড করণ ওয়ালিস বঙ্গদেশাধিপতি হইয়া ইং

১৭৯৩ বাং ১২০০ শাল পর্য্যন্ত রাজ্য করিলেন, ইহার রাজ্য কালে ভূম্যাদির আইন রচনারম্ভ হইয়া লার্ড টেনমৌথ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ হইল, এবং মার কুইস ওএলিসলি সেই আইন সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন, এই ব্যক্তি ইং ১৭৯৮ বাং ১২০৫ শালের বৈশাখ মাসে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ৭ বৎসর ৫ মাস পরে মান্দরাজ হইতে ইংলণ্ডে গমন করিলেন ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালের পূর্ব্বকালে অযোধ্যার নবাব ইংলণ্ডীয় দিগকে যে কতিপয় দেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সে তাবৎ কলিকাতাধ্যক্ষ দ্বারা শাসিত হইত, তৎকালে বঙ্গ বাহার ও উড়িস্যা এবং আলাহাবাদের ও বারাণসীর নিকটস্থ দেশ সকলের কিয়দংশ ভিন্ন মোগলদিগের রাজত্বের উন্নতি কালে মোড়ং পর্ব্বতের ও কোচবেহারের কিয়দংশ ও অন্যান্য দেশ প্রভৃতি যাহা মোগল রাজ্য ভুক্ত ছিল সে সমুদয় স্থান কলিকাতা ভুক্ত হইয়াছিল, ইং ১৮০৫ বাং ১২১২ শালে উক্ত মার কুইস ওএলিসলি পুনর্ব্বার কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক বারাণসীর নিকটস্থ গাজিপুর নামক স্থানে কাল প্রাপ্ত হইলেন, পরে সরজর্জ্জ হেনরিবারলো সেই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে লার্ড মিণ্টো বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া ইং ১৮১৩ বাং ১২২০ শালে ইংলণ্ডে গমন করিলেন ও তৎপদে আরল আফ ময়রা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৩৪১॥

বটুল॥ অযোধ্যার উত্তর সীমাবচ্ছিন্ন বটুল নামক এক ক্ষুদ্র দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগস্থ পর্ব্বত ও নিবিড় বন দ্বারা নেপালের গুড়থালি রাজার রাজ্য হইতে এ দেশ পৃথক্ হইয়াছে, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে অযোধ্যার নবাবের সহিত মারকুইস ওএলিসলির সন্ধি হওয়াতে ইংলণ্ডীয়দিগকে বটুল দেশ অর্পিত হইয়াছে ৩৪২॥

বদরিকাশ্রম ॥ উত্তর হিন্দুস্থানের উত্তর সীমাতে বদরিকাশ্রম নামে এক দেশ আছে, ইহার দক্ষিণ দিগে শ্রীনগর, ঐ দেশের পর্ব্বত শ্রেণী হিমালয় পর্ব্বতের সহিত যুক্ত হইয়াছে. তীর্থ যাত্রিরা কহে যে এ স্থানে অহরহঃ শিশির পতিত হয়, এবং তথা গঙ্গা ও অন্যান্য নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, এবম্বিধ যে কতিপয় বৃত্তান্ত তাহারা ব্যক্ত করে তদ্ভিন্ন এ স্থানের আর কোন বিশেষ বিবরণ প্রকাশ নাই. উক্ত দেশে যথেষ্ট বদরিকা বৃক্ষ শ্রেণী থাকাতে তাহার নাম বদরিকাশ্রম হইয়াছে। ৩৪৩।

বন্দেলখণ্ড ॥ আলাহাবাদ প্রদেশে কেন ও বেটুয়া এই উভয় নদীর মধ্যস্থলে বন্দেলখণ্ড নামে এক বৃহদ্দেশ আছে, এই দেশের স্থানে ২ যে সকল উর্ব্বরা ভূমি আছে তাহাতে কৃষি কর্ম্ম উত্তম রূপ হয় না. এবং এ দেশের সম্মুখের বৃক্ষনিবিড় বনে যে ভিন্ন জাতীয় সেগুণ বৃক্ষ আছে সে প্রকৃত সেগুণের অনুরূপ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ বিশেষ. উক্ত দেশের চতুঃপার্শ্ব নানা পর্ব্বত দ্বারা এতাদৃশ রূপে বদ্ধ হইয়াছে, যে বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে তদ্রূপে বদ্ধ আর কোন দেশ নাই. আকবর সাহের রাজত্ব কালীন এই দেশের পান্না নামক স্থানে এক হীরকের খনি ছিল, তাহাতে ৮ লক্ষ টাকা উপস্বত্ব হইত, চত্রুশাল রাজার রাজ্য কালে বন্দেলখণ্ড তৎকালিক ফরক্কাবাদ নগরস্থ সৈন্যের অধ্যক্ষ পাঠান জাতীয় মহম্মদ খাঁ বঙ্গিশ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে দক্ষিণ দেশস্থ পেশোয়া দেওবাজিরাও উক্ত রাজা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথা গমন পূর্ব্বক ঐ মহম্মদ খাঁ বঙ্গিশকে পরাভূত করত নিরাকরণ করিল, তাহাতে চত্রুশাল রাজা আপন রাজ্য বিভাগ করিয়া বাজিরাওয়ের দুই পুত্রকে অর্পণ করিলেন, তদবধি

তাহারদিগের বংশোদ্ভবেরা ক্রমাগত ভোগ করিতেছিল, অবশেষে পরিবার মধ্যে পরস্পরের বিরোধোৎপত্তি হওয়াতে সকলে ছত্র ভঙ্গ হইল, অনন্তর ই০ ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে এই দেশ ইংলণ্ডীয়দিগের রাজত্বাধীন হইয়া বারাণসী ভুক্ত হইয়াছে। ৩৪৪ ॥

ববুরার ॥ সিন্ধু প্রদেশে হয়দরাবাদ হইতে লকপত বন্দরে গমনের পথের সন্নিকটে অথচ লকপত বন্দরের ২৪ ক্রোশ উত্তর দিগে রণ নামক স্থানের সম্মুখে ববুরার নামক এক গ্রাম আছে, এ গ্রাম অত্যন্ত মরু ও লবনাম্বু, তৎপ্রযুক্ত গ্রীষ্মকালে তথাকার লোকেরা স্থানান্তরে গমন করে, এই গ্রামের দেড় ক্রোশ উত্তর দিগে নির্ম্মল জল বিশিষ্ট এক জলাশয় আছে। ৩৪৫ ॥

বযবজিয়া ॥ বঙ্গদেশে গঙ্গার পূর্ব্ব দিগে বযবজিয়া নামক এক ক্ষুদ্র নগর আছে, এ নগর কলিকাতা হইতে দক্ষিণ দিগে ১০ ক্রোশ অন্তর কিন্তু জল পথে গঙ্গার বক্রতা প্রযুক্ত প্রায় দ্বিগুণ দূর হইবেক. সিরাজ উদ্দৌলার রাজ্যকালে এ নগর সংযুক্ত যে এক দুর্গ ছিল, ইং ১৭৫৬ বাং ১১৬৩ শালে এডমিরেল ওয়াটসন ও কলনেল ক্লাইব তথা গমন করিয়া প্রথমতঃ তাহার এক দিগ ভগ্ন করিলেন, এবং পর দিবস প্রত্যুষ সময়ে যুদ্ধ করিবেন, এমত মানস করত তথা বাস করিলেন, কিন্তু রাত্রিকালে ষ্ট্রেহন নামক এক ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় নাবিক মদিরামত্ত হইয়া ঐ দুর্গের ভগ্ন স্থানে গমন করিয়া পিস্তলের শব্দ করিল, তাহাতে দুর্গস্থ সৈন্যেরা শত্রু দলের আগমন অনুভব করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিল। ৩৪৬ ॥

বরাহ নগর ॥ কলিকাতার ৩ ক্রোশ অন্তরে বরাহ নগর নামে এক ক্ষুদ্র নগর আছে, পূর্ব্ব কালে এ স্থানে পোর্তু

গীশ জাতির বসতি ছিল, ও ওলন্দাজদিগের অধিকার হইয়াছিল, এবং তথা এক প্রকার মোটা বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ৩৪৭ ॥

বর্দ্ধমান॥ বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান নামক এক দেশ আছে, তাহার উত্তর দিগে বীরভূমি ও রাজশাহি, দক্ষিণ দিগে মেদিনীপুর ও হুগলি, পূর্ব্ব দিগে গঙ্গা, পশ্চিম দিগে মেদিনীপুর ও পাচিটী. ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে মেজর রেনেল পরিমাণ দ্বারা সকল বন শুদ্ধা বর্দ্ধমানের ব্যাস ২১৭৪ ক্রোশ স্থির করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রায় ৩২৮১ ক্রোশ ভূমিতে লোকালয় আছে, ও কৃষি কর্ম্ম হয়. এ দেশে নানাবিধ শস্য তুলা, রেশম, নীল, ও চিনি যথেষ্ট জন্মে. আর সূত্র ও রেশম মিশ্রিত যে এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয় সেই বস্ত্র ইহার নানাগ্রামে চলিত আছে, ইং ১৭২২ বাং ১১২৯ শালে এই দেশ কিরাত চাঁদ নামক এক ক্ষত্রীয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি বর্দ্ধমানের রাজাদিগের আদি রাজা, এই বর্দ্ধমানে কোন দুর্গ নাই কিন্তু পূর্ব্বকালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থে যে সকল দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল এইক্ষণে স্থানে ২ তাহারদিগের চিহ্ন আছে, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে ইংলণ্ডীয়েরা এই দেশের রাজস্ব ৪৩৫৮১২৫ টাকা এবং ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে ৩২০০০০০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এ দেশের প্রধান নগর বর্দ্ধমান বিষ্ণুপুর, ও ক্ষীরপায়ী এবং প্রধান নদের নাম দামোদর ও প্রধান নদী গঙ্গা, ইং ১৮০২ বাং ১২০৯ শালে উক্ত দেশে ১৭৮০০০০ মনুষ্য গণনা করত ১৫ অংশ হিন্দু ও একাংশ জবন স্থির করা গিয়াছিল। ৩৪৮ ॥

বলোচস্থান॥ সিন্ধু নদীর পশ্চিম দিগে বলোচস্থান নামে এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে পারস্য দেশীয়

কান্ধার ও সিস্তান নগর. দক্ষিণ দিগে সমুদ্র, পূর্ব্ব দিগে সেকার পুর ও সিন্ধিয়ার প্রদেশ, পশ্চিম দিগে মেকরান নগর, ঐ দেশে জালওয়ান. সারওয়ান, জক, মেকরান, লস, ও মচ ইত্যাদি প্রদেশ আছে, কিন্তু এই মচ দেশের সমুদয় স্থান ঐ বৃহদ্দেশীয় কিলাত নামক রাজধানীর অধ্যক্ষ মহম্মদ খাঁর অধিকার নহে. আর বেয়ালার ২৫ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগস্থ কোহিস্মা নামক স্থান হইতে বলোচস্থানের দক্ষিণ দিগ আরম্ভ হইয়াছে. বাক্ত আছে যে বলোচস্থান পর্ব্বত ময় এবং তথা গমনাগমনের নিমিত্তে নানা ক্ষুদ্র নদী দিয়া পথ আছে. এ দেশের উত্তর দিগের সারও য়ান নগর ও তাহার দক্ষিণ দিগস্থ কালওয়ান নগর এই দুই নগরের প্রায় তাবৎ স্থান পর্ব্বত দ্বারা ব্যাপ্ত আছে, ঐ দুই স্থান লস নগরের সম্মুখের কোহনওয়ান নামক পর্ব্বত শ্রেণীর নিকট হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এই পর্ব্বতের উপরিস্থ ভূমি সকল অত্যন্ত মরু এবং তাহার জল ও বায়ু ইউরোপের ন্যায় বোধ হয়, তথা সূর্য্যোত্তাপের প্রখরতা নাই তন্নিমিত্তে পৌষমাসাবধি ফাল্গুণ পর্য্যন্ত অতিশয় শীত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ওয়দ, খোজ দর ও সোহরাব নামক স্থানে কালানুসারে গোধূম, যব ইত্যাদি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, আর বলোচস্থানের তাবৎ দিগে গো, মহিস, মেষ প্রভৃতি পশু যথেষ্ট জন্মে. এবং ঐ দেশের কিলাত নগরের পর্ব্বতোপরি ৩৬ ক্রোশ পরিসর নুস্কি নামক এক বালুকাময় স্থান আছে, তাহার কোন ২ স্থানে লোকালয় আছে, এবং কৃষি কর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু বৃষ্টির অভাবপ্রযুক্ত অত্যন্ত মরু ভূমি হয়, এবং কোন ২ ভূমির বালুকা সকল নিরন্তর উড্ডীয় মান হইতেছে, গ্রীষ্মকালে উক্ত স্থান অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়. এবং তথাকার লোকেরা স্থানান্তরে গিয়া বাস করে, অধিক

কি বলিব, তথা হইতে যে এক ক্ষুদ্র নদী আরম্ভ হইয়া নিম্নে পতিতা হয়, গ্রীষ্মকালে তাহার ও পতন রহিত হইয়া থাকে, ঐ বালুকাভূমিস্থ লোকেরা দীর্ঘকায় ও অলসস্বভাব, তাহার দিগের অনেকে দস্যুবৃত্তি করিয়া কাল ক্ষেপণ করে, এবং কখন ২ অন্যান্য স্থানের লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া কিলাত ও কান্ধার নগরে বিক্রয় করে, ও কোন ২ লোককে স্বগণ ভুক্ত করে, বলোচস্থানের জবনেরা পরস্পর যুদ্ধ করে এবং তাহারা স্বদেশের অধ্যক্ষদিগের নিকটে যে কিঞ্চিৎ অধীনত্ব স্বীকার করে সেও পরিচয় মাত্র, তদ্ভিন্ন বলোচস্থানে ব্রাহুইক নামক যে এক জাতি মনুষ্য আছে, তাহারা অত্যন্ত বলবান ও শ্রমী, তাহার দিগের গোলমুণ্ড এবং হস্ত পদাদি উং দেশীয় লোকের ন্যায় কিন্তু শরীরের অস্থি সকল ক্ষুদ্র ২, ঐ দেশের লোকেরা কচ্ছগণ্ডবা ও শিস্থান নগর হইতে শস্যাদি ও মকওয়ান হইতে খর্জ্জুর আমদানি করে, উক্ত দেশে কোন বাণিজ্য হয় না, কারণ তথাকার জবন দুশ্চরিত্র লোকদিগের সৎকর্ম্মে কিম্বা কার্য্যেতে তাহারদিগের উন্নতি হয় এমত বাণিজ্যাদিতে অভিলাষ করে না, সুতরাং তথা শস্যাদি এতাদৃশ জন্মে না যে স্থানান্তরে প্রেরিত হইতে পারে, বলোচস্থানে শোহরাব নামক যে এক নগর আছে, সে নগর উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘে ২০ ক্রোশ ও প্রস্থে ১২ ক্রোশ, ইহার মধ্য বর্ত্তী পর্ব্বত হইতে যে নদী বহির্গমন করিয়াছে, তাহার জল দ্বারা তথা কৃষি কর্ম্ম উত্তম হয়, বলোচস্থানে অনেক হিন্দু লোক ছিল, কিন্তু জবনদিগের অধিকার হইলে তাহারদিগের দৌরাত্ম্য দ্বারা উক্ত হিন্দুরা ছত্রভঙ্গ হইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিল কি জবন জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই দেশে অবস্থান করিল ইহার নিশ্চয় পাওয়া যায় না, ১০০ বৎসরের অধিক হইল তথা ঐ

জবনদিগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এইরূপে সে দেশে যে অল্প সংখ্যক হিন্দু আছে, তাহারা ও প্রকৃত হিন্দুর ন্যায় পবিত্রাচরণ না করিয়া খাদ্যাখাদ্য বিষয়ের বিবেচনা শূন্য হইয়াছে, বলোচস্থান কম্বর বাদশাহ্ প্রথম আক্রমণ করেন তৎপরে সম্বর বাদশাহ্ অধিপতি হইয়াছিলেন, ইহার রাজত্বের পরে নাসের খাঁর পিতা আবদুল্লা খাঁ আপন ভ্রাতা হাজি খাঁকে বধ করিয়া সিংহাসনোপবেশন করিয়াছিলেন, এই বাদশাহ্ নাদের শাহের কোন তুষ্টি জনক কর্ম্ম করাতে তদ্দ্বারা এ দেশের নিকটবর্ত্তী কএক দেশ উপঢৌকন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তিনি আপন বুদ্ধির কৌশল ক্রমে বলোচস্থানের উন্নতি করিয়া যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত সমভাবে রাখিয়াছিলেন, ইং ১৭৯৫ বাং ১২০২ শালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ খাঁ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, এই ব্যক্তি আপন পিতা অপেক্ষা অল্প ক্ষমতাবান্, তৎপ্রযুক্ত এ দেশের অনেক স্থান সিন্ধু দেশীয় আমিরদিগের হস্তগত হইয়াছে, উক্ত মহম্মদ খাঁর ভ্রাতা মোস্তফা খাঁ, এই ব্যক্তি সর্ব্বদা মদ্যপানে আশক্ত ও ক্রোধী, কিন্তু অত্যন্ত কর্ম্মিষ্ঠ, তিনি যে সকল দুর্বৃত্ত লোক দ্বারা পিতৃ রাজ্যের হ্রাসাবস্থা হইয়াছে, তাহারদিগকে শাসন করত রাজত্বের উন্নতি করণে নিরন্তর যত্নবান্ আছেন, এইরূপে ঐ মহম্মদ খাঁর অধীনে সুইস্তানের পার্ব্বতীয় দেশ ও কচগণ্ডবার নিম্ন স্থান তদ্ভিন্ন তাহার পূর্ব্বদিগের আনন্দদাজিল প্রভৃতি নানা দেশ আছে, তন্মধ্যে কচগণ্ডবা ও আনন্দদাজিল ও কিলাত নগরস্থ প্রাত্যহিক হট্ট, এই কএক স্থানে তিন লক্ষ টাকা উপস্বত্ব হয়, উক্ত আনন্দদাজিল রাজ্যের উত্তর দিগে খোরশান, দক্ষিণ দিগে লস ও সিন্ধু, পশ্চিম দিগে মেকরান এবং পূর্ব্ব দিগে সিন্ধু, বলোচস্থানাধ্যক্ষ ঐ খাঁ

বংশীয়েরা কাবোল বাদশাহের অধীন কিন্তু রাজস্ব প্রদানকালে তাহার সহিত প্রায় যুদ্ধ করে অর্থাৎ যুদ্ধ ব্যতিরেকে সহজে কর প্রদান করে না, তাহারা সংগ্রাম কালে ২৫০৩০ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারে। ৩৪৯ ॥

বাইয়ানা ॥ আগরা প্রদেশে আগরা নগরের ৪৪ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে বাইয়ানা নামক এক নগর আছে, এ নগর আগরার রাজধানী ছিল, আবুল ফজল কর্তৃক ব্যক্ত হইয়াছে, যে যৎকালীন সোলতান সেকন্দর লোদি এ স্থানে রাজ্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তৎকালীন আগরা নগর বাইয়ানা নগরের অধীনে এক গ্রাম মাত্র ছিল, ইং ১১৯৭ বাং ৬০৪ সালে বাইয়ানা নগরে প্রথম জবনাধিকার হয়, এ নগর অদ্যাপি বর্ত্তিষ্ণু আছে, তন্মধ্যে অনেক বৃহৎ প্রস্তর গৃহ এবং তাহার পর্ব্বতোপরি এক দুর্গ আছে, সে দুর্গের স্তম্ভ সকল অতিশয় উচ্চ তন্নিমিত্তে দূর হইতে দৃষ্ট হয়, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ সালে এ নগর ও ইহার অন্তঃপাতি তাবৎ গ্রাম ভরতপুরের রাজা রণজিৎ সিংহের অধিকার হইয়াছিল। ৩৫০ ॥

বাকরগঞ্জ ॥ ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ সালে বঙ্গদেশে ঢাকাজালালপুরের দক্ষিণাংশে বাকরগঞ্জ নামে এক নগর স্থাপিত হয়, ইহার পূর্ব্বকালে এ স্থান সামান্য ছিল, ইং ১৫৮৪ বাং ৯৯১ সালে একবার বন্যা হইয়া এবং তৎপরে চট্টগ্রাম নিবাসি পোর্তুগীশ দিগের অভিমতানুসারে মগ জাতিরা ক্রমাগত দৌরাত্ম্য করাতে এই স্থান ভয় দূষিত হইয়া অদ্যাবধি তাহাতে বসতির আধিক্য হয় নাই, কিন্তু ভূমির উত্তমতা প্রযুক্ত প্রতি বৎসর দুইবার যথেষ্ট ধান্য জন্মে, সেই ধান্য কলিকাতা প্রভৃতি নানা স্থানে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হয়, এই বাকরগঞ্জ ও

সুন্দরবন নামক যে এক বৃহৎ অরণ্য আছে, এই উভয়ের মধ্য স্থান দিয়া নানা নদী গমন করিয়াছে, উক্ত বন মধ্যে বৃহৎ ২ ব্যাঘ্র ও সেই সকল নদীতে অনেক কুম্ভীর আছে, এবং বাকর গঞ্জ মধ্যে শত বৎসরাবধি যে সকল পোর্তুগীশ জাতিরা বাস করিতেছে, তাহারা নির্ধন ও দুর্বল ও ঘৃণার্হ এবং তদ্দেশীয় লোকাপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ তৎপ্রযুক্ত তথাকার লোকেরা অবজ্ঞা করত তাহারদিগকে কালা ফুক্কি বলে। ৩৫১ ॥

বাকের ॥ মুলতান প্রদেশে সিন্ধু ও দামোদরের মিলন স্থানে সিন্ধু নদীদ্বারা যে এক উপদ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার উপরে বাকের নামে এক নগর আছে, আবুল ফজল আপন পুস্তকে তথাকার দুর্গের ও নাম বাকের বলিয়া প্রকাশ করেন, লাহোরের ছয় নদী একত্র হইয়া আগমন পূর্বক কিয়দ্দূরে দুই ধারা হইয়া উক্ত দুর্গের উত্তর ও দক্ষিণ দিগ দিয়া গমন করিয়াছে, এ নগরে বৃষ্টি অল্প হইয়া থাকে, কিন্তু নানাবিধ উত্তম ২ ফল জন্মে, ইং ১৭৫৮ বাং ১১৬৫ শালে দারাসেকো আপন ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে পলায়ন করত সিন্ধু নদীর দিগে গমন করিয়া ঐ দুর্গ আক্রমণ করাতে ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ৩৫২ ॥

বাঘমতী ॥ নেপাল দেশীয় কাটামুণ্ড নগরের উত্তর দিগস্থ পর্বতোপরি বাঘমতী নাম্নী এক নদী আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ দিগে গমন পূর্বক ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকারস্থ ত্রিহুত ও বাহার দেশে প্রবেশ করিয়া মুঙ্গেরের উত্তরে গঙ্গাতে পতিতা হইতেছে, এনদী দীর্ঘে প্রায় ৩০০ ক্রোশ হইবেক। ৩৫৩ ॥

বাঙ্গালোর ॥ মহীসুর রাজ্যে হয়দরআলির স্থাপিত বাঙ্গালোর নামে এক নগর আছে, এ নগরের দক্ষিণ দিগে

ক্লিঙ্গারা ও বিরদির নিকটস্থ কোন নিবিড় বন মধ্যে যথেষ্ট ব্যাঘ্র বাস করে, বাঙ্গালোর নগরে ও ইহার নিকটস্থ দেশে পাট জন্মে. সেই পাট দ্বারা এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তদ্ভিন্ন যে অন্ন এবং তৈল জন্মে, সে তৈল দীপে ও ঔষধের নিমিত্তে সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে, এ নগরে হয়দর কর্ত্তৃক জার্ম্মনিক রীতি ক্রমে যে এক উত্তম দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সে দুর্গ ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত যুদ্ধোপযুক্ত হয় নাই, তৎপ্রযুক্ত তাহার পুত্র টীপুশাহ সেই দুর্গ স্থানে২ ভগ্ন করিয়াছিলেন. কিন্তু পুনর্ব্বার ইং ১৮০৫ সাং ১২০৯ শাকে তাহার অঙ্গরাজ হইয়াছিল, এ নগরে দ্রাক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ ফল যথেষ্ট জন্মে, এবং হয়দর ও টীপুর যে এক বৃহৎ উদ্যান আছে. তন্মধ্যে গোলাব পুষ্প ও দাড়িম্ব ইত্যাদি অনেক আছে. হয়দরের রাজ্যকালে এ নগরে অনেক বসতি ছিল, কিন্তু টীপুশাহ হয়দরাবাদ ও আড়কট নামক স্থানের অধিকারিদিগকে অবজ্ঞা করত ঐ উভয় স্থানের লোকের সহিত এ নগরস্থ লোকের যে বাণিজ্য ছিল তাহা বন্ধ করাতে নগরের হানাবস্থার প্রথম সূত্র হইল, দ্বিতীয়তঃ তিনি ব্যবসায়ি দিগের নিকট বাণিজ্য দ্রব্য প্রেরণ করত উপযুক্ত মূল্যাপেক্ষা বল দ্বারা অধিক গ্রহণ করিতে লাগিলেন, এবং লার্ড করণওয়া লিসের আজ্ঞাক্রমে এই নগর আক্রমিত হইয়া প্রজাদিগের ধনাদি অপহৃত হইয়াছিল, বাঙ্গালোর নগর এই প্রকার উৎ পাৎগ্রস্ত হইলেও অনেক ধনবান লোকেরা তথা বাস করি তেছে, অপর পশ্চিমঘাট নামক পর্ব্বতের দক্ষিণ দিগস্থ বাঙ্গা লোরের লোকেরা প্রায় মাঙ্গালোর দেশীয় লোকের সহিত বাণিজ্য করে, এ নগর হইতে পট্টবস্ত্র ও সূত্রবস্ত্র নিজামের ও

মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজ্যে প্রেরিত হইয়া তথা হইতে সূত্র ও লোম মিশ্রিত এক প্রকার বস্ত্র আনীত হয়, এবং ইংলণ্ডীয়দিগের রাজ্যাধীন নিম্নকর্ণাট হইতে লবণ, সবক্ষার, টিন, শিশা, তাম্র, ইংলণ্ডীয় বাসন ও ইস্পাত এবং কাগজ দর্পণ ও নানাবিধ চিত্র করণীয় রঙ্গ ও কর্পূর এবং চিন দেশীয় মিছরি ও বঙ্গ দেশীয় শর্করা ও নীল, রেশম, কৌষেয়বস্ত্র, কেনাবিস, জায়ফল, খর্জ্জুর বাদাম, ইত্যাদি দ্রব্য বাণিজ্যার্থে বাঙ্গালোরে আনীত হয়, এবং এ স্থান হইতে যথেষ্ট গুবাক ও চন্দনকাষ্ঠ ও গোল মরিচ, এলাইচ, তিন্তিড়ী ইত্যাদি কর্ণাটে প্রেরিত হয়, এবং তানজোরের লোকেরা উত্তম মুক্তা আনয়ন করিয়া এ নগরে বিক্রয় করে, উক্ত নগরস্থ অনেক যবনেরা রাজ্যচ্যুত হইয়া নানা ক্লেশ ভোগ করিতেছে, বাঙ্গালোর নগরে কলিযুগের ও শালি বাহন রাজার শাল প্রচলিত আছে, তাহার বিশেষ এই যে ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালের সহিত কলিযুগের আরম্ভাবধি ৪৮৯৩ বৎসর ও শালিবাহনের ১৭২২ বৎসর গণিত হয়, পরন্তু ইং ১৬৮৭ বাং ১০৯৪ শালে চিক দেও রাজার রাজ্য কালীন এ নগর প্রথম মহিসুর রাজ্যাধীন হইয়াছিল, এ নগর শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ৭৪ ক্রোশ, মান্দরাজ হইতে ২১৫ ক্রোশ, হায়দরাবাদ হইতে ৩৫২ ক্রোশ। ৩৫৪ ॥

বাড়ি ॥ আগরা প্রদেশে চম্বল নদীর ১০ ক্রোশ উত্তর দিগে বাড়ি নামে এক নগর আছে, ইহার অত্যন্ত সৌন্দর্য্যপ্রযুক্ত ধুলপুরের রাণার রাজ্য মধ্যে এ নগর গণ্য হইয়াছে, ইহার পথ সকল অপ্রশস্ত কিন্তু রক্ত বর্ণ প্রস্তরের অনেক গৃহ আছে, এ নগরে বহুকাল ব্যাপিয়া পাঠানেরা বাস করিয়াছিল, তৎ প্রযুক্ত অদ্যাবধি তাহারদিগের অনেক উত্তম ২ দেবালয় আছে,

ইহার নিকটস্থ সকল স্থানে সর্ব্বদা দস্যুর উপদ্রুব হওয়াতে কৃষি কর্ম্মের ও ব্যাঘাত হইয়াছে। ৩৫৫ ॥

বারমহল ॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগে দ্রাবিড় রাজ্য মধ্যে বারমহল নামে এক দেশ আছে, বারমহল নামের তাৎপর্য্যার্থ এই যে তাহার অধীনে বার গ্রাম আছে, ইহার পশ্চিম দিগে ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণী, এবং পূর্ব্ব দিগে সমুদ্র, ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে শ্রীরঙ্গপত্তন ধ্বংস হইলে কর্ণাটের নানাদেশ এ দেশ ভুক্ত হইয়াছিল, বারমহল দেশে বর্ষাকালে অতিশয় শীত হয়, তন্নিমিত্তে লোকেরা তৎকালে তথা বাস করে না, এই দেশের অধিকাংশ পতিত ভূমি এবং তথা ধান্য অল্প জন্মে, কিন্তু অন্যান্য শস্য ও নারিকেল ইত্যাদি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, তথাকার নিষ্কর ভূমিভোগী ভাগ্যবান লোকের প্রতি রাজার এই এক আদেশ আছে, যে ক্ষেত্র ভূমিতে জল দিবার জন্যে তাহারা স্ব ২ ব্যয় দ্বারা পুষ্করিণী খনন করাইবেন, তাহার জল দ্বারা যে সকল ভূমি সেচিত হইবেক, সেই তাবৎ ভূমির চতুর্থাংশের একাংশ ঐ ব্যয় কারিরা পুরুষানুক্রমে অধিকার করিতে পারিবেন, এবং সময়ানুসারে সেই পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারাদি করিবেন, অপর আনাগুণ্ডি নামক স্থানের অধ্যক্ষ রাজার পতন হইলে এই বারমহল ও রাইকোটা এবং অন্যান্য দেশ চিনাপত্তনের জগদেবের অধীন হইল, এবং তাহার পরে এই জগদেবের বংশ ধ্বংস হইলে কৃপা নামক স্থানের নবাব ও মহসুরের রাজা কর্তৃক কৃতাংশ হইয়া ঐ নবাব বারমহল দেশ ও মহীসুরের রাজা চিনাপত্তন প্রাপ্ত হইলেন, তৎপরে হয়দর শাহ এ দেশ মহীসুর রাজ্যভুক্ত করিয়া ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পণ করিল

তৎকালে এই দেশের হ্রাসাবস্থা ছিল, কিন্তু কলোনেল আলেকজন্দর রিড সাহেবের চেষ্টা দ্বারা ইহার এতাদৃশ উন্নতি হইল, যে প্রজাদিগের নিকট ভূমির কর পূর্ব্বাপেক্ষায় অল্প লইয়া ও দ্বিগুণ রাজস্ব উৎপন্ন হইয়াছিল, বারমহল দেশে ১৯ অংশ হিন্দু ও একাংশ অন্যান্য জাতি আছে, এই দেশ উক্ত নবাবের পূর্ব্বে কখন প্রকৃত রূপে জবনাধিকার হয় নাই। ৩৫৬॥

বারাণসী॥ আলাহাবাদ প্রদেশে বারাণসী নামে এক প্রসিদ্ধ নগর আছে, তথা শীতকালে অতিশয় শীত হয়, এবং চৈত্র মাসাবধি জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত এতাদৃশ গ্রীষ্ম ও হইয়া থাকে, যে তাহাতে লোকেরা অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়, এ নগরে এবং তৎসংযুক্ত পাটনা বক্সার গাজিপুর ও মের্জাপুরে যব, গোধূম, মটর, মসিনা প্রভৃতি শস্য যথেষ্ট ও উত্তম ২ জন্মে, কিন্তু ধান্য অল্প হয়, কারণ তথাকার লোকেরা রবিশস্যের প্রতি যাদৃশ পরিশ্রম করে, ধান্যোৎপত্তি নিমিত্তে তাদৃশ যত্নবান হয় না, বারাণসীতে যথেষ্ট ইক্ষু জন্মে, এবং আম্র বৃক্ষের বাহুল্যে উক্ত নগর বনের ন্যায় দৃষ্ট হয়, এ অতি ধনাঢ্য নগর, ইহার উত্তর দিগে সূক্ষ্মবস্ত্র, পশ্চিম দিগে বাফ্তা পূর্ব্ব দিগে শাল প্রস্তুত হয়, এবং নগর বাসি লোকেরা ও স্বর্ণ এবং রৌপ্য যুক্ত নানাবিধ সূত্রবস্ত্র প্রস্তুত করে, এ নগরের প্রধান নদী গঙ্গা, গোমতী, ও কর্ম্মনাশা, এবং শোণ নামে এক প্রধান নদ আছে, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে মারকুইস ওএলিস্লির আজ্ঞানুসারে বারাণসীতে ৩০০০০০ লক্ষ প্রজা সংখ্যা হইয়াছিল, তন্মধ্যে পাঁচ অংশ হিন্দু ও একাংশ জবন, পূর্ব্বকালে মথুরাম নামে এক ব্যক্তি গাংপুরের অর্দ্ধাংশ স্থানের অধিকারী হইয়া ক্রমে বারাণসী ও হস্তগত করিয়াছিল, ইং ১৭৪০ বাং ১১৪৭ শালে ঐ ব্যক্তি পরলোক গমন করিলে

তাহার পুত্র বলবন্ত সিংহ ত্রিশ বৎসর বয়সে উত্তরাধিকারী হইয়া এই বারাণসীর যে প্রকার উন্নতি করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি সেই ভাবেই আছে, ঐ বলবন্ত সিংহের পুত্র চেৎ সিংহ ইং ১৭৭০ বাং ১১৭৭ শালে নগরাধ্যক্ষ হইয়া ইং ১৭৮১ বাং ১১৮৮ শালে রাজ্যচ্যুত হইলেন, ইং ১৭৭৫ বাং ১১৮২ শালে অযোধ্যার নবাব কর্ত্তৃক এই নগরের চতুরস্রায় ভূমি ১২০০ ক্রোশ পরিমিত হইয়া ৬২ খণ্ডে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে গঙ্গার উভয় তীরে ১০০০০ ক্রোশ উর্ব্বরা ভূমি ছিল। ৭৩৭ ॥

বালাঘাট ॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগে প্রাচীরবৎ সমান দেখাতে এবং ছত্রাকারের ন্যায় উপরি ভাগ যে ঘাট নামক এক প্রশস্ত পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহার উপরে কৃষ্ণা নদী অবধি মহিসুর রাজ্যের দক্ষিণ দিগ পর্য্যন্ত যে স্থান, সেই স্থান বাসিগণ বালাঘাট নামক এক প্রসিদ্ধ দেশ আছে, এই দেশ হিন্দু দিগের প্রাচীন কর্ণাট রাজ্য ইদানীং বালাঘাট শব্দে কথিত হইয়াছে, যদ্যপি ঐ কর্ণাট রাজ্যের কোন অংশ ঘাট পর্ব্বতের নিম্ন ভাগে নাই, তথাচ যবন ও ইংলণ্ডীয়দিগের স্বার্থ অনুসারে ঘাটের উপরিস্থ কর্ণাটকে না বুঝাইয়া এই কর্ণাট তাহার নিম্নে আছে এমত অনুভব হয়, ইহার অধিক ভূমিতে শস্য জন্মে, তদ্ভিন্ন তুলা ও নীল যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, সেই নীল বাণিজ্যার্থে নানাস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে, যৎকালীন বালাঘাট স্বদেশীয় লোকের অধীনে ছিল, তৎকালে কারণৌল, আদনি, কম্মিম, হারপনলি, রাইদুর্গ, বলহরি, গুত্তিয়ণ্ডি, চেটি কুপা, গরমকুণ্ড, পঙ্গানুর, ও সিদ্ধৌত, এই কএক খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল, এই দেশের সম্মুখের উচ্চ স্থানে কৃষ্ণা ও তুঙ্গা নামে যে দুই নদী আছে তদ্ভিন্ন আর কোন বৃহৎ নদী নাই।

ইহার প্রত্যেক গ্রামে এক ২ জন মণ্ডল থাকে, তাহার পরামর্শানুসারে কৃষিকর্ম্মের তাবৎ বিষয় নিষ্পন্ন হয়, প্রতি বৎসর রাজস্ব প্রদানের প্রাক্‌কালে সেই সকল মণ্ডলেরা স্ব ২ গ্রামস্থ কৃষক দিগের সহিত এক ২ দেবালয়ে গমন পূর্ব্বক কর সঞ্চয়ের নিয়ম বদ্ধ করে, পশ্চাৎ তন্নিয়ম ক্রমে সমগ্র প্রজারা দেবালয়ে স্বীকৃত বাক্যের অন্যথা হইলে দেবতা সমীপে অপরাধি হইবে এই আশঙ্কাতে অবাধে রাজস্ব প্রদান করে. জবনদিগের শেষ রাজত্ব সময়ে তাহারা এই স্থান অধিকার করিয়াছিল. কিন্তু সম্যক্ রূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই. তৎকালে এই স্থানে যত হিন্দু বাস করিত তাহার পঞ্চদশাংশের একাংশ জবন জাতি ছিল. মোগল জাতির হ্রাস হইলে উক্ত দেশ আদনি ও কৃপা নগরের পাটান নবাব প্রভৃতি কএক ব্যক্তির অধীনে নানা রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল. এবং মাইসূর রাজ্যের লোকদিগের দৌরাত্ম্য দ্বারা অত্যন্ত উপদ্রবগ্রস্ত হইত. তাহার পর ইং ১৭৬৬ এবং ১৭৮০ শালে এই দেশের প্রায় তাবৎ স্থান হয়দর কর্ত্তৃক জিত হয়, ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে নেজামের সহিত ইংলণ্ডীয়দিগের সন্ধি হওয়াতে উক্ত দেশ এবং ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে শ্রীরঙ্গপত্তনাধিপতির দ্বারা তুম্বদ্র ও কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ দিগস্থ যে সকল রাজ্য ও ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে মহিসূর দেশাধ্যক্ষ দ্বারা যে সকল স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সমুদয় তিনি ইংলণ্ডীয়দিগকে প্রদান করিলে ইহারা বালাঘাটের অধিকারী হইয়া বেলজরি ও কৃপা নামে দুই খণ্ডে বিভক্ত করত কলোনেল তামস মনরোর অধীনে স্থাপন করিল, তৎকালে কারণৌল নগর এই দেশ মধ্যে ধরিয়া স্কাটলেণ্ড দেশাপেক্ষা বৃহৎ গণ্য হইত, তন্মধ্যে ২০০০০০ লক্ষ গৃহস্থের

অধিক ছিল, এবং ইহার রাজস্ব ১৬৫১৩৪৫ টাকা উৎপন্ন হইত, তৎপরে ইং ১৮০৮ এবং ১৮০৯ শালে কেবল ভূমির কর ১৬৬৯৯০৮ টাকা এবং অন্যান্য বিষয়ে ১৩২৬৬২ সর্ব্বশুদ্ধা ১৮০২৫৭০ টাকা করিয়া বার্ষিক উপস্বত্ব হইয়াছিল, কিন্তু অনীশ্বরতা প্রযুক্ত অর্থাৎ রাজা শূন্য হইয়া ক্রমে হ্রাস হইয়াছে। ৩৫৮।

বালিয়াঘাট ॥ কলিকাতার পূর্ব্ব দিগস্থ খালের নিকট বালিয়াঘাট নামে এক স্থান আছে, এ স্থানে নানা দেশ হইতে সমাগত জাহাজের দ্রব্যাদি রক্ষিত হয়, পূর্ব্বকালে এই স্থানে অতিশয় বন ছিল, এবং সেই বনে অনেক ব্যাঘ্র বাস করিত তন্নিমিত্ত লোকেরা কলিকাতার গমনাগমনে অত্যন্ত শশঙ্কিত হইত, কিন্তু এইক্ষণে সে বন পরিষ্কৃত হইয়া বালিয়াঘাট ও কলিকাতার পথের পার্শ্ব ভাগে উদ্যান ও গৃহ স্থাপিত হইয়াছে এই বালিয়াঘাট ও চাঁদপালের ঘাটের নিকট দিয়া যে এক খাল গমন করিয়াছিল, সে বৈঠকখানার দক্ষিণ দিগের খালের সহিত যুক্ত ছিল, ইহা কলিকাতাস্থ প্রাচীন লোকদিগের অদ্যাবধি স্মরণ হইতে পারে। ৩৫৯।

বালেশ্বর ॥ কলিকাতার দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ১১০ ক্রোশান্তরে উড়িষ্যা প্রদেশে বুড়িবিলন নদী তীরে ময়ূর ভঞ্জ সম্মৃক্ত বালেশ্বর নামে এক নগর আছে, তথা ঐ নদীতে ২,৫০০ মোনের অধিক ভারবাহী জাহাজ গমনাগমন করিতে পারে না, তাহার জল জোয়ারকালে ৭॥০ হস্ত উর্দ্ধে গমন করে, পূর্ব্বকালে বালেশ্বর নগর অতি প্রধান বাণিজ্য স্থল ছিল, এবং তথা পোর্ত্তুগীস ওলন্দাজ ও ইংলণ্ডীয়দিগের যে সকল বাণিজ্যাগার ছিল সে তাবৎ বহুকাল হইল নষ্ট হইয়াছে, ইং ১৬৮৮

সাং ১০৯৫ শালে আওরঙ্গজেব বাদশাহের যুদ্ধে কাপ্তেন হিট এক দল সৈন্য ও কতিপয় নাবিক লোকের সাহায্যে কেবল ৩০ টা কামান লইয়া যুদ্ধ করত নগর আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার ধনাদি অপহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরে ঐ নগরাধ্যক্ষ তথাকার ইংলণ্ডীয়দিগের বাণিজ্যাগারে অগ্নি প্রদান করিল, এবং তাহারদিগের বেতনিক ভৃত্যদিগকে হিন্দুস্থানে লইয়া গেল, ইং ১৮০৩ সাং ১২১০ শালে মারকুইস ওএলিসলির কর্তৃত্ব সময়ে নাগপুরস্থ মহারাষ্ট্রীয় রাজা কর্তৃক উড়িষ্যা দেশের এই নগরীর অংশ ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পিত হইয়াছে, এ নগর কলিকাতা হইতে উত্তরে ১০১ ক্রোশ অন্তর। ৩৬০॥

বাহার॥ হিন্দুস্থানে বাহার নামে এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে এক বৃহৎ পর্ব্বত যদ্দ্বারা এই দেশ নেপাল রাজ্য হইতে পৃথক্ হইয়াছে, দক্ষিণ দিগে গণ্ডওয়ানা রাজ্যস্থ অসভ্য হিন্দুদিগের প্রাচীন প্রদেশ, পূর্ব্ব দিগে বঙ্গ দেশ, পশ্চিম দিগে আলাহাবাদ অযোধ্যা ও গণ্ডওয়ানা, এই বাহার দেশ অতিশয় উর্ব্বরা, তথা শস্যাদির ক্ষেত্র ২৬০০০ ক্রোশ এবং অধিক বসতি আছে, উক্ত দেশ উত্তর দক্ষিণ খণ্ডে বিভক্ত, তন্মধ্যে উত্তর বাহারের নাম মগধ, ও দক্ষিণ বাহারের নাম মিথিলা অর্থাৎ ত্রিহুত প্রসিদ্ধ আছে, এই উত্তর খণ্ডের পরিসর নেপাল ও মড়ং পর্ব্বত পর্য্যন্ত ৭০ ক্রোশ, এবং তাহার পূর্ব্ব দিগে বঙ্গ দেশীয় পূর্ণীয়া নগর, আকবর বাদশাহ কর্তৃক এই আদি খণ্ড অর্থাৎ মগধের তাবৎ ভূমি পরিমিত হইয়া ত্রিহুত হাজিপুর, সারন ও চম্পানিয়ার এই খণ্ড চতুষ্টয়ে বিভক্ত হয়, বাহার দেশের মধ্যস্থলে বিন্ধ্য পর্ব্বত শ্রেণী, ইহার পরিমাণ ৬০ ক্রোশ হইবেক, উক্ত বিন্ধ্যাচলের পশ্চিম দিগের কর্ম্মনাশা নদী

তাহাকে আলাহবাদের চুনার নগর হইতে পৃথক করিয়াছে, বাহার দেশের উর্ব্বরা ভূমি প্রযুক্ত যত শস্যোৎপন্ন হয়, তাহার তৃতীয়াংশের এক অংশ আফিম জন্মে, উক্ত দেশে ৮০০০ ক্রোশ ব্যাপিয়া পাহাড়ীয় দেশ আছে, তথা শস্যাদি উৎপন্ন হয় না, এবং তাহার আরো দক্ষিণদিগের যে উচ্চ স্থান তাহার বিস্তার ১৮০০০ ক্রোশ, এই উচ্চ স্থানে পালামৌ, রামগড়, ছোটনাগপুর ও পালামাবাদ এই কএক স্থান আছে, উক্ত উচ্চ ভূমির দক্ষিণ দিগে উড়িস্যা, পূর্ব্ব দিগে বঙ্গদেশ, ইং ১৫৮২ সাং ৯৮৯ শালে আকবর বাদশাহের আজ্ঞানুসারে আবুল ফজল বাহারদেশের বিবরণে লিখিয়াছেন, যে গড়হর অবধি রহতাস পর্য্যন্ত তাহার দীর্ঘতা বাং ১২০ ক্রোশ ও প্রস্থতা ত্রিহুত অবধি উত্তর দিগের পর্ব্বত পর্য্যন্ত ১১০ ক্রোশ, বাহার দেশের প্রধান নদ শোণ, ও প্রধান নদী গঙ্গা, এবং গণ্ডকীনদী উত্তর দিগ হইতে আগমন পূর্ব্বক হাজিপুরের নিকটে গঙ্গাতে মিলিতা হইয়াছে, গ্রীষ্মকালে এই দেশে অতিশয় উত্তাপ হয়, কিন্তু শীতকালে তাদৃশ শীত হয় না, আর তথা বর্ষা ছয় মাস পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, মুঙ্গের দেশে গঙ্গাতীর অবধি বাহারের উত্তর দিগস্থ পর্ব্বত শ্রেণী পর্য্যন্ত যে এক প্রস্তরময় প্রাচীর আছে, সেই প্রাচীর বঙ্গ ও বাহার দেশের সীমা চিহ্ন করিয়াছে, এবং তিনি আর লিখেন যে এই দেশ সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত অর্থাৎ বাহার, মুঙ্গের চাম্পারণ, হাজিপুর, সারণ, ত্রিহুত, ও রহতাস এই সপ্ত খণ্ডের অন্তঃপাতি প্রধান ২ একশত নিরানব্বুই গ্রাম আছে, সে সমুদয়ের রাজকর ৫৫৪৭১৯৮৫ টাকা উৎপন্ন হইত, এতাবন্মাত্র, এই বাহার দেশের মধ্যস্থলবর্ত্তী যে স্থান বাহার নামে খ্যাত আছে, সেই

স্থান এবং হিন্দুস্থান ও বঙ্গ দেশ এই তিন স্থানে সুগম পথ থাকাতে সুন্দর বাণিজ্য হইয়া নিজ বাহারের বৃদ্ধি হইয়াছে. এ দেশে নানা স্থানে শস্যোৎপত্তি হয়. কিন্তু তথাকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য আফিম, এই আফিম ইংলণ্ডীয় লোকেরা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়ার্থে কলিকাতাতে প্রেরণ করে, তদ্ভিন্ন হাজিপুরের ও শাহরণে যবাক্ষার প্রস্তুত হয়, এই যবাক্ষার বাহার দেশ ভিন্ন অন্য কোন স্থানে প্রায় প্রস্তুত হয় না. বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা বোধ হইয়াছে, যে উষ্ণ বায়ুর প্রাদুর্ভাবকালে যবাক্ষার যথেষ্ট জন্মে, এই বায়ু পূর্ব্বকালে পশ্চিম হইতে আগমন পূর্ব্বক বাহার দেশের পূর্ব্ব সীমাতীত স্থান পর্য্যন্ত আগত হইত না, কিন্তু প্রায় ৩০ বৎসর হইল উক্ত বায়ু বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত আগমন করে, তন্নিমিত্তে অনুভব হয় যে চেষ্টা করিলে বঙ্গ দেশের অনেক স্থানে যবক্ষার প্রস্তুত হইতে পারে, অল্পকাল হইল বাহার দেশে যবনাধিকার হইয়া ক্রমাগত তাহারদিগের রাজ্য হইয়াছে ও অদ্যাবধি এ দেশে জবন জাতি অনেক আছে। ৩৬১॥

বিকানিয়ার ॥ আজমের প্রদেশে দক্ষিণ হইতে ২২০ ক্রোশ পশ্চিম দিগে বিকানিয়ার নামে এক বৃহৎ নগর আছে, তাহার চতুর্দ্দিগে প্রাচীর এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিগে হিন্দুস্থানের ন্যায় এক বলবন্ত দুর্গ আছে: সেই দুর্গ অত্যন্ত গম্ভীর পরিখাতে বেষ্টিত আছে, তন্মধ্যে বিকানিয়ারের রাজা ও তাহার বেতন ভোগী ইউরোপীয় লোকেরা বাস করে, এ নগরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে জলকষ্টতা হেতুক নগরের ও দুর্নাম হওয়াতে ভিন্ন দেশী য়েরা সে স্থান গ্রহণেচ্ছা করেনা, তন্নিমিত্তে এ স্থানে কখন যুদ্ধো পস্থিত হয় নাই, সুতরাং দুর্গস্থ লোকেরা নিষ্কণ্টকে বাস করি য়াছে। ৩৬২॥

বিজয়গড় ॥ আলাহাবাদ প্রদেশে চুনার নগর সংযুক্ত বিজয়গড় নামে এক নগর আছে, ইহার যে দুর্গ সে দুই ক্রোশ উচ্চ এবং পর্ব্বতোপরি স্থাপিত, ঐ পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল পীড়াকর স্থান, তৎপ্রযুক্ত অন্যান্য দেশাধিকারিরা উক্ত নগর আক্রমণে বাঞ্ছিত হয়েন নাই সুতরাং সেই দুর্গকে অজেয় বলিতে হয়, উক্ত পর্ব্বতোপরি ৩ ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, দুর্গস্থ লোকেরা তাহার জল ব্যবহার করে, ইং ১৭৮১ বাং ১১৮৮ সালে চেতসিংহ তথাকার রাজার বিদ্রোহী হইলে ইং লণ্ডীরেরা সে নগর অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু ইংরাজদিগের অনবধানতা প্রযুক্ত বিজয়গড় হ্রাস হইয়াছে, এ নগর বারাণসী হইতে ৫৬ ক্রোশ। ৩৬৩ ॥

বিজয়নগর ॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগে বালাঘাট পর্ব্বত মধ্যে বিজয় নগর নামে এক নগর আছে, এ নগর হিন্দু জাতির প্রধান রাজধানী ছিল, এইক্ষণে অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু তুম্বদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে আনাগুণ্ডী নামক স্থানের সম্মুখে ঐ নগর সংযুক্ত ৮ ক্রোশ পরিমিত স্থান অদ্যাবধি প্রবল আছে, উক্ত নগরের পূর্ব্ব দিগ প্রস্তর ময় প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ, পশ্চিম দিগে তুম্বদ্রা, এই নদী কোন স্থানে ৩২ হস্তের অধিক প্রশস্ত নহে, তাহাতে প্রস্তর ময় এক সেতু আছে, ঐ বালাঘাট পর্ব্বতোপরি ৬০ হস্ত অবধি ৯০ হস্ত পর্য্যন্ত প্রশস্ত অনেক পথ আছে, এবং সেই সকল পথে নানা সুদৃশ্য মন্দির আছে, আর বিজয় নগরের যে স্থানের হ্রাসতা হইয়াছে, তন্মধ্যে আলাপাটনা নামক স্থান হইতে নানা ঝিল গমন করিয়াছে, ইং ১৩৩৬ বাং ৭৪৩ শালে আকাহরিহর ও বকাহরিহর নামক দুই ভ্রাতা এই বিজয় নগর স্থাপনে প্রবর্ত্ত হইয়া ইং ১৩৪৩ বাং ৭৫০

শালে সম্পন্ন করত জ্যেষ্ঠ আকাহরিহর ইং ১৩৫০ বাং ৭৫৭ শালের পূর্ব্ব কালপর্য্যন্ত ও দ্বিতীয় ভ্রাতা ইং ১৩৭৮ বাং ৭৮৫ শালের প্রাক্কালপর্য্যন্ত রাজ্য করিলেন, তৎকালে এই নগরের নাম বিদ্যা নগর ছিল, তৎপরে বিজয় নগর নাম হইয়াছে, এ স্থানের নরসিংহ ও কৃষ্ণরাজা কর্ত্তৃক তাঞ্জোর ও মাদুরায় তাবৎ রাজবংশোদ্ভবেরা পরাভূত হইয়াছিল. ইংলণ্ডীয়দিগের দিগ্বিরূপক চিত্রিত পত্রে এই বিজয় নগর ঘাট নামক পর্ব্বতের উপর ও নিম্নস্থ কর্ণাট ভুক্ত এবং নরসিংহ ও বিষ্ণুনগর বলিয়া প্রকাশিত আছে, সিজর ফ্রেডরিক সাহেব ব্যক্ত করিয়াছিলেন. যে এই বিজয় নগরের ভূমি পরিমাণ ২৪ ক্রোশ এবং তাহার চারি দিগ প্রাচীর বদ্ধ ও তন্মধ্যে নানা পর্ব্বত ও মন্দির আছে, তদ্ভিন্ন ফেরেস্তা কর্ত্তৃক ব্যক্ত আছে. যে এ স্থানের দেবরায় প্রায় ইং ১৪৪০ বাং ৮৪৭ শালে জবনদিগকে আপনার অধীন রাজ্য কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছিলেন, এবং উক্ত জাতিরা দেবালয় স্থাপন পূর্ব্বক দেবক্রিয়াদি করিলে কোন লোকে তাহার বিঘ্নাচরণ করিবেক না, ইহাও ঐ রাজা কর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত হইয়াছিল, এই জবনেরা হিন্দুজাতি অপেক্ষা তীর চালক বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ হইত, পূর্ব্ব কালাবধি এই নগরাধ্যক্ষদিগের সহিত দক্ষিণ দেশীয় বাদশাহেরা ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ইং ১৫৬৪ বাং ৯৭১ শালে আহমদ নগর বিজয়পুর, গোলকন্দ ও বিদর, এই স্থান চতুষ্টয়ের চারি বাদশাহ একত্র হইয়া বিজয় নগরের রাম রাজাকে তেলিকোট্যার রণস্থলে পরাভব করত তাহার রাজধানীতে গমন করিয়া তাবৎ ধনাপহরণ করিল, তাহাতে নগরের বসতি ছিন্ন ভিন্ন হইল, এবং রামরাজার বংশীয়েরা এ স্থানের বসতি পরিত্যাগ করিল, বোধ হয়, যে উক্ত শালাবধি. ইং ১৬৬৩

বাং ১০৭০ শাল পর্য্যন্ত বিজয় নগরের রাজ্য কাহারো দ্বারা আক্রমিত হয় নাই, যেহেতুক জবনদিগের যুদ্ধের পরে ঐ নগরের আর কোন যুদ্ধ প্রকাশ নাই, বিজয় নগর মান্দরাজ হইতে ৩৮৬, শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ২৬০, কলিকাতা হইতে ১১২০, দিল্লী হইতে ১১৫৬, হয়দরাবাদ হইতে ২৬৪ ক্রোশ অন্তর। ৩৯৪ ॥

বিজাগাপাটাম ॥ উত্তর সরকারের সমুদ্র তীরে বিজাগাপাটাম নামে এক রাজধানী নগর আছে, এ নগর বৃহৎ নহে, ইহার উত্তর দিগে ওয়াল্টুর নামক এক গ্রাম আছে, ইউরোপীয়েরা তথা সচরাচর গমন করিয়া বাস করে, এই নগরের উত্তর দিগ হইতে এক নদী বাহির হইয়া পূর্ব্ব দিগে সমুদ্রে মিলিয়াছে, ঐ নদীর এক পার্শ্বে বিজাগাপাটামের দুর্গ আছে, এ নগরের চতুর্দ্দিগস্থ দেশে পর্ব্বত ও বন এবং কৃষি কর্ম্ম হয় না, কিন্তু ইহার নিকটবর্ত্তী এক নগরে যথেষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়, ও চেলম নামক স্থানের দেবালয়ে এক দেবমূর্ত্তি আছে, এবং এই বিজাগাপাটামের লোকেরা হস্তিরদন্ত ও অস্থি নির্ম্মিত বাক্সের উপর উত্তম ২ রঙ্গ করে, ও উক্ত নগর হইতে কলিকাতায় মোম, লবণ ও নারিকেলছোবড়া এবং মালদিব উপদ্বীপে তণ্ডুল প্রেরিত হয়, ইং ১৬৮৯ বাং ১০৯৬ শালে আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজ্যকালে তাহার সহিত ইংলণ্ডীয়দিগের যুদ্ধ হইয়া আওরঙ্গজেব কর্তৃক ইহারদিগের তাবৎ বাণিজ্যাগার আক্রান্ত হয়, এবং অনেক ইংলণ্ডীয়েরা হত হইয়াছিল, তৎপরে ইং ১৭৫৭ বাং ১১৬৪ শালে এম বুসি কর্তৃক কেবল এই নগর অধিকৃত হয়, পরে ইং ১৭৬৫ বাং ১১৭২ শালে লার্ড ক্লাইবের কর্তৃত্ব দ্বারা তাহার তাবৎ গ্রাম গুদ্ধা হস্তগত হইয়াছে, এবং ইং ১৮০৩

বাং ১২১০ শালে উত্তর সরকারের পাঁচ খণ্ড মধ্যে এই নগর এক খণ্ড বিবেচিত হইয়াছে, এই নগর মান্দরাজ হইতে ৪৮৩ ক্রোশ, নাগপুর হইতে ৩৯৪ ক্রোশ, হায়দরাবাদ হইতে ৩৫৫ ক্রোশ এবং কলিকাতা হইতে ৫৫৭ ক্রোশ অন্তর। ৩৬৫ ॥

বিদর ॥ দক্ষিণ দেশে বিদর নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে আওরঙ্গাবাদ ও নান্দিয়ার, দক্ষিণ দিগে কৃষ্ণানদী, পূর্ব্ব দিগে হায়দরাবাদ, পশ্চিম দিগে বিজয়পুর, এ দেশের দীর্ঘ পরিমাণ ১৪০ ক্রোশ ও প্রস্থ সর্ব্বশুদ্ধা ৬৫ ক্রোশ হইবেক, ইহার সম্মুখের ভূমিতে অনেক ক্ষুদ্র ২ পর্ব্বত আছে, এ দেশের প্রধান নগর বিদর, কালবর্গা, ও কালিয়ানি এবং উথাকার প্রধান নদী কৃষ্ণা, ভীমা, গোদাবরী, এই সকল নদীর জল দ্বারা এই দেশে কৃষি কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়, বিদরের রাজধানীর নিকট তৈলঙ্গীয়, মহারাষ্ট্রীয়, কর্ণাটীয়, এই তিন ভাষা মিশ্রিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছে, যৎকালীন এই দেশে হিন্দুদিগের অধিকার হইয়াছিল, তখন ইহাতে যথেষ্ট লোকালয় ছিল, এইক্ষণে ন্যূনতা হইয়াছে, এ স্থান অনেক কাল ব্যাপিয়া যবনাক্রান্ত হইয়া ও অদ্যাবধি তথা অনেক হিন্দু জাতির বাস আছে, এই দেশে যে সকল বাদশাহ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইং ১৩৪৭ বাং ৭৫৪ শালে সোলতান আলাউদ্দিন হোসেন কাঙ্গা ভামিনী প্রথম বাদশাহ হয়েন, তাহার রাজধানী এ দেশের কালবর্গা নগরে হইয়াছিল, তৎপরে নিজামশাহি, আদেলশাহি ও কোতব শাহির বংশোদ্ভবেরা ভামিনীদিগের ভগ্ন রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৩৬৬ ॥

বিষ্ণুপুর ॥ বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান ভুক্ত বিষ্ণুপুর নামে এক অতিপ্রাচীন দেশ আছে, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে

মেজররেনেল এ দেশের ভূমি পরিমাণ ১২৫৬ ক্রোশ নিশ্চয় করিয়াছিলেন, তথা ৩৮৩১০৭ টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হইত, এ স্থানের রাজারা ক্রমাগত ১০৯৯ বৎসর রাজ্য করিয়াছে, পূর্ব্ব কালে ইহারা প্রায় স্বাধীন রাজা ছিল, কিন্তু ইং ১৭১৫ বাং ১১২২ সালের পূর্ব্বকালাবধি জাফের খাঁকে সম্বৎসরিক কর প্রদান করিত ঐ রাজারা ক্রমানুয়ে ৫৬ পুরুষ রাজ্য করিয়াছে ঐ জাফের খাঁ কর্তৃক এ দেশের অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছিল। ৩৬৭॥

বিষ্ণুপ্রয়াগ॥ উত্তর হিন্দুস্থানের শ্রীনগর প্রদেশে অলকনন্দা সহিত দৌলি অর্থাৎ ধাউলি নদীর মিলন স্থানের নিকট বিষ্ণুপ্রয়াগ নামে এক গ্রাম আছে, এই স্থান দেবপ্রয়াগের অপেক্ষা বৃহৎ নহে, ইহার উত্তর দিগে বৃহৎ উচ্চ পর্ব্বত সমূহ আছে, তাহারা পরস্পর ভিন্ন হইয়াও শিকড় দ্বারা যুক্ত আছে, ঐ উভয় নদীর যুক্ত স্থানের নিকট অলকনন্দা বিষ্ণুগঙ্গা নামে খ্যাতা হইয়াছে, যেহেতুক বৈদ্যনাথে এই অলকনন্দা নদী বিষ্ণুপাদ হইতে নির্গতা হইয়াছে, এই নদী উত্তর দিগ হইতে বেগে আগমন করাতে কোন স্থানে ৫০ হস্ত ও কোন স্থানে ৬০ হস্ত প্রশস্তা হইয়াছে। ৩৬৮॥

বীরভূমি॥ বঙ্গদেশে বীরভূমি নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে মুঙ্গের ও রাজমহল, দক্ষিণ দিগে বর্দ্ধমান ও পাচিটী, পূর্ব্ব দিগে রাজশাহি, পশ্চিম দিগে মুঙ্গের ও পাচিটী, আবুল ফজল এই দেশকে মাদারন নামে ব্যক্ত করিয়াছেন, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে এ দেশের ভূমি সংখ্যা অনুমান দ্বারা ৩৮৫৮ ক্রোশ স্থির করা যায়, তাহার অধিকাংশ ভূমিতে বন ও পর্ব্বত এবং তৎকালে ইহার রাজস্ব ৬১১৩২১ টাকা

উৎপন্ন হইত, এ অতিশয় জলকষ্ট স্থান, তন্নিমিত্তে বোধ হয় যে বঙ্গ দেশের তাবৎ স্থান অপেক্ষা অপকৃষ্ট, এ দেশের কৃষি কর্ম্ম ও বসতি পূর্ব্ব দিগস্থ বঙ্গদেশ অপেক্ষা মন্দ, এ স্থানে কেবল গড়া বস্ত্র অধিক প্রস্তুত হয়, ইহার প্রধান নগরের নাম শুরুল, শুরু, ও নাগর এই বীরভূমি জবনদিগের এক প্রধান রাজ্য, পূর্ব্ব কালের ঝাড়খণ্ডি নামক স্থানের নিচজাতিরা এই দেশে আসিয়া প্রজাদিগের ধনাদি অপহরণ করিয়া অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিত, তন্নিমিত্তে সেরসাহ আপন রাজ্যকালে এই দেশ উক্ত উপদ্রবে রক্ষিত হইতে বদরউল্লা জেমনের পিতা আদউল্লাকে অর্পণ করিলেন, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে মারকুইস ওএলিসলির আজ্ঞানুসারে এ দেশের লোক সংখ্যা ৭০০০০০ লক্ষ স্থির হইয়াছিল, তাহার ৩০ অংশ হিন্দু আর একাংশ জবন। ৩৬৯॥

বুণ্ডি ॥ আজমিরার পূর্ব্বদেশে হারৌতি দেশ সম্পৃক্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন বুণ্ডি নামে এক নগর আছে, এই নগর এক বৃহৎ পর্ব্বত শ্রেণীর দক্ষিণাংশে স্থাপিত, তথাকার রাজারা হারা নামক জাতি, পূর্ব্ব কালে ইহারদিগের বৃহৎ রাজ্য ছিল, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় রাজাগণ কর্ত্তৃক কোন ২ অংশ অধিকৃত হইয়া তাহার খর্ব্বতা হইয়াছে, উত্তর হিন্দুস্থান গমনে এ স্থান দিয়া এক প্রধান পথ আছে, ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে অর্থাৎ যৎকালীন কলনেল মনসন আপনি অপ্রকাশ রূপে বাস করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহার দুরবস্থা দেখিয়া এই নগরস্থ রাজা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন, এবম্প্রকারে তিনি ইংলণ্ডীয়দিগের প্রতি অশেষ রূপে সদাচার প্রকাশ করেন, ইং ১৮০৫ বাং ১২১২ শালে উক্ত রাজা মহারাষ্ট্রীয়দিগের কোপে পতিত হইলে ইংলণ্ডীয়েরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ৩৭০॥

বেরার॥ দক্ষিণ দেশে বেরার নামে এক বৃহদ্দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে খান্দেস ও আলাহাবাদ, দক্ষিণ দিগে আওরঙ্গাবাদ ও গোদাবরী নদী, পূর্ব্ব দিগে গণ্ডওয়ানা, পশ্চিম দিগে খান্দেস ও আওরঙ্গাবাদ, ঐ দেশের পরিমাণ প্রকৃত রূপে নিশ্চয় হয় নাই, কিন্তু অনুমান সিদ্ধ এই যে নদী নান্দিয়ারের সুদ্ধ প্রদেশ একত্র করিলে ইহার দীর্ঘতা ২৩০ ক্রোশ ও প্রস্থতা ১২০ ক্রোশ হইবেক, আবুল ফজল আকবর বাদশাহের পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া ব্যক্ত করেন যে এই দেশ কাবোল, পুনার, কহরলি, কলাম্ব, কলেমবাসিম, মাহোর, মানিকদুর্গ, পাটনা, তিল জানা, বাসগড়, তিকর, ও পরুইএলে, এই ত্রয়োদশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইদানীং যে স্থান বেরার নামে সুপ্রসিদ্ধ আছে তদ্দারা বোধ হয় যে আবুল ফজল যাহা লিখিয়াছেন সে প্রকৃত নহে, দ্বিতীয়তঃ দৌলতাবাদ ও উড়িস্যার মধ্যবর্ত্তী এই যে বেরার দেশ ইহার কথা দূরে থাকুক আকবর বাদশাহ উড়িস্যা দেশের পূর্ব্বাংশ কখন জয় করেন নাই, সুতরাং ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত তিনি অজ্ঞাত ছিলেন, অতএব তাঁহার পুস্তক হইতে উদ্ধৃত বিবরণ সন্দিগ্ধ হইতে পারে, এই বেরার দেশের মধ্যে পর্ব্বত ও গড়গোয়ালিয়ার প্রভৃতি নানা দুর্গ আছে, তথাকার প্রধান নগরের নাম এলিচপুর, গোয়ালিয়ার, নরনালা পুনার, নান্দিয়ার ও পোর্টরি এবং উক্ত দেশে গোদাবরী তপতী পূর্ণা বরদা ও কেতনা প্রভৃতি নদী আছে, তাহাতে সে স্থানে জলকষ্ট নাই, এই দেশে ধান্য, গোধূম, যব, তুলা, আফিম, চিক, ও চিনি এই সকল দ্রব্য ভারতবর্ষের তাবৎ স্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জন্মে, নানা কারণ বশতঃ এ দেশের প্রজাবৃদ্ধি হয় নাই, তথাচ অনুমান

২০০০০০ লক্ষ লোক আছে, তাহার দশ অংশের একাংশ জবন, আর সমুদয় হিন্দু, ইং ১৫১০ বাং ৯১৭ শালে দক্ষিণ দেশীয় ভামিনী রাজা বিনষ্ট হইলে যে সকল খণ্ডে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে এই বেরার দেশের দক্ষিণ দিগস্থ উম্মেদশাহি নামক স্থান উম্মেদ উল্‌মুল্‌ক দ্বারা স্থাপিত হয়, তাহার নামানুসারে উক্ত স্থান খ্যাত হইয়াছে, তাহারা চারি পুরুষ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিল, তন্মধ্যে শেষ বাদশাহ বোরহান উম্মেদ শাহের নিকট হইতে তাঁহার অমাত্য ওফাল খাঁ বল দ্বারা রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিল, এবং তাহার নিকট হইতে মুরতিজা নিজাম শাহ অধিকার করিয়া ইং ১৫৭৪ বাং ৯৮১ শালে আওরঙ্গাবাদ ভুক্ত করিল, তাহার রাজত্বের পরে অর্থাৎ ইং ১৭০০ বাং ১১০৭ শালে এ দেশ মোগল রাজ্যাধীন হইল, পূর্ব্ব কালে এ দেশের কোন২ লোক নর্ম্মদা ও তপতী নদীর মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতোপরিস্থ কাল ভৈরব নামক দেবমূর্ত্তির সম্মুখে স্বেচ্ছাক্রমে প্রাণ ত্যাগ করিত। ৩৭১॥

বেরিলি॥ দিল্লী প্রদেশে জুয়া ও শঙ্করা নদী যে স্থানে পরস্পর যুক্তা হইয়াছে, তথা হইতে ৪০ ক্রোশ অন্তরে রোহেল খণ্ড সমৃদ্ধ বেরিলি নামে এক বৃহন্নগর আছে, তথা অনেক বসতি ও এক প্রাচীন দুর্গ আছে, উক্ত নগরে কোনকালে রোহিলার সৈন্যাধ্যক্ষ হাফেজ রহমতের রাজধানী ছিল, তিনি কাটিরা নামক স্থানের যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন, তাঁহার সমাজ এই নগরে আছে, উক্ত নগর মধ্যে তৈজস পাত্র যথেষ্ট প্রস্তুত হয়, ইং ১৭৭৪ বাং ১১৮১ শালে ঐ হাফেজ রহমত বেরিলিনগর ও অযোধ্যা রাজ্য ইংলণ্ডীয়দিগকে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ইং ১৮০২ বাং ১২০৯ শালে ইহারা ঐ হাফেজ রহমতকে উক্ত নগর

পুত্তার্পণ করিয়াছেন, বেরিলি নগর দিল্লী হইতে ১৪২ ক্রোশ, কলিকাতা হইতে মোরশিদাবাদ দিয়া গমনে ৯১০ ক্রোশ, কিন্তু বীরভূমি দিয়া গমনে ৮০৫ ক্রোশ এবং লক্ষ্নৌ হইতে ১৫৬ ক্রোশ অন্তর। ৩৭২ ॥

বৈদ্যনাথ ॥ উত্তর হিন্দুস্থানে গড়ওয়াল দেশের নিকট কুমাইউন দেশ সংযুক্ত বৈদ্যনাথ নামে এক গ্রাম আছে, তথাকার বৈদ্যনাথ নামক এক প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গের নামানুসারে এই গ্রামের নাম বৈদ্যনাথ হইয়াছে, উক্ত দেবতার মন্দির গোমতী নদী তীরে স্থাপিত, এইক্ষণে সেই মন্দির ভগ্নোন্মুখ হইয়াছে, কান্যকুব্জ দেশীয় ব্রাহ্মণেরা এই দেবতার পরিচর্য্যা করে, এবং তীর্থ যাত্রিরা সৎকালে হরিদ্বারে গমন করে তখন এই গ্রামে অনেক যাত্রির সমাগম হয়, এই স্থানে গর্গরা ও গোমতী নদী পরস্পর মিলিতা হইয়াছে। ৩৭৩ ॥

বোড়চ ॥ গুজরাট দেশে নর্ম্মদা নদীর উত্তর তীরে অথচ এই নদী যে স্থানে সমুদ্রে পতিতা হইতেছে তথা হইতে ২৫ ক্রোশান্তরে বোড়চ নামে এক দেশ আছে, এই স্থানে ভৃগু মুনির আশ্রম ছিল, তন্নিমিত্তে এই দেশ ভৃগুক্ষেত্র ও ভৃগুপুর বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, ইং ১৫৭২ বাং ৯৭৯ শালে আকবরশাহ উক্ত দেশ অধিকার করিলে তথাকার বাণিজ্যের অতিশয় আধিক্য হইয়াছিল, কিন্তু ইং ১৭৯১ বাং ১১৯৮ শালে একবার মহামারীতে ৮০৯২২ জন প্রজার মধ্যে ২৫২৯৫ জনের মৃত্যু হয়, তন্নিমিত্তে ২৩৫১ গৃহস্থ প্রজারা তথাকার বসতি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়া বাস করিল, ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে এ দেশের ও ইহার দুর্গস্থ লোক শুদ্ধা এ দেশে ২২৪৬৮ জন প্রজা সংখ্যা করা যায়, কিন্তু তৎকালাবধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি

হইয়া এইক্ষণে এক লক্ষ গণিত হইয়াছে, এই দেশে পশ্বাদির চিকিৎসা করণ নিমিত্তে হিন্দুদিগের এক চিকিৎসালয় আছে, তাহার ব্যয়ার্থে বাণিজ্য বিষয়ের কিঞ্চিদুপস্বত্ব এবং বৈবাহিক উপস্বত্ব সংগ্রহ হয়, উক্ত দেশে বাপ্তা প্রভৃতি নানাবিধ বস্ত্র প্রস্তুত হয়, ইং ১৭৭২ বাং ১১৭৯ শালে জেনেরেল গুএডর ব্রোণ এই দেশ অধিকার করণার্থে বোম্বাই হইতে আগমন করিয়া তথা কাল প্রাপ্ত হইলেন, তথাচ তাঁহার সৈন্যেরা হঠাৎ দুর্গ বেষ্টন করিয়া দেশাধিকার করিল, এবং ইং ১৭৮২ বাং ১১৮৯ শালের প্রাক্ কালাবধি এই দেশ ইংলণ্ডীয়দিগের অধীনে রক্ষিত হইয়া কিয়দ্দিবস পরে মাধজী সিন্ধিয়াকে পুর স্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইল, যেহেতু ওয়ারগাম নামক স্থানে ইং লণ্ডীয়দিগের সৈন্যেরা যৎকালে কারাগারে বদ্ধ ছিল তখন এই মাধজী সিন্ধিয়া ঐ কারাগারস্থ সৈন্যদিগের অনেক উদ্ধারধারণ করিয়াছিলেন, উক্ত দেশ পুরস্কার করণের বিশেষ অভিপ্রায় এই যে হয়দর শাহ যখন ইংলণ্ডীয়দিগের কর্ণাট দেশ আক্রমণ করিলেন, তৎকালে ঐ মাধজী সিন্ধিয়া যদ্যপি দ্বিতীয় বিদ্রোহী হয় এই নিমিত্তে ইংলণ্ডীয়েরা তাহার পূর্ব্বকৃত উপকারের প্রত্যুপকার ছলে উক্ত দেশ প্রদান করিয়া তাহাকে বশীভূত করি লেন ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে কর্ণেল উডিংটনের অধীন সৈন্যেরা এই মাধজীর উত্তরাধিকারি দৌলতরাও সিন্ধিয়ার নিকট হইতে পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছে, এবং তৎকালা বধি এই দেশ ইংলণ্ডীয়দিগের রাজত্বাধীন হইয়াছে, বোড়চ দেশ বোম্বাই হইতে ২২১ ক্রোশ, উজ্জয়িনী হইতে ২৬৬ ক্রোশ পুণাগ্রাম হইতে ২৮৭ ক্রোশ অন্তর ।৩৭৪ ॥

বোম্বাই॥ ভারত বর্ষের পশ্চিম দিগে সমুদ্র তীরে বোম্বাই নামে এক উপদ্বীপ ও তদুপরি পোর্তুগীসদিগের স্থাপিত ১০ ক্রোশ দীর্ঘ ও ৩ ক্রোশ প্রস্থ পরিমিত বোম্বাই নামে এক নগর আছে, এই নগর সমুদ্রের দিগে যে রূপে বদ্ধ তদ্রূপ ইহার আর কোন দিগে নাই, অতএব বোধ হয় যে কোন শত্রু দল উপস্থিত হইয়া প্রকৃত রূপে যুদ্ধ করিলে জয়ী হইতে পারে, উক্ত নগরীয় দুর্গের উত্তরাংশে পারসিজাতিদিগের বসতি আছে, তাহারা প্রত্যূষ ও সায়ঙ্কালে এক প্রান্তরে গমন করিয়া সূর্য্যদেবের অর্চনা করে কিন্তু তাহারদিগের স্ত্রী লোকেরা সেই মাঠে গমন করে না, উক্ত জাতীয়দিগের আর এই এক রীতি আছে যে তাহারদিগের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহারা সেই মৃতদেহ এক ছত্রহীন মণ্ডলাকার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে রক্ষা করে, পশ্চাৎ গৃধ্রাদিতে সেই শবের মাংস ভক্ষণ করাতে অস্থি সকল স্থানে২ বিক্ষিপ্ত হয় কিয়দ্দিবস পরে তাহার কোন আত্মীয় বান্ধব তথা গমন করিয়া সেই অস্থি সকল এক স্থানে সংস্থাপন করে, ইং ১৫৩০ বাং ৯৩৭ শালে বোম্বাই উপদ্বীপে পোর্তুগীসদিগের প্রথম রাজত্ব হয়, ইহারা তৎকালে আপনারদিগের গোয়া নামক স্থানের রাজধানীর নিকটে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কিন্তু সে দুর্গ বোম্বাই নগর হইতে দূর প্রযুক্ত তাহাতে পোর্তুগীসদিগের কোন উপকার হইল না, ইং ১৬৬১ বাং ১০৬৮ শালে কুইন কেথরিন বিবাহ কালে এই উপদ্বীপ যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্তা হওয়াতে দ্বিতীয় চারলস নামক বাদশাহ তাহার অধিকারী হইলেন, ইং ১৬৬২ বাং ১০৬৯ শালে উক্ত বাদশাহের সৈন্যাধ্যক্ষের আজ্ঞানুসারে সর এব্রেহেম শিপমেনের অধীন ৫০০ শত অশ্বারূঢ় সৈন্য

আগমন করিয়া বোম্বাই ও ইহার নিকটবর্ত্তী সালসতি উপদ্বীপ এবং তানা নগর অধিকার করণে বাঞ্ছিত হইলে পোর্ত্তুগীসেরা কহিল যে আমরা কেবল বোম্বাই উপদ্বীপ যৌতুক প্রদান করিয়াছি কিন্তু তোমরা অন্যান্য স্থান ও গ্রহণেচ্ছা করিয়াছ অতএব প্রাগুক্ত যে বোম্বাই উপদ্বীপ তাহাও প্রদান করিব না, এমতে উক্ত সৈন্যেরা প্রাপ্ত বিষয়ে নৈরাশ হইয়া আঞ্জিদিব উপদ্বীপে গিয়া বাস করিল, পশ্চাৎ কুক সাহেব ইং ১৬৬৪ বাং ১০৭২ শালে বোম্বাই উপদ্বীপ অধিকার করিয়া ইং ১৬৬৬ বাং ১০৭৩ শালে তথাকার প্রভুত্ব পদে নিযুক্ত হইলেন, এবং সেই বৎসরে সর জেরবিস লুকেশ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন, ইং ১৬৬৭ বাং ১০৭৪ শালে ইহার মৃত্যু হওয়াতে কাপ্তেন হেনরি জিএরি তৎপদে নিযুক্ত হইলেন, ইং ১৮০২ বাং ১২০৯ শালে ইংলণ্ডীয়েরা আনন্দরাও গুইকুওারের নিকট গুজরাটের অন্তঃপাতি বোড়চ সুরাট্টু কেম্বে গোয়ালোয়ার প্রভৃতি কএক স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইং ১৮০৫ বাং ১২১২ শালে ডঙ্কন সাহেব সায়ন নামক স্থানের সমুদ্র খাড়ি পারাবার হওন নিমিত্তে যে পথ করিয়াদিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য দেশীয় ব্যবসায়ী অর্থাৎ যাহারা অন্যস্থান হইতে বোম্বাই নগরের হট্টে বিক্রয় করণার্থে দ্রব্যাদি আনয়ন করে তাহারদিগের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, কিন্তু ঐ পথ হওয়াতে কেবল খাড়ি দিয়া নৌকা গমনাগমনের ব্যাঘাৎ জন্মিয়াছে, উক্ত খাড়ি দ্বারা বোম্বাই ও শালসতি উপদ্বীপ পরস্পর পৃথক্ হইয়াছে, বোম্বাই নগরে কলিকাতার রীত্যনুযায়িক এক বিচারালয় আছে, তথা এক জন বিচারকর্ত্তা ও তাঁহার তিন জন সহকারী এবং আটজন উকিল কৌনলিদ্বারা বিচারাদি সম্পন্ন হয়, ইং ১৮১১ বাং ১২১৮ শালে

এই নগরে ইংলণ্ডীয়দিগের রাজকর্ম্ম সম্পর্কীয় যে সকল লোক ছিল, তাহারদিগের বেতনাদিতে ১৯৯১৫১ টাকা ব্যয় হইয়া ছিল, তৎকালে বোম্বাই উপদ্বীপে ২২০০০০ প্রজা ছিল, তন্মধ্যে চারি হাজার য়িহুদী ও আট হাজার পারসি এবং আট হাজার মুসলমান তদ্ভিন্ন অবশিষ্টাংশ পোর্ত্তুগীস ও হিন্দু, এই হিন্দু উক্ত সমূহ লোকের চতুর্থাংশের তিনাংশ ছিল, বাক্য আছে যে বোম্বাই উপদ্বীপাধিপতি দ্বারা ভারতবর্ষের পশ্চিম সমুদ্র তীরস্থ এবং পারস্য ও আরবের সমুদ্র তীরস্থ রাজগণ শাসিত হয়, কিন্তু বোম্বাই উপদ্বীপের প্রকৃত রাজ্যসীমা মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালাপেক্ষা ন্যূনপরিমিত হইবেক, যেহেতুক ইহার চতুঃসীমার ভূমি পরিমাণ ১০০০০ ক্রোশ, এ স্থানের জল ও বায়ু উত্তম নহে, তন্নিমিত্তে লোকদিগের উদর মধ্যে মাংস বৃদ্ধি হইয়া এক ব্যাধি জন্মে, তাহাতে অনেকের প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহার ধান ও নারিকেল হইয়া থাকে, উক্ত উপদ্বীপের চতুঃ সমীপে জল জন্দাদির মধ্যে পোটেটো ও পলাণ্ডু এবং ক্ষুদ্র মৎস্য যথেষ্ট আনীত হয়, কিন্তু বৃহৎ মৎস্য অতোধিক নাই, এবং এই স্থানে যে এক প্রকার বৃহদ্ভেক জন্মে, তাহা পোর্ত্তুগীস ও মালাবারিয়েরা ভক্ষণ করে, এখানে যে সকল সেগুন কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়, সেই কাষ্ঠ ঘাট নামক পর্ব্বতের পশ্চিম দিগস্থ বন ও তাহার নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত এবং বাসিন নামক স্থানের উত্তর দিগ হইতে আনীত হইয়া থাকে, এই উপদ্বীপে বাণিজ্য করণের প্রধান নগর বোম্বাই বোড়চ সুরাষ্ট্র কেম্বে ও গোয়া, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সমুদ্র তীরস্থ ও পারস্য মহলার উত্তর দিগস্থ লোকদিগের সহিত বোম্বাই উপদ্বীপের লোকেরা বাণিজ্য করে, এবং এই উপদ্বীপ ও সুরাষ্ট্র হইতে তুলা, চন্দনকাষ্ঠ, মরিচ, এবং মালাবার

হইতে গোঁদ, ও গাছড়া, এবং আরবা এবিসিনিয়া, ও পারস্য হইতে মুক্তা এবং কেম্বে হইতে হস্তিদন্ত ও আকিক নামক প্রস্তর বিশেষ আর মালদির ও লাকদিব উপদ্বীপ হইতে পক্ষীর নীড় ও হাঙ্গরের কানুকা ইত্যাদি দ্রব্য চীন দেশে প্রেরিত হয়, পরন্তু বোম্বাই নগর মধ্যে ও তাহার সীমাতীত স্থানে পোর্ত্তুগীস আর মাসি ও য়িহুদি জাতীয়দিগের নানা দেবালয় আছে, আর এ স্থানের দুর্গের দেড় ক্রোশান্তরে স্লাক টৌন নামক স্থানে বোম্বা দেবীর যে এক মন্দির আছে, সে এ স্থানের তাবৎ দেবালয় অপেক্ষা বৃহৎ এবং এই বোম্বাই নগরের রাজগৃহ অতি উৎকৃষ্ট। ৩৭৫॥

বুদ্রা॥ গুজরাট দেশে চম্পানিয়ার দেশ সংযুক্ত মহারাষ্ট্রীয় গুইকুঁড়ার বংশোদ্ভব এক প্রধান ব্যক্তির বুদ্রা নামক এক রাজধানী নগর আছে, এই নগর গুজরাট দেশ মধ্যে বৃহৎ ও উত্তম স্থান এবং বোড়চ দেশ হইতে ৩০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে, আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজ্য কালে এ নগর ধনাঢ্য হইয়া অদ্যাবধি এ স্থানে যথেষ্ট বাণিজ্য হয়, ইং ১৭২৬ বাং ১১৩৩ শালে বর্ত্তমান অধিকারির প্রপিতামহ পিলাজি গুইকুঁড়ার গুজরাট দেশ আক্রমণ করত ইং ১৭৩০ বাং ১১৩৭ শালে মহারাষ্ট্রীয় শিবজীর পৌত্র শাহু রাজাকে পরাভব করিয়া অধিকার করিল, পশ্চাৎ পিলাজির পৌত্র দামাজি এই নগরাধিকার করিলে পেশ্বা বাজিরাও কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন, কিন্তু পুনর্ব্বার ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া গুজরাটের অর্দ্ধেক অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহার কোন উত্তরাধিকারির পুত্র ফতে সিংহ ইং ১৭৮৯ বাং ১১৯৬ শালে কাল প্রাপ্ত হইলে তাহার ভ্রাতা মানাজী উত্তরাধিকারী হইয়া ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে তাহার

ও মৃত্যু হইল, তৎকালে গোবিন্দরাও নামক ঐ ফত্তে সিংহের আর এক ভ্রাতা সিংহাসনোপবেশন করিলেন, ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে তাহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আনন্দরাও গুইকুয়ার ক্রমাগত রাজ্য করিয়াছে, ইং ১৭৮২ বাং ১১৮৯ শালে ইংলণ্ডীয়েরা প্রথমে এই নগর জ্ঞাত হইলেন, তখন পুণা নগরের মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত সন্ধিতে এই স্থির হইয়াছিল, যে ফত্তে সিংহ গুইকুয়ার ইহারদিগের অনুগত থাকিলে নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ হইবেক, তন্নিমিত্তে ঐ গুইকুয়ার ইংলণ্ডীয়দিগকে যথোচিত মান্য ও পেশ্বাদিগকে রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিয়াছে, ইং ১৮০২ বাং ১২০৯ শালে মলহর রাও আনন্দ রাওএর সহিত যুদ্ধ করিয়া বাসিন নগর অধিকার করিল, তাহাতে আনন্দরাও ইংলণ্ডীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলে ইংরাজ সৈন্যেরা মলহর রাওকে পরাভূত করিয়া রাজ্য হইতে দূরীকরণ করত তাহার কড়ি নামক স্থানের দুর্গ এবং অধিকার গ্রহণ করিল, পশ্চাৎ মলহর রাও ও আনন্দ রাও এই উভয় ব্যক্তির সন্ধি হইলে মলহর রাওকে তাহার রাজ্যের কিয়দংশ প্রত্যর্পিত হইল, উক্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত রাজ্যাংশের উপস্বত্ব হইতে যুদ্ধের নিমিত্তে ইংলণ্ডীয়দিগের যত টাকা ব্যয় হইয়াছিল তাহা প্রদান করিল। ৩৭৬॥

ব্রহ্মপুত্র॥ ভারতবর্ষের তাবন্নদ ও নদী অপেক্ষা বৃহৎ ব্রহ্মপুত্র নামে এক নদ আছে, ইহার উৎপত্তি স্থান নিশ্চয় হয় নাই, কিন্তু অনুমান সিদ্ধ এই যে এক হিমময় পর্ব্বত দ্বারা গঙ্গা ও এই নদের উৎপত্তি ভিন্ন ২ স্থানবর্ত্তী হইয়াছে, উক্ত নদ ঐ পর্ব্বতক্রোড় হইতে পূর্ব্ব দিগে গমন পূর্ব্বক হিমালয়

শ্রেণীর উত্তর দিগস্থ তিব্বত দেশে সানপু এবং জাঙ্গু নামে খ্যাত হইয়া নানা নগর অতিক্রমণ করত পেইমমুক্ত নামক স্থানের নানা নদীর সহিত যুক্ত হইয়া যে পর্ব্বত দ্বারা তিব্বত দেশ আশাম দেশের সহিত পৃথক্ হইয়াছে তাহাকে ভেদ করত বিস্তৃত রূপে বহির্গমন পূর্ব্বক চিন দেশের অতি পশ্চিমস্থ ইউনন নামক স্থানের ২২০ ক্রোশান্তরে আশামের দিগে বহমান হই য়াছে, অনন্তর পশ্চিম দিগে নানা নদীর আসঙ্গে প্রশস্ত হইয়া বঙ্গদেশের বাঘমতী নদীর উত্তর দিগে আগমন পূর্ব্বক গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, পুনর্ব্বার তথা হইতে বঙ্গদেশীয় গারো পর্ব্বতের পশ্চিম দিগে আসিয়া দক্ষিণ দিগ দিয়া গমন করত ঢাকা দেশস্থ মেঘনা নদীতে যুক্ত হইয়াছে, তথা ঐ মেঘনা নদী ব্রহ্মপুত্রের দশাংশের একাংশ অপেক্ষা ন্যূনপ্রশস্তা হইয়া ও তাহার নাম লোপ করত স্বনামে বিখ্যাতা হইয়া বঙ্গদেশের মহনার নিকটে গঙ্গার সহিত যুক্তা হইয়াছে, ব্রহ্মপুত্র নদের গতি যে পর্য্যন্ত ব্যক্ত আছে, তাহা পরিমাণে ১৬৫০ ক্রোশ হইবেক, উক্ত নদ যে ভারতবর্ষের তাবৎ নদী অপেক্ষা বৃহৎ ইহা ইং ১৭৬৫ বাং ১১৭২ শালের প্রাক্কালাবধি ইউ রোপে প্রকাশ ছিল না। ৩৭৭ ॥

ভদ্রকালম ॥ বিজাগাপাটামের ১৩৪ ক্রোশ পশ্চিম দিগে ও গোদাবরী নদীর উত্তর পূর্ব্ব দিগে পলোশাহ রাজার অধিকারে ভদ্রকালম নামে এক নগর আছে, এই নগর দিয়া ভিন্ন দেশীয় ব্যবসায়ি লোকেরা যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য স্থানান্তরে লইয়া যায় ঐ পলোশাহ রাজা সেই সকল দ্রব্যের শুল্ক গ্রহণ করেন এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা এই স্থান হইতে উত্তর সরকারে যথেষ্ট তুলা প্রেরণ করে, ও তথা হইতে লবণ এবং নারিকেল

আনয়ন করে, উক্ত ভদ্রকালয়ের দক্ষিণ দিগে শ্রীশ্রী৺সীতাদেবীর এক পুলিঙ্গ মন্দির আছে, এই নগরের চতুর্দ্দিগে বন আছে। ৩৭৮

ভবানী কুণ্ডল ॥ কৈম্বিটুর দেশে ভবানী ও কাবেরী এই উভয় নদীর মিলন স্থানের নিকট অতি প্রাচীন ভবানীকুণ্ডল নামে এক দুর্গ আছে, তন্মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় গৌতম দলি নামক এক ব্যক্তির স্থাপিত শিব ও বিষ্ণু এই দুই দেবতার দুই দেবালয় আছে, এই ব্যক্তি মাদুরা রাজার অধীনে উক্ত দুর্গের নিকট বর্ত্তী তাবদ্গ্রামের অধিকারী ছিল, কিন্তু তাহাকে রাজস্ব প্রদান করিত না কেবল সময়ানুসারে কোন যুদ্ধোপস্থিত হইলে তাহার স্বপক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিত, তৎকালীন মাদুরা রাজা ভুক্ত শালিম ত্রিচিন্নপল্লী ও তানজোরের দক্ষিণ দিগে যে সকল গ্রাম ছিল সে সমুদয় সচরাচর অঙ্গরা নামে খ্যাত হইত, এই ভবানী কুণ্ডলের ১০ ক্রোশান্তরে এক স্থানের বালুকা ভূমিতে উত্তম ধান্য জন্মে। ৩৭৯ ॥

ভরতপুর ॥ আগরা প্রদেশে আগরা নগর হইতে ২৮ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে ভরতপুর নামে এক নগর আছে, এই নগর শ্রেষ্ঠতম জাট জাতীয় রাজার অধিকার, ইং ১৭০০ বাং ১১০৭ শালে উক্ত জাতিরা মুলতান প্রদেশের সিন্ধু নদীর তীর হইতে হিন্দুস্থানে আসিয়া বাস করিল, কিয়দ্দিবস পরে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশে অর্থাৎ দোয়াবের নানা স্থানে কৃষিকর্ম্ম করিয়া ক্রমশঃ উন্নতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, এবং যৎকালে আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারিদিগের পরস্পর যুদ্ধারম্ভ হইল, তখন ইহারা এক বৃহৎ দেশ অধিকার করিয়া তথা এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিল, এবং উক্ত জাতীয় চূড়ামণি নামক এক ব্যক্তি আওরঙ্গজেব বাদশাহের দক্ষিণ দেশের যুদ্ধে যাত্রাকালীন

তাহার সৈন্যগণের প্রতি আক্রমণ পূর্ব্বক তাহারদিগের তাব দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়াছিল, তদনন্তর সেই চৌর্য্য ধনের কিয়দংশ ব্যয় করিয়া এই ভরতপুরের দুর্গ নির্ম্মাণ করিল, ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে ইহার উত্তরাধিকারি সুরজমল রাজ্য কর্ম্মের রীতি বদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ নদজিফ খাঁর যুদ্ধে কাল প্রাপ্ত হইলেন, ইং ১৭৬৮ বাং ১১৭৫ শালে তাঁহার পুত্র জেওয়ার সিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া গুপ্তাঘাতে লোকান্তর গমন করিলেন, তৎপরে তাহার ভ্রাতা রত্ন সিংহ সিংহাসনোপবেশন করিয়া তদ্রূপে হত হইলেন, তাহার পর রুয়েরি সিংহ নামক তাঁহার আর এক ভ্রাতা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইং ১৭৮০ বাং ১১৮৭ শালে ঐ নদজিফ খাঁ কর্তৃক জাট জাতীয়দিগের অধিকাংশ রাজ্য অধিকৃত হওয়াতে ভরতপুর ও এক গ্রাম মাত্র তজ্জাতীয়দিগের অধিকার ছিল, তখন সেই গ্রামে বৎসর২ সাত লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইত, উক্ত রুয়েরি সিংহ অবর্ত্তমানে ইহার পুত্র রণজিত সিংহ রাজ্যাধিকারী হইয়া মাধজী সিন্ধিয়ার হিন্দুস্থান প্রথম জয় করণ কালীন তাহার অনেক সাহায্য করিয়াছিল, তন্নিমিত্তে মহারাষ্ট্রীয়েরা ঐ রণজিত সিংহকে যথেষ্ট সম্মান করিত ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে ইংলণ্ডীয়দিগের পক্ষীয় জেনেরেল লেকের সহিত ভরতপুরের রাজা রণজিত সিংহের সন্ধি হইয়া এই স্থির হয় যে ইংলণ্ডীয়েরা কখন উক্ত রাজার রাজ্য অধিকার করণে কিম্বা তাহার কোন দেশের রাজস্ব গ্রহণে বাঞ্ছা করিবেন না, এবং ইংলণ্ডীয়দিগের রাজ্য আক্রমণ করণার্থে কোন বিদ্রোহী আগত হইলে ঐ রাজা ইংলণ্ডীয়দিগের প্রতিপক্ষ হইয়া সসৈন্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তদ্রূপ ইংলণ্ডীয়েরা ও রাজপক্ষ হইয়া তাঁহার বিদ্রোহি

দিগের পরাজয় ইচ্ছা করত আপনারদিগের সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিবেন, এই সন্ধি ইং ১৮০৫ বাং ১২১২ সালের পূর্ব্ব কাল পর্য্যন্ত দৃঢ় রূপে প্রতিপালিত হইয়াছিল, পশ্চাৎ ঐ রাজা অন্যায়াচরণ করিলেন অর্থাৎ যশোবন্তরাও হুলকর যতবার লার্ড লেক কর্তৃক পরাভূত হইতে লাগিল, ততবার ঐ রাজা তাহার সহায়তা করিতে লাগিলেন, এবং উক্ত হুলকর দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার সৈন্যদিগকে ভরতপুরের দুর্গ মধ্যে বাসস্থান দিলেন, উক্ত রাজার এই গর্হিত ব্যবহার জন্যে অনুরাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষ মধ্যে ইংলণ্ডীয়দিগের যে তিন বার ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তন্মধ্যে এই যুদ্ধে তাহারদিগের অধিক সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল, তথাচ উক্ত রাজা যুদ্ধে ইংলণ্ডীয়দিগের নৈপুণ্য দেখিয়া যে কোন প্রকারে হউক ইহারা জয়যুক্ত হইবেক এমন বিবেচনা করত সন্ধি করণার্থে আপন পুত্রকে জেনেরেল লেকের শিবির মধ্যে প্রেরণ করিলেন, পরে উক্ত সালে দ্বিতীয় বার সন্ধি হওয়াতে ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত ভরতপুরের লোক দিগের পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত বন্ধুতা হইল, এই রাজার রাজ্য সীমা কখন প্রকৃত রূপে নিশ্চয় হয় নাই, তন্মধ্যে ভরতপুর, বাই য়ানা, ও দিগ এই তিন নগর ভিন্ন আর কোন প্রধান নগর নাই। ৩৮০ ॥

ভাগমতী ॥ নেপাল রাজ্য মধ্যে কাটামুণ্ড নামক স্থানের সন্নিকটস্থ শিবপুরী নামক পর্ব্বতের উত্তর দিগ হইতে ভাগমতী নাম্নী এক নদী আরম্ভ হইয়া পূর্ব্ব দিগে গমন পূর্ব্বক উক্ত রাজ্যের কোন দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থলবর্ত্তী যে স্থান সেই স্থান দিয়া গমন করত শিবপুরী হইতে বিষ্ণুমতী নাম্নী যে আর এক নদী নির্গতা হইয়াছে তাহার সহিত কাটামুণ্ড নামক স্থানের

কিষ্কিন্দুরে মিলিত হইয়া হরিপুর অতিক্রমণ করত ইংলণ্ডীয় দিগের রাজত্বাধীন মুনিয়ারি নামক স্থানে প্রবেশ করিয়া পরে মুঙ্গেরের দক্ষিণ দিগে কএক ক্রোশ অন্তরে গঙ্গাতে পতিতা হই তেছে, ইহার তাবৎ বক্রতা সুদ্ধা দীর্ঘ পরিমাণ ৪০০ ক্রোশ হইবেক। ৩৮১ ॥

ভাগলপুর ॥ বাহার দেশে ভাগলপুর নামে এক নগর আছে, ইদানীং এ নগর মুঙ্গের নগর ভুক্ত হইয়াছে, ইহার চতুরশ্রীয় ভূমি পরিমাণ ২৮১৭ ক্রোশ, সে তাবৎ ভূমি উর্ব্বরা এবং তাহাতে জল কষ্টতা নাই, এ নগরের নিকটবর্ত্তি গ্রামে রেশম ও সূত্র মিশ্রিত অতি সুস্নিগ্ধ বস্ত্র জন্মে, আর এ স্থান হইতে এক দিবসের পথ অন্তরে গোগানালার নিকটে রাজ মহলের ভূস্বামী ও রাজকর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক মৃত ক্লিবলেণ্ড শাহেবের এক সমাজ আছে, এই ব্যক্তি ভাগলপুরের দুরাত্মা মনুষ্য দিগকে অনেক উপদেশ দিয়া এমত সভ্য করিয়াছিলেন, যে তাহারা পূর্ব্বে যে ২ স্থানে দৌরাত্ম্য করিত সেই সকল স্থান এইক্ষণে শত্রু হইতে রক্ষা করিতেছে, উক্ত শাহেব তাহার দিগের প্রায় ৩০০ শত মনুষ্যকে ইংলণ্ডীয়াধীন সৈন্য কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছেন, এই ভাগলপুর নগরের মধ্যস্থল দিয়া গঙ্গা গমন করিয়াছেন। ৩৮২ ॥

ভাটগাং ॥ উত্তর হিন্দুস্থানে কাটামুণ্ড নামক নগরের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ৮ ক্রোশ অন্তরে দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী গুড় খালি রাজার রাজ্যভুক্ত ভাটগাং নামক এক বৃহৎ নগর আছে, এ নগরের আকার বীণা যন্ত্রের ন্যায় নেপালীয় নিও য়ার জাতীয়েরা ইহাকে খোজপদ বলে, পূর্ব্ব কালে ইহার নাম ধর্ম্মপুত্তন ছিল, এ স্থানে অনেক নেপালীয় ব্রাহ্মণের বসতি আছে,

এবং তথাকার রাজ গৃহ প্রভৃতি প্রায় ১২০০ শত সংখ্যক ইষ্টকালয় আছে, এই ভাটগাং নগরে সংস্কৃত বিদ্যার অধিক চর্চা হয়, এবং তথা তদ্বিদ্যার নানাবিধ পুস্তক আছে, তন্নিমিত্তে এই নগরকে প্রায় বারাণসী তুল্য গণনা করা যায়। ৩৮৩॥

ভীমা॥ পুণা নগরের উত্তর দিগে গোদাবরী নদী তীরস্থ পর্ব্বত হইতে ভীমা নামে এক নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, এই নদী তথা হইতে পুণ্য নগরের পূর্ব্ব দিগে ৩০ ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করত বিজয় প্রদেশের ফিরোজ গড় নগরের নিকট কৃষ্ণা নদীতে যুক্তা হইয়াছে, এই কৃষ্ণাতে যে সকল নদী পতিতা হই তেছে তন্মধ্যে ভীমা নদী প্রধানা, উক্ত নদী তীরে এক প্রকার ঘোটক জন্মে, তাহারা কৃষ্ণ বর্ণ ও বলবন্ত ও সুন্দর হইয়া থাকে এবং এই নদীর নামানুসারে ঐ সকল ঘোটক ভীমা রত্তাদি নামে খ্যাত হয়, এই নদীর দীর্ঘ পরিমাণ ৪৬০ ক্রোশ হইবেক। ৩৮৪॥

ভূতান॥ উত্তর হিন্দুস্থানে ভূতান নামে এক দেশ আছে, হিন্দুস্থানের লোকেরা ইহাকে দেবরাজার দেশ এবং তিব্বত দেশীয়েরা দকবা কহে; এই দেশের উত্তর দিগে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী এই পর্ব্বত দ্বারা ভূতান দেশ তিব্বত হইতে পৃথক্ হইয়াছে, দক্ষিণ দিগে বঙ্গদেশ, পূর্ব্ব দিগে আশাম, পশ্চিম দিগে নেপালীয় কৈরন্ত নামক দেশ, ভূতান দেশের পর্ব্বতে অবিরত শিশির পতিত হয়, কিন্তু কোন ২ স্থানে লোকালয় ও ক্ষেত্র ভূমি ও উদ্যান এবং নিবিড় বন আছে, এবং এতদ্দেশীয় যে পর্ব্বত বঙ্গদেশের দিগে আছে, তাহার নিম্ন ভাগে ২৫ ক্রোশ পরিমিত ভূমিতে উত্তম২ শাকাদি যথেষ্ট জন্মে, ভূতান দেশে আশ্চর্য্য বিষয় কিছুই নাই, এবং সর্ব্বত্র শোভাহীন দৃষ্ট হয়, আর

বঙ্গ দেশে যেমত সুবৃষ্টি হয় এই দেশে তদ্রূপ হয় না, এই দেশের পর্ব্বতস্থ নদী সকলের উদ্ভূত বাষ্পসংসর্গী বায়ুর গমনাগমনে তাবৎ গ্রামের লোকদিগের অতিশয় পীড়া হইয়া থাকে, তন্নিমিত্তে তাহারা কুৎসিতাকার ও বলহীন হয়, উক্ত দেশের প্রায় তাবৎ লোকেই কৃষি কর্ম্ম কিম্বা গৃহ নির্ম্মাণাদির কোন উপায় জ্ঞাত নহে, কিন্তু এতদ্দেশীয় স্ত্রী লোকেরা শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা সহ্য করিয়া তাবৎ পরিশ্রমের কর্ম্ম করে, এ দেশে বৃহৎ২ হস্তী ও বানর এবং টাঙ্গন নামে এক প্রকার প্রসিদ্ধ ঘোটক জন্মে, এবং এই দেশ হইতে কমলালেবু আকরোট এবং লোমজ বস্ত্র বঙ্গদেশীয় রংপুরে আনীত হয়, ভূটান দেশে কোচবেহার দেশীয় টাকা চলিত আছে, তাহার মূল্য সিক্কা টাকার তৃতীয়াংশের একাংশ, এই দেশের প্রধান নগর তসূদন তথা রাজধানী ও দেবরাজার রাজ গৃহ আছে, তদ্ভিন্ন সাসা ওয়ান্দিপুর ও মরিচম প্রভৃতি নগর আছে, এ দেশীয় লোকেরা যুদ্ধে অতিশয় নিপুণ হয়, তাহারা ধনুর্ব্বাণ তলওয়ার ও ছুরিকা দ্বারা যুদ্ধ করে, ইহারদিগের বাণের ফলেতে বিষ মুক্ষিত থাকে, এই দেশ জবন জাতি কর্তৃক কখন আক্রান্ত হয় নাই। ৩৮৫ ॥

ভূপাল ॥ মালোয়া দেশে উজ্জয়িনী হইতে ১১০ ক্রোশ পূর্ব্ব দিগে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত ভূপাল নামক এক বৃহৎ নগর আছে, ইহার দক্ষিণ পশ্চিম দিগে প্রস্তরময় ভিত্তি বেষ্টিত প্রস্তর নির্ম্মিত এক দুর্গ আছে, এই দুর্গের চতুর্দ্দিগে পরিখা নাই, কিন্তু ইহার নিকটস্থ পর্ব্বত হইতে যে জলপাত হইতেছে সেতু দ্বারা সেই জলের গতি রোধ করাতে ৬ ক্রোশ ব্যাপিয়া এক বৃহৎ জলাশয় হইয়া উক্ত দুর্গের দক্ষিণ দিগ দৃঢ় রূপে বদ্ধ হইয়াছে, এই ভূপাল নগরের সমুদয় স্থান

পাঠানদিগের অধিকার তাহারা আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক এ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে এই স্থানে ১০০০০০০ টাকা উপস্বত্ত্ব হইয়াছিল, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৌরাত্ম্য দ্বারা সমুদয় স্থান উচ্ছিন্ন হওয়াতে উপস্বত্ত্বের ও ন্যূনতা হইয়াছে। ৩৮৬ ॥

মথুরা ॥ আগরা প্রদেশে আগরা নগর হইতে ৩০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে ও যমুনার পূর্ব্বাংশে মথুরা নামে প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান আছে, এ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া বাল্যলীলা করিয়াছিলেন, ইং ১০১৮ বাং ৪২৫ শালে গিজনির মহম্মদ শাহ এই স্থান অধিকার করিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন, তৎপরে পুনর্ব্বার এই স্থানে নানা মন্দির স্থাপিত হয়, তন্মধ্যে উচ্ছা নিবাসি বীরসিংহ দেও ৩৬০০০০০ টাকা ব্যয় করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে মন্দির ও আওরঙ্গজেব ভগ্ন করিয়া তাহার দ্রব্যাদিতে তথা এক জাবনিক দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এই স্থান মোগলদিগের রাজধানী হইয়া চির কাল উৎপাৎ গ্রস্ত হইয়াছিল, বিশেষতঃ ইং ১৭৫৬ বাং ১১৬৩ শালে মহম্মদ শাহ আবদালি অধিপতি হইয়া এ স্থানের প্রায় তাবৎ লোককে নষ্ট করিয়াছিল, ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে মহারাষ্ট্রীয় সিন্ধিয়া এই স্থান প্রাপ্ত হয়, এই মথুরাতে বহু সংখ্যক দীর্ঘকায় বানর আছে, সেই সকল বানর মাধজী সিন্ধিয়ার ব্যয় দ্বারা প্রতিপালিত হয়, দৈবাধীন কোন কালে এক বানর অকস্মাৎ খঞ্জ হইলে তৎকালীন মাধজী সিন্ধিয়া পানিপতের যুদ্ধে খঞ্জ হইলেন, তাহাতে ঐ বানর অতিশয় মান্য ও আদৃত হইয়াছিল, ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫

শালে দুই জন সৈন্য মথূরাতে গমন করিয়া এক বানর প্রতি গুলি নিঃক্ষেপ করিয়াছিল, তাহাতে তথাকার ব্রাহ্মণ ও যোগিরা উক্ত দুই ব্যক্তিকে অনেক অনুনয় করিয়া যমুনা পারে যাইতে কহিলে তাহারা হস্ত্যারোহণে যমুনা পার হইতে হস্তি সহিত জল মগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ৩৮৭ ॥

মধুগিরি ॥ মহীসুর রাজ্যে এক পর্ব্বতোপরি মধুগিরি নামে এক নগর ও দুর্গ আছে, বিজয় নগর রাজ্যের ধ্বংস কালে ঐ নগরে মহারাষ্ট্রীয় চিক্কপা গৌড় নামক এক ব্যক্তির অধিকার ছিল, কিন্তু এক শত বৎসর অতীত হইলে মহীসুরের রাজপারি বারস্থদিগের অধিকার হইয়া মল রাজা কর্ত্তৃক তথা প্রস্তরের এক দুর্গ নির্ম্মিত হয়, ইহার পূর্ব্ব কালে সেই স্থানে মৃন্ময় দুর্গ ছিল, তৎকালে উক্ত নগর বারম্বর শত্রু দল দ্বারা আক্রমিত হওয়াতে তাহার দুরবস্থা হইয়াছিল, ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে এ নগর মহীসুর দেশের রাজাদিগের অধীন হইয়া পুনর্ব্বার তাহার উন্নতি হইয়াছে, এই নগর পরশুরাম ভৌএর সেনাপতি বসন্তরাও পাঁচ মাস চেষ্টা করিয়া আক্রমণ করিতে পারেন নাই, উক্ত নগরের নিকটবর্ত্তি স্থানের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা প্রযুক্ত এক বৎসরে দুই বার ধান্য জন্মে। ৩৮৮ ॥

ময়মনসিংহ ॥ বঙ্গদেশে ময়মনসিংহ নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে গারো পর্ব্বত ও রঙ্গপুর সংযুক্ত এক গ্রাম, দক্ষিণ দিগে ঢাকাজালালপুর, পূর্ব্ব দিগে শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা, পশ্চিম দিগে রাজশাহি ও দিনাজপুর, ঐ দেশের সম্মুখের ভূমি অতিশয় নিম্ন তৎপ্রযুক্ত তাবৎ স্থান জল প্লাবিত হয়, কিন্তু ইহার উর্ব্বরা ভূমিতে যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয়, তন্নিমিত্তে এ দেশে ঐ ধান্যের এক প্রসিদ্ধ আড়ঙ্গ আছে, বোধ হয় এই দেশ

অল্প দিনের স্থাপিত তথা অন্তর ২ বসতি ও বন আছে, এবং এ দেশ দিয়া বৃহ্মপুত্র নদ ও অনেক ঝিল বহমান হইয়াছে, ইহার প্রধান নগর রাঙ্গামাটী তথা ইংলণ্ডীয়দিগের বিচার স্থল এবং রাজস্ব সংগ্রহের এক গৃহ আছে, ইং ১৮০১ শাং ১২০৮ শালে মারকুইস ওএলিসলির আজ্ঞানুসারে এ দেশে ৩০০০০০ লোক গণিত হয়, তাহার অর্দ্ধেক হিন্দু ও অর্দ্ধেক যবন জাতি। ৩৮৯॥

ময়ুরভঞ্জ॥ উড়িষ্যা প্রদেশে ময়ুরভঞ্জ নামে এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে এ অতি বৃহন্নগর ছিল, মহারাষ্ট্রীয়েরা বালেশ্বর ও অন্যান্য কতিপয় গ্রাম এ স্থান হইতে পৃথক্ করাতে ক্ষুদ্র হইয়াছে তত্রাপি নীলগড় পর্ব্বত পর্য্যন্ত ইহার দীর্ঘতা আছে, এবং কিয়দ্দিবস পরে ঐ মহারাষ্ট্রীয়েরা এই নগরকে কটক নগর ভুক্ত করিয়া ইংলণ্ডীয়দিগকে ইহারা অল্প রাজস্ব প্রদান করিতেছে, মারকুইস ওএলিসলির রাজ্যকালে সুবর্ণরেখা নদী ইহার পশ্চিম সীমা ছিল, ও এই নদী দ্বারা এ নগর মেদিনীপুর সহিত পৃথক্ আছে, অপর মহারাষ্ট্রীয়েরা অতিশয় উপদ্রবী ছেল তন্নিমিত্তে মেদিনীপুরের নিকটস্থ যে ২ স্থানে তাহারা দৌরাত্ম্য করে নাই সেই সকল স্থানে শস্যোৎপত্তি ও বসতির আধিক্য হইয়াছিল। ৩৯০॥

মরিচম॥ উত্তর হিন্দুস্থানের ভুতান রাজ্যে পর্ব্বতোপরি মরিচম নামে এক গ্রাম আছে, তন্মধ্যে যে ২ প্রস্তর গৃহ আছে, সে তাবৎ ভুতান রাজ্যের গৃহ অপেক্ষা উত্তম রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, এই গ্রামের নিকটবর্ত্তি ক্ষেত্র ভূমিতে কৃষকেরা ক্ষুদ্র ২ খাত করিয়া তাহাতে শস্য বপন করে, এবং এই গ্রামে নানা প্রকার খাদ্য ফল ও তেজপত্র যথেষ্ট জন্মে, এই মরিচম গ্রামের চতুর্দ্দিগে

এক প্রকার ক্ষুদ্র মক্ষিকা আছে, তাহারদিগের দংশনে গাত্রেতে কণ্ডূয়ন অর্থাৎ চুলকোনা হইয়া তাবৎ শরীরে ক্ষত হয়। ৩১১॥

মসলিপাটাম॥ উত্তর সরকারে কন্দাপিলিস্থান সমৃদ্ধ মসলিপাটাম নামে এক নগর আছে, তথা যথেষ্ট বাণিজ্য হইয়া থাকে, ও তাহার উত্তর ও পূর্ব্ব দিগ ভিন্ন আর কোন দিগে জাহাজ গমন করিতে পারে না, এবং কেপকমোরিন হইতে এ নগরে আগমনের পথে সমুদ্র তাদৃশ তরঙ্গ নাই, তন্নিমিত্তে ৩০০ টন পরিমাণের ভার বহন করে যে জাহাজ সেও ঐ পথ দিয়া নিরুদ্বেগে আসিতে পারে, উক্ত নগর হইতে দেড় ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে ১৬০০ হস্ত দীর্ঘ ও ১২০০ হস্ত প্রস্থ এই পরিমাণে এক দুর্গ আছে, এবং ঐ দুর্গের নিকটে লবণ প্রস্তুত করণের এক খাত আছে। মসলিপাটাম নগরের নিকটবর্ত্তি গ্রামে গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর জল দ্বারা কৃষিকর্ম্ম হইয়া যথেষ্ট ধান্য জন্মে, সেই ধান্য প্রতি বৎসর এই নগরে আনীত হইয়া বিক্রয় হয়, অল্পকাল হইল এস্থানে বাণিজ্যারম্ভ হইয়া ইদানীং বঙ্গরা ও কলিকাতা রাজধানী প্রভৃতি নানা স্থানের সহিত বহু বাণিজ্য হইতেছে। কলিকাতা হইতে মসলিপাটামে তণ্ডুল, রেশম, শাল, মদির ও চিনি প্রেরিত হয়, উক্ত নগরে উত্তম নস্য ও ছিটবস্ত্র প্রস্তুত হয়, সেই দুই সামগ্রী মালদিব উপদ্বীপে প্রেরিত হইয়া থাকে এবং তথা হইতে যথেষ্ট নারিকেল আনীত হয়, ইং ১৪৮০ বাং ৮৮৭ শালে ভামিনী বাদশাহ কর্ত্তৃক মসলিপাটাম নগর প্রথম অধিকৃত হইয়াছিল, তৎপরে ইং ১৬৬৯ বাং ১০৭৬ শালে ফ্রান্স জাতিরা তথা এক বাণিজ্যাগার স্থাপন পূর্ব্বক ইং ১৭৫ বাং ১১৫৮ শালে ইহার দুর্গ অধিকার করিয়া চতুর্দ্দিগে নূতন প্রাচীর বদ্ধ করিয়াছিল, তৎপরে ইং ১৭৫৯ বাং ১১৬

পরে কলনেল ফোর্ড অধীন ইংলণ্ডীয়দিগের সৈন্যেরা ফ্রান্স দিগের নিকট হইতে অধিকার করিয়া এই নগর উত্তর সরকারের এক খণ্ড বলিয়া ব্যক্ত করিল, মসলিপাটাম নগর অদ্যাবধি ইংলণ্ডীয়দিগের অধীনে আছে, উক্ত নগর কলিকাতা হইতে ৭৬৪ ক্রোশ, দিল্লী হইতে ১০৮৪ ক্রোশ, মান্দরাজ হইতে ২১২ ক্রোশ, এবং হায়দরাবাদ হইতে ২০৩ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ৩১২॥

মহীসুর॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে মান্দরাজ দেশাধীন মহীসুর নামে এক দেশ আছে, ইহার দীর্ঘ পরিমাণ ২১০ ক্রোশ ও প্রস্থ ১৪০ ক্রোশ হইবেক, এ দেশে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ২ পর্ব্বত অনেক আছে, এবং এই দেশ সমুদ্র হইতে ২০০০ হস্ত উচ্চ, ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগে যে সকল নদী আছে তাহার অনেক নদীর উৎপত্তি এই দেশে হইয়াছে, তথাকার প্রধান নদী তুঙ্গভদ্রা, বেদবতী, কাবেরী, ভদ্রা, অর্কাবতী, পেনার, পালার এবং পানার কিন্তু ইহারদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধানা কাবেরী নদী, বর্ষাকালে জল বৃদ্ধি হইয়া মালাবার ও করোমেণ্ডল নামক স্থানের সমুদ্র তীরস্থ ভূমি দিয়া আগমন করত ঘাট নামক পর্ব্বতে প্রতিরোধ প্রাপ্ত হইয়া এই দেশ দিয়া অতিশয় বেগে আইসে, সেই জল এ স্থানে অল্পকাল স্থায়ী হয় তাহাতে কৃষি কর্ম্মের অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে, এ দেশের জল ও বায়ু উত্তম, উক্ত দেশ ইদানীং পাটান, নাগর, ও ছত্রকল এই তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে পাটান নামক খণ্ড সর্ব্ব বৃহৎ, ইহার অধীন ৯১ গ্রাম আছে, আর নাগর নামক খণ্ডের অন্তঃপাতি ১৩ গ্রাম এবং ছত্রকলের অধীনে ১৯ গ্রাম আছে, ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত মহীসুরের রাজপরিবারস্থদিগের সন্ধি

সম্প্রতি ছত্রকল ও নাগরখণ্ড পাটান খণ্ড ভুক্ত হইয়াছে৹ নানা কারণে বোধ হয় যে ইদানী অপেক্ষা পূর্ব্বকালে এ দেশে যথেষ্ট কৃষি কর্ম্ম হইত, ইহার যে ভূমিতে একবার ধান্য জন্মে সেই ভূমিতে অন্যান্য শস্য ও উৎপন্ন হয়, এই দেশের নিম্ন ভূমিতে তাম্বূল ও কোলার নামক স্থানের নিকটে আফিম জন্মে, এবং যে ফলের নির্য্যাসে আফিম হয় তাহার বীজেতে উত্তম মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া এ দেশের প্রধান লোকদিগের ভক্ষ্য হয়, এই দেশের নারিকেল বৃক্ষ সকল সাত আট বৎসরে ফলবন্ত হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে৹ এবং তথা যে এক প্রকার ঘোটক জন্মে তাহারা অত্যন্ত খর্ব্বাকার তন্নিমিত্তে টীপু ও হয়দর শাহ স্থানান্তর হইতে উৎকৃষ্ট ঘোটক আনিয়া এই দেশে তাহারদিগের পাল বৃদ্ধি করাইবেন এই অভিপ্রায়ে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু সফল হয় নাই, ঘাট নামক পর্ব্বতের উত্তর দিগে গর্দ্দভের ন্যায় এক প্রকার পশু আছে, তদ্দেশীয় লোকেরা তাহারদিগের দুগ্ধ পান করে না, মহীসুর দেশে পূর্ব্ব কালে যথেষ্ট শূকর ছিল কিন্তু টীপুশাহ তাহারদিগকে আপনার রাজ্য হইতে একেবারে নিরাকরণ করিয়াছেন, এ দেশে বানর ও কাষ্ঠমার্জ্জার যথেষ্ট আছে৹ সেই বানর সকল অতিশয় দৌরাত্ম্য করে তথাচ তথাকার লোকেরা পাতক ভয়ে তাহারদিগকে বধ করে না, এই দেশের প্রায় অনেক লোকে স্বগোত্রীয়া কন্যাকে বিবাহ করে, কিন্তু হলিয়া নামক যে এক জাতি আছে তাহারা অত্যন্ত নীচ জাতি হইয়া ও তদ্রূপ ব্যবহার না করিয়া চিরকালের পরিচিত ঘরের কন্যাকে বিবাহ করে৹ পূর্ব্বকালে উক্ত মহীসুর দেশে প্রায় উৎকৃষ্ট গৃহ ছিল না, কারণ তথাকার হিন্দু জাতীয়েরা আপনারদিগের ভদ্রাসন বাটী উত্তম

রূপে নির্ম্মাণ করিত না, এবং টীপু শাহের রাজ্য কালাবধি জবনেরা উত্তম গৃহেতে নিরাবশ্যক বিবেচনা করিয়া শাকিশ্যে বস্ত্রাদি ও আহারীয় দ্রব্য এবং সাংসারিক উৎসবে ধন ব্যয় করিত, কিন্তু অল্পকালাবধি যে স্থানে উত্তম২ গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছে, এ দেশে তিন প্রকার প্রধান ব্রাহ্মণ জাতি আছেন, ইহাভিন্ন মালা বার দেশীয় নিয়ার নামক এক জাতীয়েরা বাস করে, তাহারা বঙ্গ দেশীয় কায়স্থের ন্যায় এবং কর্ণাটকীয় তাবৎ শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি কিন্তু এই সকল হিন্দু মধ্যে অধিকাংশ লোকে মদ্য পান ও মাংস ভক্ষণ করে, আর রাজপরিবারস্থ পুরুষেরা রাজা বুন্দ ও কোলানি নামক দুই বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত আছে, এই মহীসুর দেশের শালিঘটা নামক স্থানে মোরাশা জাতীয় দিগের কালভৈরব নামক এক দেবালয় আছে, উক্ত দেশের স্ত্রী লোকেরা আপন পুত্রাদির প্রতিকূল শমনার্থে কামনা করত ঐ দেবতা সমীপে আপনারদিগের দক্ষিণ হস্তের দুই এক অঙ্গুলী ছেদ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া পশ্চাৎ সিদ্ধকামা হইলে প্রতিজ্ঞত পূর্ণ করে, এই দেশের রাজারা জাদকুল হইতে উদ্ভব, তাহার দিগের আদি রাজার নাম চামরাজ, তিনি ইং ১৩০৭ বাং ৯১৪ শালে সিংহাসনোপবেশন পূর্ব্বক এ দেশের এক ক্ষুদ্র স্থানের শাসন কর্ত্তা হইয়াছিলেন, তৎপরে ইং ১৩৪৮ বাং ৯৫৪ শালে তিম রাজা হইতে রাজ্যের উন্নতি হইয়াছিল, ইং ১৫৭১ বাং ৯৭৮ শালে হিরিচম রাজার রাজ্য হইয়া ইং ১৫৭৬ বাং ৯৮৩ শালে পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে বেতাদি ওয়াদিয়ার নামক তাহার ভ্রাতৃপুত্র উত্তরাধিকারী হইয়া আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজওয়াদিয়ার কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল, বোধ হয় এই রাজওয়াদিয়ার মহীসুর দেশের রাজবংশোদ্ভবদিগের

মধ্যে শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধা ছিলেন, তিনি অনেক দেশ অধিকার করত প্রাপ্ত রাজ্যসীমার দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেন, ইং ১৬১০ বাং ১০১৭ শালের যে সময়ে বিজা নগরের রাজার নিকট হইতে শ্রীরঙ্গ পত্তনের দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন ঐ বিজয় নগরের রাজাদিগের হ্রাসাবস্থা হইয়াছিল, এবং রাজওয়া দিয়াররের জীবদ্দশাতে ইহার পৌত্র দ্বিতীয় চামরাজ মহীশূর রাজ্যের অনেক বৃদ্ধি করিয়া ইং ১৬৩৭ বাং ১০৪৪ শালে পরলোক গমন করিলেন, তৎপরে রাজওয়াদিয়ারের পুত্র এম্মাদিরাজ রাজা হইয়া এক বৎসর গতে আপন অমাত্য কর্ত্তৃক বিষ ভক্ষিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে বেত্তাদ চামরাজ ওয়াদিয়ারের পুত্র কান্তিরেবি নরসারাজ রাজা হইয়া ইং ১৬৩৯ বাং ১০৪৬ শালাবধি ইং ১৬৫৯ বাং ১০৬৬ শাল পর্য্যন্ত রাজ্য করেন, এই রাজাএক মুদ্রাগার নির্ম্মাণ করিয়ছিলেন, তন্নিমিত্তে অদ্যাপি তাঁহার অনুরাগ আছে, ঐ মুদ্রাগারে যে মুদ্রা প্রস্তুত হইত তাহার নাম হন, এই রাজার পরে দুদ্ধ দেওরাও উত্তরাধিকারী হইয়া ইং ১৬৭২ বাং ১০৭৯ শালের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত রাজ্য করত মহীসূর দেশের নিকট বর্ত্তী ওয়াদিয়ার ও নাএকদিগের অধিকার হইতে অনেক জয় করিয়াছিলেন. উক্ত শালে চিকদেওরাজ সিংহাসনোপবেশন পূর্ব্বক ইং ১৭০৪ বাং ১১১১ শালে লোকান্তর গমন করিলেন, এই রাজা ঐ ওয়াদিয়ারদিগের সমুদয় রাজ্য জয় করিয়া যে রূপ কর নিশ্চয় করিয়াছিলেন অদ্যাবধি সেই প্রকারে কর গ্রহণ হইতেছে, উক্ত রাজা বাঙ্গালোর দেশ ক্রয় করেন, এবং জঙ্গম নামক ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে নষ্ট করিয়াছিলেন, উক্ত শালে শেষ রাজা কান্তিরাজ সিংহাসনোপবেশন করিলেন, এই রাজা

আজন্মাবধি বধির ও মূক হইয়া কেবল সিংহাসনের শোভা মাত্র ছিলেন, তাঁহার অমাত্য বর্গেরাই প্রায় রাজ্য শাসন করিত, ইং ১৭১৪ বাং ১১২১ শালে উক্ত রাজা কাল প্রাপ্ত হইলে দুধকিষণ রাজ উত্তরাধিকারী হইলেন. ইং ১৭৩১ বাং ১১৩৮ শালে এই রাজার লোকান্তর গমনের পর তৃতীয় চামরাজ তৎসিংহাসনে উপবেশন করিলেন. ইঁহার প্রধান অমাত্য দেব রাজ ও ননসিরাজ, ইং ১৭৩৪ বাং ১১৪১ শালে এই দুই অমাত্য ঐক্য হইয়া চামরাজকে কারাগারে বদ্ধ করত চিককিষণ রাজকে রাজা করিল, ইঁহার অমাত্য দেওরাজ ও উক্ত ননসি রাজের পুত্র দ্বিতীয় ননসিরাজ, ইঁহারা বহুকাল পর্য্যন্ত মেজর লারেন্সের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাভব হইয়াছিল, ইং ১৭৪৯ বাং ১১৫৬ শালে উক্ত রাজা হয়দরআলি খাঁকে আনাইয়া ডিণ্ডিগল নামক স্থান জয় করাইয়াছিলেন, কিন্তু এই ব্যক্তি ক্রমে২ মহীসুর দেশ ও ইঁহার নিকটবর্ত্তি নানা স্থানের অধি পতি হইয়া ঐ ননসি রাজকে দেশ হইতে বহিষ্করণ করত তথা কার রাজাকে সিংহাসনের শোভন স্বরূপ রক্ষা করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার কোন কর্তৃত্ব ছিল না, এই হয়দর শাহ ২৭ বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া তাহাতে অতিশয় ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত লিখন পঠনে অপারগ ছিলেন, ইং ১৭৬০ বাং ১১৬৭ শালে ঐ বাদশাহ আপন কর্ম্মাধ্যক্ষ কুণ্ডিরাও কর্তৃক শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ইং ১৭৬১ বাং ১১৬৮ শালে পুনর্ব্বার রাজ্যাধিকারী হইয়া ছিলেন, এবং তৎকালাবধি দৃঢ়তর রূপে রাজ্য করত ইং ১৭ ৬৩ বাং ১১৭০ শালে বেদনোর, গুণ্ডী ও কর্ণাট এবং ইং

১৭৬৬ বাং ১১৭৩ শালে কলিকট ও মালাবারের অধিকাংশ দেশ জয় করিলেন, এবং তৎকালে ঐ চিককিষণ দেওরাজ ওয়াদিয়ার কাল প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার সিংহাসনে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র টীপু শাহকে যথাবিধি ক্রমে অভিষেক করিলেন, তৎপরে ইং ১৭৭১ বাং ১১৭৮ শালে মহারাষ্ট্রীয় পেসওয়া মধুরাও কর্তৃক পরাভূত হইয়া পুনর্ব্বার আপনার রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, ইং ১৭৮০ বাং ১১৮৭ শালে নিম্ন কর্ণাট আক্রমণ পূর্ব্বক তাবৎ লুট করত দেশ ছত্রভঙ্গ করিয়া তথাকার তাবৎ অপহৃত দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া মান্দরাজ পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথা মেং হেষ্টিং ও সর আইয়র কুটের ঘোরতর যুদ্ধে নিবারিত হওয়াতে আগমনের প্রতিবন্ধক হইল, তথাচ তিনি ফ্রান্স জাতীয়দিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া ইং ১৭৮২ বাং ১১৮৯ শালের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরে আপন পুত্র টীপু শাহের সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ম্মে নৈপুণ্য দেখিয়া তাহাকে রাজ্য ভার প্রদান করত লোকান্তর গমন করিলেন, অপর ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শাল পর্য্যন্ত টীপু শাহ ঐ যুদ্ধ ক্রমাগত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, এবং তিনি ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে ত্রেবেঙ্কুর রাজ্য হঠাৎ আক্রমণ করিলে তথাকার রাজা ইংলণ্ডীয়দিগের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিল, তাহাতে ইংলণ্ডীয়েরা টীপুর সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলে শ্রীরঙ্গপত্তনে লার্ড ওয়ালিসের সহিত সন্ধি হইল, এই যুদ্ধোপক্রমে টীপুশাহের প্রায় অর্দ্ধেক রাজ্য পরহস্তগত হইয়াছিল, কিয়দ্দিবস পরে ঐ টীপু শাহ ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত অপ্রণয় করিবার বাঞ্ছায় এবং পরাজিত রাজ্য পুনর্ব্বার অধিকার করণাভিপ্রায়ে জেমন শাহ ও ফ্রান্সদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, এবং ইংলণ্ডীয়

দিগের অধিকারস্থ জবনদিগের পরস্পর অনৈক্য ও রাজ বিদ্রোহী করাইবার চেষ্টা করাতে দ্বিতীয়বার যুদ্ধারম্ভ হইল, ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে ইংলণ্ডীয়দিগের জেনেরেল হ্যারিসের অধীন সৈন্যেরা শ্রীরঙ্গপত্তনে গমন পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল তৎকালে অন্য এক ব্যক্তি হঠাৎ আসিয়া টীপুশাহকে নষ্ট করিল. এই বাদশাহের ধ্বংস হওয়াতে মহীসুর দেশে জবন জাতির রাজত্ব শেষ হইল ইহারা ৩৮ বৎসর রাজ্য করিয়াছিল, উক্ত দেশের যে২ নগরে যথেষ্ট বসতি ছিল, টীপু শাহের এই শেষ যুদ্ধ জনিত মহোপদ্রবে তথাকার লোকেরা এতাদৃশ ক্লেশিত হইয়াছিল যে অদ্যাবধি সে সকল স্থানে মনুষ্যদিগের পদ চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, উক্ত শালে ইংলণ্ডীয়েরা এই দেশস্থ পূর্ব্বকালের রাজবংশীয় মহারাজ কৃষ্ণ উমারর নামক ৬ বৎসরের এক বালককে সিংহাসনোপবেশন করাই লেন. এবং এই দেশের রক্ষার্থে ইংলণ্ডীয়দিগের যে সৈন্য থাকি বেক তাহারদিগের ব্যয় নিমিত্তে প্রতি বৎসর ২৬০০০০০ লক্ষ টাকা পাইবার স্থির করিলেন, তৎকালাবধি মহীসুর দেশের প্রজারা সুখে বাস করিতেছে, এই মহীসুর রাজ্যে অল্পকালের মধ্যে পুনর্ব্বার এতাদৃশ প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে যে ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে সংখ্যা করিয়া ২১৭১৭৫৪ জন মনুষ্য গণিত হয়, উক্ত রাজ্যে কৃষিকর্ম্মের ও বাহুল্য হইয়াছে। ৩৯৩॥

মাঙ্গালোর॥ দক্ষিণ কর্ণাটে মাঙ্গালোর নামে এক নগর আছে, ইহার নামান্তর কতিয়ালবন্দর, উক্ত নগর মধ্যে এক বৃহৎ জলাশয় আছে, এই জলাশয় এক বালুকাময় স্থান দ্বারা সমুদ্র হইতে পৃথক্ হইয়াছে, কিন্তু বর্ষাকালে জল বৃদ্ধি হওয়াতে উক্ত জলাশয় মধ্যে জাহাজ আগমন করে, এবং

সমুদ্রের জল প্রবেশ করাতে ঐ জলাশয়ের জল অতিশয় লবণাক্ত বোধ হয়, ইহার উত্তর দিগে মাঙ্গালোর নদীর উত্তর তীরে আড় কোলা অর্থাৎ কুঞ্জিপেটা নামক আর এক ক্ষুদ্র নগর আছে, পূর্ব্বকালে কঙ্কনা দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানেরা ইকরি নগরের রাজা কর্তৃক আহূত হইয়া তথা বাস করিয়াছিল, তৎকালে এই নগর বৃহৎ ও অপূর্ব্ব ছিল, পরে ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শালে টীপু শাহ জেনেরেল মেথিউসকে ও তাহার সৈন্যগণকে এবং নগরস্থ তাবৎ প্রজাগণকে ধারণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গমন করিয়াছিল, মাঙ্গালোর নগরের উত্তর দিগস্থ তাবৎ স্থান এবং এই স্থানজাত শস্যাদি সকল মালাবার দেশের ন্যায় দৃষ্ট হয়, কেবল সে দেশের চতুর্দ্দিগে যেমত পর্ব্বত আছে এ নগরে তদ্রূপ নাই, উক্ত নগরে হয়দর শাহের রাজ্য কালে মপলে দেশীয় ও কঙ্কনা নগরস্থ অনেক প্রধান বাণিজ্য ব্যবসায়িদিগের সমাগত হইত, এবং ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার অবধি সুরাষ্ট্র, কচ, বোম্বাই ও উত্তর অঞ্চলীয় অন্যান্য স্থানের লোকদিগের জনতা হয়, মাঙ্গালোর হইতে দারুচিনি, হরিদ্রা ও যথেষ্ট ধান্য আরব্যের মস্কত নগরে এবং উক্ত দ্রব্য ও গুবাক, গোলমরিচ, নগরজাত চন্দনকাষ্ঠ বোম্বাই উপদ্বীপে প্রেরিত হয়, তদ্ভিন্ন গোয়া নগরের ও মালাবার দেশের লোকেরা ধান্য এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা দারুচিনি লইয়া যায়, আর বোম্বাইয়ের উত্তর দিগস্থ স্থান হইতে এবং সুরাষ্ট্র, কচ, মান্দরাজ ও বৌনগর হইতে মাঙ্গালোর নগরে যথেষ্ট বস্ত্র আনীত হইয়া থাকে, এই নগরের সমুদ্র তীরে যে লবণ প্রস্তুত হয় তদ্দ্বারা নগরীয় তাবৎ লোকের নির্ব্বাহ হয় না তন্নিমিত্তে বোম্বাই ও গোয়া নগর হইতে আনীত হয়, ঘাট নামক পর্ব্বতের উত্তরাংশ হইতে অপক্ক রেশম এবং চীন ও

খ্যাত এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে এ স্থানে কোন মহারাষ্ট্রীয়ের অধিকার ছিল, তথা মাদিগেরি নাম্নী এক স্ত্রী আপন পতি বিয়োগে সহগামিনী হইলে তন্নামানুসারে এই নগর খ্যাত হই য়াছে, এই নগর কোন রাণীর অধিকার ভুক্ত হইয়া পশ্চাৎ টিকে পাগোঁড়ের পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক জিত হয়, কিন্তু শেষ কালে এ নগর হয়দরের রাজ্য ভুক্ত হইয়াছে। ৩১৫।

মান্দরাজ॥ ভারত বর্ষের দক্ষিণ দিগে কর্ণাট দেশ মধ্যে ইংলণ্ডীয় দিগের রাজ্যাধীন মান্দরাজ নামে এক রাজধানী নগর আছে, ইহার উত্তর ও দক্ষিণ দিগে সমুদ্র তীরস্থ বালুকা ময় ভূমি ও ক্ষুদ্র ২ পর্ব্বত আছে, সমুদ্র দিয়া গমন কালীন তীর হইতে কিয়দ্দূরে কোর্ট জর্জ নামক যে এক দুর্গ আছে তাহার প্রাচীরের ও এক দেবালয়ের শোভা দৃষ্ট হয়, মান্দরাজ দিয়া যে এক নদী সমুদ্রে গমন করিয়াছে সে নদী সর্ব্বকালে বলবতী থাকে অতএব পারাবার হইবার নিমিত্তে যে এক প্রকার নৌকা আছে সে নৌকা কাষ্ঠ ও বিশেষ তৃণ দ্বারা নির্ম্মিত হয়, উক্ত প্রকার নৌকা জলে আর্দ্র হইয়া তাহার এতাদৃশ কোমলতা হয় যে সেই নদীর প্রচণ্ড তরঙ্গের আঘাতে ও তাহা ভগ্ন হয় না, এতদ্দেশীয় ধীবর ও অপর লোকদিগের এক প্রকার ভেলা আছে তাহাতে একদা কেবল দুই ব্যক্তি আরোহণ করিতে পারে ঐ ভেলা বাহক লোকেরা তদ্দ্বারা মৎস্য ধারণ করে কখন ২ জাহাজস্থ মনুষ্যের খাদ্যাদি মান্দরাজ নগরে আনয়ন করে, এবং কোন জলমগ্ন লোককে জল হইতে উদ্ধার করিলে পারিতোষিক প্রাপ্ত হয় এই জন্যে তৎকর্ম্মেতে ও নিযুক্ত থাকে, মান্দরাজ নগর দর্শন মাত্রে কলিকাতা অপেক্ষা তাহার বিস্তর বিশেষ বোধ হয়, এই নগরের দুর্গ মধ্যে ও উদ্যানে ইউরোপীয়দিগের যে বসতি

আছে, তদ্ভিন্ন নগরের অন্যান্য স্থানে ইহারদিগের বাসস্থান নাই. উক্ত দুর্গের পরিসর বৃহৎ নহে, কিন্তু সুন্দর ও কঠিন রূপে গঠিত হইয়াছে তত্রাপি কোন প্রকারে কলিকাতার দুর্গের ন্যায় হইতে পারে না. উক্ত মান্দ্রাজের দুর্গ মধ্যে পূর্ব্বকালের যে এক দুর্গ আছে তাহার অধিকাংশ স্থানে রাজকর্মালয় ও তৎ সম্পৃক্ত ইংলণ্ডীয়েরা বাস করে. এই নগরে অতিদূরস্থিত জাহাজের লোকদিগের সমুদ্রের তীর জ্ঞাপনার্থ ইং ১৭৯৬ বাং ১২০৩ শালে এই প্রাচীন দুর্গের উত্তর দিগে এক বাণিজ্যাগারের উপরে এক দীপাধার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, সমুদ্র হইতে তাহার উচ্চতা ৬০ হস্ত হইবেক, এই স্থানের সমুদ্র তীর হইতে ১০ ক্রোশ অন্তরের জাহাজের লোকেরা উক্ত যন্ত্রস্থিত আলোক দেখিতে পাইয়া পরমানন্দে তীরের দিগে আইসে. ঐ যন্ত্রের দ্বারা নাবিকেরা যথেষ্ট উপকৃত হয়, উক্ত দুর্গের দক্ষিণ দিগে ইংলণ্ডীয়দিগের এক গীর্জ্জা ও মান্দ্রাজাধ্যক্ষের এক উদ্যান আছে, ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে এ নগরে একবার প্রচণ্ড ঝড় হওয়াতে ইহার প্রায় তাবৎ উদ্যান ও অনেক লোক নষ্ট হইয়াছিল, এ নগরের নিকটবর্ত্তি স্থানে যদি সুবৃষ্টি হয় তবে যথেষ্ট শস্য জন্মে, মান্দ্রাজ নগরে দক্ষিণ দেশের ন্যায় অল্প সংখ্যক পশ্বাদি আছে, তথা যে সকল মহিষ জন্মে তাহারা বঙ্গ দেশীয় মহিষাপেক্ষা খর্ব্ব এবং প্রায় শকট বহন নিমিত্তেই আবশ্যক হইয়া থাকে. উক্ত নগরের নিকট দিয়া যে এক পথ আছে তাহার দুই পার্শ্বে বৃক্ষ শ্রেণী থাকাতে অতিশয় সুশোভা হইয়াছে. ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে সকল ভোজ বাহকের মনুষ্য দৃষ্ট হয় তাহারা প্রায় তাবতেই মান্দ্রাজের বাসেন্দা, মান্দ্রাজ নগরের বিচারালয়ে তিন জন বিচারকর্ত্তা আছেন,

তাঁহারা ইংলণ্ডের বাদশাহের আজ্ঞানুসারে তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইং ১৬৩৯ বাং ১০৪৬ শালের প্রাক্কালে ইংলণ্ডীয়েরা ইউরোপ হইতে প্রথমে মান্দরাজ সম্মুক্ত সমুদ্র তীরস্থ করোমেণ্ডল নামক স্থানে আগমন করেন, কিন্তু তৎকালে ইহার দিগের বসতির স্থৈর্য্য ছিল না, উক্ত শালে বিজয়নগরের রাজার নিকট হইতে এই মান্দরাজে বাস করিবার নিমিত্তে ইংলণ্ডীয়েরা এক সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, তখন উক্ত রাজ্যাধীন চন্দ্রগিরি নামক স্থানে ইহারা এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল. তৎপরে দামরেলা বেঙ্কটাদ্রী ইংলণ্ডীয়দিগের ফ্রান্সিস ডে সাহেবকে আরগাম নামক স্থান হইতে এই মান্দরাজ নগরে বাস করাইতে ইচ্ছুক হইলে উক্ত ডে সাহেব ইংলণ্ডাধিপতির কোন অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া এই নগরে আগমন পূর্ব্বক এক দুর্গ নির্ম্মাণ করত তাহার নাম ফোর্ট সেণ্ট জর্জ রাখিয়াছিলেন, তৎকালে ইংলণ্ডীয়েরা এই নগরের সমুদ্র তীরস্থ পাঁচ ক্রোশ এবং নগর মধ্যে এক ক্রোশ পরিমিত ভূমি বাস করিবার নিমিত্তে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎপরে ইং ১৬৬১ বাং ১০৬৮ শালে সর এডওয়ার্ড উইণ্টর সাহেব এই নগরের বাণিজ্যাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ হইয়া ইংলণ্ড হইতে আগমন পূর্ব্বক ইং ১৬৬৫ বাং ১০৭২ শালে পদচ্যুত হওয়াতে মেং জর্জ ফাক্সক্রাফ্ট তৎপদে নিয়োগ হইলেন, এই ব্যক্তি মান্দরাজে উপস্থিত হইবা মাত্র সর এডওয়ার্ড উইণ্টর ইহাকে কারাগারে বদ্ধ রাখিয়া ইং ১৬৬৮ বাং ১০৭৫ শালের প্রাক্কালাবধি উক্ত দুর্গে অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, এই শালে ইংলণ্ড হইতে এক আমিন আগত হইলে তাহার নিকটে আপনার তাবৎ দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন, পরে উত্তম ফাক্সক্রাফ্ট সাহেব

ইহার পদে অভিষিক্ত করিয়া ইং ১৬৭১ বাং ১০৭৮ শালে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন সর উইলেম লেংহর্ণ তৎপদ প্রাপ্ত হইলেন, এই বৎসরে কর্ণাটাধিপতি মান্দ্রাজ নগর সকল রাজস্বে অর্থাৎ ১২০০ টাকাতে ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পণ করিলেন, তৎপরে ইং ১৬৮০ বাং ১০৮৭ শালে উইলেম গিফোর্ড উক্ত দুর্গাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ হইয়া ইং ১৬৮৭ বাং ১০৯৪ শালে এই নগরের ও বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ হইলেন, পরে ইং ১৬৯০ বাং ১০৯৭ শালে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করাতে উইলেম সাহেব তৎপদ প্রাপ্ত হইলেন, ইং ১৬৯১ বাং ১০৯৮ শালে সেং হিগিন ইংলণ্ডে গমন করাতে সেং পিটিশ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন, ইং ১৬৯৬ বাং ১১০৩ শালে সেং আরম্পিটি সাহেব উক্ত দুর্গাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, তৎকালীন মান্দ্রাজের রাজস্ব ৪০০০০ নবনুপেগোডা উৎপন্ন হইত, ইং ১৭০২ বাং ১১০৯ শালে দাউদ খাঁ নামক আওরঙ্গজেবের সেনাপতি আপন সৈন্যগণেরদ্বারা ঐ দুর্গ বেষ্টন পূর্বক প্রকাশ করিল, যে এই দুর্গ জয় করিবার নিমিত্তে আমার প্রতি আওরঙ্গজেব বাদশাহের আজ্ঞা আছে, ইং ১৭০৮ বাং ১১১৫ শালে মান্দ্রাজের প্রজারা দুই দল হইয়া সেং পিটের নিকট পরস্পর উভয় দলস্থ লোকেরা শ্রেষ্ঠত্ব পদ প্রার্থনা করিল, এবং কহিল যে যদ্যপি আমারদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান না কর তবে তোমাকে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া সেইণ্টডাবিদে গিয়া বাস করিতে হইবেক, ইহারদিগের এবম্প্রকার প্রার্থনায় উক্ত সাহেব অতিশয় বিরক্ত হইলেন, তৎপরে তাহারদিগের সহিত ইংলণ্ডীয়দিগের সন্ধি হইয়াছিল, এইকাল অবধি ইং ১৬৪৪ বাং ১১৫১ শালের

প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ইহারদিগের আর কোন সমাচার ব্যক্ত নাই, এই শালে মারিসিরাস হইতে এম. ডি. লা. বোরদনেনের অধীন ফ্রান্সেরা আগমন করিয়া ইংলণ্ডীয়দিগের নিকট হইতে মান্দরাজ ও তাহার দক্ষিণাংশের কদলোর ও পণ্ডিচেরি নগর অধিকার করিল. ইং ১৭৪৯ বাং ১১৫৬ শালে একবার সন্ধি হওয়াতে ফ্রান্স জাতীয়েরা মান্দরাজ নগর ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পণ করিল. তখন ইহার যথেষ্ট উন্নতি ছিল. ইং ১৭৫৬ বাং ১১৬৩ শালে ফ্রান্স জাতীয়েরা পুনর্ব্বার মান্দরাজ নগর আক্রমণ করিবেক ইহা অবগত হইয়া উক্ত নগরস্থেরা ভীত হইলেন. এবং নগরের চতুষ্পার্শ্ব উত্তম রূপে বন্ধ করিতে লাগিলেন, ইং ১৭৫৮ বাং ১১৬৫ শালে তাহারদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইয়া উভয় পক্ষের সৈন্যেরা অতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করত অবশেষে ফ্রান্সেরা ইংলণ্ডীয়দিগের দুর্গের কতক গুলি দ্রব্যাদি লইয়া গমন করিল, উক্ত শালের পর এই মান্দরাজ নগর ভিন্নদেশীয় লোক কর্ত্তৃক আর আক্রান্ত হয় নাই, ইং ১৭৬৭ এবং ১৭৮১ বাং ১১৭৪ এবং ১১৮৮ শালে হয়দরশাহ দিগ্বিজয় করত এই নগরের নিকট আগমন করিয়াছিলেন কিন্তু নগর প্রবেশ করেন নাই, ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে এই মান্দরাজ নগরে সর জর্জ হিলেরিও বারলো শাহেব অধ্যক্ষ হইয়া ইং ১৮১৪ বাং ১২২১ শালে ইউরোপে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং অনারেবিল হিউ এলিয়ট সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন. মান্দরাজের অধীন যে সকল দেশ আছে তাহার বিশেষ, কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ দিগস্থ প্রায় তাবৎ স্থান ও উত্তর সরকারের দক্ষিণাংশের এক বৃহৎ রাজ্য এই ২ স্থানান্তঃপাতি মহীসুর, ত্রেবেঙ্কর, ও কোচিন এই তিন দেশ স্বদেশীয় অধিপতিদিগের শাসনে আছে, উক্ত

তিন রাজ্যের রাজারা ইংলণ্ডীয়দিগকে বৎসর ২ স্ব স্ব রাজ্যের রাজস্ব অনেক টাকা দিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন উত্তর সরকারের অন্তর্গত গাঞ্জাম বিজাগাপাটান রাজামাহিন্দ্রি মসলিপাটম ও গণ্টুর এবং কর্ণাটের অন্তঃপাতি নেলোর আর্কাট ও পশ্চিম দিগস্থ পালনাদের একাংশ ও আর্কটের উত্তর অংশীয় মাডরেদ পালিকট কোয়েম্বতুর এবং বালাঘাটের কিয়দংশ ও পশ্চিমপালাম ও ডিন্ডলগড ইত্যাদি অনেক স্থান মান্দরাজা সাহেবের শাসনাধীন আছে। ৩১৬॥

মালদহ॥ বঙ্গদেশে মোরশিদাবাদ হইতে ৫৬ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে রাজমহল সন্মুখ মালদহ নামে এক নগর আছে, এই নগর গঙ্গা হইতে দূর নহে, এবং যে নদী তীরে স্থাপিত আছে সে নদী এ স্থান হইতে গমন করত গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে, এই মালদহে যে সকল লোকালয় আছে সে তাবৎ বঙ্গদেশের গৌড় নামক প্রাচীন রাজধানীর পতিত গৃহাদির দ্রব্যেতে নির্ম্মিত হইয়াছে, উক্ত নগরের বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্য কেবল রেসম তদ্ভিন্ন রেশম ও সূত্র মিশ্রিত এক প্রকার বস্ত্রের বাণিজ্য হইয়া থাকে, ঐ রেসম প্রস্তুত করণ কার্য্যে মালদহে বহুকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয়দিগের এক কর্ম্মালয় আছে। ৩১৭॥

মালাকা॥ গঙ্গাতীত ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগে মালকা নামে এক প্রায়দ্বীপ আছে, ইহার দীর্ঘতা ৭৭৫ ক্রোশ ও প্রস্থতা ১২৫ ক্রোশ, এখানে যে এক হিমময় পর্ব্বত শ্রেণী আছে সেই পর্ব্বত হইতে নানা নদী নির্গতা হইয়া সমুদ্রে পতিতা হইতেছে, তন্নিমিত্তে এই স্থানে জলকষ্ট নাই, এই সকল নদীতে ক্ষুদ্র ২ জাহাজ গমনাগমন করিতে পারে, এই স্থানের সমুদ্রের পশ্চিম

তীরে নানা উপদ্বীপ আছে ও এই মালাকা উপদ্বীপের পূর্ব্ব দিগ হইতে যখন কলিকাতায় জাহাজ আগমন করে, তখন সচরাচর শালেঞ্জর কোএদ্দা ও পিউলোপিনাং উপদ্বীপ হইতে টিন মরিচ গুবাক মোম হস্তিদন্ত ও বেত্র প্রভৃতি দ্রব্য সেই সকল জাহাজ পূর্ণ হইয়া আনীত হয়, মালাকা উপদ্বীপে এই ক্ষণে যথেষ্ট লোকের বসতি হইয়াছে, তন্মধ্যে যে কাফ্ জাতি আছে তাহারদিগের খর্ব্বাকার কুটিল কেশ ও নিম্ন নাসিকা প্রযুক্ত আফ্রিকা দেশীয় কাফ্ জাতির সহিত ইহারদিগের প্রায় কোন অবয়বের বৈলক্ষণ্য নাই, আর উক্ত উপদ্বীপের নিম্নভাগে সামাং নামক যে এক প্রকার কাফ্ জাতি আছে, তাহারা উক্ত কাফ্ জাতি হইতে বিস্তর বিশেষ, ইহারদিগের বসতির স্থৈর্য্য নাই কখন লোকালয়ে থাকিয়া বন হইতে ব্যাধের ন্যায় পশ্বাদি শীকার করে, এবং নানাবিধ গাছড়া অনুসন্ধান করিয়া আনয়ন করে কখন বা অত্যন্ত নিবিড় বন মধ্যে বাস করে, ইহারা বস্ত্রাদি পরিধান না করিয়া সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকে, উক্ত জাতিদিগের ভাষা তদ্দেশীয় মালাই জাতির ভাষা হইতে অনেক প্রভেদ আছে, এই মালাই জাতিরা সংস্কৃত, আরব্য ও পোর্ত্তুগীস ভাষা ব্যবহার করে, এবং তাহারদিগের বর্ণাবলি প্রায় আরব্য অক্ষর সমূহের ন্যায়, কিন্তু আরব্য বর্ণমালা হইতে ছয় অক্ষর অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে, উক্ত মালাই জাতীয়েরা আরব্য পারসিক এবং হিন্দুস্থানের ও যাবাউপদ্বীপের কোন প্রখ্যাত গ্রন্থ ও যাবনিক কোরাণ নামক গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া মালাই ভাষাতে এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছে, ইহারা জবনধর্ম্মাবলম্বন করণের পূর্ব্বে যে কোন ধর্ম্মাক্রান্ত ছিল তাহার নিশ্চয় নাই কিন্তু অনুভব হয় যে ইহারা হিন্দু শাস্ত্রানুশীলন করিত, এই মালাকা

উপদ্বীপের আধুনিক মালাই জাতীয়েরা জানিকি সুচিপর্কাকাণ্ড, উক্ত মালাই জাতির ন্যায় ইহারদিগের সৌন্দর্য্য নাই, কিন্তু এই জাতির নিষ্ঠুর ভোগিনা কর্ত্তৃক নিজ ও পরিশ্রমী এবং চিন দেশীয়লোক সকলের আগামী দেশ বিদেশ হইতে বাণিজ্য করণে অতিশয় নিপুণ ছিল, ঐ দুই প্রকার মালাই জাতিদিগের মধ্যদেশস্থ মনুষ্যের ন্যায় নম্র স্বভাব নহে, তাহারা পূর্ব্বকালে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও সাহসী এবং শত্রুগণ প্রতি অতিশয় নিষ্ঠুর আর সমুদ্র লোটপাট্টি ও দস্যুতাতে রত ছিল, উক্ত জাতিদিগের মান ও অপমান করা অতিশয় অপরাধের ছিল, যেহেতুক ইহারা বাক্য দ্বারা গালিতে ও অপমানিত হইতে নারাজ, তাহারা জানিত চেষ্টা করত যে কোন প্রকারে হউক তাহার প্রাণ নষ্ট করিত, কিন্তু ইংলণ্ডীয়েরা শাস্তা করিয়া ইহারদিগের এতাদৃশ দুরাচার প্রায় নিবারণ করিয়াছেন, তথাপি ইংলণ্ডীয় নাবিক লোকের তাহারদিগের রাজস্থানের নিকটে যাইতে অত্যন্ত শঙ্কা করে যেহেতুক তাহারা অদ্যাবধি কখন২ জাহাজ আক্রমণ করিয়া নাবিক দিগের প্রাণ নষ্ট করে, সুমাত্রা উপদ্বীপের পালেম্বাঙ্গ নদী তীরস্থ পালেমবাঙ্গ নামক স্থানে এই মালাই জাতিদিগের আদি বসতি ছিল, ইহারা ইং ১১৬০ বাং ৫৬৭ সালে তথা হইতে সুমাত্রার নিকটস্থ উপদ্বীপে আসিয়া প্রথমতঃ সিঙ্গাপুর নামে এক নগর স্থাপিত করিল, ইং ১২৫২ বাং ৬৫৯ সালে মালাক্কা নগর স্থাপিত হইলে ইং ১২৭৬ বাং ৬৮৩ সালে এই স্থান যে রাজা অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি মালাই জাতিদিগের মধ্যাধ্যক্ষ ছিলেন, উক্ত সালে সোলতান মহম্মদ শাহ্ এ স্থানের প্রথম সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া ৩৬ বৎসর রাজ্য করিলে এই উপদ্বীপে জবন ধর্ম্ম অতিশয় প্রচলিত হইয়াছিল, ইং

১৫০০ বাং ৯০৭ শালে মালাকাতে সিয়ামিস দেশীয় বাদশাহের রাজ্য হয়. ঐ সোলতান মহম্মদ শাহ, আলফুন্স ডিআলবকার্কের অধীন পোর্তুগীস সৈন্য কর্তৃক পরাভূত হইয়া এই মালাক্কা উপ দ্বীপের অন্তঃপাতি কোন স্থানে পলায়ন করিয়া ছিল. তৎপরে ইং ১৬৪০ বাং ১০৪৭ শাল পর্য্যন্ত এ স্থানে পোর্তুগীসদিগের অধিকার ছিল, পশ্চাৎ ওলন্দাজেরা উহা আপন দখল করত কর্ত্তা হইয়া ইং ১৭৯৫ বাং ১২০২ শাল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া ছিল. পরে ইংলণ্ডীয়েরা অধিকার করিয়া আমিন্স নামক স্থানের সন্ধিতে ঐ ওলন্দাজদিগকে পুনঃ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু পুনর্ব্বার ইংলণ্ডীয়েরা সেই রাজ্য অধিকার করিয়াছেন ১৮১৮।

মালাবার ॥ ভারতবর্ষের পশ্চিমে সমুদ্র তীরে মালাবার নামে এক দেশ আছে. ইহার উত্তর দিগে কাণাড়ি. দক্ষিণ দিগে কোচিন রাজ্য. পূর্ব্ব দিগে পশ্চিম ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণী, পশ্চিম দিগে সমুদ্র. মালাবার দেশ দীর্ঘ ১৭৫ ক্রোশ. প্রস্থে ৩৫ ক্রোশ হইবেক, এই দেশ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে. তন্মধ্যে বৃহত্তর যে আদি খণ্ড তাহাতে অনেক পর্ব্বত ও নদী এবং উর্ব্বরা ভূমি অনেক আছে, দ্বিতীয় খণ্ড মধ্যে বালুকাময় ভূমি ও সমুদ্রের নানা খাড়ি আছে, মালাবার দেশে ইর্ণাদু নামক স্থানের এক নদীতে স্বর্ণকণা উত্থিত হয়, এবং নানার ঘাট নামক স্থানের বন মধ্যে অনেক সেগুণ বৃক্ষ আছে কিন্তু তথা কোন নদী নাই এই নিমিত্তে সেই কাষ্ঠ অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হইতে পারে না. এই দেশের বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্য গোলমরিচ, তথা এই দ্রব্য যত উৎপন্ন হয় প্রায় তাহার অর্দ্ধ ভাগ ইউ রোপীয়েরা চিন ও বোম্বাই এবং স্বদেশে প্রেরণ করেন, আর অবশিষ্টাংশ বঙ্গদেশীয় মহনা তীরস্থ ব্যবসায়ি গণ কর্তৃক

সুরাষ্ট্র কচ সিন্ধু ও হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিম দিগন্ত তাব দেশে প্রেরিত হয়. এই দেশ হয়দর শাহ অধিকার করণের পূর্ব্বে অতিশয় সমাঢ্য ছিল, তথাকার পূজারা বহুমূল্য মণি এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছিল. কিন্তু উক্ত বাদ শাহ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে তাহার সৈন্যেরা লোহকার করিয়া পূজারিদের অনেক সম্পত্তিহরণ করে. এবং তৎকালে কর্ণাটের ব্রাহ্মণেরা রাজস্ব গ্রহণ করিবার নিমিত্তে তাহারদিগের দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল সুতরাং উক্ত দেশের দুরাবস্থা হইয়াছিল. মালাবার দেশের কোন২ স্থানে এতাদৃশ ক্ষেত্র ভূমি আছে, যে তাহাতে এক বৎসরের মধ্যে তিনবার শস্য জন্মে. উক্ত দেশের মোপলা নামক সকলে আরবদেশীয় উৎপন্ন মনুষ্য যাহারা তথাকার দ্রব্যাদির বহুল ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে, তথা গোমহিষ গর্দ্দভ শূকর মেষ ও ছাগ পশু সকলের মধ্যে তণ্ডুল সে দেশের লোকেরা পুরোহিতানুসারে তাহার পূর্ব্ব দিগ হইতে আনয়ন করে. মালাবার দেশের প্রায় তাবৎ গ্রাম উত্তম ও তাহাতে উত্তম২ হট্ট এবং বৃক্ষ পুষ্পাদি আছে, উক্ত দেশের পালিঘাট নামক নগরের নিকট বাটু স্থানে মনুষ্য ক্রয় বিক্রয় হয়, তাহারা ক্রীত হইলে কর্ত্তার সম্পূর্ণাধীন থাকিয়া ক্ষেত্রকর্ম্ম প্রভৃতি তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, কিন্তু তাহারদিগের পুরুষ ও স্ত্রী ভিন্ন২ স্থানে বিক্রীত হয় না, এই ক্রীত দাস ও দাসীরা গৃহস্থের আশ্রমে বাস করত যদ্যপি সন্তান উৎপত্তি করে তবে তাহারদিগের সেই সন্তানের উপর ক্রেতা ব্যক্তির অধিকার থাকে না. তাহারা আপনারদিগের সেই জাত পুত্রকে বিক্রয় করিতে পারে, মালাবার দেশের দক্ষিণ সীমাবধি শ্যামভাগ পর্য্যন্ত যে স্থান তাহার পরিমাণ ৩৩০০ ক্রোশ এবং তন্মধ্যে ৬০০০০০ লক্ষের ও অধিক প্রজা আছে, ইং ১৮০০

বাং ১২০৭ শালে এ দেশের বেতুটাগ্র ও সমুদ্র তীরস্থ পারুটাগু ও বেলাতার এবং মরণাদা ইত্যাদি চারি নগরের বসতি ও লোক সংখ্যা করিয়া জানাগিয়াছে, যে তথা নাম্বুর্গ নামক যে এক ব্রাহ্মণ জাতি আছে, তাহারদিগের সংখ্যা ২৯৭ সর ও পটর সংজ্ঞক ব্রাহ্মণ ৪৪, রাজপরিবারস্থ ৩৩, নিয়ার জাতীয় ৬৭৪৭, তায়র সংজ্ঞক এক জাতি আছে তাহারদিগের সংখ্যা ৪৭৩৩. এবং ধীবর অর্থাৎ যাহারা মৎস্য বৃদ্ধি করে তাহার দিগের সংখ্যা ৬০৮, জবন ১২৫৮১, তদ্ভিন্ন যাহারা মালাবার দেশের পূর্ব্ব দিগ হইতে আসিয়া এই নগর চতুষ্টয়ের স্থানে ২ বাস করিয়াছে তাহারদিগের সংখ্যা ৪৭২, সর্ব্ব, সর্ব্ব শুদ্ধা ২৫৫১৫ গৃহস্থ মধ্যে ১৪০০০০ প্রজা তদ্ভিন্ন ক্রীতদাস ৮৫৪৭. এবং ক্রীতদাসী ৭৬৫৪, সমুদয়েতে মালাবার দেশে ১৫৬২০১ প্রজা গণিত হইয়াছে, ইং ১৭৬৬ বাং ১১৭৩ শাল পর্য্যন্ত এই দেশে হিন্দু রাজার অধিকার ছিল, কিন্তু নিয়ার জাতীয়েরা ঐ রাজাদিগের অধীনে থাকিয়া অনেক স্থানের কর্তৃত্ব করিত, পরে সে দেশে জবনদিগের অধিকার হইলে উক্ত রাজা এবং নিয়ার জাতীয়েরা রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে ও ত্রেবেঙ্কর দেশে বাস করত কখন ২ এই রাজধানীতে আসিয়া প্রজাদিগের ধনাদি লুট করিত, ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে ইংলণ্ডীয়েরা অধিকার করিয়া বোম্বাই নগর ভুক্ত করিলেন, তৎকালে তথাকার রাজা ও নিয়ার জাতিরা ইংলণ্ডীয়দিগের অধীনে থাকিয়া দেশাধিকারী হইল, কিন্তু রীতি ক্রমশঃ রাজস্ব প্রদান না করাতে ইংলণ্ডীয়েরা ইহারদিগের সম্মানানুযায়িক ভরণ পোষণার্থে এ দেশের উপস্বত্বের পাঁচ অংশের একাংশ প্রদান করত আপনারা তথাকার কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন, তথাপি তাহারা শত্রুতা

আচরণ করাতে ইংলণ্ডীয়দিগের সৈন্যেরা তাহারদিগকে শাসন করিয়া এ দেশ মান্দরাজ ভুক্ত করিল, সেই অবধি মালাবার দেশের উন্নতি ও লোকদিগের সুখোৎপত্তি হইয়াছে, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে মেং ওয়ার্ডন সাহেব উক্ত দেশে থাকা প্রকাশ করণার্থে নিয়োগ হইয়া আট বৎসর কর্ম্ম করিয়াছিলেন, ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে এ দেশের রাজস্ব সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়, এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবেক এমত অনুভব হইয়াছিল। ৩১১।

মালোয়া॥ হিন্দুস্থান মধ্যে মালোয়া নামক এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে আগরা ও আজমের, দক্ষিণ দিগে খান্দেশ ও বেরার, পূর্ব্ব দিগে আলাহাবাদ ও গণ্ডওয়ানা, পশ্চিম দিগে আজমের ও গুজরাট, এই মালোয়া দেশ দীর্ঘে ২৫০ ক্রোশ ও প্রস্থে ১৫০ ক্রোশ হইবেক, আবুল ফজল পৃথিবীকে সপ্ত খণ্ডে বিভাগ করিয়া তাহার দ্বিতীয় খণ্ড মধ্যে মালোয়া দেশকে ধরিয়াছেন, এবং তিনি ইহার দীর্ঘতা কড়া অবধি বান্সওয়ারা পর্য্যন্ত ২৪৫ ক্রোশ ও প্রস্থতা চন্দেরীর অবধি নদরবার পর্য্যন্ত ২৩০ ক্রোশ পরিমাণ করিয়াছেন, এই পরিমিত স্থানের পূর্ব্ব সীমা বান্ধু, উত্তর সীমা নারওয়ার ও কোন পর্ব্বত, দক্ষিণ সীমা বগলানা, পশ্চিম সীমা গুজরাট ও আজমের, এই দেশ হিন্দুস্থানের তাবৎ দেশ অপেক্ষা উচ্চ এবং ইহার ভূমি কৃষ্ণবর্ণ ও অতিশয় উর্ব্বরা তাহাতে তুলা নীল আফিম তামুকুট প্রভৃতি যথেষ্ট জন্মে কিন্তু ধান্য অল্প হয়, এ দেশ হইতে অধিকাংশ স্থূল বস্ত্র ও ছিট বস্ত্র ও ভিন্ন গাছড়া ও আফিম এই সকল বাণিজ্য দ্রব্য গুজরাট দেশে প্রেরিত হয়, এই দেশে যে তামু

কুট জন্মে, সে ভারতবর্ষের তাবৎ স্থানের অপেক্ষা উত্তম তন্নিমিত্তে ইহার অনেক গ্রাহক হইয়া থাকে, এই দেশ দিয়া কালিসিন্ধ নিম লোদি এই তিন নদী গমন করিয়াছে, এবং তথা নর্ম্মদা চম্বল বেটুয়া সিন্ধু সুপ্রা মাহি ও কেন এই সকল নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, তন্মধ্যে নর্ম্মদাদি নদী সকল উক্ত দেশের মধ্য মধ্যে বিস্তৃতা হইয়া ক্রমে গমন করিয়াছে, এ দেশের প্রধান নগরের নাম উজ্জয়িনী ইন্দোর মুখ্য ভূপাল বিলসা সিরোঞ্জ তেটি কুরবি যেমলাসা ও সুয়াউলপুর, ইং ১৩০০ বাং ৭০৭ শালে দিল্লির পাঠান বাদশাহ কর্ত্তৃক এই দেশ অধিকৃত হইয়া ইহার কর নিরূপিত হইয়াছিল, তৎপরে দুই শতবৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যাধীন ছিল, এক বাদশাহ [illegible] উক্ত মুণ্ডু নগরে রাজধানী করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ মোগল জাতি কর্ত্তৃক দিল্লি নগর জিত হইলে এই মালোয়া দেশ আরঙ্গজেব বাদশাহের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দিল্লির রাজ্যাধীন ছিল, ইং ১৭০০ বাং ১১০৭ শালে উক্ত দেশ মহারাষ্ট্রীয় রাজা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া ইং ১৭৩২ বাং ১১৩৯ শালে মোগল রাজ্য হইতে পৃথক্ হইয়াছে, তৎকালে শাহজাহার অধিকার হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত তজ্জাতীয়দিগের অধীন ছিল । ৪০০ ॥

মিওয়ার ॥ আজমের পূর্ব্বদেশে মিওয়ার নামে রাজপুত জাতির একদেশ আছে, এই দেশ কখন ২ চিতর ও উদয়পুর নামে খ্যাত হয়, বস্তুতঃ এই দেশ উদয়পুরের একাংশ বটে, আবুলফজল লিখেন যে এই মিওয়ার দেশ ৭০ ক্রোশ দীর্ঘে ও ৩০ ক্রোশ প্রস্থে তন্মধ্যে ১০০০০ গ্রাম এবং চিতর কুম্ভির ও মাণ্ডেল নামে তিন বৃহৎ দুর্গ আছে, এ দেশের চৌরা নামক স্থানে এক লৌহের আকর ও মাণ্ডেল নামক স্থানের অধীন জেনপুরে ও আর ২

স্থানে তাম্রের খনি আছে এতাবন্মাত্র, এই দেশে অধিকাংশ উর্ব্বরা ভূমি কিন্তু কোন২ স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে এত লবণ ও যবক্ষার আছে যে গ্রীষ্মকালে সেই সকল স্থানের নিকটবর্ত্তি কূপ ও ক্ষুদ্র নদীর জল অতিশয় লবণাক্ত হয়, এই দেশে চিনি গোধূম তণ্ডুল ও যব প্রভৃতি শস্য যথেষ্ট জন্মে, ইহা ব্যতিরেকে উত্তম উষ্ট্র ও ঘোটক জন্মে. এবং মোটা সূত্রের বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তদ্ভিন্ন কামান ও তলওয়ার নির্ম্মিত হইয়া থাকে, উক্ত দেশের আয় ব্যয় জয় নগরের মত হইয়া থাকে, তথা গুজরাট ও জেসেলমিয়ার এবং পালেক হইতে ইউরোপীয় ও পারস্য দ্রব্য আনীত হয়, এবং দক্ষিণ দেশের দ্রব্যাদি সেরগা উজ্জয়িনী ও ইণ্ডোর হইতে আইসে, মিওয়ারের প্রধান নগর উদয়পুর মাণ্ডরা ও বিলারা এবং প্রধান নদী বানাস, এইক্ষণে উক্ত দেশে অনেক রাজপুত্র জাতীয় ক্ষুদ্র২ রাজার অধিকার আছে, কিন্তু তাহারা সকলে উদয়পুরের রাণাকে কর প্রদান করে, এবং তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করে, এই নিমিত্তে তাহারদিগের অনৈক্য দেখিয়া সিন্ধিয়া হল কর ও অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় দুরাত্মারা বৎসর২ আসিয়া এখান কার প্রজাদিগের ধনাদি লুট করিয়া লইয়া গমন করে। ৪০১।

মিরট ॥ দিল্লী প্রদেশে ও দিল্লী নগর হইতে ৩২ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে মিরট নামে এক নগর আছে, ইং ১০১৮ বাং ৪২৫ সালে গিজনির মহম্মদ বাদশাহ কর্ত্তৃক এ নগরে প্রথম যবনাধিকার হয়, ইহার পূর্ব্বকালে এই নগর হিন্দুদিগের রাজত্বাধীন হইয়া অতি গণ্য ছিল, তৎপরে ইং ১২৪০ বাং ৬৪৭ সালে চঙ্গিস খাঁর বংশীয় তরমেহরিণ খাঁর সৈন্যেরা এ স্থানে আগমন করত যুদ্ধে পরাভব হইয়াছিল, পরে ইং ১৩৯৯ বাং ৮০৬ সালে তৈমুর বাদশাহ কর্ত্তৃক এ নগর অধিকৃত হইয়া ভগ্নাবস্থা

প্রাপ্ত হয়, পরে এই বাদশাহ্ এ স্থান হইতে গমন করিলে পুন র্ব্বার নগরের উন্নতি হইয়াছে, ইদানীং এ নগর ইংলণ্ডীয় দিগের গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তি অনেক অধিকৃত দেশের রাজ ধানী হইয়াছে, এবং তথা ইং ১৮০৯ বাং ১২১৬ শালে তাহারা এক সৈন্যাগার নির্ম্মাণ করিয়াছে। ৪০২ ॥

মুঙ্গের॥ বাঙ্গার দেশে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে মুঙ্গের নামে এক নগর ও এক বৃহৎ দুর্গ আছে, এই দুর্গ গঙ্গার নিকটস্থ নিম্ন ভূমিতে স্থাপিত এবং অতিশয় প্রাচীন, ইহার চতুর্দ্দিগে প্রাচীর ও খাত আছে, মুঙ্গের নগরের উত্তর দিগে ত্রিহুত ও পূর্ণা, দক্ষিণ দিগে রামগড় ও বীরভূমি, পূর্ব্ব দিগে রাজমহল ও বীরভূমি, এবং পশ্চিম দিগে বাহার দেশ, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে ঐ নগরের চতুরস্রীয় ৮২৭০ ক্রোশ ভূমির মধ্যে গঙ্গার উত্তর তীরস্থ ২৮১৭ ক্রোশ পরিমিত ভূমি ভাগলপুর ভুক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বকালে ঐ স্থানের বন মধ্যে রিক জাতির বসতি ছিল, ব্যক্ত আছে যে উক্ত জাতীয় এক ব্যক্তি বিশ্বকর্ম্মার সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মুঙ্গের নামে খ্যাত করিয়াছিল, তৎ কালে এ স্থানে কেবল বন ও চণ্ডী নাম্নী এক দেবীর মন্দির ছিল, এই নগরের এক মাঠে নানা ক্ষুদ্র২ পর্ব্বতের পশ্চাৎ ভাগে ও গঙ্গা হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে সীতাকুণ্ড নামে এক উষ্ণ কূপ আছে, তাহার জলে হস্ত স্পর্শ করিয়া অধিক ক্ষণ উত্তাপ সহ্য করা যায় না, সোলতান সুজা বঙ্গ দেশ অধিকার করিয়া মুঙ্গের নগরে বাস করিয়াছিলেন, পরে সাহ জাঁহান বাদশাহ্ তাঁহার পিতার বিদ্রোহী হইলে তিনি এই নগর প্রাচীর বদ্ধ করিয়া ছিলেন, তৎপরে কাসিম আলি খাঁ এই নগরে বাস করত ইংলণ্ডীয় লোক দ্বারা তথাকার সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া

ছিলেন, কিয়দ্দিবস পরে এই ব্যক্তি ইংলণ্ডীয়দিগের অধীনে না থাকিয়া স্বাধীন হইবার বাঞ্ছাতে এ স্থানের লোকদিগকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন. তথাচ তাঁহার সমুদয় আশায় বৃথা হইয়াছিল, কেননা ইংলণ্ডীয়েরা অল্প দিবস যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে শাসন করত এই নগর অধিকার করিলেন. এ নগর হইতে বীরভূম দিয়া কলিকাতা গমন ৭৫ ক্রোশ এবং মোরশিদাবাদ দিয়া গমন ৩০৪ ক্রোশ অন্তর। ১০৩॥

মুলতান॥ হিন্দুস্থান মধ্যে মুলতান নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে লাহোর ও আফগানিস্থান, দক্ষিণ দিগে আজমির ও সিন্ধিয়া, পূর্ব্ব দিগে লাহোর ও আজমির, পশ্চিম দিগে বলোচিস্থান, যে সময়ে আবুল ফজল কর্ত্তৃক আকবর বাদশাহের রাজ্য বিবরণের পুস্তক সংগৃহীত হয়, তৎকালে এই মুলতান দেশ তাঁহার রাজ্য মধ্যে অতি বৃহৎ রূপে গণ্য হইত, কেননা পারস্যের সীমা অবধি দোয়াবের অন্তঃপাতি নানা স্থান পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার ছিল, এবং তন্মধ্যে আধুনিক মুলতান নগর বলোচিস্থান সিন্ধু হাজিকন্দ সিউস্থান ও টাটা প্রভৃতি দেশ এই মুলতান ভুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু ইদানী এই দোয়াবের অন্তঃপাতি দেশ সকল মুলতান হইতে পৃথক হইয়া লাহোর রাজাধীন হইয়াছে, মুলতান দেশের উত্তর পূর্ব্ব দিগস্থ ভূমি সকল উর্ব্বরা তাহাতে পঞ্জাব নদীর জল ব্যবহার হয়, কিন্তু সিন্ধু নদীর নিকটবর্ত্তি স্থান সকল বালুকাময়, ইং ১০০৬ বাং ৪১৩ শালে এই দেশে রাজধানী ছিল, পরে গিজনীর মহম্মদ সেই রাজধানী নষ্ট করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার ইং ১৩৯৮ বাং ৮০৫ শালে তৈমুরের মোগলজাতীয় সৈন্যের দৌরাত্ম্য দ্বারা সম্যক্ রূপে বিনষ্ট হইয়াছিল, ইদানী ভিত্তি দ্বারা বদ্ধ মুলতান নামে

যে বৃহৎ নগর স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক বলবন্তু দুর্গ আছে, এই নগরস্থ লোকেরা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত কাবুলের আফগান জাতীয় বাদশাহের যে অধীনত্ব স্বীকার করিয়াছিল, সে নাম মাত্র, ইং ১৮০৬ বাং ১২১৩ শালে লাহোরের রাজা রণজিত সিংহ উক্ত নগর অধিকার করিয়া আপন সৈন্যাগারে শস্যাভাব দেখিয়া এই স্থানের তাবৎ শস্যাদি অপহরণ করিলেন, ইং ১৮০৯ বাং ১২১৬ শালে এ স্থানের নবাব সিন্ধিয়ার রাজাকে কর দিতে স্বীকার করিয়াছিল। ৪০৪॥

মেঘনা॥ বঙ্গ দেশীয় শ্রীহট্টের উত্তর দিগের পর্ব্বত হইতে নির্গতা কতিপয় নদী পরস্পর মিলিতা হইয়া মেঘনা নামে খ্যাতা হইয়াছে, এই নদী ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত যুক্তা হইবার পূর্ব্বে অল্প পরিসর বিশিষ্টা হইয়া তাহার সহিত সম্মীলন পূর্ব্বক স্বনামে বিখ্যাতা হইয়া গমন করিয়াছে, এই নদী ঢাকা নগরের ১৮ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে প্রথমতঃ ইচামতী পশ্চাৎ দুলেশ্বরী বুড়িগঙ্গা, লক্ষ্মীয়া ও নানা ক্ষুদ্র নদীতে যুক্তা হওয়াতে অত্যন্ত প্রবলা হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে গমন পূর্ব্বক গঙ্গাসাগরের মিলনে আরো বর্দ্ধিতা হইয়া বঙ্গদেশীয় মহনাতে গমন করিয়াছে, এই প্রশস্তা নদীর দ্বারা সন্দিপ হাটীয়া বামোনি প্রভৃতি যে সকল উপদ্বীপ হইয়াছে, তন্মধ্যে দক্ষিণ শাহাবাজপুর নামে যে এক উপদ্বীপ আছে তাহার দীর্ঘতা ৩০ ক্রোশ ও প্রস্থতা ১২ ক্রোশ। ৪০৫॥

মেদিনীপুর॥ উড়িস্যা প্রদেশে মেদিনীপুর নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে রামগড় ও বর্দ্ধমান, দক্ষিণ দিগে ময়ূর ভঞ্জদেশাধ্যক্ষের স্বাধীন রাজ্য ও বালেশ্বর, পূর্ব্ব দিগে বর্দ্ধমান হুগলি ও সমুদ্র, এবং পশ্চিম দিগে সিংভূমি ময়ূরভঞ্জ ও রাম

পর্য্যন্ত টীকা দেওনের প্রকরণ জ্ঞাত আছে কিন্তু ব্যবহার নাই, ইহারা নির্ব্বিরোধী এবং রাজার সমীপে কোন বিচার প্রার্থনা করে না. মেদিনীপুরে এমত কোন পাঠালয় নাই যে তাহাতে হিন্দুশাস্ত্র কিম্বা জাবনিক আইন ইত্যাদি শিক্ষা করিতে পারে. এ দেশের সাত অংশের একাংশ জঙ্গল জাতি. ইহার প্রধান নগর মেদিনীপুর জলেশ্বর পিপলি ও নারায়ণ গড় কিন্তু এই সকলের মধ্যে কোন নগর পরিমাণে বৃহৎ নাই, ইং ১৭৬১ বাং ১১৬৮ শালে উক্ত দেশ বঙ্গদেশীয় নবাব কাসেমআলি ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পণ করিয়াছেন । ৪০৬ ।

মেরজাপুর ॥ আলাহাবাদ প্রদেশে চুনার নগর সংযুক্ত গঙ্গার দক্ষিণ দিগে মেরজাপুর নামে এক নগর আছে. হিন্দুস্থান মধ্যে এই নগর অতি প্রধান বাণিজ্য স্থল, এ স্থানে আগরা ও মহারাষ্ট্র দেশ হইতে যথেষ্ট তুলা বিক্রয়ার্থে আনীত হয়, আর বঙ্গদেশ হইতে এ স্থানে রেশম আনীত হইয়া মহারাষ্ট্র এবং হিন্দুস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে, এই নগরের নিকটবর্ত্তি স্থানে বহুকাল অবধি দুলিচা ও নানা প্রকার সূত্রবস্ত্র প্রস্তুত হয়, এই নগর মধ্যে ইউরোপীয়দিগের ও স্বদেশীয়দিগের নানা গৃহ এবং গঙ্গা তীরে নানা দেবালয় আছে, তাহাতে ইহার উত্তম শোভা দৃষ্ট হয়, মেরজাপুর নগর বারাণসী হইতে ৩০ ক্রোশ. কলিকাতা হইতে মোরশিদাবাদ দিয়া গমনে ৭৫৪ ক্রোশ ও বীরভূমি দিয়া ৬৪৯ ক্রোশ । ৪০৭ ॥

মোরশিদাবাদ ॥ বঙ্গদেশে রাজশাহি সংযুক্ত মোরশিদাবাদ নামে এক বৃহৎ নগর আছে, এ নগর কিছু কালের নিমিত্তে বঙ্গদেশের রাজধানী হইয়াছিল, ইহার প্রাচীন নাম মোখশুদাবাদ, ইং ১৭০৪ বাং ১১১১ শালে মোরসেদ কুলি

খাঁ স্থানান্তর হইতে আপনার রাজধানী এই নগরে আনিয়া ইহার নাম মোরসিদাবাদ ব্যক্ত করিলেন, গঙ্গার যে এক শাখা ভাগীরথী নামে খ্যাতা হইয়াছে এই নগর তাহার উত্তর পার্শ্বে ৮ ক্রোশ ব্যাপিয়া আছে, এ স্থানে নবাবদিগের অট্টালিকা ও তাবৎ লোকদিগের যাবদীয় গৃহাদি অতিশয় অনুত্তম, এবং এই স্থানের তাবৎ পথ এতাদৃশ অপ্রশস্ত যে প্রায় শকটাদি গমন করিতে পারে না, এই মোরসিদাবাদ কোন কালে ভিত্ত্যাদি দ্বারা বদ্ধ হয় নাই, ইং ১৭৪২ বাং ১১৪৯ শালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণ ভয়ে ইহার স্থানে ২ প্রয়োজনাভিধেয় মূর্চা নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই নগরে বাণিজ্যের অতিশয় বাহুল্য আছে, এই স্থানে ভাগীরথীতে কার্ত্তিক মাস অবধি জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত জল থাকে না কিন্তু ইহার দক্ষিণ দিগে জলঙ্গীর সহিত সংযোগ থাকাতে কলিকাতার গঙ্গার তুল্য তাহার প্রাশস্ত্য আছে, এই মোরসিদাবাদের অবিদূরে যে এক বক্র ঝিল আছে সে কাসিম বাজারের গঙ্গার এক খাড়ি মাত্র, আলিবরদি খাঁর রাজ্য কালে এই ঝিলের নিকট একপুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে কৃষ্ণ বর্ণ যে সকল উত্তম ২ স্তম্ভ আছে সে তাবৎ গৌড় দেশের রাজার ভগ্ন গৃহ হইতে আনীত হইয়াছে, এই মোরসিদাবাদ হইতে পট্টবস্ত্র ও সূত্রবস্ত্র এবং অন্যান্য নানাবিধ সামগ্রী দেশ বিদেশে প্রেরিত হয়, ইহার চতুর্দ্দিগে অনেক বসতি আছে ও উত্তম কৃষি কর্ম্ম হইয়া থাকে, বঙ্গদেশের মধ্যে এই নগরের দিগে দস্যুদিগের অতিশয় দৌরাত্ম্য আছে, তন্নিমিত্তে এতদ্দেশীয় কোন ২ লোকেরা আপনারদিগের গৃহে নানাবিধ অস্ত্র রক্ষা করে, ইং ১৭০৪ বাং ১১১১ শালে নবাব জাফের খাঁ ঢাকার রাজধানী এই

মোরসিদাবাদে স্থাপিত করিলেন. * ইং ১৭৫৭ বাং ১১৬৪ শালে ইংলণ্ডীয়েরা বঙ্গদেশ জয় করিয়া কলিকাতাতে রাজধানী করিলে মোরসিদাবাদের হ্রাস হইল, কিন্তু এই স্থান ইংলণ্ডীয় দিগের রাজস্বের মধ্যস্থল প্রযুক্ত তথা ইং ১৭৭১ বাং ১১৭৮ শালের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত রাজস্ব সংগ্রহকারিদিগের প্রধান এক ব্যক্তি অবস্থান করিয়াছিলেন. উক্ত মোরসিদাবাদের অধিপতি জাফের খাঁ এক ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাল্যাবস্থাতে যবনেরা তাঁহাকে ক্রয় করিয়া প্রতিপালন করত আপনারদিগের শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছিল, পরে আওরঙ্গজেব তাঁহাকে বঙ্গদেশের সুবাদারি কর্ম্মে নিয়োগ করিলেন, কিন্তু উক্ত বাদশাহের মৃত্যু হইলে জাফের খাঁকে পদচ্যুত করিবার জন্যে দিল্লী হইতে দুই জন নবাব প্রেরিত হইয়া মোরসিদাবাদে উপস্থিত হইল, তাহাতে ঐ জাফের খাঁ জগৎ সেট নামক এক বণিকের সাহায্য দ্বারা বিস্তর টাকা দিল্লীতে প্রেরণ করিয়া মোরসিদাবাদের নবাবের পদ ক্রয় করিল, এবং ঐ আগত দুই নবাবকে উক্ত স্থান হইতে দূরীকরণ করিল. ইং ১৭২৫ বাং ১১৩২ শালে ইহার মৃত্যু হইলে তাহার জামাতা সুজাউদ্দৌলা তৎপদে নিযুক্ত হইয়া ইং ১৭৩৯ বাং ১১৪৬ শালের প্রাক্‌কালাবধি রাজ্য করিলেন, উক্ত শালে শুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হওয়াতে তাহার পুত্র আলাউদ্দৌলা সরফরাজ খাঁ সিংহাসনোপবেশন পূর্ব্বক এক বৎসর দুই মাস রাজ্য করিয়া আলিবরদি খাঁ।

---

* এক স্থানে এক বৎসর মধ্যে যদ্যপি দুই জন অধিপতির রাজধানী হওয়া অসম্ভব তথাচ যে পুস্তক হইতে অনুবাদিত হইয়া এই পুস্তক সংগ্রহীত হইল, সেই গ্রন্থকর্ত্তার লিখিতানুসারে এই পুস্তকে ও তদ্রূপ লিখিত হইল।

কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও বিনষ্ট হইল. এই আলিবরদি খাঁ প্রশংসিত রূপে রাজ্য করিয়া ইং ১৭৫৬ বাং ১১৬৩ শালে কাল প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার পৌত্র গোলামহোসেন সেরাজউদ্দৌলা নবাব হইয়া দুই মাস রাজ্য করত কলিকাতা আক্রমণ করিল. কিন্তু এই সময়ে প্লাসি নামক স্থানে কর্ণেল ক্লাইবের যুদ্ধে পরাভূত হইয়া কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক গুপ্তাঘাতে হত হইল. ইং ১৭৫৭ বাং ১১৬৪ শালে ইংলণ্ডীয়েরা মির জাফের খাঁকে মোরশিদা বাদের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন. কিন্তু তৎ কর্ম্মে তাহাকে অযোগ্য দেখিয়া ইং ১৭৬০ বাং ১১৬৭ শালে পদ চ্যুত করিলেন, এই শালে মির কাসিমআলি খাঁকে তৎ সিংহা সনে উপবেশিত করিয়া ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে তাহাকে পদচ্যুত করত তাহার পিতৃব্য উক্ত মির জাফের খাঁকে পুনর্ব্বার মোরশিদাবাদের অধিপতি করিলেন. এই নবাব এক বৎসর রাজ্য করিলে ইং ১৭৬৪ বাং ১১৭১ শালে ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নজমউদ্দৌলা তৎপদে নিযুক্ত হইয়া ইং ১৭৬৬ বাং ১১ ৭৩ শালে বসন্ত রোগে কাল প্রাপ্ত হইল, পরে ইহার ভ্রাতা সেফউদ্দৌলা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ইং ১৭৬৯ বাং ১১৭৬ শালে লোকান্তর গমন করিলেন, এই শালে অতিশয় মহামারী ও মন্ব ন্তর হইয়াছিল, উক্ত নবাবের উত্তরাধিকারি মোবারক উদ্দৌলা সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, এই ব্যক্তি ইংলণ্ডীয়গণ কর্ত্তৃক বৎসর ২ চব্বিশ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু ইং ১৭৭২ বাং ১১৭৯ শালে তাহার অল্পতা হইয়া ষোল লক্ষ টাকা হইয়াছিল, ইং ১৭৯৬ বাং ১২০৩ শালে ইহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নিজামউলমুল্‌ক তৎপদাভিষিক্ত হইয়া ইং ১৮১০ বাং ১২১৭ শালে লোকান্তর গমন করিলেন. তৎপরে তাহার

জ্যেষ্ঠ পুত্র ১৭ বৎসর বয়স্ক সৈয়দ জিনউদ্দিনআলি খাঁ উত্তরাধিকারী হইয়াছিল, তৎকালে মুঙ্গের পূর্ণিয়া দিনাজপুর রাজশাহি ও বীরভূমি মোরসিদাবাদের অন্তঃপাতি ছিল, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে এই মোরসিদাবাদে ১০২০৫৭২ মনুষ্য গণিত হয়, তন্মধ্যে একাংশ জবন ও তিন অংশ হিন্দু, এই নগর কলিকাতার উত্তর দিগে ১২০ ক্রোশ অন্তর। ৪০৮॥

মোরাদাবাদ॥ দিল্লী প্রদেশে বরেলি নগর সংযুক্ত ও বরেলি নগর হইতে ৫০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে মোরাদাবাদ নামে এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে এ নগর বর্দ্ধিষ্ণু ছিল, তন্মধ্যে যে এক মুদ্রানির্ম্মাণাগার ছিল তাহার মুদ্রা অদ্যাপি হিন্দুস্থান মধ্যে মোরাদাবাদ টাকা নামে চলিত আছে, কিয়দ্দিবসাবধি এই নগর হ্রাসাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল কিন্তু বরেলি নগর অযোধ্যার নবাব কর্ত্তৃক ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পিত হইলে তাহার কিছুকাল গতে অর্থাৎ ইং ১৮০৪ বাং ১১১২ শালে আর এক দেশ উক্ত নগর ভুক্ত হওয়াতে ত্বরায় উন্নতি হইয়াছে, এ স্থানে ইংলণ্ডীয়দিগের রাজকর সংগ্রহকারির ও রাজাজ্ঞানুযায়িক নগর শাসন কারিদিগের বাস স্থান আছে। ৪০৯॥

যমুনা॥ হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ দিগে যে স্থানে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে তাহার অবিদূরে যমুনার উৎপত্তি বোধ হয়, বস্তুতঃ ইহার জন্মস্থান নিশ্চয় হয় নাই, এই নদী শ্রীনগর দেশ হইতে দক্ষিণ দিগে গঙ্গার সহিত প্রায় সমরেখাতে বহমানা হইয়া ঐ গঙ্গার ৪০ ক্রোশ অন্তরবর্ত্তি গরুড়দ্বার নামক এক গ্রামে গমন করিয়াছে, তথা ইহার প্রাশস্ত্য এক ঝিলের ন্যায় হইবেক, সেই জলে যথেষ্ট মৎস্য আছে সে মৎস্য কেহ ধারণ করে না, এই যমুনা নদী তথা হইতে গমন করত হিন্দুস্থানের

দিল্লি প্রদেশে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ দিগ দিয়া গঙ্গা হইতে কোন স্থানে ৫০ ক্রোশ ও কোন স্থানে ৭৫ ক্রোশ অন্তরবর্ত্তিনী হইয়া গঙ্গার ন্যায় সমরেখাতে গমন করত আলাহাবাদে তাঁহার সহিত যুক্তা হইয়াছে, কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্ব সময়ে আগরার উত্তর দিগে যমুনাতে অনেকানেক স্থানে পদব্রজে গমনাগমন করা যায়, ইহার তাবৎ বক্র গমন শুদ্ধা দীর্ঘ ৭৮০ ক্রোশ পরিমিত হইয়াছে। ৪১০ ॥

যাবা ॥ পূর্ব্ব সমুদ্রে প্রায় পূর্ব্ব পশ্চিম দীর্ঘে ৬০০ ক্রোশ প্রস্থে সর্ব্বশুদ্ধা ৯৫ ক্রোশ পরিমিত যাবা নামে এক বৃহৎ উপদ্বীপ আছে, ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগে ভারতবর্ষীয় সমুদ্র, উত্তর পশ্চিম কোণে সুমাত্রা উপদ্বীপ, নিজ উত্তর দিগে বোরনিও উপদ্বীপ, উত্তর পূর্ব্ব দিগে সেলিবিস উপদ্বীপ এবং পূর্ব্ব দিগে মাদুরা ও বালি নামক উপদ্বীপ, এই দুই উপদ্বীপ হইতে দুই অপ্রশস্ত খাড়ি দ্বারা যাবা উপদ্বীপ পৃথক্ হইয়াছে, এই যাবা উপদ্বীপের পূর্ব্ব দিগে যে অপকৃষ্ট স্থান আছে তথা লোকালয় ও কৃষি কর্ম্ম অল্প, এবং ইহার মধ্যস্থলে যে পর্ব্বত শ্রেণী আছে তন্মধ্যে এক অগ্নিময় পর্ব্বত হইতে ধূম উত্থিত হইয়া থাকে, ঐ পর্ব্বত শ্রেণী হইতে অনেক নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে এমত কোন বৃহন্নদী নাই যে তাহাতে জাহাজ গতায়াত করিতে পারে, এই নদী সমূহের মধ্যে যোয়ানা সোদানী অর্থাৎ তঙ্গীরঙ্গ এই দুই প্রধান নদী আছে, এবং এই যাবা উপদ্বীপে উক্ত অগ্নিময় পর্ব্বত ভিন্ন যে অন্যান্য পর্ব্বত আছে, তাহার দিগের উচ্চতায় মেঘ সকলের গতি রোধ হওয়াতে অতিশয় বর্ষা হইয়া উপত্যকা ভূমি সকল এতাদৃশ উর্ব্বরা হইয়াছে, যে তথা গোধূম যব পোটেটস আলু তামুকুট ও যথেষ্ট ধান্য জন্মে, এই

ধান্য এই স্থানের ব্যয়োপযুক্ত থাকিয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, উক্ত উপদ্বীপের স্থানে ২ তুলা জন্মে, কিন্তু সে তুলা অল্পতা নিমিত্তে ভিন্ন দেশে প্রেরণ যোগ্য হয় না, আর এখানে যে হরিদ্রা ও লঙ্কা জন্মে তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরা বাণিজ্যার্থে নানা স্থানে প্রেরণ করে, তদ্ভিন্ন তথা নারিকেল তাল কমলা ও বাতাবি লেবু এবং তিন্তিড়ী জম্বীর কণ্টকীফল আম্র আনারস দ্রাক্ষা ও দাড়িম্ব ইত্যাদি নানাবিধ উত্তম ২ ফল জন্মে, আর বঙ্গদেশে ইক্ষুচাস করিতে হইলে যেমন অতিশয় যত্ন করিতে হয়, এই উপদ্বীপে তাহা কিছু করিতে হয় না অনায়াসেই যথেষ্ট ইক্ষু জন্মে, এবং যাবা উপদ্বীপের বাণ্টাম নামক স্থানে যে মরিচ জন্মে সে তথাকার তাবৎ উৎপন্ন দ্রব্য অপেক্ষা অধিক, এবং উক্ত যাবা উপদ্বীপে ভূমির ঔৎকর্ষ প্রযুক্ত অনেকানেক স্থানে নিবিড় বন আছে, সেই সকল বনে নুরি তোতা ও মাছরাঙ্গা প্রভৃতি নানাবিধ সুন্দর পক্ষী আছে, এবং তথা বোয়া নামক এক প্রকার ভয়ানক সর্প আছে তাহারা বৃহৎ ২ কুম্ভীর অপেক্ষা দীর্ঘ তর, কোন কালে এখানকার একটা সর্পকে নষ্ট করিয়া তাহার দীর্ঘতা পরিমাণ করিলে বিংশতি হস্ত হইয়াছিল, যে কালে উক্ত উপদ্বীপে ওলন্দাজেরা প্রথমে বাস করিয়াছিল, তখন এ স্থান বাণ্টাম জেকট্রা ও সুইসোনন এই তিন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে শেষোক্ত সুইসনন খণ্ডের অন্তর্গত উক্ত উপদ্বীপের তৃতীয়াংশের দুই অংশ স্থান ছিল, যাবা উপদ্বীপের মনুষ্যদিগের স্বভাব ও রীতি ব্যবহার ও ভাষা ভিন্ন প্রকার, ইহারদিগের বিবরণ সংশ্লিষ্ট পুস্তকের লিখনানুসারে বোধ হয় যে ইহারা পূর্ব্বকালে চিরদিবসাবধি এক বাদশাহের অধীন ছিল,

এই স্থানে চীন জাতীয় মনুষ্য অনেক আছে, তাহারা তত্রস্থ যাবানি ও মালাই জাতির সহিত পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ করে, ইহারা বিবাহ ও উপপত্নী করণার্থে স্ত্রী লোক ক্রয় করিয়া থাকে, ঐ যাবানি জাতীয়দিগের হস্তপদাদি ক্ষুদ্র ২ অথচ সুদৃশ্য ও ইহার দিগের শরীর তাম্রবর্ণ কিন্তু চক্ষুঃ ও কেশ সমস্ত অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ উক্ত জাতীয়েরা অত্যন্ত অপবিত্রাচারী ও প্রায় তাবৎ মাংস ভক্ষণ করে, ইহারদিগের ভাষাতে কোন ২ সংস্কৃত শব্দ আছে, কিন্তু অক্ষর সকল দেবনাগর অক্ষরের সহিত ঐক্য হয় না, উক্ত জাতীয় দিগের কোন ২ ব্যবহার এবং শাল ও কালের নিয়মাদি দেখিয়া বোধ হয় যে ইহারা হিন্দুজাতি হইতে উদ্ভব হইয়াছে, বিশে ষতঃ এই উপদ্বীপের কোদা নামক স্থানে এক অতি প্রাচীন দেবা লয়ে প্রস্তর ও নানা ধাতু নির্ম্মিত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব ভবানী গজা নন প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, এবং ইং ১৮১১ বাং ১২১৮ শালে ইহার কোন স্থানে প্রায় একশত বৎসরের পূর্ব্বকালের অঙ্কিত প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহার অক্ষর সকল এতা দৃশ লুপ্ত হইয়াছিল যে প্রথমতঃ কেহ তাহা পাঠ করিতে পারে নাই, পরে মার্শডেন সাহেব বহু চেষ্টা করিয়া সেই সকল অক্ষ রকে বর্ম্মা জাতীয়দিগের ব্যবহার্য্য অক্ষর অনুভব করিলেন, ইং ১৮১৪ বাং ১২২১ শালের সহিত ইহারদিগের শকাব্দা ১৭ ৪১ ঐক্য হয়, পূর্ব্বকালে ইহারা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল, এই যাবা উপদ্বীপের অধিপতি আপনার সভাসদ ও অমাত্যবর্গ ও প্রজালোকদিগকে যথেষ্ট ভূমি দান করিয়া পুনর্ব্বার ইচ্ছানু সারে গ্রহণ করেন, এই নিমিত্তে দান কালে কাহাকে ও সনন্দ করিয়া দেন না সুতরাং কেহ বহুকাল পর্য্যন্ত সেই প্রাপ্ত ভূমির ভোগী হইতে পারে না, ইদানীং উক্ত উপদ্বীপ বাণ্টাম জেকট্রা সুইমনন ও সুলতানের রাজ্য ও চেরিবন এই পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত

হইয়াছে, এই সুলতানের রাজ্যান্তঃপাতি ১২৩ গ্রাম আছে, লার্ড বেলেনসিয়া উক্ত উপদ্বীপের লোক সংখ্যা করিয়া ৩৩০০০০০ লক্ষ স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে লার্ড মেকার্টণির দূত কর্ত্তৃক ২৩০০০০০ গণিত হইয়াছিল, এবং ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে জেনেরেল ডেণ্ডেল সাহেবের দ্বারা ৩৩০০০০০ লক্ষ লোক গণিত হইয়া ছিল, ওলন্দাজের রাজ্য কালে উক্ত সুলতানের রাজ্যান্তর্গত প্রত্যেক গ্রামে এক ২ জন কর্ত্তা হইয়া সেই সকল গ্রামের কৃষক দিগের স্থানে উৎপন্ন শস্য হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিত, তৎ কালে এই উপদ্বীপের তাবৎ অধিপতিরা ওলন্দাজদিগের অধীনে ছিল, ইং ১৪০৬ বাং ৮১৩ শালে আরব জাতীয় সেখ এবনে মোলানা নামক এক ব্যক্তি এই যাবা উপদ্বীপের নিকটবর্ত্তি স্থানে জবন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া পরে উক্ত উপদ্বীপে আগমন করত আমি ঈশ্বরের প্রেরিত মনুষ্য এই কথা ব্যক্ত করিয়া আপনার মহিমা বৃদ্ধি করিল, তাহাতে তথাকার লোকেরা তাহার প্রতি আস্থা করিয়া তাহাকে যাবা উপদ্বীপের বাদশাহ করিল, এই ব্যক্তির মৃত্যু কাল অবধি উক্ত উপদ্বীপের প্রায় তাবৎ লোকেরা তাহার সমাধিকে তীর্থ স্থান বলিয়া বৎসর ২ তথা গমন করিয়া থাকে, উক্ত ওলন্দা জেরা এই উপদ্বীপে নিরুদ্বেগে অনেক দিবস রাজ্য করিয়াছিল, পরে ফ্রান্সজাতীয়েরা তাহারদিগকে পরাভব করত অধিকারী হইয়া ইংলণ্ডীয়দিগের প্রতি আক্রমণ করিতে উপক্রম করিল, তাহাতে সর সেমূএল আকমার্টের অধীন সৈন্যেরা ইং ১৮১১ বাং ১২১৮ শালে হিন্দুস্থান হইতে এই উপদ্বীপে আগমন করিয়া প্রথমতঃ ইহার তাবৎ স্থান অধিকার করিল, পরে পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে ঐ ফ্রান্সদিগের এক সহস্র সৈন্য

গৃত ও নষ্ট হইল, এবং যাবা উপদ্বীপ ইংলণ্ডীয়দিগের অধি কার হইল। ৪১১॥

যোধপুর ॥ আজমিয়ার দেশের মধ্যস্থল অবধি তাহার পূর্ব্ব ভাগ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া যোধপুর নামে এক বৃহৎ রাজ্য আছে, ইহার চতুঃসীমা নিশ্চয় রূপে জানা যায় নাই, অনুমান দ্বারা এই স্থির হইয়াছে যে ইহার উত্তর দিগে বিকানিয়ার ও জেসেলমিয়ার, দক্ষিণ দিগে গুজরাট ও উদয়পুর, পূর্ব্ব দিগে জয় নগরের রাজার রাজ্য সীমা, অতি পূর্ব্বকালাবধি এই দেশ মারওয়ার যোধিপুর ও যুদ্ধপুর এই তিন নামে খ্যাত হইয়া এইক্ষণে প্রায় আদি নামেই প্রসিদ্ধ আছে, আর তথাকার রাজারা রোহতারি ও মারওয়ারি নামে ব্যক্ত আছেন, এ রাজ্যের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগের সম্মুখের ভূমি উর্ব্বরা তাহাতে গোধূম যব ও অন্যান্য শস্য যথেষ্ট জন্মে, তদ্ভিন্ন এ স্থানে এক শিশার খনি আছে, এ রাজ্যে যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য সুরাষ্ট্র হইতে আনীত হয় সে আহমদাবাদ ও গুজরাট দেশ দিয়া আইসে, এবং দক্ষিণ দেশের বাণিজ্য দ্রব্য মিওয়ার ও কোটা নামক স্থানের নিকট দিয়া আনীত হয়, আর টাটা দেশ হইতে শাল ও সূত্রবস্ত্র এবং আফিম তণ্ডুল ইস্পাত লৌহ ও মসলা প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য বাণিজ্যার্থে আনীত হয় তাহা এই যোধপুরের পথে অতিশয় বালুকা প্রযুক্ত শকটে আনয়নের প্রতিবন্ধক হও য়াতে বলদ ও উষ্ট্র দ্বারা উক্ত রাজ্যের পালি নামক এক প্রধান নগরে আইসে, এ স্থানের বলদ অতিশয় বৃহৎ তৎপ্রযুক্ত ভারত বর্ষের তাবদ্দেশে প্রয়োজন হইয়া থাকে, এই যোধপুর হইতে লবণ উষ্ট্র ও ঘোটক ভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়, যোধপুরে অধি

কাংশ রাহাত্তোর নামক রাজপুত জাতি আছে, কিন্তু তথা লোকা লয়ের যাদৃশ বাহুল্য ছিল ইদানীং তাহার ন্যূনতা হইয়াছে, পূর্ব্ব কালে আওরঙ্গজেব বাদশাহের এক প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা যশো মন্ত সিংহ এই যোধপুরের অধিপতি ছিলেন, ইং ১৬৮১ বাং ৯৮৮ শালে কাবুলের নিকট কোন স্থানে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে উক্ত বাদশাহ তাঁহার পুত্রদিগকে স্বীয় ধর্ম্মাক্রান্ত করাইতে আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে ঐ মৃত রাজার আত্মীয় লোকেরা যুদ্ধ করত অনেকে বিনষ্ট হইল, অবশেষে ঐ বাদশাহ রাজপরিবার গণকে এ রাজ্যের দুর্গ হইতে বহিষ্করণ করাতে তাঁহারদিগকে বনে ও পর্ব্বতে গিয়া বাস করিতে হইল, ব্যক্ত আছে যে ঐ রাজ পরিবারেরা বহুবিধ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরে উক্ত বাদশাহের লোকান্তর হইলে পুনর্ব্বার রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন, এবং তদ্বিষয়ে এরাদত খাঁ নামক এক গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে ঐ রাজার পৌত্র অজিত সিংহ এই রাজ্যাধিপতি হইয়া উক্ত বাদ শাহের তাবৎ জাবনিক দেবালয় ভগ্ন করিলেন, ইদানীং মান সিংহ নামে যে এক ব্যক্তি এই রাজ্যের রাজা হইয়াছেন তিনি অতিশয় যোদ্ধা বটেন কিন্তু পরিবার মধ্যে পরস্পরের বিরোধ হও য়াতে যুদ্ধ করণে অশক্ত হইয়া অন্যান্য রাজপুত জাতির ন্যায় দৌলতরাও সিন্ধিয়াকে এবং কোন ২ দুরাত্মা মহারাষ্ট্রীয়কে রাজকর প্রদান করিয়া থাকেন। ৪১২ ॥

রঙ্গপুর ॥ বঙ্গদেশের উত্তর পূর্ব্ব দিগে রঙ্গপুর নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে ভূতান দেশীয় পর্ব্বত, দক্ষিণ দিগে ময়মনসিংহ, পূর্ব্ব দিগে ব্রহ্মপুত্র নদ, পশ্চিম দিগে দিনাজপুর, এই রঙ্গপুরের সম্মুখ স্থান অত্যুত্তম, তথা জলকষ্ট নাই, আর বঙ্গদেশের ন্যায় এই দেশের উর্ব্বরা ভূমি তাহাতে

নিয়মানুসারে সর্ষপ ও অপর্য্যাপ্ত তাম্রকূট জন্মে, এবং বৎসরের মধ্যে দুইবার ধান্য জন্মিয়া থাকে, সেই ধান্য বঙ্গদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগস্থ স্থানে প্রেরিত হয়, এই দেশের মধ্যে প্রধান নদ ব্রহ্মপুত্র ও প্রধানা নদী কৃষ্ণা এবং উক্ত নদ ও নদী অপেক্ষা ক্ষুদ্রা যে দর্লা নাম্নী এক নদী আছে তদ্দ্বারা এ দেশ কোচবেহার হইতে পৃথক্ হইয়াছে, ইহার প্রধান নগরের নাম রঙ্গপুর মঙ্গলহাটি ও গজকোটা, মোগল জাতির রাজ্য কালে উক্ত দেশ কোচবেহারের রাজার নিকট হইতে শাহজাঁহান বাদশাহ প্রথমে অধিকার করেন, তখন মোড়ং পর্ব্বতের ও কোচবেহারের নিকট ইহারদিগের সৈন্যাগার ছিল, ইং ১৬৬১ বাং ১০৬৮ শালে আওরঙ্গজেব বাদশাহের সৈন্যাধ্যক্ষ এই দেশ অধিকার করিয়া ফকির কুণ্ডি নাম ব্যক্ত করিল, আধুনিক রঙ্গপুর নগর শুদ্ধা উক্ত রঙ্গপুর দেশের চতুরস্রীয় ভূমি ২৬৭৯ ক্রোশ পরিমিত হইয়াছিল, এইক্ষণে এ দেশে নানা ভূস্বামী হইয়াছে, এবং তথা রেশম আফিম তাম্রকূট চিনি ও নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন হইয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হইতেছে, এই দেশে উৎপন্ন দ্রব্য যাদৃশ আছে লোকের বাহুল্য তদ্রূপ নাই, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে মারকুইস ওএলিসলির আজ্ঞানুসারে কোচবেহার শুদ্ধা এই রঙ্গপুর দেশে ৪০০০০০ লোক সংখ্যা হইয়াছিল, তৎকালে এই দেশে গলগণ্ড রোগের এতাদৃশ আধিক্য ছিল যে তথাকার লোক সমূহের ষষ্ঠাংশের একাংশ মনুষ্য তদ্রোগান্বিত ছিল। ৪১৩॥

রঙ্গপুর ॥ আশাম দেশীয় জারগঞ্জ অথবা গিরিগ্রাম নামক যে এক প্রধান নগর আছে তাহার রাজধানী স্থানের নাম রঙ্গপুর, এই রাজধানীর অন্তঃপাতি অনেক গ্রাম আছে,

ও তথা উক্ত নগরীয় সৈন্যাদিগের শিবির আছে, ঐ গিরিগ্রাম নগর দীর্ঘে ১২ ক্রোশ ও প্রস্থে ১০ ক্রোশ হইবেক, এই নগরের পশ্চিম দিগে যে এক বৃহৎ সেতু আছে রুদ্রু সিংহের রাজ্যকালে বঙ্গদেশীয় কারুগণ দ্বারা তাহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই সেতু তথাকার দুর্গের পশ্চিম দ্বার। ৪১৪ ॥

রণ ॥ গুজরাট দেশের পশ্চিম সীমাতে রণনামক এক বৃহৎ লবণাক্ত জলাশয় আছে, এবং তাহার তীরে কিয়দ্দুর ব্যাপিয়া রণ নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে, ঐ জলাশয় তথা হইতে গমন পূর্ব্বক কচ্চ দেশের মহনাতে যুক্ত হইয়া তাহার উত্তর দিগে বহু শত ক্রোশ গমন করিয়াছে, কোন ২ স্থানে এই জলাশয়ের পরিসর অত্যন্ত বৃহৎ কিন্তু তথা অত্যল্প জল থাকে, এবং কোন ২ স্থানে ইহার জলের ভয়ানক তরঙ্গ ও অতিশয় বেগগতি আছে, পূর্ব্ব কালে উক্ত রণ জলাশয় সমুদ্রের সহিত যুক্ত ছিল এইক্ষণে তাহা নাই এমত বোধ হয়, রণ জলাশয়ের তীরে প্রায় তাবৎ মরুভূমি এই নিমিত্তে কোন শস্যাদি জন্মে না। ৪১৫ ॥

রাইকোটা ॥ শ্রীরঙ্গপত্তনের ৯৮ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে কর্ণাট দেশের অন্তভাগ ব্যাপিয়া রাইকোটা নামে এক নগর আছে, টীপু শাহের সহিত মারকুইস ওএলিসলির সন্ধি হইলে উক্ত শাহের তাঁহাকে এই নগর অর্পণ করিয়াছিলেন, উক্ত নগর অতিশয় উষ্ণ এবং তথাকার জল ও বায়ু এতাদৃশ শীতল যে গ্রীষ্মকালে সেই শৈত্য পরিমাণ করিলে থরমামেটর অর্থাৎ শীত ও গ্রীষ্ম পরিমায়ক যন্ত্রে ৮২ ক্রম পর্য্যন্ত পরিমাণ হয়, এই নগর অত্যন্ত শীতল প্রযুক্ত তথা এক প্রকার ইউরোপীয় ফল যথেষ্ট জন্মে, রাইকোটার সম্মুখ স্থানের লোকেরা কর্ণাটীয় তামুলীয় ও তৈলঙ্গীয় এই তিন প্রকার ভাষা মিশ্রিত করিয়া

ব্যবহার করে, ইং ১৭৯১ বাং ১১৯৮ শালে মেজর গৌড়ি উক্ত নগর আক্রমণ করিতে আগমন পূর্ব্বক তাহার উত্তম বন্ধ দেখিয়া অধিকার করণে অভরসা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণকে আগত দেখিয়া তথাকার অধ্যক্ষ অত্যন্ত ভয়ে ঘাটি পর্ব্বতের নিম্ন কর্ণাটে পলায়ন করিল, সুতরাং সে স্থান ইং সাহেবেরা নির্ব্বিঘ্নে অধিকার করিলেন, যদ্যপি তথাকার দুর্গস্থ সৈন্যেরা যুদ্ধ করিত তবে সে স্থান এতাদৃশ উচ্চ ও সুবন্ধ যে বোধ হয় উক্ত সাহেব তাহা অধিকার করিতে পারিতেন না, তখন এই দুর্গ মধ্যে অনেক কামান ও যুদ্ধ সজ্জা এবং সৈন্যদিগের খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট ছিল। ৪১৬॥

রাইচুর॥ বিজয়পুর প্রদেশে নিজামের রাজ্য মধ্যে ও হয়দরাবাদ হইতে ১৩০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে রাইচুর নামে এক দেশ ও তাহার এক প্রধান নগর আছে, এই নগর উত্তম রূপে স্থাপিত নহে, এবং তথা পর্ব্বতোপরি কেবল এক প্রাচীন দুর্গ আছে, আদোনি নামক রাজধানীর অধিপতি নিজাম উল মুল্কের পুত্র বজালৎ জঙ্গের লোকান্তর হইলে তাহার পুত্র তৎ পদে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য করিতে লাগিল, পরে টীপুশাহ তথাকার অধ্যক্ষ হইলে উক্ত রাজধানী ভগ্ন হইল, তৎকালে ঐ বজালৎ জঙ্গের পুত্র আপনার রাজ্যাপহারক টিপুশাহের হস্তোত্তীর্ণ হইবার জন্যে এই রাইচুর নগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু সে স্থানেও তিনি সুখেতে কাল যাপন করিতে পারেন নাই কারণ তিনি যে কতিপয় স্থান আপনার অধীন রাখিয়াছিলেন তাঁহার পিতৃব্য সে সকল স্থানের এমত রাজস্ব নিরূপণ করিলেন যে সমুদয় অধিকারের কর প্রদান করিয়া লাভাংশের অল্পতাতে সংসার নির্ব্বাহ মাত্র করিয়া সামান্য প্রজার ন্যায় থাকিতেন। ৪১৭॥

রাঙ্গুন॥ পেগু দেশে বর্ম্মা জাতির রাজ্য মধ্যে রাঙ্গুন নামে এক দেশ ও তাহার এক নগর আছে, উক্ত দেশের দক্ষিণ দিগ দিয়া যে এক নদী গমন করিয়াছে সেই নদী দিয়া রাঙ্গুন নগরে গমনের এক উত্তম পথ আছে. সে নদী প্রায় গঙ্গার ন্যায় প্রশস্তা এবং তাহার খাঁড়ি ও অত্যন্ত বৃহৎ ও তাহার জল অতিশয় গভীর. রাঙ্গুনের ১২ ক্রোশ দক্ষিণ দিগে ঐ নদীর প্রাশস্ত্য এক ক্রোশের ত্রিপাদ পরিমিত হইবেক, আর সাই রিয়ম নামে এক নদী পেগু দেশ হইতে আসিয়া এই রাঙ্গুন নগরের তিন ক্রোশ দক্ষিণ দিগে ঐ নদীতে মিলিতা হইয়াছে, এই রাঙ্গুন নগর রাঙ্গুন দেশীয় ঐ গঙ্গা সদৃশী নদী তীরে এক ক্রোশ দীর্ঘ ও এক ক্রোশের ত্রিপাদ প্রস্থ এই পরিমাণে স্থাপিত আছে. তাহার চতুর্দ্দিগ অতিশয় উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা বদ্ধ, এবং তাহার উত্তর দিগে যে এক খাত আছে, সেই খাত পার হইয়া নগর প্রবেশ করিবার নিমিত্তে তাহাতে কাষ্ঠের সেতু আছে, এ নগরের তাবৎ পথ প্রশস্ত কিন্তু বক্র নহে, আর তথা বৃষ্টি জল গমনাগমনের জন্যে যে সমস্ত নালা আছে, তাহারদিগের উপর দিয়া স্থানে ২ কাষ্ঠের দ্বারা গমনাগমন করিতে হয়, এ স্থানের গৃহাদি সকল বংশ ও কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত. উক্ত রাঙ্গুন নগরের রাজার অমাত্য বর্গ ও বর্দ্ধিষ্ণু লোকেরা তথাকার দুর্গ মধ্যে বাস করে. তদ্ভিন্ন অপর লোকেরা ইহার অন্তঃপাতি স্থানে বাস করে. এই নগর সম্পৃক্ত তকালি নামক স্থানে যথেষ্ট মনুষ্য ও বেশ্যা দিগের বসতি আছে, তাহারদিগের নগর মধ্যে বাস করণে রাজাজ্ঞা নাই, উক্ত দেশে যথেষ্ট শূকর আছে, কিন্তু তথায় এমন কোন বিশেষ জাতি নাই যে তাহারদিগকে পালন করে, এই নিমিত্তে তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করত

আপনারাই প্রতিপালিত হয়, পেগু দেশীয় লোকদিগের সহিত এই রাঙ্গুন দেশীয় লোকদিগের অতিশয় যুদ্ধ হয়, এই নিমিত্তে উক্ত দেশে লোকালয়ের অল্পতা হইয়াছে, তথা ৫০০০ গৃহস্থ তন্মধ্যে ৩০০০০ মনুষ্যের অধিক নাই, উক্ত রাঙ্গুন নগরে পূর্ব্ব কালাবধি পোর্ত্তুগীস জাতীয় যে সকল মনুষ্য আছে, তাহারা তাবতেই নৌকা কর্ম্ম করে, তথা তাহারদিগের এক দেবার্চ্চনার স্থান আছে, উক্ত জাতীয়েরা ভিক্ষা করিয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করে, তদ্ভিন্ন পারসি আরমানি ও অল্প সংখ্যক ভদ্র আছে, এই কএক জাতীয়েরা এ স্থানে বাণিজ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং রাজকর্ম্মকারিরা মধ্যে২ ঐ সকল লোকের কোন ২ ব্যক্তিকে রাজসম্বন্ধীয় কার্য্যে নিয়োগ করে, রাঙ্গুন দেশীয় উক্ত নদীর পরপারে সেরিয়ম নামক আর এক নগর আছে, সেই নগরে প্রবেশ করণের নিমিত্তে কেবল এক দীর্ঘ পথ ভিন্ন পথান্তর নাই, তাতে বর্ম্মীয় নানা স্থানের যোত্রহীন ঋণিদিগের বহুকাল পর্য্যন্ত এই রাঙ্গুন নগর নিত্য জনক স্থান হওয়াতে নানা দেশীয় লোকেরা তথা গমন করিয়া বর্ম্মাদিগের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারা সেখানে যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্যের বাণিজ্য করত প্রাণ পালিত হয়, তন্নিমিত্তে উক্ত নগরে ইংলণ্ডীয় ফ্রান্স পোর্ত্তুগীস পারাসি পারসা, ও মালাবার দেশীয় এবং মোগল প্রভৃতি অনেকানেক বিশিষ্ট ও সামান্য লোকেরা গিয়া বাস করিতেছে, এই সকল পলায়িত মনুষ্যেরা যদ্যপি তথাকার বর্ম্মাদিগের গোদামা নামক দেবতার দ্বেষ না করে তবে তাহারা ও ইহারদিগের ধর্ম্মের প্রতি কোন অনিষ্টাচরণ করে না, ইংলণ্ডীয়দিগের রাজ্য হইতে রাঙ্গুনে বস্ত্র গ্লাস লৌহের দ্রব্য ও বনাত আনীত হয়, এবং রাঙ্গুন হইতে কেবল বৃহৎ ২ কাষ্ঠ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়া

থাকে, কিন্তু ইরায়দ্বি নদী দিয়া নৌকা দ্বারা বৎসর২ ঢাকা লক্ষ্মীপুর পাটনা বারাণসী ভগবানগোলা ও কলিকাতাতে হস্তি দন্ত মোম লা তক্তা ও চীন দেশীয় তাম্র আইসে. রাঙ্গুনের আড়াই ক্রোশ উত্তর দিগে শুদাগন অথবা দাগং নামক এক বৃহৎ মন্দির আছে, সে পেগু দেশীয় শুমোদেওর মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ নহে, রাঙ্গুনের বর্ত্তমান রাজবংশীয়দিগের প্রথম রাজা আলম্প্রা, এই ব্যক্তি কর্ত্তৃক রাঙ্গুন নগর স্থাপিত হয়, ইহার পূর্ব্বকালে এই স্থানে অনেক বসতি ছিল, কিয়দ্দিবস পরে তাহার ভগ্নাবস্থা হইলে ঐ আলম্প্রা রাজা পুনর্ব্বার উন্নতি করিল. ইং ১৮১০ বাং ১২১৭ শালে এই নগর অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া একেবারে নষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তথাকার লোকেরা পুনর্ব্বার গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছে। ৪১৮ ॥

রাজমহল ॥ বঙ্গদেশে গঙ্গার পশ্চিম তীরে রাজমহল নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর, দক্ষিণ দিগে রাজশাহি, পূর্ব্ব দিগে দিনাজপুর ও রাজশাহি, পশ্চিম দিগে মুঙ্গের ও পূর্ণিয়া, এই দেশ তথাকার রাজধানীর নামানুসারে আকবর নগর বলিয়া ও ব্যক্ত আছে, এবং ইং লণ্ডীয়েরা আপনারদিগের রাজকর লিখিত পুস্তকে ঐ রাজমহল অথবা আকবর নগরকে কাঙ্কজোল বলিয়া লিখেন, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে মেজর রেনেল এই রাজমহল ও ভাগলপুর এই দুই দেশের চতুঃসীমার ভূমি ১০৪৮৭ ক্রোশ পরিমাণ করিয়া তন্মধ্যে ৫৪৩৫ ক্রোশ পতিত ভূমি আছে ইহা স্থির করিয়াছিলেন, তৎকালে রাজমহল দেশে ৫৪৭৬০০ টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হইয়াছিল, এ দেশের রাজমহল নগরের নিকটবর্ত্তি স্থানের মৃত্তিকা যে প্রকার প্রস্তর মিশ্রিত তাহার দক্ষিণ দিগে তদ্রূপ নহে,

ইহার তাবৎ গ্রামে গোধূম, যব, মটর ও কলায় এবং এরণ্ড ও নীল যথেষ্ট জন্মে, তদ্ভিন্ন সেখানে যে সকল আম্র বৃক্ষ আছে তাহার প্রায় সমুদয় বৃক্ষেতেই অত্যন্ত সুস্বাদু আম্র হয়, এ দেশের পশ্চিম দিগে বঙ্গদেশের সীমার পরিশেষ হইয়া বাহার দেশের সীমারম্ভ হইয়াছে, ইহার নিকটবর্ত্তি স্থানে এক নির্ঝর আছে, তদ্ভিন্ন ইহার অনেক দূর ব্যাপিয়া যে পর্ব্বত আছে তথা বন্য মনুষ্যেরা বাস করে, ঐ পর্ব্বতের নিম্ন ভাগের লোকদিগের অপেক্ষা পর্ব্বতোপরিস্থ সেই বন্য মনুষ্যেরা খর্ব্বাকার বলবন্ত ও তাহারদিগের শরীরের গঠন অতিশয় উত্তম, উক্ত মনুষ্যেরা পার্ব্বত হইতে পালঙ্গ কাষ্ঠ তক্তা অঙ্গার তুলা মধু রম্ভা ও শকরকন্দ আলু প্রভৃতি দ্রব্য রাজমহল দেশে আনয়ন করিয়া বিক্রয় করে, এবং এই স্থান হইতে তামুকুট, ধানা বস্ত্র জীরের ফলা ও কুঠার ইত্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়, ইহারদিগের লিখন পঠনের নিমিত্তে কোন প্রকার বর্ণমালা নাই, এবং ইহারা ছাগ শূকর কুক্কুর ও বিড়াল প্রভৃতি পশ্বাদি আপন ২ গৃহেতে পালন করে কিন্তু তাহারদিগের স্ত্রী লোকেরা তাবৎ পরিশ্রমের কর্ম্ম করিয়া থাকে, অতএব যাহারদিগের বাটীতে অনেক স্ত্রী আছে তাহারাই প্রায় যোত্রাপন্ন হয়, এবং ঐ বন্য লোকদিগের এই এক বিশেষ গুণ আছে যে তাহারা মিথ্যা বাক্যকে অত্যন্ত ঘৃণা করে ও সত্য কথাতে অতিশয় আস্থা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা চির দিবস ঐ রাজমহল দেশের নিকটবর্ত্তি দেশে গিয়া দস্যু বৃত্তি করিত এবং এক স্থানে স্থির হইয়া বাস করিত না, তন্নি মিত্তে ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে আগষ্টস ক্লীবলেণ্ড সাহেব তাহারদিগের সহিত প্রীতি করিয়া বাস স্থান নিরূপণ

করিয়া দিয়াছিলেন, উক্ত শালে এই সাহেবের মৃত্যু হইলে তাহার স্মরণার্থে ইংলণ্ডীয়দিগের এবং তদ্দেশীয় ভূস্বামী দিগের ব্যয় দ্বারা দুই সমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে, রাজমহল দেশের প্রধান নগর রাজমহল মালদাহ্ এবং প্রধান নদী গঙ্গা তদ্ভিন্ন অন্যান্য নদী ও তথাকার নানা স্থান দিয়া গমন করিয়াছে। ৪১৯॥

রাজশাহী ॥ বঙ্গদেশের মধ্যস্থলে রাজশাহী নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ, দক্ষিণ দিগে বীরভূমি ও কৃষ্ণনগর, পূর্ব্ব দিগে ঢাকাজালালপুর ও ময়মনসিংহ, পশ্চিম দিগে মুঙ্গের ও বীরভূমি, ঐ দেশ বঙ্গ দেশের মধ্যে অতিশয় বৃহৎ কিন্তু অত্যন্ত কুস্থান, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে মেজর রেনেল ইহার চতুরশ্রীয় ভূমি ১২৯০৯ ক্রোশ পরিমাণ করিয়াছিলেন, তৎকালে তথা ২৪০০০০০ লক্ষ টাকা উপস্বত্ব হইত, ইহার অন্তঃপাতি মোরসিদাবাদ কাসিম বাজার বোয়ালিয়া ভগবানগোলা ও কুমারখালি প্রভৃতি অনেক বাণিজ্য করণীয় নগর আছে, এ দেশে যে রেশম জন্মে সে হিন্দুস্থানের লোকেরা ব্যবহার করে, ইং ১৭৮৫ বাং ১১৯২ শালে এই দেশ রামজীবন নামক এক ব্রাহ্মণকে অর্পিত হয়, সে ব্যক্তি এই রাজশাহী দেশের বর্ত্তমান অধিকারিদিগের আদি পুরুষ ছিলেন, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে মারকুইস ওএলিসলির আজ্ঞানুসারে এ দেশে ১৫০০০০ লক্ষ প্রজা নিরূপিত হইয়াছিল, তাহার পাঁচ অংশ হিন্দু ও তিন অংশ জবন জাতি ছিল। ৪২০ ॥

রাজাচোহন্স ॥ গণ্ডওয়ানা প্রদেশে রাজাচোহন্স নামে এক বনময় দেশ আছে, ইহার প্রধান নগরের নাম শোনহট তথা কোড়ার রাজা বাস করেন, এ দেশে কেবল বন ও পর্ব্বত তন্মধ্যে

অত্যম্ল ভূমিতে কৃষি কর্ম্ম হয়, তথা যে অল্প সংখ্যক মনুষ্য বাস করে তাহারা বন্য ও অতিশয় অসভ্য, এবং তথাকার লোকালয়ের মধ্যে২ স্থানে২ খ্যাত ও অপবিত্র স্থান আছে, এই দেশের লোকেরা চোহন্দ নামে খ্যাত, ইহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে কর প্রদান করে, এই স্থানের ভূমিতে ধান্য প্রভৃতি শস্য অল্প জন্মে উক্ত শোনহট নগরের দক্ষিণ দিগস্থ তাবৎ গ্রাম ক্ষুদ্র ২ তাহার প্রত্যেক গ্রামে চারি পাঁচ গৃহস্থের অধিক নাই, উক্ত দেশের বন মধ্যে বৃহৎ ২ ব্যাঘ্র ও চিতা নামক আর এক জাতি ব্যাঘ্র ও ভল্লুক এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় এক প্রকার বিড়াল প্রভৃতি নানাবিধ ভয়ানক জন্তু আছে, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে এই দেশ মহরাষ্ট্রীয় লোকেরা অধিকার করণের পূর্ব্ব সময়ে তথা ঐ কোড়ার রাজা স্বাধীন ছিলেন। ৪২১॥

রাজাদুর্গ॥ বালাঘাটে রাজাদুর্গ নামে এক ক্ষুদ্র দেশ আছে, ইহার প্রধান নগর মুলকামারু ও রাজাদুর্গ এবং তথাকার প্রধান নদীর নাম হগ্র, এই দেশের মহারাষ্ট্রীয় রাজবংশীয়েরা বিজয় নগরের দালা ঐ বংশোদ্ভব, ইহারা উক্ত দেশের ধ্বংস হইলে পেনাকণ্ডি ও কন্দৃপি এবং আওরঙ্গজেবের অধিকারস্থ কতিপয় গ্রাম আক্রমণ করিল, ইং ১৭৬৬ বাং ১১৭৩ শালে হয়দরশাহ এই রাজাদুর্গ দেশ জয় করিয়াছিলেন, পরে ইং ১৭৮৮ বাং ১১৯৫ শালে হয়দরের পুত্র টীপু শাহ তথাকার রাজাকে ধারণ করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে প্রেরণ করিলেন, তথা ঐ রাজা বহুবিধ কষ্টে দিনপাত করিয়া কালপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালের সন্ধিতে নিজামশাহকে এই দেশ অর্পণ করিলে ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে তথাকার রাজপুত্র বেঙ্কটপী নাএকের জামাতা বংশোদ্ভব গোপাল নামক

এক ব্যক্তি এই দেশে দৌরাত্ম্য করণের উপক্রম করাতে ধৃত হইয়া হয়দরাবাদে প্রেরিত হইয়াছিল, ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে উক্ত নিজাম শাহকর্ত্তৃক পুনর্ব্বার এ দেশ ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পিত হওয়াতে বেলারি নামক স্থান ভুক্ত হইয়াছে, এই ইংলণ্ডীয় লোকেরা উক্ত বংশীয়দিগের ভরণ পোষণার্থে তাহারদিগকে বেতন দিয়া থাকেন। ৪২২॥

রাজামন্ত্রি॥ উত্তর সরকারে রাজামন্ত্রি নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে সিকাকোল নামক স্থান, দক্ষিণ দিগে গোদাবরী নদী দ্বারা এলোর নামক স্থান এই দেশ হইতে পৃথক্ আছে, পূর্ব্ব দিগে বঙ্গদেশের সমুদ্র মহনা, পশ্চিম দিগে হয়দরাবাদের নিজামের রাজ্য, ঐ দেশের প্রায় সমুদয় স্থান গোদাবরী নদীর উত্তর দিগ ব্যাপিয়া আছে, সমুদ্র হইতে ৩৩ ক্রোশ অন্তর বর্ত্তিনী গোদাবরী নদীর দুই শাখার দ্বারা নাগর নামক যে এক উপদ্বীপ হইয়াছে সেই উপদ্বীপ ত্রিকোণাকার, তাহার ব্যাস ৫০০ ক্রোশ, উক্ত রাজামন্ত্রি দেশের চতুরশ্রীয় ভূমি পরিমাণ ১৭০০ ক্রোশ হইবেক, এই স্থানের গোদাবরী নদী তীরস্থ পর্ব্বত অবধি পহনসা নামক স্থান পর্য্যন্ত যে এক বৃহৎ অরণ্য আছে তাহার মধ্যে বঙ্গদেশীয় মহনার পূর্ব্ব দিগে অত্যুত্তম বৃহৎ ২ কাষ্ঠ পাওয়া যায়, উক্ত নদী তীরে অনেক ইক্ষু উৎপন্ন হয়, এই রাজামন্ত্রি দেশের প্রধান নগরের নাম রাজামন্ত্রি ইঙ্গারাম কোরিঙ্গা বুন্দর মালাকা পেদ্ধাপুর ও পেটীপুর, কিন্তু কোরিঙ্গা ভিন্ন ইহার কোন নগর হইতে ভিন্ন দেশে বাণিজ্যের দ্রব্য প্রেরিত হয় না, ফেরেস্তা নামক গ্রন্থ কর্ত্তা লিখিয়াছেন যে ইং ১২৯৫ বাং ৭০২ শালে আলাউদ্দিন বাদশাহের দক্ষিণ দেশ আক্রমণ কালীন রাজামন্ত্রি দেশের রাজারা স্বাধীন রাজা

ছিলেন, পরে ইং ১৪৭১ বাং ৮৭৮ শালে তদ্দেশীয় ভামিনি বাদশাহদিগের অধিকার হইল, ইং ১৭৫৩ বাং ১১৬০ শালে দক্ষিণ দেশাধ্যক্ষ সলাবতজঙ্গ কর্ত্তৃক এই দেশ ফ্রান্সদিগকে অর্পিত হয়, পরে ইং ১৭৬৫ বাং ১১৭২ শালে লার্ড ক্লাইব দ্বারা ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হওয়াতে এই দেশ এক খণ্ড ধরিয়া উত্তর সরকার পঞ্চ খণ্ড যুক্ত হইয়াছে, রাজামণ্ড্রি দেশ হয়দরাবাদ হইতে ২৩৭ ক্রোশ, মান্দরাজ হইতে ৩৬৫ ক্রোশ এবং কলিকাতা হইতে ৬৬৫ ক্রোশ অন্তর। ৯২৩॥

রামগিরি॥ মাহিশুর রাজ্যে শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ৫০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে রামগিরি নামে এক নগর আছে, এই নগর ও ইহার দুর্গের নিকটবর্ত্তি গ্রাম সকল অতিশয় ব্যাঘ্র ভীতি স্থান, ঐ দুর্গ পর্ব্বতোপরি এতাদৃশ রূপে স্থাপিত যে সেই দুর্গস্থ সিন্যেরা যুদ্ধ না করিলে ও কোন শত্রু পক্ষীয়েরা সহসা আক্রমণ করিতে পারে না, ঐ পর্ব্বত তীর্থস্থান প্রযুক্ত তথা অনেক ব্রাহ্মণ বাস করেন, তথা যে এক প্রকার বন্য মনুষ্য আছে, তাহারা ফল মূলাহার ও মৃগয়া দ্বারা যে সকল পশু বধ করে তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করে, এবং কখন২ ঐ পর্ব্বতের নিম্ন ভাগের কৃষকদিগের নিকটে ফলকন্দাদি ও মোম মধু প্রদান করিয়া তৎপরিবর্ত্তে শস্য গ্রহণ করে, ইহারা তামুল ও তৈলঙ্গীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং এই পর্ব্বতের স্থানে২ যে সকল খাত আছে তাহারদিগের জল অতিশয় শীতল, উক্ত পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তি নানা পর্ব্বতে লাক্ষা জন্মে, সেই লাক্ষা যে বৃক্ষ দ্বারা প্রস্তুত হয় তাহাকে জালা বৃক্ষ বলে। ৪২৪॥

রামনাদ॥ দক্ষিণ কর্ণাটে কেপ কমোরিন হইতে ১৩০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে মারওয়াস নামক স্থান সংযুক্ত রামনাদ

নামে এক নগর আছে, অতি পূর্ব্বকালে কোন মহানুভব মনুষ্য কর্তৃক রামেশ্বর তীর্থ যাত্রি দিগের রক্ষার্থে রামনাদের বর্ত্তমান অধিকারির পূর্ব্ব পুরুষের কোন এক ব্যক্তিকে উক্ত নগর প্রদত্ত হইয়াছিল, ইদানীং এই নগরের রাজা পরলোক গমন করাতে মঙ্গলাশ্বরী নাম্নী তাঁহার রাণী ঈশ্বরী হইয়া রাজ্য প্রতি পালন করিতেছেন, তিনি ইংলণ্ডীয়দিগকে রাজস্ব প্রদান করেন, ঞেহার পিতৃ পুরুষেরা যে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন তাহার নিকটে ঐ রাজার সমাজ গৃহ ও খ্রীষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্মালয় আছে। ৪২৫ ॥

রামপুর ॥ দিল্লি প্রদেশে কৌশল্যা নদী তীরে বরেলি নগর সম্মুক্ত রামপুর নামে এক নগর আছে, ইং ১৭৭৪ বাং ১১৮১ শালে এই নগর এবং বরেলি দেশ সন্ধি দ্বারা রোহেলখণ্ডের সৈন্যাধ্যক্ষ ফৈজুল্লা খাঁ নামক এক ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন ইহার উপস্বত্ব তিন লক্ষ টাকা ছিল, এই ব্যক্তি যাবৎকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল তাবৎ এই নগরের উন্নতি ছিল, এবং ইহার চতুরশ্রীয় ভূমি পরিমাণ ৪ ক্রোশ ও তাহার চতুর্দ্দিগ নিবিড় বংশ বন দ্বারা বদ্ধ ছিল, তন্মধ্যে ১০০০০০ লক্ষ লোক গণিত হয় কিন্তু ইদানীং এই নগরের পরিসরের ন্যূনতা হইয়া উক্ত সংখ্যক লোকের ও পাঁচ অংশের একাংশ মাত্র আছে, ইং ১৭৯৪ বাং ১২০১ শালে উক্ত ফৈজুল্লা খাঁর মৃত্যু হওয়াতে তাহার পুত্র মহম্মদআলি খাঁ উক্ত রাজ্যাধিকারী হইয়া আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোলাম আলি খাঁ কর্তৃক গুপ্তাঘাতে হত হইলেন, এবং এই গোলাম আলি খাঁ সেই সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, তৎপরে সর রাবটএবরকরম্বি, অধীন সৈন্যরা তাহাকে দূরীকরণ করণাভিপ্রায়ে গমন করত বরেলি নগরের কএক ক্রোশ

অগ্রে রোহিলার সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল, কিন্তু তাহাতে ঘোর তর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া রোহিলার সৈন্যেরা পরাভূত হয়, এই যুদ্ধে ইংলণ্ডীয়দিগের ছয় শত সৈনা ও চৌদ্দ জন সৈন্যাধ্যক্ষ বিনষ্ট হইয়াছিল, তৎপরে গোলাম মহম্মদ ইংলণ্ডীয়দিগকে এই নগর সমর্পণ করিল, এবং মৃত ফৈজুল্লা খাঁর সঞ্চিত যে ৩২০০০০ স্বর্ণ মুদ্রা ছিল সে সমুদয় অযোধ্যার নবাব আসফ উদ্দৌলাকে প্রদান করিল, তৎকালে এই আসফউদ্দৌলা ইংলণ্ডীয়দিগকে এগার লক্ষ টাকা উপঢৌকন প্রদান করেন, তৎপরে ইংলণ্ডীয়েরা এই রামপুর নগর অযোধ্যা রাজ্য ভুক্ত করিয়া ফৈজুল্লার পৌত্র মহম্মদআলি খাঁকে তাহার কিয়দংশ জাগির স্বরূপপ্রদান করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে সাম্বৎসরিক দশ লক্ষ টাকা উপস্বত্ব হইত, পরে ইহার দুরাবস্থা হইলে ঐ মহম্মদ আলি খাঁ ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে ইংলণ্ডীয়দিগকে উক্ত রামপুর অর্পণ করিল, এই নগর বারেলি হইতে ৪০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে এবং দিল্লি নগরের পূর্ব্ব দিগে ১০ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ৪২৬॥

রানপুরা॥ গুজরাট দেশে ও নাইলা নামক স্থান হইতে ৮ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে চানওয়ানা নগর নিকট রামপুরা নামে এক নগর আছে, এই নগরের যে ২ লোক যুদ্ধে হত হইয়াছে, তাহারদিগকে স্মরণ করিবার নিমিত্তে উক্ত নগরের নিকটবর্ত্তি স্থানে নানা কীর্ত্তি আছে, তদ্দ্বারা ভিন্ন দেশীয় লোকেরা এই স্থানে যে কত যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা অনায়াসে জানিতে পারে, এবং উক্ত নগরের সহমৃতা স্ত্রীদিগকে স্মরণার্থে ঐ রূপ কীর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে রাজপুত জাতীয় যে গৃহস্থের এতদ্রূপ মৃত চিহ্ন আছে সে যদি যুদ্ধে বিরত হইয়া পলায়ন করে, তবে অত্যন্ত অপমানিত হয়, এইক্ষণে উক্ত নগরে উদ্দুয়ান নামক এক ব্যক্তির অধিকার আছে। ৪২৭॥

রাহধনপুর ॥ গুজরাট দেশে রাহধনপুর নামে এক বৃহৎ নগর আছে, এই নগর এক পুরাতন প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ, এবং তাহার মধ্যবর্ত্তি যে দুর্গ ও নগর বেষ্টিত প্রাচীর এবং তথা যে আর এক বৃহৎ প্রাচীর আছে সে সমুদয় ১৩ হস্ত গভীর এক খাত দ্বারা বেষ্টিত, উক্ত নগরে ৬০০০ ছয় সহস্র গৃহস্থ তাহার ১৪০০ ঘর বণিক জাতি তাহারদিগের মধ্যে অনেক ধনি লোক আছে, তাহারা প্রচুর দ্রব্যাদির বাণিজ্য করে, উক্ত নগর মারওয়ার ও কচ্চ এই উভয় দেশীয় লোকদিগের বাণিজ্যের এক প্রধান আড়ঙ্গ ছিল কিন্তু অল্পকালাবধি এই স্থানে কুলি জাতীয় দস্যুর বাহুল্য হওয়াতে ব্যবসায়িদিগের গমনাগমনের অল্পতা হইয়াছে এই নগর হইতে স্থানান্তরে প্রেরণের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য চর্ম্ম, ঘৃত এবং গোধূম, এই ঘৃত কচ্চদেশ ও চর্ম্ম কেম্বে দেশীয় মহুনা তীরস্থ বৌনগরে প্রেরিত হয়, এই নগরের প্রায় অনেক লোকে ক্ষেত্র কর্ষণ করে, অতএব ইহার নিকটবর্ত্তি স্থানে যথেষ্ট কৃষি কর্ম্ম হইতেছে, অপর বালুচি জাতীয় রাহধন খাঁ নামক সৈন্যাধ্যক্ষ এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই রাহধনপুরের আরম্ভ হয়, এই ব্যক্তি পারকর নামক স্থান হইতে আগমন করিয়াছিল, কিয়ৎ দিবস পরে খাঁ যাঁহার উক্ত নগর প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ করিয়া কুলি নামক দস্যু জাতীয়দিগের দৌরাত্ম্য হইতে বিমুক্ত করিল, তৎপরে দাসনাজি গুইকুঔার আসিয়া তথাকার নবাবের পিতা কমলদ্দিন বাবীকে তাহার পাটান দেশ পরিত্যাগ করাইয়া এই রাহধনপুর ও মাজিপুর এবং মোম্মা নামক স্থান অধিকার করিতে অনুমতি করিল। ৪২৮ ॥

রুদ্রপ্রয়াগ ॥ হিন্দুস্থানে শ্রীনগর প্রদেশের যে স্থানে অলকনন্দা ও কালিগঙ্গা এই উভয় নদী পরস্পর মিলিতা হইয়াছে তথা রুদ্রপ্রয়াগ নামক এক তীর্থ স্থান আছে, এই কালিগঙ্গা

কোন পর্ব্বত শ্রেণী হইতে বহির্গতা হইয়াছে, শাস্ত্রে এই নদী মন্দাকিনী নামে খ্যাতা আছে, কিন্তু হিন্দুজাতিরা যে পঞ্চ স্থানকে প্রয়াগ তীর্থ বলিয়া ব্যক্ত করেন অর্থাৎ কর্ণপ্রয়াগ দেবপ্রয়াগ নন্দপ্রয়াগ বিষ্ণুপ্রয়াগ ও রুদ্রপ্রয়াগ এই পঞ্চ প্রয়াগ উক্ত শ্রীনগর প্রদেশে আছে, তন্মধ্যে প্রথমোল্লেখিত যে কর্ণপ্রয়াগ * সে উক্ত প্রদেশের অলকনন্দা ও পিন্দার নদীর মিলন স্থানে, তথা এক মঠের মধ্যে কর্ণ রাজার প্রতিমূর্ত্তি আছে। ১৫২.৯।

রোহতাস ॥ বাহার দেশে রোহতাস নামক এক দেশ ও তৎসংযুক্ত রোহতাস নামে এক দুর্গ আছে, এই দুর্গ অতি বৃহৎ পর্ব্বতোপরি স্থাপিত, সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিবার জন্যে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত উচ্চ পথ আছে, এই পথ পর্ব্বতের নিম্নভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ দুর্গের তিন দ্বার পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়াছে, ঐ পর্ব্বতের পরিসর ১০ ক্রোশের অধিক হইবেক, তন্মধ্যে নগর গ্রাম ক্ষেত্রভূমি জলাশয় ও বন আছে, এবং তাহার এক দিগ দিয়া শোণ নদ ও অন্য দিগ দিয়া আর এক নদী গমন করত কিয়দ্দূরে উভয়ে মিলিত হওয়াতে এই পর্ব্বতের ত্রিকোণ প্রায়দ্বীপের ন্যায় গঠন হইয়াছে. ইং ১৫৪২. বাং ৯৪৯ সালে আফগান জাতীয় সেরশাহ যখন রাজা চিন্তামনের নিকট হইতে কৌশল ক্রমে এই দুর্গ অধিকার করেন তখন এই স্থানের পথ অতি দুর্গম বোধ হইত, ঐ রাজা হিন্দুস্থানের এই অংশের হিন্দু রাজাদিগের

---

* মূলগ্রন্থকর্ত্তা রুদ্রপ্রয়াগ ও কর্ণ প্রয়াগের বিস্তার লিখেন নাই তন্নিমিত্তে উক্ত উভয় প্রয়াগকে ভিন্ন ২ স্থানে অর্থাৎ ককারে কর্ণ প্রয়াগ এবং রকারে রুদ্রপ্রয়াগ না লিখিয়া তদুভয়কে এক স্থানে লিখা গেল।

বংশ ক্রমান্বয়ের শেষ রাজা ছিলেন, ইহার পূর্ব্ব পুরুষেরা চির দিবসাবধি এই স্থানে রাজ্য করিয়াছিল, উক্ত সেরশাহ স্থানান্তর হইতে আপন ধন ও পরিবারগণকে এই স্থানে আনয়ন করিয়া বাস করিলেন, তাহার পরে এই দুর্গ উক্ত রাজাদিগের অধিকার হইয়াছিল, কিন্তু ইং ১৫৭৫ বাং ৯৮২ শালে, আকবর বাদশাহ পুনর্ব্বার অধিকার করেন, তৎপরে ইংলণ্ডীয়েরা এই রোহতাস দেশ অধিকার করিয়া কখন তদ্দ্বারা বিশেষ রূপে উপকৃত হয়েন নাই, এই দেশ বারাণসীর দক্ষিণ পশ্চিমদিগে ৮১ ক্রোশ অন্তর। ৪৩০ ॥

রোহেলখণ্ড ॥ হিন্দুস্থানে গঙ্গার পূর্ব্বদিগে রোহেলখণ্ড নামে এক রাজ্য আছে, কুমাউন পর্ব্বতের নিম্ন ভাগের লালডাং নামক পথের নিকটবর্ত্তি স্থানাবধি এই রাজ্যের সীমারম্ভ হইয়া পিলিবিত নামক নগরের দক্ষিণ পূর্ব্বদিগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে. ইহার উত্তর দিগে কুমাউন ও সিবালিক নামক পর্ব্বত দক্ষিণ দিগে অযোধ্যারাজ্য, রোহেলখণ্ড রাজ্যের প্রধান নদী গঙ্গা এবং রাম গঙ্গা নামে যে এক নদী আছে তাহার প্রায় সমুদয় দীর্ঘতা উক্ত রাজ্য মধ্যে পরিশেষ হইয়াছে, ঐ রামগঙ্গা কান্যকুব্জ নগরের গঙ্গাতে পতিতা হইতেছে, আর উক্ত রাজ্যের পূর্ব্বদিগে কুমাউন পর্ব্বত হইতে দেয়া অর্থাৎ গগরা নাম্নী নদী নির্গতা হইয়া পিলিবিত নামক স্থান অতিক্রমণ করত গমন করিয়াছে, বর্ষাকালে এই নদীর জল বৃদ্ধি হওয়াতে শাল ও শিশু কাষ্ঠ এবং বনোৎপন্ন নানাবিধ দ্রব্য নৌকাদ্বারা কলিকাতা পাটনা ও অন্যান্য নগরে প্রেরিত হয়, উক্ত রাজ্য দিয়া গম্যমানা নদী সকলের জল তথাকার ক্ষেত্রে সিঞ্চন করাতে সমুদয় ভূমি উর্ব্বরা হইয়াছে, এবং তথা যে২ স্থানে নদী নাই সেই২ স্থানের মৃত্তিকা অল্পখনন করিলে জল উত্থিত হয়, এবম্বিধ

নানা কারণে হিন্দুস্থানের মধ্যে এই রোহেলখণ্ড উৎকৃষ্ট স্থান গণ্য হইয়াছে, এই স্থানে নানা প্রকার শস্য এবং ইক্ষু নীল কার্পাস ও তামুকূট জন্মে, মোগল জাতির প্রথম রাজত্ব সময়ে উক্ত স্থান অতিশয় ধনাঢ্য ও বাণিজ্য করণোপযুক্ত ছিল, তৎকালে শাহাবাদ শাহজাঁহানপুর বরেলি বিস্বৌলি বৃদ্ধাজুন ওলা মোরাদাবাদ এবং সম্বল নামক নগরের অধিকাংশ স্থান এই রোহেল খণ্ড ভুক্ত ছিল, এবং হিন্দুস্থানে পাঠানজাতির রাজ্য কালে তদ্বংশোদ্ভব অনেকানেক মনুষ্য এই বৃদ্ধাজুন নামক স্থানে বাস করিয়াছিল, তন্নিমিত্তে তথা রাজগৃহ নমাজ ও দেবালয় এবং উদ্যান ও পাঠশালা প্রভৃতির চিহ্ন অদ্যাপি আছে, উক্ত রাজ্যে যে সকল লোক রোহিলা নামে প্রসিদ্ধ আছে, তাহারা প্রথমতঃ পাঠান জাতি ছিল, কিন্তু ইং ১৭০০ বাং ১১০৭ শাল গতে কাবুল হইতে এই রাজ্যে আগমন করিয়া নানা প্রকার জবন হইয়াছে, ইহারা অত্যন্ত সাহসী ও বলবন্ত এবং অন্যান্য পাঠান জাতীয় লোকের ন্যায় কাহারো উপদেশ গ্রহণ করে না ও বশীভূত হয় না, কিন্তু ইহারদিগের এই এক বিশেষ গুণ আছে যে ইহারা নিহিত মন্ত্রণাতে তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করে অর্থাৎ যখন যে কর্ম্ম করিবেক তখন যাবৎ পর্য্যন্ত সেই কর্ম্ম সম্পন্ন না হয় তাবৎ ব্যাপকতা করিয়া কাহার নিকটে প্রচার করে না, এই রোহিলার কোন ২ শ্রেণীস্থ লোকেরা যুদ্ধ ও কোন ২ লোকেরা কৃষি কর্ম্ম করে, তন্মধ্যে বসারত খাঁ ও দাউদ খাঁ এই দুই জন সৈন্যাধ্যক্ষ ইং ১৭২০ বাং ১১২৭ শালে অল্প সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধেচ্ছুক হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত হিন্দুস্থানে উপস্থিত হইল, পরে সিরৌলি নামক স্থানের ভূম্যধিকারি মধুশাহ নামক এক ব্যক্তি যিনি দেশ লুট করিবার

জন্যে এক দল সৈন্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি ঐ দাউদ খাঁকে আশ্রয় প্রদান করিলেন, উক্ত খাঁ কোন সময়ে এক গ্রাম লুট করিতে গিয়া তথা হইতে জাটি জাতীয় এক মনুষ্যকে ধারণ পূর্ব্বক স্বদেশে আনয়ন করিয়া আলি মহম্মদ নাম প্রদান করত আপনার পালিত পুত্র করিয়াছিলেন, এই আলি মহম্মদ দাউদ খাঁর উত্তরাধিকারী হইয়া হিন্দুস্থানের এই রোহেল খণ্ডে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিল, তৎকালে দিল্লির মোগল সৈন্যেরা এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক দৌরাত্ম্য করিতে ইং ১৭৪৮ বাং ১১৫৫ শালে ঐ আলি মহম্মদের লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে হাফেজ রহমত নামক পুত্র উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, ইং ১৭৭৪ বাং ১১৮১ শালে পাঠানদিগের সৈন্যেরা কতিরা নামক স্থানে ইংলণ্ডীয়দিগের সৈন্য কর্তৃক পরাভূত হইল, এবং তৎকালে হাফেজ রহমত বিনষ্ট হওয়াতে হিন্দুস্থানে রোহিলা দিগের রাজত্বের শেষ হইল, উক্ত রোহেলখণ্ড ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার কালে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল, এবং তাহাতে বৎসর ২ আশী লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইত কিন্তু ক্রমায় হ্রাসাবস্থা হইয়া ইং ১৭৯৫ বাং ১২০২ শাল পর্য্যন্ত কেবল ৩৬০০০০০ লক্ষ টাকা উপস্বত্ব হইয়াছিল, এবং ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে অযোধ্যার নবাব কর্তৃক যখন রোহেল খণ্ডের তাবৎ স্থান ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পিত হয়, তখন উহার সম্যক্ প্রকারে হ্রাস হইয়াছিল, উক্ত রাজ্য ইদানী বরেলি দেশ ভুক্ত হইয়াছে। ৪৩১॥

লকপতবন্দর॥ কচ দেশীয় মহনার সহিত এক লবণাক্তজলার যুক্ত স্থলে লকপতবন্দর নামে এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে এ নগরে যথেষ্ট দ্রব্যের বাণিজ্য হইত, এইক্ষণে

জাহাজের অল্পতা হইয়াছে, উক্ত জলাতে কেবল ক্ষুদ্র ২ জাহাজ গমনাগমন করিতে পারে. ইহার নিকটে যে আর এক জলাশয় আছে তাহার জল অতিশয় স্বচ্ছ, উক্ত নগরের দেড় ক্রোশ অন্তরে এক পর্ব্বতের পশ্চিম ভাগে এক প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ আছে, এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তি পর্ব্বত মধ্যে এক পুষ্করিণী আছে. এই পুষ্করিণী অত্যাশ্চর্য্য যেহেতু চৈত্র মাসে তাহার জল শুষ্ক হইয়া থাকে, এবং ঐ দুর্গ মধ্যবর্ত্তি জলাশয় সকলের জল উত্তম নহে. ঐ দুর্গের পশ্চিম দ্বারের প্রাচীরের পশ্চিম দিগে অনেক লোকালয় আছে. এই নগর ও বন্দরের উক্ত জলা দিয়া আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে কিস্তী নৌকায় হায়দরাবাদ নামক নগর হইতে [illegible] দেশের [illegible] নামক স্থান [illegible] পর্য্যন্ত পথ আছে. তৎ কালীন নৌকা দ্বারা উক্ত জলাশয় দিয়া আলিবন্দর পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে পারে। ৪৩২ ॥

লক্ষ্ণৌ!! অযোধ্যা প্রদেশে গোমতী নদীর দক্ষিণ দিগে লক্ষ্ণৌ নামে এক রাজধানী নগর আছে, ইহার সম্মুখের ভূমি হইতে অপরাংশ ভূমি অতি কম নিম্ন. তথাকার পথ সকল অপরিষ্কৃত ও এতাদৃশ অপ্রশস্ত যে দুই খান শকট একেবারে গমনাগমন করিতে পারে না, এবং এই নগরের স্থানে২ জাবনিক দেবালয় ও সমাজ ও নবাবদিগের গৃহাদি থাকাতে ইহার অত্যাশ্চর্য্য শোভা দেখা যায়, উক্ত গোমতী নদী বারাণসী ও গাজিপুর এই উভয়ের মধ্য ভাগের গঙ্গাতে পতিতা হইতেছে, এই গোমতীতে তাবৎ কালে নৌকার গমনাগমন হইতে পারে ইং ১৭৭৪ বাং ১১৮১ শালে নবাব শুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে এ নগরের যে প্রাচীন রাজধানী ফৈজাবাদ নগর তথা হইতে নবাব আসফ উদ্দৌলা এই লক্ষ্ণৌ নগরে রাজধানী করিলেন, তাহাতে তথা

কার ধনী ও সমুদয় বণিক লোকেরা উক্ত নগরে আগমন পূর্ব্বক বাস করিল, তৎকালে হিন্দুস্থানের মধ্যে এই নগর অবিলম্বে বৃহৎ ও ধনাঢ্য হইয়াছিল, ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে লক্ষ্ণৌ নগরে ৩০০০০ হাজার গৃহস্থ গণিত হয়, পরে নবাবদিগের ঐশ্বর্য্যের হ্রাস হওয়াতে উক্ত সংখ্যক গৃহস্থের ও অল্পতা হইয়াছে, এই স্থানে যে সকল কীর্ত্তি আছে তন্মধ্যে জেনেরেল মার্টিন সাহেবের যে এক বৃহত্তীপুরী নির্ম্মাণ করেন তাহাতে বার লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, লক্ষ্ণৌ নগরের চতুর্দ্দিগে বালুকাময় মরুভূমি আছে, আবুল ফজলের লিখনানুসারে ব্যক্ত হইতেছে যে আকবর বাদশাহের রাজ্য কালে এই নগর অতিশয় গণ্য হইয়াছিল, এ নগর দিল্লি হইতে ২৮০ ক্রোশ, আগরা হইতে ২০২ ক্রোশ এবং বারাণসী হইতে ১৮৯ ক্রোশ অন্তর। ৪৩৩॥

লক্ষ্মীদ্বীপ ॥ মালাবার দেশাতীত স্থানে যে নানা ক্ষুদ্র উপদ্বীপ একং খাড়ি দ্বারা পরস্পর পৃথক্ হইয়াছে সে তাবৎ লক্ষ্মীদ্বীপ নামে ব্যক্ত আছে, তন্মধ্যে সকল হইতে বৃহৎ যে উপদ্বীপ তাহার ও পরিসর ছয় ক্রোশের অধিক নহে, এই লক্ষ্মীদ্বীপের অধিকাংশ স্থান কানানোর নামক স্থানের রাণীর করতলে আছে, তথা কোন শস্য জন্মে না কেবল নারিকেল গুবাক ও কদলী ফল এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে প্রবাল জন্মে, এই উপদ্বীপে কেবল জবনেরা বাস করে, তাহারা এতাদৃশ দুঃখী যে শস্যাভাবে কেবল মৎস্য ও নারিকেল ভক্ষণ করিয়া কালযাপন করে, এই স্থান হইতে নারিকেলছোবড়া স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, এবং মালাবার দেশের সমুদ্র তীরে আনীত হইয়া বহুৎ ২ রজ্জু প্রস্তুত হয়। ৪৩৪॥

লক্ষ্মীপুর।। বঙ্গদেশের ত্রিপুরা সম্পূক্ত ও মেঘনা নদীর পূর্ব্ব তীরে কএক ক্রোশ অন্তরে লক্ষ্মীপুর নামে এক নগর আছে, এই নগরের নিকটবর্ত্তি স্থানে উত্তম মোটা বস্ত্র প্রস্তুত হয়, এবং নানা প্রকার শস্য জন্মে, এই লক্ষ্মীপুরে ঐ মেঘনা নদীর প্রাশস্ত্য দশ ক্রোশের ও অধিক বিশেষতঃ বর্ষাকালে যখন তাহার চড়া জলে মগ্ন হয় তখন সমুদ্রের ন্যায় বিস্তার দৃষ্ট হয়, উক্ত নগরে আর এক ক্ষুদ্র নদী মেঘনাতে পতিতা হইতেছে, ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে একবার বন্যা হইয়া এই নগরের বিস্তর মনুষ্য ও পশ্বাদি জলমগ্ন হইয়াছিল। ৪৩৫ ॥

লাকথু।। ভারতবর্ষের গঙ্গাতীত স্থানে কোচীনচাইনা দেশীয় বাদশাহের অধীনে লাকথু নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে লেয়স দেশ উত্তর ও পূর্ব্ব দিগে টংকুইন এবং পশ্চিম দিগে চীন দেশ, ঐ দেশের জল অতিশয় বিস্বাদু ও বায়ু ভিন্ন দেশীয় লোকদিগের পক্ষে পীড়াকর কিন্তু টংকুইন দেশ অপেক্ষা লাকথু দেশের জল ও বায়ু স্নিগ্ধ, এই দেশ হইতে টংকুইনে গমন নিমিত্তে অরণ্য দিয়া যে এক পথ আছে তন্মধ্যে কোন লোকালয় নাই, লাকথু দেশ মধ্যে স্থানে ২ অসভ্য জাতি দিগের বসতি আছে ইহারা যে লোকদিগের অধীনে বাস করে তাহারা পুরুষানুক্রমে ভূস্বামী, এই অসভ্য জাতিরা এ দেশের অন্তঃপাতি স্থানের লোকদিগের সহিত ভূমি নিমিত্তে সর্ব্বদা যুদ্ধ করে, টংকুইন দেশ হইতে এই দেশে লবণ ও রেশমবস্ত্র আনীত হয়, তাহাতে উক্ত ভূস্বামীদিগের পরিধেয় বস্ত্র হয়, এবং এই দেশ হইতে তুলা ও মহিষ টংকুইনে প্রেরিত হইয়া থাকে, ঐ টংকুইনের মুদ্রা ভিন্ন এ দেশে আর কোন মুদ্রার চলন নাই, ও সামান্য ক্রয় বিক্রয়ে বরাটিকা প্রচলিত আছে, এই দেশের

লোকেরা যে কোন মতাবলম্বী তাহা নিশ্চয় জানা যায় নাই, কিন্তু কোন ২ লোকের গৃহে বুদ্ধ দেবের মূর্ত্তি দৃষ্ট হওয়াতে বোধ হয় যে তাহারা বৌদ্ধমতাবলম্বী হইবেক, এ দেশেরস্থানে ২ অনেক বিবর আছে, তাহার এক গহ্বর কোন পর্ব্বতকে ভেদ করত এক ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। ৪৩৬ ॥

লাটক ॥ হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর দিগে লাটক নামে বৃহৎ এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে তিব্বত দেশ, দক্ষিণ দিগে নাহ্‌নঙ্কর দেশ, পূর্ব্ব দিগে তিব্বত দেশ, এবং পশ্চিম দিগে কাশ্মীর দেশ, ঐ দেশের পরিমাণ প্রকৃত রূপে প্রকাশ নাই, হিন্দু স্থানীয় যে সকল বাণিজ্য ব্যবসায়িরা বাণিজ্যার্থে তিব্বত দেশে গমন করে তাহারা কহে যে লাটক দেশ স্বাধীন রাজ্য অর্থাৎ তথাকার রাজা কাহাকেও কর প্রদান করেন না, এবং সে দেশ তিব্বতের পশ্চিম দিগে কিন্তু কাশ্মীর হইতে ত্রয়োদশ দিবসীয় পথের অন্তর ও এ দেশ অতিশয় উচ্চ ও অপরিষ্কৃত, কাশ্মীর ও টাঁদুলুম্ব এই উভয় স্থলের মধ্যে লাটক দেশীয় যে নগর আছে তথা তিব্বত দেশ হইতে ছাগলোম প্রেরিত হয় সেই লোম পুনর্ব্বার কাশ্মীর দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে, এবং এ দেশ হইতে তিব্বত দেশে খর্জ্জুর বাদাম কিসমিস ও কুঙ্কুম প্রেরিত হয় এতাবৎ দ্রব্য ঐ তিব্বত দেশীয় লোকেরাই ক্রয় করে, হিমালয় পর্ব্বতের অন্তঃপাতি জারটুক নামক স্থান অবধি এই লাটক দেশ পর্য্যন্ত যে এক সমান পথ আছে সেই পথ দিয়া উক্ত লোকেরা গমনাগমন করে, ভূগোল বৃত্তান্ত পুস্তক প্রমাণে ও নানা কারণে বোধ হইয়াছে যে লাটক দেশের অভ্যন্তরস্থ স্থানের লোকেরা বৌদ্ধমতাবলম্বী, ইং ১৭৭৪ বাং ১১৮১ শালে তিব্বত দেশীয় টেসুলামার পিতা এই লাটক দেশে রাজ্য করিয়া

ছিলেন, তাঁহার মাতা এতদ্দেশীয় রাজার কন্যা, ঐ টৈমুলামার পিতা উক্ত স্ত্রীর নিকটে হিন্দুস্থানের ভাষা শিক্ষা করিয়া ছিলেন। ৪৩৭ ॥

লাহোর ॥ হিন্দুস্থান মধ্যে লাহোর নামে এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে কাশ্মীর পখলি মোজাফ্ফুরাবাদ, দক্ষিণ দিগে দিল্লি আজমিয়ার ও মুলতান, পূর্ব্ব দিগে শতদ্রু নদী যদ্দ্বারা এই দেশ উত্তর হিন্দুস্থান হইতে পৃথক্ হইয়াছে, পশ্চিম দিগে সিন্ধু নদ এই নদ লাহোর হইতে আফগানস্থানকে পৃথক্ করিয়াছে, লাহোরের দীর্ঘতা ৩৭০ ক্রোশ ও প্রস্থতা সর্ব্ব শুদ্ধ। ২২০ ক্রোশ পরিমিত হইয়াছে, কিন্তু আবুল ফজল ইং ১৫৮২ বাং ৯৮৯ শালের যে সময়ে হিন্দুস্থানের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন তখন এই দেশ এতাদৃশ বৃহৎ ছিল না। যেহেতুক তিনি লিখেন যে ইহার পূর্ব্ব দিগে সরহিন্দ, উত্তর দিগ কাশ্মীর, দক্ষিণ দিগে বিকানিয়ার ও আজমিয়ার, পশ্চিম দিগে মুলতান এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দেশের দীর্ঘতা ১৮০ ক্রোশ এবং প্রাশস্ত্য ভীমাবর নদী অবধি চৌখাণ্ড পর্য্যন্ত, লাহোরের উত্তর দিগের পর্ব্বত হইতে শতদ্রু বেয়া চিনাব ঝাইলম সিন্ধু এবং ইরাবতী এই ছয় নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, ইহারদিগের কোন ২ স্থানের বালুকাতে স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র সীসা প্রভৃতি ধাতু পাওয়া যায়, এবং সেই পর্ব্বত হইতে শিশির আনীত হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে বসন্তাদি তাবৎ কালেই বিক্রয় হয়, এই দেশ ২৩৪ খণ্ডে বিভক্ত উক্ত সমুদয় খণ্ডে দাম নামক এক প্রকার মুদ্রার চলন আছে, হিন্দুস্থানের অন্যান্য দেশাপেক্ষা এই দেশে শীত অধিক, এইক্ষণে লাহোর দেশ সমরূপে উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডে

বিভক্ত হইয়াছে, তাহার এক খণ্ড প্রায় পর্ব্বতময় ও আর এক খণ্ডের নিম্ন ভূমি, এই খণ্ড দিয়া প্রসিদ্ধ পঞ্চ নদী বহমানা হওয়াতে সে স্থান পঞ্জাব নামে ব্যক্ত আছে, এই নিম্ন খণ্ডের নাম পঞ্জাব কিন্তু এই পঞ্জাব শব্দ প্রয়োগ করিলে সচরাচর সমুদয় লাহোর দেশকে বোধ হয়, এই উত্তর খণ্ডে ইউরোপের অভ্যান্তরস্থ স্থানাপেক্ষা অল্প শীত হইয়া থাকে, এই দেশের অতিশয় উর্ব্বরা ভূমি তাহাতে গোধূম যব ধান্য কলয় ইক্ষু তাম্রকূট ও নানাবিধ খাদ্য ফল যথেষ্ট জন্মে, এবং তথা গো মহিষ ইত্যাদি অনেক পশু ও আছে, এ দেশের পূর্ব্ব দিগে যে পর্ব্বতের উপরে লোকালয় আছে তথা গোধূম ধান্য যব প্রভৃতি নানাবিধ শস্য জন্মে, এই পর্ব্বতোপরি অতি বেগে বৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং তথা শ্রাবণ মাসাবধি কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত বর্ষা হয়, ঐ পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমি অতিশয় কঠিন ও উর্ব্বরা, এ দেশের যে পর্ব্বত জাম্বু ও কাশ্মীরের মধ্যস্থানে আছে তথা খাদ্য ফল যথেষ্ট জন্মে, এবং যে সকল দেবদারু বৃক্ষ আছে তাহাতে কেবল জ্বালানি কাষ্ঠ হইয়া থাকে যেহেতুক তথাকার লোকেরা যে কি প্রকারে উক্ত বৃক্ষের নির্য্যাস দ্বারা টারপিন তৈল ও তাম্র প্রস্তুত করিতে হয় তাহা অবগত নহে, লাহোরের উত্তর খণ্ড যদ্যপি স্নিগ্ধ স্থান তত্রাপি তথাকার জল ও বায়ু পারস্য দেশাপেক্ষা উষ্ণ প্রযুক্ত তদ্দেশীয় ফলকন্দাদি এই লাহোর দেশে জন্মে না বস্তুতঃ এতাদৃশ উষ্ণ ও নহে যে হিন্দুস্থানের ফলাদি জন্মিতে পারে না অর্থাৎ হিন্দুস্থানে ফলকন্দাদি যাদৃশ জন্মিয়া থাকে এই স্থানে ও তদ্রূপ জন্মে, উক্ত পর্ব্বতে নানা ধাতুর আকর আছে এবং স্থানে ২ লবণ ও জন্মে, লাহোর দেশ হইতে সিন্ধু নদীর পশ্চিম দিগস্থ দেশে

তণ্ডুল গোধূম চিনি নীল ও সূত্রবস্ত্র প্রেরিত হয় এবং তথা হইতে ঘোটক তলোয়ার সীসা খাদ্যফল ও মসলা প্রভৃতি দ্রব্য এই লাহোরে আনীত হয়, তদ্ভিন্ন উক্ত দেশ হইতে কাশ্মীর ও পারস্য দেশে নানাবিধ দ্রব্য প্রেরিত হইয়া থাকে, এবং কাশ্মীর হইতে শালবস্ত্র কুঙ্কুম ও নানাবিধ ফল লাহোর দেশে আনীত হয়, এই লাহোর দেশের শিক জাতীয়েরা স্ব ২ অধিকারের প্রজা দিগের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যাদির অর্দ্ধভাগ রাজস্ব স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে, উক্ত দেশে প্রজা পরস্পরের বিবাদ হইলে সেই ২ গ্রামের অধ্যক্ষ কিম্বা কোন এক প্রধান ব্যক্তি অথবা পঞ্চ জন একত্র হইয়া সেই বিবাদ ভঞ্জন করে বস্তুতঃ সে স্থানে নিয়মিত বিচারালয় নাই, এবং মনুষ্য হিংসা করিলে সেই গ্রামাধ্যক্ষ দ্বারা হননকারি ব্যক্তি দণ্ডী হয় কিন্তু সর্ব্বদা বিনষ্ট মনুষ্যের আত্মীয় বর্গেরা তাহার প্রতিফল প্রদান করে সুতরাং সে দেশে সুবিচার নাই, লাহোর দেশে যে সকল হিন্দুজাতি আছে তাহারে প্রায় সকলেই শিক সিংহ জাট ও রাজপুত উপাধিবিশিষ্ট, তদ্ভিন্ন উপাধি শূন্য হিন্দুজাতি ও আছে, ঐ শিকেরা লম্বমান দাড়ি ও কেশ রাখে এই নিমিত্তে হিন্দুজাতির সহিত তাহার দিগের অবয়বের কিঞ্চিৎ বিশেষ বোধ হয়, তাহারা হিন্দুস্থানীয় লোকের ন্যায় সাহসী ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় যোদ্ধা কিন্তু শীলতাগুণ শূন্য ও সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন করে, এই শিক জাতিরা তাম্রকূট ব্যবহার করে না কিন্তু অপর্য্যাপ্ত মদ্য পান করে তদ্ভিন্ন আফিম ও সিদ্ধি ব্যবহার করিয়া থাকে, এই দেশে যে জবন আছে তাহারা উক্ত শিকদিগের পল্লী মধ্যে স্থানে ২ বাস করে, ইহারা সকলেই অত্যন্ত নির্ধন তন্নিমিত্তে কৃষাণের কর্ম্ম ও দ্রব্যাদির বহন ক্রিয়া প্রভৃতি নানা পরিশ্রমের

কর্ম্ম করে, এই জবনেরা যে অভক্ষ্য ভক্ষণ কিম্বা যাবনিক রীতি ক্রমে উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের বন্দনাদি করিবেন অথবা দেবালয়ে গিয়া যে অতিশয় জনতা করিবেন তাহা হইতে পারে না যেহেতু উক্ত প্রকার কর্ম্ম সকল করণে তাহারদিগের প্রতি তথাকার রাজার অনুমতি নাই, এই দেশের কোন এক পর্ব্বতে যে কএক প্রকার হিন্দু আছে, তাহারদিগের ব্যবহার তদ্দেশীয় লোকের ব্যবহার হইতে প্রভেদ, ঐ পর্ব্বতস্থ স্ত্রী লোকেরা অতিশয় রূপবতী কিন্তু তথাকার স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির সচরাচর গলগণ্ড রোগ হইয়া থাকে, এই লাহোরের উত্তর পশ্চিম দিগে যে আফগান জাতীয় লোকেরা আছে তাহারা এক প্রাচীর বদ্ধ ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করে, ইহারা স্বজাতীয়দিগকে পরস্পর ভয় ও অবিশ্বাস করিয়া থাকে, অটক নদীর নিকটবর্ত্তি গ্রামস্থ শিকেরা এই আফগান দিগের গ্রামে আসিয়া দৌরাত্ম্য করে, লাহোর দেশে পারস্য ও হিন্দুস্থানীয় এই দুই ভাষা মিশ্রিত পঞ্জাবী নামে এক ভাষার চলন আছে কিন্তু সে ভাষার কোন অক্ষর নাই, উক্ত দেশে যে সকল জবনেরা শিকদিগের ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছে তাহারা যবন দিগের ন্যায় ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পায় না কেবল নৈকট্য সম্পর্কের সহিত পরস্পর বিবাহ করে, নানাক শাহ নামক এক ব্যক্তি উক্ত শিকদিগকে প্রকাশ করে, এই ব্যক্তি ইং ১৪৬৯ বাং ৮৭৬ শালে লাহোর দেশের ভাটী নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তিপুর দেহরা নামক স্থানের ইরাবতী নদী তীরে কাল প্রাপ্ত হন, তৎপরে গুরু অঙ্গদ তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া উক্ত নানাক শাহের প্রণীত শাস্ত্রের কোন২ অধ্যায় প্রকাশ করত ইং ১৫৫২ বাং ৯৫৭ শালে লোকান্তর গমন করিলেন, পরে গুরু অমর

দাস নামে এক ক্ষত্রিয় তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়া ইং ১৫৭৪ বাং ৯৮১ শালে প্রাণ ত্যাগ করিল পরে ইহার পুত্র রামদাস তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছিল, এই ব্যক্তি লাহোর দেশীয় চাক নামক নগরে এক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারাদি করিয়া তাহার নাম অমৃত সরঃ রাখিয়াছিল, ইং ১৫৮১ বাং ৯৮৮ শালে ইহার মৃত্যু হওয়াতে অর্জ্জুন মল নামক এক ব্যক্তি যিনি তৎকালীন শিকদিগের বিবরণ সংক্রান্ত আদি গ্রন্থ সংগ্রহ করাতে খ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি সেই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইং ১৬০৬ বাং ১০১৩ শালে পরলোক গমন করিলেন. অনন্তর তাঁহার পুত্র হরগোবিন্দ রাজা হন এই ব্যক্তি অতিশয় যোদ্ধা ও ধর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, ব্যক্ত আছে যে এই রাজা শিকদিগকে গোমাংস ভিন্ন তাবন্মাংস ভক্ষণ করিতে বিধি দেন, ইং ১৬৪৪ বাং ১০৫১ শালে ইহার মৃত্যু হইলে হার নামক তাহার পৌত্র রাজা হইয়া উত্তম রূপে রাজ্য করত ইং ১৬৬১ বাং ১০৬৮ শালে কাল প্রাপ্ত হন তৎপরে তাহার পুত্র হরেকৃষ্ণ রাজা হইয়াছিলেন, ইং ১৬৬৪ বাং ১০৭১ শালে দিল্লিতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল, পরে তেগ বাহাদুর তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন, এই রাজা ইং ১৬৭৫ বাং ১০৮২ শালাবধি কিছু কাল পর্য্যন্ত পাটনা নগরে অজ্ঞাত বাস করত মোগল জাতি কর্তৃক হত হইলেন, তাহাতে ইহার পুত্র গুরু গোবিন্দ রাজ্যাধিপতি হইয়াছিলেন, এই ব্যক্তি রাজ্য শাসনের নূতন রীতি প্রকাশ করেন এবং শিকদিগকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করাইয়া শিখ উপাধির পরিবর্ত্তে সিংহ উপাধি দিয়াছিলেন, ও তাহার দিগের দাড়ি কেশ চ্ছেদন করিতে নিষেধ করেন, পরে আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজ্যকালে যবনদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া

তাহারদিগকর্ত্তৃক এই লাহোর হইতে বহিষ্কৃত হইলেন, কিন্তু ইং ১৭০৭ বাং ১১১৪ শালে আওরঙ্গজেব বাদশাহের মৃত্যু হওয়াতে বান্দানামক এক বৈরাগ্যের অধীন শিক লোকেরা প্রবল হইয়া এই দেশ নষ্ট করিতে লাগিল, তাহাতে উক্ত বাদ শাহের সৈন্যাধ্যক্ষেরা ইং ১৭১১ বাং ১১১৮ শালে ঐ বান্দাকে নষ্ট করিল, অদ্যাবধি মূলতান ও টাটা ও সিন্ধু নদীর তীরস্থ নানা স্থানে ঐ বৈরাগির মতাবলম্বি বান্দাই নামক অনেক শিক আছে, ঐ বান্দার মৃত্যুকালাবধি নাদের শাহের হিন্দুস্থান আক্রমণ সময় পর্য্যন্ত শিকদিগের বৃত্তান্ত নিশ্চয় রূপে ব্যক্ত নাই, কিন্তু জনশ্রুতি আছে যে তাহারা এই নাদের শাহের ধনাদি লুট করিয়াছিল, তৎপরে এই লাহোর দেশের রাজ্য ভঙ্গ হইয়া পুনর্ব্বার শিকদিগের উন্নতি হইয়াছিল, ইং ১৭৪৬ বাং ১১৫৩ শালে আবদালি আফগান বাদশাহের অধিকার হয়, পশ্চাৎ শিকেরা দোয়ারের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিল, ইং ১৭৬৩ ও ১৭৭২ শাল এই দুই সময়ে আহামদশাহ্ আবদালী আফগান জাতি কর্ত্তৃক শিকদিগের প্রায় তাবতেই হত হইয়াছিল, তথাপি দৃঢ় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সংগ্রাম করত সকল বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমেং লাহোর দেশ অধিকার করিল, তৎকালীন ইহারদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব শ্রবণ করিয়া ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার অধীন জেনেরেল পিরণ এক দল সৈন্য লইয়া পঞ্জাব পর্য্যন্ত জয় করিতে বাঞ্ছা করত সিন্ধুনদীর তীর পর্য্যন্ত অধিকার করিল, ইং ১৮০৫ বাং ১২১২ শালে হুলকর পলায়ন করত পঞ্জাবে উপস্থিত হওয়াতে লার্ড লেক তাহার শাসনার্থে পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন তাহাতে শিকদিগের কোন২ লোক উক্ত বিপন্ন ব্যক্তিকে অভয়

প্রদানে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করণার্থে এক সভা করিয়াছিল, কিন্তু সেই সভাতে তাহারদিগের অনেকানেক বিজ্ঞ মনুষ্যের অধিষ্ঠান না হওয়াতে সেই উদ্যোগ বিফল হইল, এই লাহোর দেশের নগর অতিশয় বৃহৎ ও তথা এক উত্তম হট্ট আছে, কিন্তু সেই স্থানে সর্ব্বদা যুদ্ধ হয় এই জন্যে কোন ধনবান্ লোক বাস করে না, উক্ত দেশের রাজগৃহ প্রথমতঃ আকবর বাদশাহ নির্ম্মাণ করেন পশ্চাৎ তাঁহার উত্তরাধিকারী তাহার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তৎপরে রণজিত সিংহ রাজা হইয়া এই রাজপুরীতে অনেক দিবস বাস করিয়াছিলেন, এই রাজা যখন বসন্ত রোগগ্রস্ত হয়েন তৎকালাবধি এক চক্ষুহীন হইয়াছিলেন, লাহোর দেশের দুই ক্রোশ উত্তরে ঈরাবতী নদী পারে জাহাঙ্গির বাদশাহের এক সমাজ ও ইহার দক্ষিণ দিগে নুরজাহান বেগমের এক সমাজ গৃহ আছে, উক্ত লাহোর দেশ এইক্ষণে উন্নত ও বহুগুণ বিশিষ্ট হইয়া শিকদিগের অধীনে আছে। ১৩৮॥

লেয়স ॥ টংকুইন দেশের দক্ষিণ পশ্চিম দিগে লেয়স নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তরদিগে লাকণ্, দক্ষিণ দিগে কাম্বডিয়া, পূর্ব্ব দিগে কোচীনচাইনা, পশ্চিম দিগে শ্যাম রাজ্য, ঐ দেশের কোন দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তি স্থানাবধি কাম্বডিয়া নামে এক বৃহজ্জলাশয় হইয়া উক্ত দেশের পশ্চিম দিগের অন্য এক পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, লেয়স দেশের কোন বৃত্তান্তের যাথার্থ্য প্রকাশ নাই, কেবল ইংলণ্ডীয়দিগের কোন২ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রকাশক ব্যক্তিরা টংকুইন ও চীন দেশস্থ ব্যবসায়িগণের প্রমুখাৎ কতিপয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন, তাহার বিশেষ এই যে লেয়স দেশে বসতির শৃঙ্খলতা নাই ও অল্প স্থানে কৃষিকর্ম্ম হয়, এই দেশের অন্তঃপাতি হালিয়া নামক গ্রামে অনুমান পঞ্চসহস্র

বসতির অধিক নাই, এই লেয়স দেশের বন মধ্যে বৃহৎ ২ বৃক্ষ আছে কিন্তু তাহার নিকটে কোন নদী নাই তন্নিমিত্তে তথাকার কাষ্ঠ সকল বনমধ্যেই থাকিয়া নষ্ট হয়, ঐ বনে যে আর এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহার নির্যাস দ্বারা বার্ণিস প্রস্তুত হয়, এই দ্রব্য এতদ্দেশীয় লোককর্ত্তৃক চীন দেশে প্রেরিত হয়, তদ্ভিন্ন কাচীন চাইনা ও টংকুইন দেশে হস্তিদন্ত মোম বংশ ও কার্পাস প্রেরিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে লবণ ও লবণাক্ত মৎস্য তৈল রেশম বস্ত্র বন্দুক বারুদ আনীত হয়, লেয়স দেশের কোন ২ স্থানে যে এক প্রকার অসভ্য লোকের বসতি আছে, তাহারা কৃষি কর্ম্ম করে না এবং ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া কালযাপন করে, ইহারদিগের কোন শাস্ত্র কিম্বা ধর্ম্ম প্রকাশক অথবা কোন দেবালয় নাই, কিন্তু সেই অসভ্যদিগের মধ্যে যাহারা কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট লোক তাহারা কেবল এক ঈশ্বরকে মান্য করে এবং নহংশব্দদ্বারা ঈশ্বরকে বোধ করায়, উক্ত অসভ্য লোকেরা র ও ল অ অক্ষর উচ্চারণ করিতে পারে না, উক্ত দেশে মন্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পীড়া বিশেষের চিকিৎসা করে, তন্নিমিত্তে সকলেই উক্ত বিদ্যাকে বিশ্বাস করিয়া থাকে, এই দেশের ভাষা ইউরোপীয় কোন লোক শিক্ষা করিতে পারেন নাই, এবং কেহ সেই দেশাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নাই। ৪৩৯॥

লোন্তারপিউলো।। ভারতবর্ষের সমুদ্র মধ্যে লোন্তার পিউলো নামে এক উপদ্বীপ আছে, এই স্থান এক অপ্রশস্ত খাঁড়ি দ্বারা মালাকা উপদ্বীপের সহিত পৃথক্ হইয়াছে, এই লোন্তার পিউলো ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তি কোন ২ উপদ্বীপের লোক ইফথিও ফাগি নামে খ্যাত আছে, কিন্তু মালাই জাতীয় লোকেরা ইহার দিগকে ওরাঙ্গ লাট অর্থাৎ সমুদ্রের মনুষ্য কহে যেহেতু ইহারা

সর্ব্বদা সমুদ্র তীরে থাকিয়া বিষয়কর্ম্ম করত প্রতিপালিত হয়, এই জাতীয় লোকেরা নির্ব্বিরোধী ও এক রীতি ক্রমে চলে কিন্তু ইহারা কৃষি কর্ম্মের রীতি অবগত নহে অতএব মালাই জাতীয় দিগকে মৎস্য প্রদান করিয়া তাহারদিগের নিকট হইতে তণ্ডুল প্রাপ্ত হয়, ইহারদিগের আচর্য্য ধর্ম্ম নিশ্চয় জানা যায় নাই, উক্ত লোকদিগের আহারাদির দোষে সর্ব্ব গাত্রে কচ্ছু অর্থাৎ খসুরোগ হয়, তৎপ্রযুক্ত মালাই জাতীয় মনুষ্যাপেক্ষা ইহার দিগের সৌন্দর্য্যের কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। ৪৪০ ॥

শতদ্রু ॥ হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীতে শতদ্রু নাম্নী এক নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, এই নদী তথাহইতে দক্ষিণ দিগে গমন পূর্ব্বক লাহোর দেশের পূর্ব্ব দিগ ও বিলাসপুর দিয়া হিন্দু স্থানে প্রবেশ করিয়াছে, উক্ত নদী তথাকার প্রথম প্রবেশ স্থানে গ্রীষ্মকালে ও ২০০ শত হস্ত বিস্তৃত থাকে, এই নদীর মধ্যভাগে অর্থাৎ দীর্ঘতার অর্দ্ধ পরিমিত স্থানে বেয়া নদী আসিয়া পতিতা হইতেছে, ঐ শতদ্রু নদী মুলতানের প্রায় ৮০ ক্রোশ দক্ষিণ দিগে সিন্ধু নদেতে যুক্তা হইয়াছে, উক্ত নদীর তাবৎ বক্রতা শুদ্ধা দীর্ঘ পরিমাণ ৬০০ ক্রোশ। ৪৪১ ॥

শালসতি ॥ ভারতবর্ষীয় সমুদ্রের পশ্চিম তীরে আও রঙ্গাবাদ প্রদেশে শালসতি নামে এক উপদ্বীপ আছে, এই নাম ইংলণ্ডীয় লোকেরা ব্যক্ত করেন কিন্তু উক্ত উপদ্বীপস্থ লোকেরা ইহাকে কালটা ও শাস্ত্র কহে, পূর্ব্বকালে এই উপদ্বীপ টানা নামক এক দুর্গের সম্মুখবর্ত্তি ৪০০ হস্ত প্রশস্ত কোন এক খাড়ি দ্বারা বোম্বাই দেশ হইতে পৃথক্ ছিল, কিন্তু ইং ১৫০৮ বাং ৯১৫ শালে ডঙ্কান সাহেব উক্ত খাড়ির উপর দিয়া এই উপদ্বীপ অবধি

বোম্বাই পর্য্যন্ত এক বৃহৎ পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই উপ
দ্বীপের দীর্ঘতা ১৮ ক্রোশ ও প্রাশস্ত্য সর্ব্ব শুদ্ধা ১৪ ক্রোশ, পূর্ব্ব
কালাবধি এই উপদ্বীপে যে এক পুষ্করিণী ও লোকালয়ের যে
সকল চিহ্ন আছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে পূর্ব্বাপেক্ষা ইদানীং ইহার
হ্রাসাবস্থা হইয়াছে, এ উপদ্বীপের কেনিরি নামক স্থানে বিস্ত
অদ্ভুত সুড়ঙ্গ আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যে গহ্বর তাহাতে
বৌদ্ধাবতারের দুই বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহার প্রত্যেক
মূর্ত্তির ঊর্দ্ধতা প্রায় সাড়ে তের হস্ত হইবেক, এই উপদ্বীপের
সমুদ্র তীরে কৃত্রিম খাতে জোয়ার জল উত্থিত হয় পশ্চাৎ ভাটা
সময়ে সেই জল নিঃসৃত হইলে সূর্য্যোত্তাপে খাত সকলের আর্দ্র
মৃত্তিকা শুষ্ক হওয়াতে অতি উত্তম লবণ প্রস্তুত হয়, এই উপদ্বীপ
বহুকাল পর্য্যন্ত পোর্তুগীসদিগের অধীনে ছিল, পরে ইং ১৭
৫০ বাং ১১৫৭ শালে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহারদিগের নিকট
হইতে অধিকার করিল, কিন্তু ইং ১৭৭৩ বাং ১১৮০ শালে
এই উভয় জাতীয় লোকদিগের পরস্পর যুদ্ধ কালীন ইংলণ্ডীয়
দিগের অশ্বারূঢ় সৈন্যেরা গমন পূর্ব্বক উক্ত উপদ্বীপের কতিপয়
দেশ অধিকার করিল, পরে ইং ১৭৭৬ বাং ১১৮৩ শালে
পুরবন্দর নামক স্থানে ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত ঐ মহারাষ্ট্রীয়
দিগের সন্ধি হওয়াতে তাহারা এই উপদ্বীপের তাবৎ স্থান ইহার
দিগকে অর্পণ করিয়াছে, তাহাতে বোম্বাই ও শালসতি উপ
দ্বীপের মহনার তাবৎ ক্ষুদ্র উপদ্বীপ ও ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার
হইয়াছে। ৪৪২ ॥

শাহনুর ॥ বিজয়পুর প্রদেশে দারওয়ার নামক স্থানে
৫০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে শাহনুর নামে এক রাজ্য ও এক নগর
আছে, এই নগর বৃহৎ নহে এবং উত্তম নির্ম্মিত ও নহে, এই

স্থানের যে রাজগৃহ তাহার পতিতাবস্থা হইয়াছে, উক্ত নগর এক খাত ও প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ঐ প্রাচীরের দক্ষিণ দিগে এক জলা আছে, আর তুম্বদ্রু নদী অবধি এই নগর পর্য্যন্ত যে উর্ব্বরা ভূমি তাহার স্থানে ২ কৃষি কর্ম্ম হয়, ইং ১৩১৭ বাং ৮০৪ শালে ভামিনী বাদশাহ কর্তৃক এই নগর হিন্দু রাজা হইতে অধিকৃত হয়, পশ্চাৎ তথা পাঠান জাতীয়দিগের রাজধানী হইয়াছিল, ইহারদিগের উত্তরাধিকারিরা নবাব উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তদ্বংশীয় সপ্তম নবাব আবদুল হাকিম খাঁ রাজ্য করত টীপু শাহকে রাজকর প্রদান করিতেন ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আশ্রয় পাইয়া পূর্ব্বে টীপু শাহকে যে কর প্রদান করিতেন তাহা বন্ধ করিলেন, তাহাতে উক্ত ব্যক্তির সৈন্যেরা আগমন পূর্ব্বক এ রাজ্যের বাঁকা পুর নামক দুর্গ ভঙ্গ করিল, এবং তথা রাজগৃহ প্রভৃতি যে সকল উত্তম২ গৃহ ছিল সে সমুদয়েতে অগ্নি প্রদান করিয়া দাহ করিল পরে তাবৎ ছিন্ন ভিন্ন করত কিছুকাল পর্য্যন্ত এ স্থান আপন অধীনে রাখিয়াছিল, পশ্চাৎ মহারাষ্ট্রীয়েরা টীপু শাহের নিকট হইতে অধিকার করত উক্ত নবাবকে পুনঃপ্রাপ্ত করাইল ইদনীং এ রাজ্য পেশওয়ার অধীন হইয়াছে, উক্ত নবাবের পরিবারেরা পেশওয়া নিকট এ স্থানের উপস্বত্ব হইতে বেতন প্রাপ্ত হইতেন কিন্তু সে বেতন প্রাপ্তির এতাদৃশ বিশৃঙ্খলতা ছিল যে ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে তাহারা ছিন্নবস্ত্র পরিধানে প্রায় উলঙ্গ ন্যায় হইয়া ক্ষেত্রের শস্যাদি উৎপাটন পূর্ব্বক ভক্ষণ করত কালক্ষেপ করিয়াছিল, ইহারদিগের এই দুরাবস্থা নিবারণার্থে ষ্ট্রেচি সাহেব পূর্ণা নামক স্থানের রাজ সংক্রান্ত বিচার স্থলে আবেদন করিয়া রাজ্যের দক্ষিণ দিগস্থ নিষ্কর ভূমি ভোগিদিগের

নিকট হইতে কিঞ্চিৎ২ মাথট করত তাহার দিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৪৪৩॥

শাহরণপুর ॥ দিল্লি প্রদেশে যথা যমুনা ও গঙ্গা এই উভয় নদী পরস্পর ৫৫ ক্রোশ অন্তর বর্ত্তিনী হইয়া সমরেখাতে গমন করিয়াছে তাহার মধ্যস্থলে শাহরণপুর নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে শিবালিক পর্ব্বত ও নেপালীয় গুড়খালি রাজার রাজত্বাধীন শ্রীনগর দেশ, ঐ শাহরণপুর দেশের উর্ব্বরা ভূমিতে চিনি নীল কার্পাস তাম্রকূট ও শস্য জন্মে, তথাকার সম্মুখ স্থান অবধি উক্ত পর্ব্বত পর্য্যন্ত ক্রমশঃ নিম্ন ভূমি, এই দেশে সূর্য্যোত্তাপের আধিক্য প্রযুক্ত বৎসরের অধিকাংশ কাল ব্যাপিয়া তথাকার লোকেরা গ্রীষ্মেতে ক্লিষ্ট হয়, এবং তথা শীতকালে ও অতিশয় শীত হইয়া থাকে, ইহার প্রধান নগরের নাম শাহরণপুর তথা নজিবউদ্দৌলার অধিকার ছিল, এই ব্যক্তি কাবুলের আহম্মদ আবদুল্লা কর্ত্তৃক আফগান জাতীয় শাহআলমের প্রধান অমাত্যের পদে নিয়োগ হইয়া এই শাহরণপুর দেশ ও সরহিন্দ ও দিল্লির পার্শ্ববর্ত্তি কএক দেশ স্বাধীনে রাখিয়াছিল, পরে ইহার পুত্র জাবেতা খাঁ উত্তরাধিকারী হইয়া ইং ১৭৮৫ বাং ১১৯২ শালে পরলোক গমন করাতে গোলাম কাদের খাঁ নামক এক নীচ জাতীয় ব্যক্তি তৎপদ প্রাপ্ত হইল, এই গোলাম ইং ১৭৮৮ বাং ১১৯৫ শালে শাহআলম বাদশাহের চক্ষুরুৎপাটন করত নানা ক্লেশ প্রদান করিয়া পশ্চাৎ নষ্ট করিয়াছিল, এবং তাহার পরিবারস্থ অনেক মনুষ্যের মস্তকচ্ছেদন করিল, কিয়ৎকাল পরে মাধজী সিন্ধিয়া ঐ দুরাত্মার অধিকাংশ রাজ্য অধিকার করিয়া তাহাকে বহু ক্লেশ দিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব বাদশাহের বংশীয়দিগের

এই শাহরণপুর নগরে অতিশয় দৌরাত্ম্য ছিল, তৎকালে এতদ্দেশীয় লোকেরা ক্ষণমাত্র ও যুদ্ধ ভয় হইতে বিমুক্ত ছিল না, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তি মহারাষ্ট্রীয়াধীন নানা স্থান তদ্ভিন্ন এই শাহরণপুর দেশ ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হইলে পর বৎসরে উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পরে ঐ দক্ষিণ খণ্ডের অধিকাংশ মিরুট নগর ভুক্ত হইয়াছে। ৪৪৪ ॥

শাহাবাদ ॥ বাহার দেশে শাহাবাদ নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে গঙ্গা, দক্ষিণ দিগে রহতাস ও বাহার, পূর্ব্ব দিগে বাহার, পশ্চিম দিগে চুনার ও রহতাস, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে ঐ দেশের চতুরস্রীয় ভূমি ১৮৬৯ ক্রোশ পরিমিত হইয়াছিল, তৎপরে তাহার নিকটবর্ত্তি অন্যান্য দেশ সকল তাহাতে যুক্ত হইয়া পূর্ব্বকৃত পরিমাণের বাহুল্য হইয়াছে, শাহাবাদ দেশে অনেক বসতি ও ইহার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা বিশেষতঃ উত্তর দিগস্থ শোণ ও গঙ্গার নিকটস্থ ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে মারকুইস ওএলিসলি কর্ত্তৃক এই স্থানের কালেকটরেরা জিজ্ঞাসিত হইয়া যে উত্তর লিখিয়াছিলেন তদ্দ্বারা জানা গিয়াছে যে এ স্থানে ২০ লক্ষ লোক আছে, তন্মধ্যে বিংশতি অংশ হিন্দু ও একাংশ জবন জাতি, এ দেশের প্রধান নগর বক্সার ভোজপুর ও আরা এবং তথা শোণ গঙ্গা ও কর্ম্মনাশা প্রভৃতি প্রধান ২ নদ নদী আছে, । ৪৪৫ ॥

শিবগঙ্গা ॥ দক্ষিণ কর্ণাটে ও মাদুরা হইতে ২৩ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে শিবগঙ্গা নামে এক দেশ আছে, ইহার প্রাচীন নাম ক্ষুদ্র মারওয়ার, এ দেশে ক্রমাগত

৫০ বৎসর পর্য্যন্ত এক স্ত্রী লোকের রাজ্য হইয়াছিল, পরে কোন নীচ জাতীয় মরুদ নামে খ্যাত এক ব্যক্তি আপনার ভ্রাতা সমভিব্যাহারে এ দেশ আক্রমণ করিল, তৎকালীন ইহারদিগের দেওয়ান উপাধি ছিল, পশ্চাৎ ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হইলে ইহারা সেই সিংহাসনোপবেশন পূর্ব্বক আপনারদিগের পাণ্ডীয় উপাধি প্রচার করিল, তৎপরে ইংলণ্ডীয়দিগের সৈন্য গণের সহায়তা দ্বারা আড়কটের নবাব ঐ দুই ভ্রাতাকে সিংহাসন হইতে নিরাকরণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহারদিগকে সিংহাসনাভিষিক্ত করিল, কিন্তু তাঁহারা ক্রমাগত রাজকর না দেওয়াতে উক্ত সৈন্যেরা ঐ দেশ আক্রমণ করিল, তাহাতে ঐ দুই ভ্রাতা স্বস্ব রক্ষা হেতুক কানরকাইল নামক দুর্গে গিয়া পঞ্চ মাস বাস করিয়াছিল, কিন্তু ইহারা কিয়দ্দিবস পরে পুনর্ব্বার ইংলণ্ডীয়দিগের হস্তে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইল, শিবগঙ্গা দেশের ঐ মৃত স্ত্রীর পরিবারস্থ কোন কন্যা সন্তান না থাকাতে ইংলণ্ডীয়েরা তাঁহার কোন আত্মীয় লোককে এ স্থান অর্পণ করিয়াছেন। ৪৪৬॥

শিবালিকা॥ দিল্লি রাজ্য শিবালিকা নামে এক পর্ব্বত আছে তদ্দ্বারা উত্তর হিন্দুস্থানের শ্রীনগর হইতে উক্ত রাজ্য পৃথক্ হইয়াছে, এই পর্ব্বত হিমালয় পর্ব্বতাপেক্ষা ক্ষুদ্র এমত জ্ঞান হয় কিন্তু অন্যান্য পর্ব্বত হইতে উচ্চ, তন্মধ্যে লালডাং নামক স্থানের কএক ক্রোশ অন্তরবর্ত্তি কোদাওয়ারা গ্রামে ইহার উচ্চতা অধিক নহে, ঐ গ্রামে নিবিড় বন আছে ও তাহার মৃত্তিকা ঈষৎ রক্তিমা বর্ণ এবং তাহার স্থানে ২ বৃহৎ ২ ঝোপ আছে, উক্ত নিবিড় বন মধ্যে যথেষ্ট হস্তী বাস করে কিন্তু এই দেশের সমুদ্র তীরস্থ স্থানের হস্তির ন্যায় সেহস্তী দীর্ঘাকার নহে। ৪৪৭॥

শিরধুনা॥ দিল্লি প্রদেশে ও দিল্লি নগর হইতে ৩৭ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব দিগে মিরট দেশাধীন শিরধুনা নামে এক নগর আছে, তাহার দীর্ঘতা প্রায় ২০ ক্রোশ এবং প্রস্থতা ১২ ক্রোশ হইবেক, এই নগরে কার্পাস চিনি তামুকুট ও নানা প্রকার শস্য জন্মে, ওয়াণ্টর রেইনহার্ড নামে এক ব্যক্তি যিনি পূর্ব্বকালে ফ্রান্স জাতির অধীনে সৈন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আপনার সমরু নাম ব্যক্ত করাতে হিন্দুস্থানের লোকেরা তাঁহাকে সমরু বলিয়া খ্যাত করিয়াছিল, তিনি বঙ্গদেশে আগমন পূর্ব্বক চন্দ্ নগরস্থ উক্ত ফ্রান্সদিগের সৈন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অষ্টাদশ দিবস কর্ম্ম করত তাহারদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দুস্থানের শুজা উদ্দৌলার পিতা সেফদর জঙ্গের নিকট কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া অল্প দিবস পরে সে কর্ম্ম ও পরিত্যাগ করিলেন, তৎপরে নানা দেশ ভ্রমণ করত বঙ্গদেশের নবাব কাসিম আলি খাঁর প্রিয় পাত্র আরমানী জাতীয় গ্রীগোরি নামক এক ব্যক্তির অধীনে পুনর্ব্বার সৈন্য কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে পাটনা নগরের কারাগার মধ্যে যে সকল ইউরোপীয় লোক ছিল তাহারদিগের সমুদয়কে নষ্ট করিল, পরে পুনর্ব্বার উক্ত শুজা উদ্দৌলার ও জয় নগরের রাজার এবং জাট জাতীয় রাজা জওয়া হের সিংহের নিকট কর্ম্ম করিয়াছিলেন, অবশেষে এই জাট জাতীয় রাজাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নজীফ খাঁর অধীনে সৈন্য কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া ইং ১৭৭৬ বাং ১১৮৩ শালে উক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই শিরধুনা নগর প্রাপ্ত হইলেন, ঐ শালে সমরুর মৃত্যু হওয়াতে তাহার সৈন্যেরা হিন্দুস্থানে এই মৃত ব্যক্তির এক পুত্র ও জেবউলনসা নাম্নী একপ্রিয়তমা উপপত্নীর নামে খ্যাত হইয়াছিল, ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে ঐ স্ত্রী দিল্লি নগরে

বাস করত আপনার বহুধন কলিকাতাতে ইংলণ্ডীয়দিগের নিকট গচ্ছিত করিয়াছিলেন, এই শিরধুনা নগর যৎকালীন স্বাধীন রাজ্য ছিল তখন এ নগরে কামান যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার জন্যে এক গৃহ ও অন্যান্য যুদ্ধ সজ্জার এক গৃহ ছিল, কিন্তু বহু কাল হইল সে তাবৎ লোপ হইয়াছে, এই দেশে নানা প্রকার শস্য ও তুলা এবং চিনি জন্মে। ৪৪৮॥

শিরা ॥ মহিসূর রাজ্যে শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ৮৪ ক্রোশ উত্তর দিগে শিরা নামে এক নগর আছে, এই অঞ্চল ব্যাপিয়া শস্যোৎপত্তি যোগ্য বর্ষা প্রায় হয় না, কিন্তু যে বৎসর সুবৃষ্টি হয় সেই বৎসরে যথেষ্ট শস্যোৎপন্ন হইয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে, এ নগরের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য নারিকেল, তথাকার ব্যবসায়িরা নিজামের দেশে মহারাষ্ট্রে বেদনোরে শ্রীরঙ্গপত্তনে ও বাঙ্গালোরে গিয়া বাণিজ্য করে, ইং ১৬৪৪ বাং ১০৫১ শালে বিজয়পুরের জবনগণ কর্ত্তৃক এ নগর প্রথম অধিকৃত হয়, পুনর্ব্বার কিয়ৎকালের নিমিত্তে ইহার পূর্ব্বাধিকারির অধিকার হইয়া নিকটবর্ত্তি অনেক স্থান তাহাতে ভুক্ত হওয়াতে তাহার সীমাবৃদ্ধি হইয়াছিল, পরে দেলাওয়ার খাঁর রাজ্যকালে যখন ইহার আর উন্নতি হইল তখন হয়দর শাহ আসিয়া উক্ত নগর অধিকার করিলেন, ব্যক্ত আছে যে তৎকালে এই শিরা নগরে ৫০০০০ সহস্র গৃহস্থ ছিল, কিন্তু টীপুশাহ ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৌরাত্ম্য দ্বারা উক্ত সংখ্যার মধ্যে কেবল ৩০০০ গৃহস্থ ছিল, যে অবধি ইংলণ্ডীয় লোকেরা অধিকার করিয়াছেন তাহার পূর্ব্ব সময়ে তথাকার লোকেরা পরস্পর সকলের দ্রব্যাদি অপহরণ করিত এবং তথাকার স্ত্রী লোকেরা যুদ্ধ কালীন উচ্চ স্থান হইতে ক্ষুদ্র প্রস্তর নিক্ষেপ করত সামান্য শত্রু দল

হইতে আপনারদিগের গ্রাম রক্ষা করিত। ৪৪৯॥

শুণ্ডা॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগস্থ ঘাট নামক পর্ব্বতের উত্তর দিগে ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকারস্থ উত্তর কর্ণাটের কিয়দংশে শুণ্ডা নামে এক ক্ষুদ্র দেশ ও তাহার এক নগর ঐ নামে খ্যাত আছে, এই নগর ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, এ দেশের পশ্চিম দিগে কৃষক গণেরা যে সকল উদ্যান প্রস্তুত করে তন্মধ্যে গোলমরিচ তাম্বূল এলাইচ কদলীফল ও গুবাক যথেষ্ট জন্মে, এবং উক্ত দেশের পূর্ব্ব দিগে যে ক্ষেত্রে ধান্য জন্মে সেই ভূমিতে ইক্ষু ও হইয়া থাকে, আর এই দেশের পশ্বাদি কঙ্কনা অর্থাৎ হৈবুগ দেশীয় পশ্বাদি অপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহার বন মধ্যে বন্য মহিষ ও ব্যাঘ্র অনেক আছে, যৎকালীন এ স্থানে তদ্দেশীয় রাজার রাজ্য ছিল তখন উক্ত নগরের পরিসর তিন ক্রোশ ও চতুর্দ্দিগে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল, তৎপরে এই দেশে হয়দর শাহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করাতে মহোপদ্রব উপস্থিত হইয়া সমুদয় দেশ ছিন্ন ভিন্ন হইলে তথাকার লোকদিগের বসতির অল্পতা হইয়াছে, ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে হয়দর শাহ কর্ত্তৃক এই শুণ্ডা দেশের ইরোদি নামক শেষ রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া গোয়া নগরে গমন পূর্ব্বক কোন এক ব্যক্তিকে আপনার ঘাট পর্ব্বতের উত্তর দিগের তাবৎ অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন এবং আপনার ব্যয়ের কারণ মাসেং যৎকিঞ্চিৎ টাকা লইবেন এমত স্থির করিলেন, পরে ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে এই দেশ ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হইয়াছে। ৪৫০॥

শ্যাম॥ গঙ্গাতীত ভারতবর্ষ মধ্যে শ্যাম নামে এক রাজ্য আছে, ইহার উত্তর সীমা ব্যক্ত নাই, দক্ষিণ দিগে সমুদ্র ও মালাই

উপদ্বীপ, পূর্ব্ব দিগে কোচিন চাইনার কএক দেশ, পশ্চিম দিগে ব্রহ্মা জাতিদিগের রাজ্য, এই শ্যাম রাজ্য বর্ম্মাদিগের অধিকারের প্রাক্‌কালে ইহার দীর্ঘতা ৩৬০ ক্রোশ ও প্রস্ততা ৩০০ ক্রোশ ছিল, এই স্থানে সমুদ্র মহনার উপরে অত্যল্প লোকের বসতি আছে, পূর্ব্বকালে উক্ত রাজ্য বৃহৎ ছিল এবং তথাকার লোক দিগের ভাষা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে স্বতন্ত্র ছিল, বঙ্গ দেশের ন্যায় ঐ রাজ্য বন্যা জলে প্লাবিত হইয়া থাকে তখন সেতু বদ্ধ করিয়া গ্রাম সকল রক্ষা করিতে হয়, শ্যাম রাজ্যে ধান্য গোধূম গাছড়া কার্পাস জন্মে ও তৈল মোম লাক্ষা ও বার্ণিস প্রস্তুত হয়, তদ্ভিন্ন সেখানে লৌহকাষ্ঠ বলিয়া যে এক প্রকার কাষ্ঠ আছে তদ্দ্বারা চীন ও মালাই লোকেরা জাহাজের নঙ্গর নির্ম্মাণ করে, উক্ত রাজ্যে মিনাম নদীর সন্নিকটে ইউরোপীয়দিগের যে সকল বসতি আছে সেই স্থানের নিম্ন ভূমি প্রযুক্ত তথা বন্যা জল উত্থিত হয়, এবং সেই জল শুষ্ক হইলে এতাদৃশ পীড়াকর স্থান হয় যে তাহাতে বিষমজ্বর প্রভৃতি নানা রোগ জন্মে, শ্যাম রাজ্যের বন মধ্যে ব্যাঘ্র গণ্ডার ও হরিণ প্রভৃতি পশু এবং কপোত ময়ূর কাদাখোচা তিতর ও তোতা পক্ষী যথেষ্ট আছে, এবং এই স্থানে গাভীর দুগ্ধাপেক্ষা মাহিষদুগ্ধ যথেষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তথাকার লোকেরা নবনীত প্রস্তুত করিতে জানে না, শ্যাম রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ পর্ব্বতে হিন্দুস্থানীয় হীরক অপেক্ষা এক প্রকার অপকৃষ্ট হীরক জন্মে, তদ্ভিন্ন তথাকার কোন ২ নির্ঝর হইতে স্বর্ণ ও পাওয়া যায়, এবং সেই রাজ্যে লৌহ টিন সীসা ও তাম্র উৎকৃষ্ট রূপ জন্মে, উক্ত মিনাম নদী সমুদ্রের যে মহনাতে মিলিতা হইয়াছে সেই মহনা দিয়া এ রাজ্যে আগমনের এক পথ আছে দক্ষিণ বায়ুর প্রাবল্য কালীন সেই পথ দিয়া গমনে উত্তম

স্তম্ভিতা হয়, ঐ মিনাম নদী ও সমুদ্র মহনা এই উভয়ের সান্নিধ্য বাণকাক ও বাণকাশী এই দুই নামে খ্যাত বাণিজ্যের এক প্রধান নগর আছে, তত্থাকার বাদশাহ্ তাবৎ বাণিজ্য কর্ম্ম করেন, এবং লোকদিগের প্রতি টিন হস্তিদন্ত সীসা ও কাষ্ঠের বাণিজ্য করিতে ঐ বাদশাহের নিষেধ আছে, ইং ১৭৫০ বাং ১১৫৭ শালে ফ্রান্স জাতীয় কোন ব্যক্তি শ্যাম রাজ্যে ১৯০০০০০ লক্ষ গৃহস্থ গণনা করে সে সমগ্র মনুষ্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত অর্থাৎ থাই ও থাইঝাই, পূর্ব্ব কালে এই থাইঝাই শ্রেণীতে অনেক মনুষ্য অতিশয় বিদ্বান ছিল, বর্ম্মাদিগের ন্যায় এই শ্যামীয় লোকদিগের অনেক ব্যবহার আছে উক্ত দেশের অধিকাংশ স্ত্রী লোকেরা ক্ষেত্রকর্ম্ম ও বনের কাষ্ঠাহরণ প্রভৃতি নানাবিধ পরিশ্রমের কর্ম্ম করে, আর তত্থাকার লোকেরা দাড়ি ক্ষৌর হয় কিন্তু চীন জাতির ন্যায় নখ বৃদ্ধি করে, এবং টীকটীকী মূষিক প্রভৃতি নানা কদর্য্য কীট ভক্ষণ করে কিন্তু এই জাতিরা এতাদৃশ অসভ্য হইয়াও স্বর্ণ মণ্ডিত শিল্প কর্ম্ম অতি পারিপাট্য রূপে করিতে পারে, ব্যক্ত আছে যে ইহারা বৌদ্ধমতাবলম্বী ইং ১৬৬২ বাং ১০৬৯ শালে ফ্রান্স জাতিরা জাহাজ দ্বারা নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া প্রথমতঃ এই শ্যাম রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল তৎপরে এ রাজ্যে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে। ৪৫১ ॥

শ্রবণবেলগুলা ॥ মহিসুর রাজ্যে ও শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ৩৬ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে শ্রবণবেলগুলা নামে এক গ্রাম আছে ইহার নিকটে যে দুই পর্ব্বত আছে তাহার এক পর্ব্বতোপরি ইন্দ্রবেটা নামে এক দেবালয় মধ্যে গৌতম রায়ের প্রতি মূর্ত্তি আছে সেই মূর্ত্তির উচ্চতা ৪৭॥ হস্ত হইবেক, শ্রবণবেলগুলা গ্রাম জৈন জাতীয়দিগের তীর্থ স্থান, ইহারা হিন্দুজাতি কিন্তু ইহার

দিগের কোন ২ ব্যবহার হিন্দুর সহিত অনৈক্য হয় এবং উক্ত জাতীয়েরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণেতে বিভক্ত আছে, নানা কারণে ইহারদিগকে বৌদ্ধ মতাবলম্বী জানা গিয়াছে যেহেতুক তাহারদিগের ন্যায় এই জেন জাতীয়েরা মনুষ্যের অর্চনা পূর্ব্বক তাহাকে দেবাংশ জ্ঞান করে ও বেদমান্য করে না, এবং ইহারদিগের মধ্যে যাহারা দীক্ষাগুরু রূপে প্রসিদ্ধ তাহারা ভ্রমণ কালে পদাঘাতে জীব হিংসা হইবার আশঙ্কায় সং মার্জ্জনী দ্বারা পথ সকলকে পরিষ্কার করিয়া গমনাগমন করে হিন্দুস্থানের লোকেরা ইহারদিগকে যতি বলিয়া ব্যক্ত করে, উক্ত জাতীয়দিগের পারসনাথ নামে এক দেবতা আছেন এই পারসনাথ বারাণসীর নিকটস্থ কোন গ্রামে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক এক শত বৎসর বয়স্ক সময়ে বাহার ও বঙ্গ দেশীয় শামেত পর্ব্বতের পারস নামক স্থানে কাল প্রাপ্ত হয়েন, ঐ জেন জাতীয়েরা বাহার দেশে রাজগৃহ নামক স্থানের নিকটস্থ পাপা পুরী ও ভাগলপুরের নিকটস্থ চাম্পাপুরী এবং বারাণসী হইতে ১০ ক্রোশ অন্তরে চন্দ্রবতী তদ্ভিন্ন দিল্লির হস্তিনাপুর নামক কোন প্রাচীন স্থান এবং হিন্দুস্থানের শত্রুঞ্জয় ইত্যাদি স্থানকে তীর্থ স্থান বলিয়া মান্য করে, উক্ত দেশে ইহারদিগের যে সংখ্যক লোক আছে তাহারা বাণিজ্য কর্ম্ম করে, কর্ণাট দেশে এই জাতি অধিকাংশ আছে। ৪৫২ ॥

শ্রীনগর ॥ উত্তর হিন্দুস্থানে শ্রীনগর নামে এক দেশ আছে ইহার প্রাচীন নাম গড়ওয়াল, উক্ত দেশের উত্তর দিগে পর্ব্বত ও বদরিকাশ্রমের কোন অব্যক্ত স্থান, দক্ষিণ দিগে অযোধ্যা ও দিল্লি, পূর্ব্ব দিগে এক উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী ও গগরা নদী, পশ্চিম দিগে যমুনা, ইহার দীর্ঘতা ১৪০ ক্রোশ ও প্রস্থতা সর্ব্ব শুদ্ধা ৫০

ক্রোশ হইবেক, এ দেশের সম্মুখের পর্ব্বত শ্রেণীর কোন ২ স্থানে নিবিড় বন আছে আর কোন ২ স্থান কেবল পুস্তরময় তথা পশু পক্ষী মাত্র নাই, লালডাং অবধি গঙ্গা পর্য্যন্ত এ দেশে যে সকল পর্ব্বত আছে সেই সকল পর্ব্বতে অত্যন্ত নিবিড় বন দ্বারা গমনা গমনের প্রতিবন্ধক হইয়াছে, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তি দুই পর্ব্বতের অন্তরালে নিবিড় বন থাকাতে লোকালয়ের অল্পতা আছে, সেই বনে অনেক হস্তী জন্মে কিন্তু সে সকল চট্টগ্রামের হস্তির ন্যায় বৃহৎ ও উত্তম হয় না তন্নিমিত্তে লোকেরাও তাহারদিগকে পালন করে না, শ্রীনগর দেশের পূর্ব্ব দিগস্থ পর্ব্বতে যখন অতিশয় শিশির পতিত হয় তখন তথাকার লোকেরা তাহার নিম্ন ভাগে আসিয়া বাস করে, এই দেশ ইং ১৭৯৬ বাং ১২০৩ শালের যে সময়ে তদ্দেশীয় অধি পতির অধীনে ছিল তখন তথাকার শস্য ও স্বর্ণখনির ও দ্রব্যাদি আয় ব্যয়ের শুল্কদ্বারা পাঁচ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইত, তদ্ভিন্ন উক্ত শ্রীনগর দেশে ভূতান দেশীয় সৈন্ধবলবণ ও সোহাগা এবং বৈদ্যনাথের সান্নিধ্য স্থানের মৃগনাভি চৌরি বাজপর্ণ্য ও অযোধ্যা হইতে নানা প্রকার সূত্রবস্ত্র ও লাহোর দেশ হইতে যথেষ্ট লবণ এ দেশে আনীত হইত, এই শ্রীনগর দেশে বৃহৎ ২ ছাগ ও মেষ জন্মে তদ্দ্বারা এখানকার লোকেরা দ্রব্যাদি বহন করে, আর সেই মেষীয় লোম দ্বারা কম্বল প্রস্তুত হইয়া থাকে, শ্রীনগর দেশের কর্ণ প্রয়াগ পাইনকুণ্ড দেবপ্রয়াগ বিকরকেস ও লাকড়ি ঘাট এই কএক স্থানে স্বর্ণ জন্মে, এই দেশের নানা স্থানে লৌহের আকর আছে, এবং তদ্দেশীয় শ্রীনগর নামে যে নগর আছে তাহার উত্তর পূর্ব্ব দিগের নাগপুরে ও ধনপুরে তাম্রের খনি এবং পূর্ব্ব দিগে দেশৌলি নামক স্থানে সীসার খনি আছে,

অলকনন্দার জল বৃদ্ধি হইয়া উক্ত শ্রীনগর দেশ প্রতি বৎসর প্লাবিত হয়, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে এই দেশে এতা দৃশ ভূমিকম্প হইয়াছিল যে তাহাতে তথাকার তাবৎ গৃহাদি ভগ্ন হইয়া লোকদিগকে ঘোর আপদে মগ্ন করিয়াছিল, এই বিঘটনেতে এবং ঐ শালে নেপালীয় লোক কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া এই দেশের অতিশয় হ্রাসাবস্থা হইয়াছিল, উক্ত শ্রীনগর দেশে যে সকল লোক আছে তাহার প্রায় অনেকে দোয়াব ও অযোধ্যা হইতে আগমন পূর্ব্বক বাস করিয়াছে, উক্ত দেশের এক নদী তীরে রাণীহাট নামক গ্রামে ঈশ্বর নামক এক রাজার স্থাপিত দেবালয় মধ্যে নর্ত্তকীদিগের বসতি আছে, তথাকার যদি কোন স্ত্রী ঐ নর্ত্তকী সম্প্রদায় ভুক্ত হইবার বাসনা করে তবে এই দেবালয়ের সম্মুখে যে এক প্রদীপ আছে তাহার তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে জাতিভ্রষ্টা হইয়া আপনার পরিবার হইতে ত্যজ্যা হয়। ৪৫৩॥

শ্রীরঙ্গপত্তন॥ মহিসূর রাজ্যে চারি ক্রোশ দীর্ঘ ও তিন ক্রোশ প্রস্থ পরিমিত উপদ্বীপের এক পার্শ্বে শ্রীরঙ্গপত্তন নামে এক রাজধানী নগর আছে, এই উপদ্বীপ কাবেরী নদী দ্বারা বেষ্টিত তথা এই নদী অতিশয় বেগবতী ও তাহার প্রাশস্ত্য অধিক, উক্ত উপদ্বীপের মধ্য ভাগের অতিশয় উচ্চ ভূমি কিন্তু তথা হইতে উত্তর দিগ ক্রমশঃ নিম্ন হইয়াছে, শ্রীরঙ্গপত্তন নগরের কএক ক্রোশ অন্তরবর্ত্তি নানা ঝিল কাবেরী নদীর সহিত যুক্ত হইয়াছে ইহারদিগের জল অতিশয় উত্তম, উক্ত নগরের নিকটস্থ গ্রাম সকলের কোন২ ক্ষেত্র ভূমিতে পুষ্করিণীর ও ঝিলের জল সেচন করিতে হয়, তথাকার ভূমির রাজস্ব অধিক তন্নিমিত্তে রাজ ব্যয় দ্বারা এই সকল পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার

হইয়া থাকে, মহিসুর দেশে শ্রীরঙ্গপত্তনের নাম পাটনা ব্যক্ত আছে, উক্ত উপদ্বীপের পশ্চিম দিগে এক ক্রোশ ব্যাপিয়া শ্রীরঙ্গ পত্তনের দুর্গ আছে, এই শ্রীরঙ্গপত্তনের উদ্যান ও নমাজ গৃহের ব্যয়ার্থে ইংলণ্ডীয়েরা বৎসর২ অনেক টাকা প্রদান করিয়া থাকেন, তথাকার বাদশাহের যে এক পুরী আছে তন্মধ্যে ইংলণ্ডীয় চিকিৎসকেরা বাস করেন এবং তাঁহারা তথা এক চিকিৎসালয় করিয়াছেন, শ্রীরঙ্গপত্তনের তাবৎ পথ বক্র ও অপ্রশস্ত, টীপুশাহের রাজ্য কালে এই স্থানে ১৫০০০০ মনুষ্য ছিল কিন্তু তাহার পরে উক্ত সংখ্যার অনেকানেক লোক মহিসুর দেশে গিয়া তথাকার রাজবাটীর সন্নিকটে বাস করিয়াছে, এবং নিম্ন কর্ণাট হইতে যে জনেরা এই নগরে প্রথমতঃ বাস করিয়াছিল তাহারাও হয়দরের মৃত্যু হইলে পুনর্ব্বার কর্ণাটে গিয়া বসতি করিয়াছে, ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে লার্ড করণওয়ালিশ ২৮০০ ইউরোপীয় সৈন্য এবং ৫৯০০ এতদ্দেশীয় সৈন্য সহিত রাত্রি কালে শ্রীরঙ্গপত্তন নগরস্থ টীপু শাহের শিবির আক্রমণ করিলে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া উভয় পক্ষীয় অধিক সৈন্য নষ্ট হইলে উক্ত নগর ইংলণ্ডীয়েরা অধিকার করিলেন, তখন টীপু শাহ তিন লক্ষ টাকা ও আপনার রাজ্যের অর্দ্ধ ভাগ প্রদান পূর্ব্বক সন্ধি করিয়াছিলেন, ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে টীপু শাহ পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে আকাঙ্ক্ষিত হইলে জেনেরেল হারিস অধীন সৈন্যেরা জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্থ দিবসে দুই প্রহর দুই ঘণ্টার সময়ে এই নগরে আগমন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল, পশ্চাৎ এই স্থানের দুর্গে যে ৮০০০ সহস্র সৈন্য ছিল তাহার অধিকাংশ হত হইল এবং তৎকালীন টীপু শাহ প্রাণ ত্যাগ করিলেন, এই বাদশাহ অতি বিজ্ঞ ছিলেন

এবং সর্ব্বদা আপনার দিগের শাস্ত্রানুশীলন করিতেন তন্নি মিত্তে জবনেরা তাঁহাকে এতাদৃশ স্নেহ করিত যে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাহারা শোকেতে পরিতপ্ত হইয়া সম্বলাভাবে দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইল তথাচ ইংলণ্ডীয়দিগের অধীনে কেহ কর্ম্ম করিতে স্বীকার করিল না, ঐ যুদ্ধে ইংলণ্ডীয়েরা জয়ী হইয়া এই নগর মান্দরাজ ভুক্ত করিয়াছিল, শ্রীরঙ্গপত্তন নগর মান্দরাজ হইতে ২৯০ ক্রোশ, ও হয়দরাবাদ হইতে ৪০৬ ক্রোশ, পুণ্য হইতে ৫২৫ ক্রোশ, বোম্বাই হইতে ৬২২ ক্রোশ, নাগপুর হইতে ৭২৭ ক্রোশ, কলিকাতা হইতে ১১৭০ ক্রোশ, এবং দিল্লি হইতে ১৩২১ ক্রোশ অন্তর। ৪৫৭॥

শ্রীরঙ্গাম ॥ কর্ণাট দেশে ত্রিচিহ্নপল্লির সন্নিকটে কাবেরী নদী দুই ধারা হইয়া গমন করাতে তন্মধ্যভাগে শ্রীরঙ্গাম নামে এক উপদ্বীপ হইয়াছে, উক্ত দুই ধারা ২৩ ক্রোশ অন্তরে পুনর্ব্বার যুক্তা হইয়া ক্রমেতে সমুদ্রে পতিতা হইতেছে এক ধারার নাম কোলরুন বাক্ক আছে, এবং উক্ত উপদ্বীপের দক্ষিণ দিগের যে আদি ধারা সে কাবেরী নামে খ্যাতা আছে, এই উপদ্বীপের পশ্চিম দিগ হইতে এক ক্রোশ অন্তরে নষ্ট প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এক দেবালয় ও তাহার পূর্ব্ব দিগ হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে কাবেরীর নিকট আর এক দেবালয় আছে তাহার মধ্যে শেষোক্ত দেবালয়ের নাম জাম্বিকৃষ্ণ তথা হিন্দুস্থানের লোকেরা গমন পূর্ব্বক দর্শনাদি করে, ইং ১৭৫১ বাং ১১৫৮ শালে ত্রিচিহ্নপল্লির অধ্যক্ষদিগের সহিত শ্রীরঙ্গামের অধিপতিদিগের যুদ্ধারম্ভ হইলে ঐ ত্রিচিহ্নপল্লির শাসন কর্ত্তারা উক্ত উপদ্বীপ অধিকার করিল, তৎপরে ইং ১৭৫২ বাং ১১৫৯ শালে মেজর লারেন্স অধিকার করাতে এই উপদ্বীপ ইংলণ্ডীয়েরা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৪৫৫॥

শ্রীরামপুর ॥ বঙ্গদেশে গঙ্গার পশ্চিম তীরে ডেন্মাক দেশীয় মনুষ্যদিগের অধীনে শ্রীরামপুর নামে এক নগর আছে, গঙ্গা হইতে ইহার অত্যন্ত শোভা দৃষ্ট হয়, উক্ত নগর দীর্ঘে এক ক্রোশের অধিক প্রস্থে তদপেক্ষা ন্যূন হইবেক যৎকালীন এই প্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল তখন কলিকাতায় বাণিজ্য ব্যবসায়িরা উক্ত নগরাধ্যক্ষদিগের অধীনে বাণিজ্য করাতে তাহারদিগের পক্ষে এই শ্রীরামপুর লাভজনক স্থান হইয়াছিল, গঙ্গাতে কোন ২ স্থানে চড়া আছে তন্নিমিত্তে ভারযুক্ত জাহাজ সেই স্থান পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে না, বহুকালাবধি এই নগর অন্যান্য দেশীয় ঋণ পরিশোধ করণে অক্ষম অধমর্ণদিগের বিশ্রাম স্থান হইয়াছে অর্থাৎ এই স্থানে গিয়া বাস করিলে তাহারদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে হয় না, ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা ভারতবর্ষের লোকদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাক্রান্ত করিবার জন্যে স্বদেশ হইতে প্রেরিত হইয়া প্রথমে এই শ্রীরামপুরে আগমন পূর্ব্বক এক ছাপাখানা স্থাপন করেন তাহাতে আপনারদিগের ধর্ম্মানুযায়িক পুস্তক সকল নানা ভাষাতে প্রকাশ করিয়াছেন। ৪৫৬ ॥

শ্রীহট্ট ॥ বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর অবধি পূর্ব্ব দিগ পর্য্যন্ত পর্ব্বত শ্রেণী আছে তন্মধ্যে অনেক বন্য মনুষ্যেরা বাস করে, দক্ষিণ দিগে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ, পশ্চিম দিগে ও ময়মনসিংহ, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে শ্রীহট্ট দেশের চতুরস্রীয় ভূমি ২৮৬১ ক্রোশ পরিমিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে ২৩৩৯২৪ টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হইত, এই দেশে অনেক ক্ষুদ্র ২ পর্ব্বত আছে, ও ইহার সম্মুখ স্থান অত্যন্ত নিম্ন তৎপ্রযুক্ত সূর্ম্মা ও পূর্ণা প্রভৃতি নদীর জলেতে প্লাবিত

হইয়া ঢাকা অবধি এই দিগ পর্য্যন্ত উত্তম নৌকা পথ হয় কিন্তু শুষ্ককালে জলমাত্র থাকে না ঐ জল শুষ্ক হইলে সেই সকল ভূমিতে অপর্য্যাপ্ত ধান্য জন্মে, এ স্থানে পূর্ব্বকালে ঢাকার রাজ সৈন্যদিগের নিমিত্তে নৌকা প্রস্তুত হইত, এইক্ষণে উক্ত শ্রীহট্ট দেশে যথেষ্ট চুনাক প্রস্তুত হইয়া বঙ্গদেশের নানা স্থানে প্রেরিত হয়, এবং তদ্দেশ জাত কমলালেবুও নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন তথা সুন্দর জন্মে ও মগুয়া শুতি প্রস্তুত হয়, আর এ দেশে যে সকল হস্তী ধৃত হয়, তাহারা সমুদ্রতীরস্থ হস্ত্যাপেক্ষা অপকৃষ্ট, এ দেশের প্রধান নগরের নাম শ্রীহট্ট ও আজমিরিগঞ্জ এবং প্রধান নদী মেঘনা ও সুর্ম্মা, হিন্দুস্থানে ইংলণ্ডীয়দিগের রাজ্যাধীনে যে সকল দেশ আছে তাহার সকল হইতে এই শ্রীহট্ট অতি পূর্ব্ব দিগস্থ, মোগলদিগের রাজ্য কালে উক্ত দেশে তাহারদিগের এক সৈন্যাগার ছিল। ৯৩৭॥

সম্বলপুর॥ গণ্ডওয়ানা রাজ্যে সম্বলপুর নামে এক দেশ আছে, ইহার রাজধানী নগরের ও নাম সম্বলপুর, উক্ত দেশের পশ্চিম দিগে রত্নপুর ও বড়াসম্বর, পূর্ব্ব দিগে বিম্বরি লণ্ডকোলি ও বোদ, দক্ষিণ দিগে পাটনা ও কুন্দন, এবং উত্তর দিগে গাংপুর ও সরগুজা নামক স্থান, সম্বলপুর দেশে অনেক বন আছে, তথাকার বায়ু শীতকালাবধি গ্রীষ্মঋতুর আরম্ভ কাল পর্য্যন্ত পীড়া দায়ক হয়, এ দেশের পর্ব্বতস্থ উর্ব্বরা ভূমিতে উত্তম রূপে নানা শস্য জন্মে, এবং তাহার ১৩ ক্রোশান্তরে হেবী ও ম[illegible] নদীর যুক্ত স্থানের পর্ব্বত হইতে যে জল নিম্ন ভাগের হে[illegible] নদীতে পতিত হইতেছে সেই জলে এতদ্দেশীয়েরা বালুকামিশ্রিত স্বর্ণকণা ও হীরক প্রাপ্ত হয়, এই হীরক কোন স্থানের রক্ত[illegible] মৃত্তিকাতে জন্মে, এ দেশের লোকেরা নির্দ্দয় খল ও অলস স্বভাব

বিশিষ্ট এবং তথাকার রাজার নিকট প্রায় সর্ব্বদা দণ্ড প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্বকালে এই সম্বলপুর দেশ গড়া নামক স্থানের কিয়দংশে ব্যাপ্ত থাকিয়া গণ্ডওয়ানা রাজ্যের হিন্দুদিগের অধিকার ভুক্ত ছিল, পরে আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজ্যকালে মোগলদিগের অধীনে আলাহাবাদ ভুক্ত হইয়াছিল, তৎপরে নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন হয়, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে ইংলণ্ডীয় লোকেরা ইহার সহিত যুদ্ধ করিয়া উক্ত দেশ ও তাহার নিকটস্থ অন্যান্য নগর অধিকার করেন ইং ১৮০৬ বাং ১২১৩ শালে ঐ নাগপুরের রাজা ইহারদিগের সহিত সন্ধি করিয়া পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই সম্বলপুরে এলিয়ট সাহেবের সমাধি আছে, হেষ্টিং সাহেব আপন পুস্তকে উক্ত সাহেবের মৃত্যু বিষয়ে অনেক আক্ষেপ বাক্য লিখিয়াছেন। ৪৫৮॥

সরহিন্দ॥ দিল্লি প্রদেশের উত্তর পূর্ব্ব দিগ ব্যাপিয়া সরহিন্দ নামে এক বৃহৎ দেশ আছে, উক্ত সরহিন্দ দেশের যে খণ্ড হান্সি হিসার ও কারনোল নামক স্থানের সম্মুখে তথাকার মরুভূমি প্রযুক্ত তাহাতে কেবল ক্ষুদ্র ২ বৃক্ষ জন্মে, ও কোন ২ স্থানে অত্যন্ত জল কষ্ট আছে, ইং ১৩৫৭ বাং ৭৬৪ শালে তৃতীয় ফিরোজশাহ এ দেশের ভূমি উর্ব্বরা করণার্থে খাত খনন করাইয়া যমুনা ও শতদ্রু নদী হইতে জল আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তথা এক দুর্গ করিয়াছিলেন তথাচ ইহার উন্নতি হয় নাই, বহু দিবস হইল সে সকল কীর্ত্তি নষ্ট হইয়াছে, ইং ১৭০৭ বাং ১১১৪ শালে বান্দ নামক স্থানের বৈরাগীয় শিক উপাধি বিশিষ্ট লোকেরা আগমন পূর্ব্বক এই দেশ ছত্র ভঙ্গ করত ঐ বাদশাহের গৃহ ও তাবৎ দেবালয় ভঙ্গ করিয়াছিল, সরহিন্দ দেশের তাবৎ নগর অপেক্ষা পেটীয়ালা নগর অতিশয় বৃহৎ

এবং থানেশ্বর নামে যে আর এক নগর সে উক্ত নগরের তুল্য হইবেক, এ অঞ্চল দিয়া সরস্বতী নদী বহমানা হওয়াতে সে স্থান হিন্দুদিগের এক তীর্থ হইয়াছে। ৪৫৯ ॥

সাগর ॥ বঙ্গদেশে সমুদ্রের সহিত গঙ্গার মিলন স্থলে সাগর নামে এক উপদ্বীপ আছে, এই স্থানে গঙ্গার দ্বারা আর এক উপদ্বীপ সহিত সাগর উপদ্বীপ পৃথক হইয়াছে, তথা গঙ্গার প্রাশস্ত্য অধিক এই নিমিত্তে তীর হইতে অনেক দূরে জাহাজ রক্ষিত হয়, এই সাগর উপদ্বীপের নিকট সমুদ্রের সহিত গঙ্গার মিলন হওয়াতে গঙ্গাসাগর নামে মহাতীর্থ হইয়াছে, পূর্ব্ব কালে অনেকানেক যাত্রিরা এই গঙ্গাসাগরে গমন করিয়া কেহ২ আত্ম হত্যা করিত কেহ বা আপন সন্তানকে তথাকার জলে নিঃক্ষেপ করিত, ব্যক্ত আছে যে ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রকারে তথা ২৩ জন মনুষ্য নষ্ট হয়, ইহার পর বৎসরে মারকুইস ওএলিসলি সেই নিরর্থক প্রাণি নষ্ট বারণ করিয়া দিয়াছেন, সাগর উপদ্বীপের নিবিড় বন মধ্যে অতি ভয়ানক ব্যাঘ্র থাকে, এবং তথাকার জলে বৃহৎ২ কুম্ভীর ও আছে। ৪৬০ ॥

সাতারা ॥ বিজয়পুর মধ্যে কৃষ্ণা ও তওর্ণা এই উভয় নদীর মধ্যস্থলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে সাতারা নামে এক নগর আছে, এই নগরের যে দুর্গ সেও তন্নামে খ্যাত হইয়াছে, উক্ত নগর যে পর্ব্বতের উপরে স্থাপিত আছে সেই পর্ব্বত পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘে ৮ ক্রোশ, তাহার সর্ব্বোর্দ্ধ্ব ভাগে ঐ সাতারা নামক দুর্গ তথা গমনে এতাদৃশ অপ্রশস্ত পথ যে তাহা দিয়া একেবারে দুই লোক গমনাগমন করিতে পারে না, ইং ১৬৫১ বাং ১০৫৮ শালে বিজয়পুরের বাদশাহ হইতে শবজী নামক

মহারাষ্ট্রীয় এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই সাতারা নগর অধিকৃত হইয়াছিল ও এই শিবজী দ্বারা স্বজাতীয়দিগের উন্নতি হয়, তৎপরে পেশোয়া এই শিবজীর বংশোদ্ভবদিগকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলেন, তৎপরে এ স্থানে যে এক সেনাপতির রাজত্ব হয় তাঁহার দুর্ভাগ্য ক্রমে শিবজীর বংশোদ্ভব ব্যক্ত হওয়াতে পেশোয়ারা তাঁহাকে ও কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। ৪৬১॥

সারণ॥ বাঙ্গাল দেশে সারণ নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে গোরকপুর ও বেতিয়া, দক্ষিণ দিগে গঙ্গা, পূর্ব্ব দিগে বেতিয়া ও হাজিপুর, পশ্চিম দিগে দেয়া অর্থাৎ ঘগরা নদী, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে মেজর রেনেল কর্ত্তৃক ঐ দেশের ও বেতিয়ার চতুরসীমায় ভূমি ৫১০৬ ক্রোশ পরিমিত হয় তন্মধ্যে কেবল সারণ দেশের ভূমি সংখ্যা ২৫০০ ক্রোশ ছিল, এই দেশে গঙ্গা ও গণ্ডকী এই দুই নদীর জল ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন এ স্থানে নানা ক্ষুদ্র নদী ও আছে, ইহার ভূমি উর্ব্বরা তাহাতে নানা শস্যোৎপন্ন হয়, এবং এ দেশে ও হাজিপুরে যে যবক্ষার জন্মে সে দক্ষিণ দেশে ও ইউরোপে প্রেরিত হয়, এই সারণ দেশের বলদ উত্তম হইয়া থাকে, ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকারস্থ সমুদয় দেশের মধ্যে এই দেশ উত্তম, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে মারকুইস ওএলিসলির আজ্ঞানুসারে এ স্থানে ১২০৪০০০ লোক সংখ্যা হয়, তন্মধ্যে চারি অংশ হিন্দু ও একাংশ যবনজাতি ছিল। ৪৬২॥

সিংহল॥ বঙ্গদেশীয় মহনার পশ্চিম ভাগে সিংহল নামে এক উপদ্বীপ আছে, এই উপদ্বীপ সিলোন নামে ব্যক্ত কিন্তু জবন জাতীয়েরা ইহাকে সরন্দিব কহে, সিংহল উপদ্বীপের প্রায় তাবৎ ভূমি বালুকা মিশ্রিত কিন্তু ইহার দক্ষিণ পশ্চিমের

কলম্বো নগরের নিকটস্থ ভূমি উর্ব্বরা তথা দারুচিনি জন্মে, এই উপদ্বীপে যে ধান্যোৎপন্ন হয় তাহাতে তাবল্লোকের ভক্ষ্যোপযোগী না হওয়াতে বঙ্গদেশ ও অন্যান্য দেশ হইতে আনীত হয়, সিংহল উপদ্বীপে নানা প্রকার ধাতু ও বহুমূল্য প্রস্তর যথেষ্ট প্রাপ্য হয়, এবং পূর্ব্ব কালে ওলন্দাজেরা এ স্থানে পারা প্রস্তুত করিত এই উপদ্বীপে নানা জন্তু আছে, এ স্থানের পর্ব্বতে বিংশতি হস্ত পর্য্যন্ত পরিমাণের দীর্ঘাকার সর্প যথেষ্ট আছে, তাহারা ছাগ প্রভৃতি পশ্বাদি আহার করিতে পারে, এই উপদ্বীপের অধিকাংশ লোকে সিঙ্গালি জাতি এবং যে সকল লোক পল্লিগ্রামে বাস করে তাহারা কাণ্ডিয়া জাতি, সিংহল উপদ্বীপের তাবল্লোকেই তাম্বূল ভক্ষণ করে, উক্ত উপদ্বীপস্থ নিবিড় বন মধ্যে বাঙ্গাস জাতীয় কতিপয় মনুষ্য আছে ইহারদিগের গৃহাদি নাই তন্নিমিত্তে তাহারা বৃক্ষমূলে ও শাখাতে শয়ন করিয়া থাকে, উক্ত জাতীয়েরা এতাদৃশ ভয়শীল যে যৎকালে তাহারা নিদ্রিত থাকে তখন অল্পতম শব্দাদি দ্বারা ভয় প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ বানরের ন্যায় মূল হইতে বৃক্ষোপরি আরোহণ করে, ইহারা মৃগয়া দ্বারা প্রাপ্ত পশ্বাদি এবং ফল মূলাদি ভক্ষণ করত কাল যাপন করে, তন্মধ্যে কেহ২ নগরবাসি লোকদিগকে হস্তিদন্ত মধু মোম ও হরিণ প্রদান করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বস্ত্র লৌহ ও ছুরিকা গ্রহণ করে, এই বন্য মনুষ্যদিগের পালিত কুক্কুর আশ্চর্য্য রূপ সুশিক্ষিত হয় এবং তদ্দ্বারা তাহারদিগের যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে, ইং ১৫০৫ বাং ৯১২ শালে এই সিংহল উপদ্বীপে পোর্ত্তুগীস জাতির আগমনের প্রাক্ কালাবধি এ স্থানের বৃত্তান্ত অত্যল্প ব্যক্ত ছিল, উক্ত শালে ঐ জাতীয়দিগের এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ এ স্থানে আগমন পূর্ব্বক তথা

কার রাজার সমীপে কহিল যে যদি আমারদিগকে কর প্রদান কর তবে আমরা আরব্য জাতীয়দিগের সহিত তোমার যুদ্ধ কালে সাহায্য করিব তাহাতে সিংহলের রাজা ইহারদিগকে ২.৯৩১।৫ দারুচিনি রাজকর স্বরূপ প্রদান করিলেন, তত্রাপি ইহারা সিঙ্গালি লোকদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল পরে ওলন্দাজেরা অতিশয় দৃঢ়তা পূর্ব্বক পোর্তুগীসদিগের অধি কার হস্তগত করণে মানস করিয়া ইং ১৬৩২ বাং ১০৩৯ শালে এ স্থানের কাণ্ডি নামক রাজধানীর রাজার নিকটে এই সংবাদ প্রেরণ করিল যে তুমি ঐ পোর্তুগীসদিগের সহিত যুদ্ধ কর, পরে ইং ১৬৫৬ বাং ১০৬৩ শালে ওলন্দাজেরা ঘোরতর যুদ্ধ করত তাবৎ স্থান জয় করিয়া ইং ১৭৬৪ বাং ১১৭১ শালে পুনর্ব্বার এতদ্দেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করত জয়ী হইল এবং কালাবধি ইং ১৭৯৬ বাং ১২০৩ শালের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত সিংহল উপদ্বীপ ইহারদিগের অধীনে থাকিয়া ইং ১৮০২ বাং ১২০৯ শালে ইংলণ্ডীয়েরদিগের রাজ্যাধীন হইয়াছে। ৪৬৩॥

সিদ্ধোত॥ ঘাট পর্ব্বতের উত্তরাংশে সিদ্ধৌত নামে এক দেশ আছে, ইহার পূর্ব্ব দিগে নিবিড় বন, এ দেশের প্রধান নগর উদয়গিরি এবং উক্ত দেশ দিয়া পেনার নামে এক প্রধান নদী গমন করিয়াছে ইং ১৬৫০ বাং ১০৫৭ শালে মিরজুমলা কর্তৃক সিদ্ধোত ও গুজিকোটা এই উভয় স্থানের দুই দুর্গ অধিকৃত হয়, এই ব্যক্তি গোলকন্দা অর্থাৎ হয়দরাবাদের কোতব শাহ বংশোদ্ভব যে সোলতান আবদুল্লা তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করিয়া ছিলেন, উক্ত সিদ্ধোত দেশে ও ইহার নিকটস্থ স্থানে যে হীর কের প্রসিদ্ধ খনি ছিল তাহাতে বিস্তর টাকা উৎপন্ন হইত কিন্তু ইদানীং সে সকল স্থানে হীরক জন্মে না। ৪৬৪॥

সিন্ধু ॥ হিন্দুস্থানে সিন্ধু নদের উভয় তীর ব্যাপিয়া সিন্ধু নামে এক বৃহদ্দেশ আছে, ইহার দীর্ঘতা ৩০০ ক্রোশ ও প্রস্থতা সর্ব্ব শুদ্ধা ৮০ ক্রোশ হইবেক, যৎকালে টাটা দেশ এই সিন্ধু দেশের অন্তঃপাতি ছিল তৎকালে ইহার উত্তর দিগে মুলতান ও আফগানিস্থান, দক্ষিণ দিগে সমুদ্র ও কচদেশ, পূর্ব্ব দিগে আজমিয়ার সাণ্ডিডীজার্ট ও কচদেশ, পশ্চিম দিগে সমুদ্র ও বলোচস্থানের পর্ব্বত এই রূপে সীমা নিরূপণ হইয়া ছিল, ঐ সিন্ধু দেশের তাবৎ স্থানে সিন্ধু নদের জল দ্বারা কৃষি কর্ম্ম হয়, উক্ত দেশ ও তাহার উত্তর দিগে বাহাওয়ানা খাঁর এক দেশ এই উভয় দেশের মধ্য ভাগে যে দেশ তাহাতে অনেক প্রধান ২ লোকের অধিকার আছে, তাহার প্রায় সকলেই সিন্ধু দেশীয় আমিরদিগকে কর প্রদান করে, সিন্ধু নদের পূর্ব্ব তীর হইতে উত্তর দক্ষিণে ভুংবাড়ি দুরিলি লোহরি খয়রপুর ও পহলানি প্রভৃতি নগর আছে এবং উক্ত খয়রপুর হইতে ৪০ ক্রোশ অন্তরে সিন্ধু দেশের দক্ষিণে দিনগড় নামে এক দুর্গ আছে, সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরস্থ এই সিন্ধু দেশের উত্তর দিগে সেকারপুর এই সেকারপুরের দক্ষিণ দিগস্থ অধিকাংশ স্থান সিন্ধু দেশীয় লোকের অধীনে আছে, এই দেশের পশ্চিম দিগের অধিকাংশ মরুভূমি কিন্তু সিন্ধু নদের তীরস্থ ভূমিতে যথেষ্ট শস্য জন্মে, এই টাটা দেশ অবধি সিন্ধু নদের ফলালি নাম্নি যে এক শাখা আছে উক্ত নদের জল বৃদ্ধিকালে ঐ ফলালির ও জল বৃদ্ধি হইয়া তাহার তীরস্থ ভূমি সকল প্লাবিত হয়, পশ্চাৎ সেই জল শুষ্ক হইলে ভূমি উর্ব্বরা হইয়া তাহাতে নানা প্রকার শস্য জন্মে, এবং অন্যান্য ভূমি বৃষ্টি জলে আর্দ্র হইলে তাহাতে নীল ইক্ষু ও হরিদ্রা জন্মে, সিন্ধু দেশে তণ্ডুল ঘৃত চর্ম্ম হাঙ্গরের কানুকা

জটামাংসী নীল এবং টাটা দেশীয় বস্ত্র ও ঘোটক নানা স্থানে প্রেরিত হয়, এবং মুলতান ও তাহার উত্তর দিগ হইতে কটকিরি মৃগনাভি ও ঘোটক প্রথমতঃ এ দেশে আনীত হইয়া পশ্চাৎ দেশান্তরে প্রেরিত হয়, এবং দক্ষিণ দেশ হইতে চীন লৌহ সীসা হস্তিদন্ত চন্দনকাষ্ঠ ও ইউরোপীয় নানা দ্রব্য এ দেশে আনীত হইয়া থাকে অপর হিন্দুস্থানের যবন জাতিরা লাহোর ও অটক দেশে আগমন করণের পূর্ব্বে এই সিন্ধু দেশ আক্রমণ করিয়াছিল অর্থাৎ খালেফ আলির নিকট হইতে এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ এ দেশে প্রেরিত হইয়াছিল তৎকর্তৃক ইহার নিকটস্থ স্থান অধিকৃত হয়, তৎপরে মোয়াবে কর্তৃক হামির নামক আর এক সেনাপতি দুই বার এ দেশে প্রেরিত হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করত পশ্চাৎ নিরস্ত হইল, হিজরি ৯৯ শালে খালেফ ওয়ালেদের অধীন মহম্মদ কাসিম আগমন পূর্ব্বক সিন্ধুদেশ জয় করিল, এই ব্যক্তির স্বকীয় রাজ্য হইতে সিন্ধু দেশ অতিশয় দূর তন্নিমিত্তে এই দেশে ব্যাপক কাল ইহার রাজত্ব ছিল না, পরে উক্ত দেশে রাজপুত জাতীয় এক রাজা ও এক জবনের অধিকার হইয়াছিল তন্মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি হিন্দু জাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জবন জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়েন কিন্তু ঐ তত্রয়ত্তেই জাম উপাধি পাইয়াছিলেন, অনন্তর নামরা নামক রাজপুত জাতীয় লোকেরা পাঁচ শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল, পরে তোরকানি জাতীয় মেজা ইসার অধিকার হইয়াছিল, এই বাদশাহ মুলতান দেশীয় সুবাদারের বিপক্ষে পোর্ত্তুগীস জাতীয় দিগের সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করাতে তাহারা এ দেশে আগমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ টাটা দেশের এক নগর লুট করিল, তৎকালীন এই সিন্ধু নগর উক্ত দেশের রাজধানী ছিল, ঐ তোরকানি

লোকেরা কিছুকাল রাজত্ব করিলে আকবর শাহের সৈন্যেরা আসিয়া সিন্ধু দেশ জয় করিল, এইকাল অবধি উক্ত দেশ দিল্লির বাদশাহের অধীন হইয়া সুবাদার দ্বারা তাহার রাজকর্ম্ম নিষ্পন্ন হইত উক্ত অধ্যক্ষেরা মুলতান ও টাটা দেশে অবস্থিতি করিয়াছিল, ইং ১৭৩৭ বাং ১১৪৪ শালে মহম্মদ আব্বাসি কালোরি নামক এক ব্যক্তি উক্ত দেশীয় সুবাদারের নিকট আসিয়া তিন লক্ষ টাকা বৎসর ২ কর দিতে স্বীকার করত ঐ দেশের অধিকার প্রার্থনা করিল তাহাতে ঐ সুবাদার তাহাকে সিন্ধু দেশ প্রদান করিলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি দেশাধিকারী হইয়া অবধি অঙ্গীকৃত কর প্রদান করিলনা, তন্নিমিত্তে ইং ১৭৩৯ বাং ১১৪৬ শালে নাদের শাহ ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ আব্বাসকে পরাভব করিয়া অমরকোট নামক স্থানের দুর্গ মধ্যে বদ্ধ করিলেন, তৎপরে তাহার সহিত কর প্রদানের নিশ্চয়তা হইলে এ দেশ তাহাকে পুনর্ব্বার প্রদত্ত হইল, ইং ১৭৭১ বাং ১১৭৮ শালে এই মহম্মদআব্বাসি কালোরি লোকান্তর গমন করিলে তাহার বংশীয়েরা ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া তালপুরি জাতি কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হওয়াতে কাবুলের তৈমুর সাহের শরণাগত হইল তাহাতে এই বাদশাহ ইহারদিগকে পুনর্ব্বার রাজ্যাভিষিক্ত করণের নিমিত্ত ঐ তালপুরি জাতীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইলে তাহারা বৎসর ২ বার লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিল তন্নিমিত্তে উক্ত বাদশাহ যুদ্ধে বিরত হইলেন, এবং তাহারা ও রীতানুসারে এই বাদশাহের যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত তাঁহাকে রাজকর দিয়া ছিল, পরে উক্ত সংখ্যার ন্যূনতা হইয়া সাত লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত এ দেশের রাজকর হইলে ঐ বাদশাহের বংশীয়েরা পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল,

তখন তাহারদিগের এই অনৈক্য দেখিয়া সিন্ধু দেশীয়েরা সাহস পূর্ব্বক তাহার নিকটস্থ তাবৎ স্থান অধিকার করিতে লাগিল, এবং বলোচস্থানাধ্যক্ষের নিকট হইতে কোরাচি নগর অধিকার করত সেকারপুর ও আজমিয়ার দেশের দিগে এই সিন্ধু রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিল, ইং ১৮০৯ বাং ১২১৬ শালে যশোবন্ত রাও হুলকরের সন্নিধান হইতে এই দেশে এক সম্বাদ প্রেরিত হয়, তাহার অভিপ্রায় এই যে পারস্য দেশীয় বাদশাহের সহিত এই দেশীয়দিগের যাহাতে বন্ধুতা হয় ও ফ্রান্স জাতির সহিত ইংলণ্ডীয়েরদিগের বিপক্ষতা হয় এমত করণে হুলকর উদ্যোগী আছেন, এই কথা সিন্ধু দেশীয়েরা গ্রাহ্য করিলনা॥ ৪৬৫॥

সিন্ধু॥ এই ভারতবর্ষ মধ্যে সিন্ধু নামে এক প্রধান নদ আছে, হিন্দুস্থানের লোকেরা ব্যক্ত করে যে এই নদ ঝাড়খণ্ডী নামক স্থানের উত্তর পশ্চিম দিগে চারি পাঁচ দিবসীয় পথের অন্তর কাশগর নগরের নিকটে উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু মহা বিচক্ষণ মেং কোলব্রুক সাহেব অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে হিমালয় পর্ব্বতের পশ্চিম ভাগে এই সিন্ধু নদ আরম্ভ হইয়া উত্তর দিগে গমন পূর্ব্বক লাঢক দেশে প্রবেশ করিয়াছে, হিন্দুস্থানে যে স্থানে অটক নদী অর্থাৎ কাবুলের নদী পশ্চিম দিগ হইতে আসিয়া উক্ত নদে যুক্তা হইয়াছে সেই স্থল হইতে সিন্ধু নদ হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিয়াছে, উক্ত নদের তীরস্থ ভূমিতে লবণ ও ফটকিরি যথেষ্ট জন্মে, সমুদ্র হইতে ১৭০ ক্রোশান্তরে এই নদ দুই ধারাতে গমন করিয়াছে, তাহার এক ধারা ৫০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে গমন করিয়া সমুদ্রের যত নিকট গামিনী হইয়াছে তত নানা দিগে বহুমুখ হইয়া গমন করিয়াছে এবং সমুদ্র হইতে হয়দরাবাদ পর্য্যন্ত তাবৎ স্থানে সিন্ধু নদের

প্রস্থতা ১ ক্রোশ, এই সিন্ধু নদ মুলতানের দক্ষিণ দিগে অটক নামে খ্যাত আছে, অপর হিন্দুস্থানের পূর্ব্বকালের লোকেরা কর্ম্মনাশা নদীর জল স্পর্শন করতোয়া নদীতে স্নান গণ্ডকীতে সন্তরণ এবং অটক নদীর পারে গমন প্রভৃতি চারি কর্ম্ম উক্ত চারি নদীতে নিষেধ করিতেন। ৪৬৬॥

সিমোগা॥ মহিসুর রাজ্যে সিমোগা নামে এক নগর আছে ইহার চতুর্দ্দিগ উত্তম রূপে বদ্ধ, উক্ত নগরের পূর্ব্ব দিগ দিয়া তুঙ্গা নদী বহমানা হইয়াছে, তথাকার ভূমি উর্ব্বরা ও গো মহিষ ইত্যাদি পশু উত্তম হইয়া থাকে, আর এ নগরের অন্তঃ পাতি স্থানে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ সালে এই নগরের সান্নিধ্য এক মাঠে মহম্মদ রেজা ও পরশুরাম ভৌ এই উভয় ব্যক্তিতে যুদ্ধোপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা অক্ষম হওয়াতে কাপ্তেন লিটীলের অধীন বোম্বাই নগরীয় সৈন্যগণের সহিত উক্ত রেজার যুদ্ধারম্ভ হইল, তখন সিমোগা নগরে ছয় সহস্র গৃহ ছিল তাহার তাবৎ গৃহ মহারাষ্ট্রীয়েরা ভগ্ন করত তথাকার সুন্দরী স্ত্রীলোক দিগকে গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিল তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্ত্রী দিগকে বলাৎকার করিয়াছিল এবং পুরুষ দিগকে নষ্ট করিল, আর যাহারা ইহারদিগের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল তাহারা ও অনাহারে কাল প্রাপ্ত হইল, উক্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের কুদালি স্বামী নামক গুরু যাঁহাকে ইহারা অবতার বলিয়া মান্য করে তাঁহাকে ও তৎকালে নষ্ট করিল, পরে এ নগরের চৌবাটী সকল দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণেরা এই দুরাত্মা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে শাপ প্রদান করিতে লাগিল তাহাতে ইহারা ঐ ব্রাহ্মণদিগকে ৪০০০০০ লক্ষ টাকা উপঢৌকন প্রদান করিল, তাহার অর্দ্ধেক টাকা টীপুশাহ গ্রহণ পূর্ব্বক লাভ

করণওয়ালিসকে দান করিল, যেহেতুক তিনি শ্রীরঙ্গপত্তনে সন্ধি কালীন তাহার নিকট ঋণী ছিলেন, ইং ১৭৯৮ বাং ১২০৫ সালে এই নগর পুনর্ব্বার অপহারিত হওয়া তৎপরে ইহার উন্নতির আরম্ভ হইয়াছে। ১৬৭ ॥

সুমাত্রা ॥ পূর্ব্ব সমুদ্রে যে কএক ক্ষুদ্র ২ উপদ্বীপ সুন্দা নামে খ্যাত তাহার পশ্চিম দিগে সুমাত্রা নামে এক বৃহৎ উপদ্বীপ আছে, ঐ সুন্দা এক সোঁতা দ্বারা যাবা ও এই উপদ্বীপ হইতে স্বতন্ত্র আছে, সুমাত্রা উপদ্বীপের উত্তর দিগে বঙ্গদেশীয় সমুদ্র মলকা, দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ভারতবর্ষীয় মহাসমুদ্র, পূর্ব্ব দিগে মলাকা দেশ এবং পূর্ব্ব সমুদ্র দ্বারা বোর্ণিও প্রভৃতি নানা উপদ্বীপ এই সুমাত্রা হইতে পৃথক্ হইয়াছে, ইহার দীর্ঘতা ১০৫০ ক্রোশ ও প্রস্থতা সর্ব্বশুদ্ধা ১৬৫ ক্রোশ, এই উপদ্বীপে যে এক পর্ব্বত শ্রেণী আছে তাহার যে শৃঙ্গ অতি উচ্চ তাহার নাম মৌণ্ট ওফর এবং সে ঊর্দ্ধ্বে ৯১৭৮ হস্ত হইবেক, ঐ পর্ব্বতের কোন স্থান হইতে কখন ২ অগ্নি উদ্ভব হইয়া সেই স্থানের সকল বনকে দগ্ধ করে, এবং তথা যথেষ্ট গন্ধক ও যবক্ষার জন্মে তন্নিমিত্তে সে স্থান প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সুমাত্রার দক্ষিণাংশে কিঞ্চিৎ বন ও পশ্চিম ভাগের ভূমি ঈষৎ রক্ত বর্ণ কিন্তু স্থানে ২ কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাও আছে, উক্ত উপদ্বীপের পূর্ব্ব ভাগে এবং তাহার পশ্চিম সমুদ্র তীরে পুষ্করিণী ও অনেকানেক ক্ষুদ্র নদী আছে, এই উপদ্বীপে যথেষ্ট ধান্যোৎপন্ন হয়, তথাকার ক্ষেত্র ভূমি যদ্যপি কিয়দ্দিবস পতিত থাকে, তবে অল্পকালের মধ্যে নানাবিধ বৃক্ষ জন্মিয়া সে স্থান এতাদৃশ বনময় হয় যে তাহাতে বন্য পশ্বাদি সকল আসিয়া বাস করে, পরন্তু ভূমণ্ডলকে উত্তর দক্ষিণে সম রেখায় বিভাগ করিতে হইলে যে রেখা পাত করা যায় সেই রেখা

সুমাত্রা উপদ্বীপের উপরে বক্র ভবে পতিত হইয়াও তাহাকে সমান অংশে বিভাগ করে, সুমাত্রা উপদ্বীপে বজ্রপাত বিদ্যুৎ ও ভূমি কম্প সর্ব্বদা হয় কিন্তু তাহাতে প্রায় কোন প্রাণির হানি হয় না, আর যে বৃক্ষ দ্বারা কর্পূর প্রস্তুত হয় সেই বৃক্ষ উক্ত উপদ্বীপে যথেষ্ট আছে, তদ্ভিন্ন যে আর এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহাকে বিষবৃক্ষ বলে কিন্তু ইহার শাখাতে পক্ষিরা ও তাহার ছায়াতে মনুষ্যেরা বাস করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র আরাম প্রাপ্ত হয় না, এই স্থানের লোকেরা মাহিষদুগ্ধ হইতে যথেষ্ট নবনীত প্রস্তুত করে, এবং তাহারা সেই মহিষের মাংস ভক্ষণ করে, এই উপদ্বীপের ঘোটক সকল ক্ষুদ্র ২ কিন্তু অতিশয় বলশালী হয়, এখানকার বন মধ্যে যে সকল হস্তী বাস করে তাহার অধিক সংখ্যক হস্তী ধৃত হইয়া আচিন দেশীয় বাদশাহের নিকট প্রেরিত হয়, এবং সেই সকল বনে এক ও দুই শৃঙ্গবন্ত অনেক গণ্ডার আছে তাহারদিগের শৃঙ্গের গুণশক্তি দ্বারা বিষ সকল তেজো ভ্রষ্ট হয়, পূর্ব্বকালে সুমাত্রা উপদ্বীপে যথেষ্ট গোলমরিচ জন্মিয়া ইংলণ্ডীয়লোক কর্ত্তৃক দেশান্তরে প্রেরিত হইত ইদানীং তাহার ন্যূনতা হইয়াছে, এখানকার লোকদিগের কোন এক ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করিলে তাহার পরিবারস্থ সকলে ঋণী হয় অর্থাৎ তন্মধ্যে অংশী ও নিরংশী বিশেষ নাই, এবং কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার পুত্রেরা সকলে পিতৃধনের সমানাংশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ মধ্যমাদির ন্যূনাধিকাংশ নাই, এই উপদ্বীপের লোকদিগের হস্তপদাদি ক্ষুদ্র ২ ও পিঙ্গল বর্ণ ইহারা দীর্ঘ নখ রক্ষা করে ও স্বর্ণ দ্বারা দন্ত মণ্ডিত করিয়া থাকে, এই স্থানে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিই বৃদ্ধাবস্থাতে প্রায় চিকিৎসা করে কিন্তু তথা শাস্ত্রানুযায়ী ঔষধ নাই কেবল মুষ্টিযোগ করিয়া

পীড়া শান্তি করে, উক্ত মনুষ্যদিগের কোন শাস্ত্র নাই এবং তাহারা দেবাদির অর্চ্চনা করে না, এই উপদ্বীপে ইংলণ্ডীয় লোকের দ্বারা প্রথমতঃ কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বন করে নাই, ইং ১৬০৩ বাং ১০০৭ শালে ঐ দ্বীপের পূর্ব্বভাগের অনেকানেক লোক ফ্রান্স জাতীয়দিগের উপদেশানুসারে সেই ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া ছিল কিন্তু ক্রমেতে তাহারদিগের সেই ধর্ম্মবিষয়ে কোন অনুষ্ঠান ছিল না, উক্ত উপদ্বীপে বিবাহ করণার্থে স্ত্রী লোক ক্রয় করিতে হয় কিন্তু পশ্চাৎ সেই স্ত্রীকে বিক্রয় করিতে পারে। ১৬৮ ॥

সুরাষ্ট্র ॥ গুজরাট প্রদেশে তপতী নদীর দক্ষিণ দিগে এবং উক্ত নদী যে স্থানে সমুদ্রে মিলিতা হইয়াছে তথা হইতে ২০ ক্রোশ অন্তরে সুরাষ্ট্র নামে এক বৃহৎ নগর আছে, এই নগর যদ্যপি হিন্দুস্থান মধ্যে বৃহৎ রূপে গণ্য নহে তথাপি অন্যান্য স্থানের নগরাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রাচীন কিন্তু পূর্ব্বকালে এই নগরে যে রূপ বাণিজ্য হইত এইক্ষণে তাহার অল্পতা হওয়াতে নগরের ও ন্যূনতা হইয়াছে, ইংলণ্ড হইতে কেপ আফ গুডহোপ নামক স্থান দিয়া ভারতবর্ষে আগমনের পথ প্রকাশ হওয়াতে ইউরোপীয় লোকেরা জাহাজ দ্বারা সর্ব্বদা এই সুরাষ্ট্রে আগমন পূর্ব্বক এ স্থান হইতে হীরক মুক্তা মৃগনাভি সুগন্ধি দ্রব্য স্বর্ণ পট্টবস্ত্র মসলা কাষ্ঠ নীল ও যবক্ষার ইত্যাদি স্থানান্তরে প্রেরণ করিত এবং পূর্ব্বকালে স্থানান্তর হইতে যথেষ্ট কার্পাস এই নগরে প্রেরিত হইয়া পশ্চাৎ এখান হইতে নানা দেশে প্রেরিত হইত, এইক্ষণে তাহা না হইয়া প্রথমতঃ বোম্বাই দেশে আনীত হয় পুনর্ব্বার সে স্থান হইতে অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে, সুরাষ্ট্র নগর হইতে অনেক জবন তীর্থ যাত্রিরা জাহাজ আরোহণ পূর্ব্বক আরব দেশে গমন করে যেহেতু হিন্দুস্থানের জবনেরা উক্ত নগরকে

মক্কা তীর্থের এক দ্বার বলিয়া মান্য করে, ইং ১৬১২ বাং ১০১৯ শালে কাপ্তেন বেষ্ট শাহেব ইংলণ্ডাধিপতির অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া এই নগরে এক বাণিজ্যাগার করিলেন, এবং ইং ১৬১৭ বাং ১০২৪ শালের প্রাক্‌কালে ওলন্দাজ ও ফ্রান্সেরা এ নগরে আগমন করিয়াছিল. ইং ১৬৬৪ বাং ১০৭১ শালে শিবজী অধীন মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা আগমন পূর্ব্বক সুরাষ্ট্র নগর আক্রমণ করাতে এ স্থানের লোকেরা ইহার নিকটবর্ত্তি দেশে পলায়ন করিল, এবং তৎকালে যে ব্যক্তি এই নগরের অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি এ স্থানের দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বার বন্ধ করিলেন. তখন ইংলণ্ডীয়দিগের সর জান অক্‌সেণ্ডেন সাহেব উক্ত বাণিজ্যাগারের বিষয় রক্ষার্থে জাহাজীয় নাবিকগণ নিকটে সহায়তা প্রার্থনা করাতে তাহারা অতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করত যুদ্ধ করিয়া তাবৎ বিষয় এবং সুরাষ্ট্র নগর শত্রু হইতে রক্ষা করিল, ইং ১৬৭০ বাং ১০৭৭ শালে পুনর্ব্বার উক্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা এ নগরে আগমন পূর্ব্বক লুট করিয়াছিল, ইং ১৭০১ বাং ১১০৮ শালে ফ্রান্সদিগের বাণিজ্যে অনেক ধনাপচয় হওয়াতে ইহারা এই নগরস্থ লোকের নিকটে ঋণী হইয়া এই স্থান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সেইণ্ট মালুস নামক স্থানে উপস্থিত হইল এবং পুনর্ব্বার বাণিজ্য করণার্থে ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক এই সুরাষ্ট্রের মহাজন কর্ত্তৃক পূর্ব্বকৃত ঋণের পরিশোধার্থে বন্দী হইয়াছিল, ইং ১৭০৭ বাং ১১১৪ শালে ও তাহার পর ঐ মহারাষ্ট্রীয়েরা এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার লুট করিয়া পরে পরাভব হইল তাহাতে এ স্থানে আর অধিক অত্যাচার হইতে পারিল না, অপর সুরাষ্ট্র নগরের নবাবদিগের পূর্ব্ব পুরুষ মৈনদ্দি নামে এক ব্যক্তি নানা দেশ পর্য্যটন করত

ইং ১৭৪৮ বাং ১১৫৫ শালে এই নগর অধিকার করিলেন, পরে ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে তাহার উত্তরাধিকারি ফকরউদ্দিন ও ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে নিজামউদ্দিন এবং ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে নাসেরউদ্দিন এই তিন ব্যক্তি ইংলণ্ডীয়দিগের সহায়তা দ্বারা উক্ত নগরের অধিপতি হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শেষোক্ত নাসেরউদ্দিন নবাবের সহিত ইংলণ্ডীয়দিগের সন্ধি হইয়া এই স্থির হইয়াছিল যে তিনি এই সুরাট্টের রাজশাসন ও রাজস্ব গ্রহণাদি তাবৎ রাজকীয় কার্য্য ইংলণ্ডীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহারদিগের নিকট হইতে স্বকীয় ও তৎপরিবার তাবৎ সাংসারিক বিষয়ের ব্যয় ব্যতিরেকে যে উপস্বত্ব উদ্বর্ত্ত হইবেক তাহার পঞ্চমাংশ এবং পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে এক লক্ষ টাকা বার্ষিক প্রাপ্ত হইবেন, ইং ১৭৯৬ বাং ১২০৩ শালে সুরাট্ট দেশের লোক সংখ্যা ৮ লক্ষ স্থির হইয়াছিল, আবুল ফজেলের নিয়মানুসারে প্রকাশ হইতেছে যে তৎ শালে ইহার অন্তঃপাতি ৩১ গ্রাম ও তাহার ভূমি পরিমাণ ১৩১২৩১৫ বিঘা ছিল সেই সমুদয় গ্রামের রাজকর ১৯০৩ [illegible]১৭৭ দাম নামক মুদ্রা উৎপন্ন হইত এবং সেই সময় অগ্ন্যুপাসকেরা পারস্য দেশ হইতে পলায়ন করত এই সুরাট্টে আসিয়া বাস করে, আকবর শাহের রাজ্য কালে তাঁহার কোন দৌরাত্ম্য না থাকাতে এ স্থানের মনুষ্য সকল নিরুপদ্রবে স্বীয় ২ ধর্ম্মানুযায়ি কর্ম্ম করত কালযাপন করিয়াছিল, উক্ত বাদশাহের রাজত্ব সময়ে এই স্থানের সুবাদার ও তাহার সৈন্যদিগের নিরুদ্যোগিতা হেতুক দামান সরজান তারাপুর মাহিম ও বাসিন প্রভৃতি বাণিজ্য স্থল ইউরোপীয়দিগের হস্তগত হইয়াছিল,

সুরাষ্ট্র নগর বোম্বাই হইতে ১৭৭ ক্রোশ, পুণা নগর হইতে ২৪৩ ক্রোশ, উজ্জয়িনী হইতে ৩০৯ ক্রোশ, দিল্লী হইতে ৭৭৬ ক্রোশ. এবং কলিকাতা হইতে নাগপুর দিয়া ১২৩৮ ক্রোশ অন্তর। ৪৬৯॥

সেরঞ্জ॥ মাল্‌ওয়া প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয়েরদিগের রাজ্য মধ্যে চাতরপুর হইতে ১৩০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে সেরঞ্জ নামে এক বৃহৎ নগর আছে, পূর্ব্বকালে ইহার যে উন্নতি ছিল ইদানীং তাহার অল্পতা হইয়াছে. এ স্থানে যে এক হট্ট আছে তাহার চতুর্দ্দিগ প্রাচীর ও স্তম্ভ দ্বারা বেষ্টিত এবং এই নগরে এক সরাই আছে, উক্ত নগরের দক্ষিণ দিগে যে দেশ তাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত কোন বন্ধ নাই ও তাহার সকল গ্রাম মহারাষ্ট্রীয় দিগের দৌরাত্ম্য হেতুক দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেরঞ্জ নগরের পার্শ্ববর্ত্তি দেশ ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে হুলকর কর্ত্তৃক আমির খাঁকে প্রদত্ত হয় তখন তাহাতে পঞ্চ লক্ষ টাকা বৎসর২ উৎপন্ন হইত, ইং ১৮০৯ বাং ১২১৬ শালে ইংলণ্ডীয়দিগের সৈন্যেরা তথা হইতে ঐ আমির খাঁকে দূরীকরণ করিয়া সেরঞ্জ নগর অধিকার করিল, এই নগর উজ্জয়িনী হইতে উত্তর পূর্ব্ব দিগে ১৬৫ ক্রোশ, আগরা হইতে ২৫৮ ক্রোশ, বারাণসী হইতে ৩৮৯ ক্রোশ, বোম্বাই হইতে ৫৯৫ ক্রোশ, কলিকাতা হইতে বারাণসী দিয়া ৮৪৯ ক্রোশ, এবং নাগপুর হইতে ২৯৫ ক্রোশ অন্তর। ৪৭০॥

হয়দরাবাদ॥ দক্ষিণ দেশে হয়দরাবাদ নামে এক বৃহৎ দেশ আছে এই দেশকে সচরাচর নিজামের রাজ্য কহা যায়, ইহার উত্তর দিগে গোদাবরী দক্ষিণ দিগে কৃষ্ণা নদী পূর্ব্ব দিগে গণ্ডওয়ানা দেশ পশ্চিম দিগে বিদর ও আওরঙ্গাবাদ, ঐ

দেশ দীর্ঘে ১৮০ ক্রোশ প্রস্থে সর্ব্বশুদ্ধা ১০০ ক্রোশ হইবেক. ইহার সম্মুখে যথেষ্ট পর্ব্বত আছে, এবং সে স্থান অতিশয় উচ্চ ও তথা অত্যন্ত শীত হইয়া থাকে, হয়দরাবাদের সমুদয় ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা এবং সর্ব্বত্র জল অত্যন্ত সুলভ কিন্তু অধিপতি দিগের শাসনাভাবে কখন তাহার উন্নতি হয় নাই, ইং ১৮০৯ বাং ১২১৬ শালের প্রাক্কালে ইংলণ্ড হইতে নিজামের এই বৃহৎ রাজ্যে বৎসর২ দুই লক্ষ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য প্রেরিত হইত. উক্ত দেশের প্রধান নগরের নাম হয়দরাবাদ গুলকন্দা বারঙ্গল মেডক এবং নীলখণ্ড এই দেশের ভূমি উর্ব্বরা হইয়াও তাহাতে কৃষি কর্ম্ম অল্প হইয়া থাকে, এবং বসতির শৃঙ্খলতা নাই. এই স্থানে জবন জাতীয়দিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া দশাংশের একাংশ হিন্দু ও নয় অংশ জবন গণিত হইয়াছে, উক্ত দেশ জবন কর্ত্তৃক প্রথমতঃ অধিকৃত হয়, পরে ইহার কিয়দংশ দক্ষিণ দেশীয় ভামিনিদিগের রাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল. অনন্তর এই রাজ্যের ধ্বংস হইলে গুলকন্দা নগরে কুলি কোতব শাহের অধিকার হয়, এই বাদশাহ ইং ১৫১২ বাং ৯১৯ শালাবধি রাজত্ব করিয়া ইং ১৫৫১ বাং ৯৫৮ শালে গুপ্ত ঘাতে হত হইলেন. পরে জমশেদ কোতব শাহ সাত বৎসর রাজ্য করেন, পশ্চাৎ এব্রেহেম কোতব শাহ সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া ইং ১৫৮১ বাং ৯৮৮ শালে পরলোক গমন করিলেন, তৎকালীন কোরলি কোতব শাহ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ইং ১৫৮৬ বাং ৯৯৩ শালে কাল প্রাপ্ত হইলেন, এই বাদশাহ হয়দরা বাদ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্তানাদি না থাকাতে তাহার ভ্রাতা আহম্মদ শাহ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, এই ব্যক্তির রাজত্বের পরে তাহার উত্তরাধিকারি আবদুল্লা

কোতব শাহ মোগল জাতীয় শাহ জাঁহান বাদশাহকে কর প্রদান করত ইং ১৬৯০ বাং ১০৯৭ শালের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত রাজ্য করিলেন, তৎপরে আবু হোসেন নামক এক বাদশাহ আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দৌলতাবাদের দুর্গ মধ্যে যাবজ্জীবন বন্ধন দশাতে কাল যাপন করত ইং ১৭০৪ বাং ১১১১ শালে পরলোক গমন করিলেন, পরে মোগল জাতির রাজ্য ধ্বংস হইলে নিজাম উলমুল্ক ইং ১৭১৭ বাং ১১২৪ শালে দক্ষিণ দেশের অবন জাতির তাবৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইং ১৭৪৮ বাং ১১৫৫ শালের চৈত্র মাসে উক্ত ব্যক্তি পরলোক গমন করিলে গাজিউদ্দিন নাসেরজঙ্গ সেলাবতজঙ্গ নিজামআলি বসালতজঙ্গ এবং মোগলআলি প্রভৃতি তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে নাসেরজঙ্গ নামক পুত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ইং ১৭৫০ বাং ১১৫৭ শালে গুপ্তাঘাতে কাল প্রাপ্ত হইলেন, পরে নিজাম উলমুল্কের পৌত্র মোজাফ্ফরজঙ্গ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া ইং ১৭৫১ বাং ১১৫৮ শালে ঐ রূপে কাল প্রাপ্ত হইলেন, অনন্তর সেলাবতজঙ্গ ফ্রেঞ্চজাতীয়দিগের সহায়তা দ্বারা সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত রাজ্য করণানন্তর কারাগৃহে আপন ভ্রাতা নিজামআলি কর্ত্তৃক হত হইলেন, পরে উক্ত নিজামআলি সন্ধি দ্বারা আপনার সমুদয় রাজত্ব ইংলণ্ডীয়দিগকে প্রদান করিয়া ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শাল পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের অধীনে বাস করত কাল প্রাপ্ত হইলে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মেরজা সেকন্দর শাহ রাজ্য করিতে লাগিলেন, হয়দরাবাদ কলিকাতা হইতে উত্তর সরকার দিয়া গমনে ৯০২ ক্রোশ অন্তর, নাগপুর দিয়া ১০৪৩ ক্রোশ বোম্বাই হইতে ৪৮০ ক্রোশ, মান্দরাজ হইতে ৩৫২ ক্রোশ, দিল্লি হইতে

৯২৩ ক্রোশ, নাগপুর হইতে ৩২১ ক্রোশ, পুণা হইতে ৩৮৭ ক্রোশ এবং শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ৪০৩ ক্রোশ অন্তর। ৫৭১॥

হরদ্বার॥ দিল্লি প্রদেশে গঙ্গার পশ্চিম তীরে হরদ্বার নামে এক তীর্থ ও এক নগর আছে, ইহার উত্তর দিগের পর্ব্বত হইতে গঙ্গা নির্গতা হইয়াছেন, ঐ হরদ্বারের নাম গঙ্গাদ্বার এবং স্কন্দপুরাণাদিতে ইহাকে হরিদ্বার বলিয়াও লিখিয়াছেন, এ স্থানের গঙ্গা দিয়া উত্তর ও পশ্চিম দিগস্থ দেশের উৎপন্ন দ্রব্য দোয়াবের প্রধান নগরে ও দিল্লিতে ও লক্ষ্ণৌ নগরে প্রেরিত হয়, এবং এ স্থানে বিক্রয়ার্থে নানা দেশ হইতে পুরুষ ও নানা [illegible] ঘোটক উষ্ট্র [illegible] অনেক [illegible] ও [illegible] শাল [illegible] উষ্ণীষ দর্পণ ও নানা প্রকার সংস্কৃত দ্রব্য আনীত হয়, এবং তীর্থ দর্শনার্থে ও বাণিজ্য করণার্থে এ দেশে অন্যান্য দেশ হইতে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে, এই তীর্থবাসি কোন২ যোগিদিগের মৃত্যু হইলে তাহার সমভিব্যাহারি অন্যান্য যোগি সকল তাহার সেই মৃতদেহ দগ্ধ না করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে সংস্থাপন করে, হরদ্বারের গঙ্গাতে যে তিন ঘাট আছে তাহার প্রধান ঘাটের নাম চণ্ডীঘাট যে পশ্চিম দিগে গমন করিয়াছে, হর দ্বারের নিকটস্থ পর্ব্বতের বৃক্ষাদি ক্ষুদ্র২ ও তথা ফলমূলাদি অত্যল্প জন্মে, এই স্থানের নিম্নভাগে নেপালীয় গুরুখালিরাজার থানা আছে, এবং এই পর্ব্বত হইতে তিন বৎসর অবধি ৩০ বৎসর বয়স্ক মনুষ্য বিক্রয়ার্থে আনীত হয়, হরদ্বার নগর কলিকাতা হইতে মোরশিদাবাদ দিয়া ১০৮০ ক্রোশ, বীরভূমি দিয়া ৯০৫ ক্রোশ এবং দিল্লি হইতে ১১৭ ক্রোশ অন্তর। ৫৭২॥

হরপোনলি॥ তুম্বুদ্রা নদীর উত্তর দিগে হরপোনলি নামে এক দেশ আছে, ইহার অন্তর্গত তাবৎ গ্রামে উত্তম বসতি

ও ইহার নিকটবর্ত্তি দেশে যে প্রকার পর্ব্বত আছে এ দেশে তদ্রূপ নাই, ইং ১৭৭৪ বাং ১১৮১ শালের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত এ স্থানের রাজা স্বাধীনত্ব রূপে রাজ্য করিয়াছিলেন কিন্তু এই শালে হয়দর শাহ কর্ত্তৃক এই দেশ অধিকৃত হইয়া কর নিশ্চিত হইল, তৎপরে টীপু শাহ এই রাজাকে তথা হইতে শ্রীরঙ্গপত্তনে প্রেরণ করিলেন, তথাকার রাজ্য ধ্বংস হওয়াতে এই হরপোনহলি দেশ ইংলণ্ডীয়দিগের অধীন হয়, তখন উক্ত রাজার উত্তরাধিকারী আপন ভরণ পোষণার্থে এই দেশ প্রাপ্ত হইলেন, পরে নিজাম কর্ত্তৃক ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে পুনর্ব্বার এ দেশ ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পিত হওয়াতে মান্দরাজ দেশ ভুক্ত হইয়াছে। ৪৭৩॥

হরিহর॥ বালাঘাট মধ্যে চিতলদুর্গ হইতে ৫৮ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে তুম্বদ্রা নদীর পূর্ব্ব তীরে হরিহর নামে এক নগর আছে, ইহার দুর্গ মধ্যে একশত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও এক দেবালয় নগরের অন্তঃপাতি স্থানে অপর জাতীয় প্রায় এক শত গৃহস্থের অধিক আছে, উক্ত নগর হইতে কার্পাস ও সূত্র দেশান্তরে প্রেরিত হয়, এ স্থানের রামরাজার মৃত্যুর পরে এবং বিজয় নগরের ধ্বংস হইলে বিজয়পুরের আদেলশাহি বংশোদ্ভবদিগের এই নগরে রাজ্য হইয়াছিল, পরে দক্ষিণ দেশ মোগল জাতি কর্ত্তৃক জিত হইলে নবাব দলিল খাঁ এই স্থানে রাজ্য করেন, তৎপরে তৈমুরের বংশীয় এক ব্যক্তির নিকট হইতে ইক্বেরি নামক স্থানের রাজা অধিকার করিলেন, পশ্চাৎ মহারাষ্ট্রীয়েরা এই রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য করত শেষে হয়দরকর্ত্তৃক বহিষ্কৃত হইল, তৎপরে ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে মহারাষ্ট্রীয় পরশুরাম ভৌ নামক এক ব্যক্তির অধিকার হইয়াছিল। ৪৭৪॥

হিজলি ॥ বঙ্গদেশে কলিকাতার দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ৩৫ ক্রোশান্তরে অথচ গঙ্গার পশ্চিম তীরে হিজলি নামে এক নগর আছে, মোগল জাতির রাজা কালে ঐ নগরে তাহারদিগের সৈন্যাগার ছিল ও উহার বিস্তার ১০৯৮ ক্রোশ পরিমাণ হইয়া ছিল, শাহ জাঁহান বাদশাহের রাজকালে এই নগর উড়িস্যা দেশ হইতে পৃথক্ হইয়া বঙ্গদেশ ভুক্ত হয়, উক্ত নগরের উর্ব্বরা ভূমিতে যথেষ্ট শস্য জন্মে, তদ্ভিন্ন উত্তম লবণ ও প্রস্তুত হইয়া থাকে, হিজলির যে অংশ উত্তম রূপে বদ্ধ আছে তাহাতে বন্যা জল উত্থিত হইতে পারে না, তদ্ভিন্ন অনেক স্থান জোয়ার জলে প্লাবিত হয় এই নিমিত্তে সেই স্থানের ভূমিতে লবণ জন্মে, ইং ১৬৮৭ বাং ১০৯৪ শালে ইংলণ্ডীয় লোকেরা আওরঙ্গ জেব বাদশাহকে যুদ্ধে জয় করিয়া এই নগর অধিকার করিয়া ছিলেন, এবং উহারা ঐ বাদশাহের যুদ্ধ করণীয় বাইশ জাহা জের ও অধিক নষ্ট করেন তৎপরে বঙ্গদেশীয় নবাবকেও পরাভব করিয়াছিলেন। ৪৭৫॥

হিন্দুস্থান ॥ জবন জাতীয়েরা দিল্লি রাজ্যাধীন তাবৎ দেশকে হিন্দুস্থান বলিয়া ব্যক্ত করে, তিব্বত দেশীয়েরা এই হিন্দু স্থানকে জাম্বু নামে খ্যাত করিয়াছে, ইং ১৫৮২ বাং ৯৮৯ শালে আকবর বাদশাহ কর্ত্তৃক উক্ত স্থান লাহোর মুলতান আজমিয়ার দিল্লি আগরা আলাহাবাদ বাহার অযোধ্যা বঙ্গদেশ মালোয়া ও গুজরাট এই একাদশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল, তৎ পরে কাবুল দেশ ও সিন্ধু নদের নিকটস্থ অনেকানেক স্থান যুক্ত হওয়াতে দ্বাদশ খণ্ড গণিত হয়, এবং উক্ত বাদশাহ দক্ষিণ দেশ জয় করিলে বেরার খান্দেশ ও আহম্মদ নগর অর্থাৎ আওরঙ্গা বাদ এই তিন দেশ হিন্দুস্থান ভুক্ত হইয়াছে, ও তাহার উত্তর

দিগে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী এই পর্ব্বত এই স্থানের সিন্ধু নদের তীর হইতে আরম্ভ হইয়া কাশ্মীরের উত্তর দিগ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হওয়াতে হিন্দুস্থানের উত্তর সীমা হইয়াছে, উক্ত স্থানের দক্ষিণ দিগে সমুদ্র পশ্চিম দিগে সিন্ধু নদ পূর্ব্ব দিগে ত্রিপুরার পর্ব্বত ও ঢাকার এক বৃহৎ বন আছে, এই সীমাবচ্ছিন্ন ভূমি প্রায় ১০২০০০০ ক্রোশ, সে ইদানীং চারিখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ উত্তর হিন্দুস্থান ইহার পশ্চিম দিগে কাশ্মীর ও পূর্ব্ব দিগে ভূতান এই উভয় দেশের মধ্যস্থলে যে সকল পার্ব্বতীয় দেশ আছে তাহারদিগের পর্ব্বত দিল্লি অযোধ্যা বাহার ও বঙ্গদেশের সম্মুখস্থ পর্ব্বত শ্রেণী হইতে আরম্ভ হইয়াছে, হিন্দুস্থানের দ্বিতীয় খণ্ডের নাম প্রধান হিন্দুস্থান তাহার দক্ষিণ দিগে নর্ম্মদা নদী এই নদীর নিকট হইতে দক্ষিণ দেশ আরম্ভ হইয়াছে, হিন্দু স্থানের মধ্যে উক্ত খণ্ড অতিশয় ধনাঢ্য স্থান তথা হিন্দু ও জবন গণেরা প্রখ্যাত রূপে রাজত্ব করিয়াছে, তথাকার লোকেরা রূপ ও গুণ ও বলশালী এবং অতিশয় সভ্য, হিন্দুস্থানের তৃতীয় খণ্ডের নাম দক্ষিণ দেশ তাহার উত্তর দিগ দিয়া নর্ম্মদা নদী বহমানা হইয়া গঙ্গার পশ্চিম শাখার ন্যায় সমরেখাতে গমন করিয়াছে, এই খণ্ড মধ্যে আওরঙ্গাবাদ খান্দেস বিদর হয়দরাবাদ নান্দিয়ারউত্তর সরকার বেরার গণ্ডওয়ানা ও বিজয়পুরের অধিকাংশ এবং উড়িস্যা প্রভৃতি দেশ আছে, উক্ত খণ্ড দিয়া কৃষ্ণা ও মানপুরবী নদী গমন করিয়াছে, বোধ হয় যে জবনজাতীয় কর্তৃক প্রধান হিন্দুস্থান আক্রান্ত হওনের অনেক কাল পরে ঐ আওরাঙ্গাবাদ ইত্যাদি দেশ তাহারদিগের অধিকার হয়, যেহেতুক উক্ত জাতীয়দিগের অল্পকাল অধিকার থাকাতে তথাকার হিন্দুদিগের রীত্যাদি উত্তম রূপ আছে, হিন্দুস্থানের যে

চতুর্থ খণ্ড যে ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগ ব্যাপিয়া আছে, এই খণ্ডের আকার ত্রিকোণ তাহার উত্তর দিগে কৃষ্ণানদী ও করমেণ্ডল নামক স্থান, এই খণ্ড মধ্যে বিজয়পুরের কিয়দংশ এবং উত্তর ও দক্ষিণ বালাঘাট ও মধ্যমকর্ণাট মহিসুর মালাবার বারমহল ইকবিটুর ডিণ্ডিগল শালেম কৃষ্ণগিরি কোচিন ত্রেবেঙ্কর ইত্যাদি স্থান আছে, এই তাবৎ স্থানে জবনদিগের অচিরকাল আগমন হইয়াছিল তন্নিমিত্তে তাহার অদ্যাপাতি কোন২ স্থানে উক্ত জাতীয়েরা আপনারদিগের রাজত্বের শেষাবস্থা পর্য্যন্ত অধিকার করিতে পারে নাই, হিন্দুস্থানের প্রধান নদ শোণ ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু এবং তথা গঙ্গা শতদ্রু কৃষ্ণা গোদাবরী যমুনা নর্ম্মদা কাবেরী ঘাগরা তপতী মহানদী মেঘনা চম্বল বেত্রা গণ্ডকী ও ইরাবতী প্রভৃতি অনেক নদী আছে, নানা কারণে বোধ হয় যে পূর্ব্বকালে হিন্দুস্থানে হিন্দু জাতীয় অনেক বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিল, এবং গ্রীক ও রোমেন মনুষ্যেরা হিন্দুস্থান হইতে মসালা গাছড়া বহুমূল্য দ্রব্য মুক্তা ও রেশম স্ব২ দেশে লইয়া যাইত, হিন্দুস্থানের অনেকানেক লোক মৃত্তিকাতে আপনারদিগের ধন গোপন করিয়া আসন্নমৃত্যু সময়ে ও সেই গুপ্ত ধন কাহাকেও প্রকাশ করে না সুতরাং উক্ত প্রকারে তাহারদিগের অনেক ধনাপচয় হয়, খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক জাতীয়েরা ভারতবর্ষে আগমন করে তৎকালীন এই স্থানে যে কোন ভাষা প্রচলিত ছিল তাহা কিছুই ব্যক্ত নাই এবং এমন কোন গ্রন্থ ও নাই যে তাহাতে বিশেষ বোধ হইতে পারে, কিন্তু কারণানুসন্ধানে বোধ হয় যে তথা সারস্বত কান্যকুব্জ গৌড় ত্রিহুত এবং উড়িষ্যা দেশীয় ভাষা ইত্যাদি পঞ্চগৌড় নামক ভাষা তদ্ভিন্ন দ্রাবিড় কিম্বা তামুল মহারাষ্ট্রীয় কর্ণাটীয় তৈলঙ্গীয় ও গুরজরা প্রভৃতি পঞ্চদ্রাবিড় সংজ্ঞক ভাষা প্রচলিত ছিল, জবনদিগের কোরাণ অর্থাৎ ধর্ম্ম

পুস্তকে লিখিত আছে যে উপদেশ ছলে কিম্বা অস্ত্রাদি দ্বারা শাসন করিয়াও অন্যান্য ধর্ম্মাক্রান্ত লোকদিগকে স্বধর্ম্মাবলম্বন করা ইবেক, এই নিমিত্তে জবনেরা হিন্দুস্থানের কোন ২ হিন্দুদিগকে আপনারদিগের ধর্ম্মাক্রান্ত করাইতে চেষ্টা করিলে তাহারা অস্বীকার করাতে ক্রোধিত হইয়া অনেকের মস্তক ছেদন করিয়াছিল. হিন্দুস্থানের অন্যান্য বৃত্তান্ত ও রাজাদি কথন তাহার অন্তঃপাতি দেশ বিবরণে ব্যক্ত আছে। ৪৭৬ ॥

হিমালয় ॥ হিন্দুস্থানের উত্তর দিগে হিমালয় নামক এক বৃহৎ পর্ব্বত শ্রেণী আছে, এই পর্ব্বত উক্ত স্থানের উত্তর সীমা এমত নির্দ্ধারিত হয়, এবং তদ্দ্বারা তিব্বত দেশ হিন্দুস্থান হইতে পৃথক হইয়াছে. এই হিমালয় শ্রেণী উত্তর দিগে কাশ্মীর দেশীয় পর্ব্বতের সহিত মিলিত আছে এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ভূতান দেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া উক্ত দেশকে তিব্বত দেশ হইতে পৃথক করত আরো পূর্ব্ব দিগে আশাম দেশের উত্তরে পরিশেষ হইয়াছে, এই হিমালয়ের উচ্চতার পরিমাণ অদ্যাবধি নিশ্চয় হয় নাই কোন সময় বিশেষ বিবেচনা করিয়া রোহিলখণ্ড হইতে তাহার উচ্চতা ১৪০০০ হস্ত স্থির হইয়াছে, এই পর্ব্বত শ্রেণির দক্ষিণ দিগ একেবারে নিম্ন হইয়াছে এবং অযোধ্যা বঙ্গ ও দিল্লির সীমাতে উক্ত পর্ব্বত শ্রেণীর উচ্চতার নিয়ম নাই কিন্তু তথা হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমান ভূমি, এই পর্ব্বতের পশ্চিম ভাগে নানা নদীর উৎপত্তি হইয়া সিন্ধুনদের সহিত মিলন হইয়াছে, যে সকল বিজ্ঞ লোকেরা তীর্থ দর্শনার্থে কিম্বা কোন কর্ম্মানুরোধে হিমালয়ে গমন করিয়াছেন তাঁহারা ব্যক্ত করেন যে হিমালয়ের উত্তর দিগের মানসরোবরের পূর্ব্ব ভাগে শতদ্রু ভিন্ন আর কোন নদী নাই এই নদী তথা হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিগে যামত্রী নামক স্থান

দিয়া গমন করিয়াছে, এই হিমালয় পর্ব্বত নানা দেশে ব্যাপ্ত থাকাতে নানা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে হিমালয় অতি প্রসিদ্ধ নাম ঐই নাম সচরাচর ব্যক্ত আছে। ৪৬৮ ॥

হুগলি ॥ বঙ্গদেশে গঙ্গার পশ্চিম তীরে কলিকাতার ১৬ ক্রোশ উত্তরে হুগলি নামে এক প্রাচীন নগর আছে, মোগল দিগের রাজ্যকালে এই নগর অতি গণ্য ছিল এবং তথা ফ্রান্স ওলন্দাজ ও পোর্ত্তুগীস এবং ডেন এই সকল জাতীয়দিগের এক২ বাণিজ্যাগার ছিল, ইহারা মোগলাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক এক২ নগরে বাস করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল কিন্তু ঐ মোগলেরা সর্ব্বদা উক্ত ব্যবসায়িদিগের নিকট হইতে বলাৎকার করত ধনাপহরণ করাতে বাণিজ্যের হ্রাস হইতে লাগিল, ইদানীং এই হুগলি নগর তাদৃশ প্রসিদ্ধ নাই কিন্তু তথা অনেক লোক আছে, ইং ১৬৩২ বাং ১০৩৯ শালে ইংলণ্ডীয়লোকের সহিত মোগলদিগের ব্যবহার প্রথম সূত্র হইল তখন এই হুগলি নগর পোর্ত্তুগীসদিগের অধীনে ছিল, উক্ত মোগলেরা ঐ নগরে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলে ইংলণ্ডীয়লোকের সহিত প্রায় তিন মাস পর্য্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ হইতে লাগিল, তৎকালে পোর্ত্তুগীসেরা মোগলদিগকে অনেক অনুনয় করিয়া সাম্বৎসর ক্রমে কর প্রদান করিতে স্বীকার করিল তথাচ মোগলেরা যুদ্ধে নিরস্ত না হইয়া তাহার অনেক লোককে নষ্ট করিল এবং কতিপয় লোক জাহাজ দ্বারা পলায়ন করত জলমগ্ন হইল, ও ভিন্ন উক্ত পোর্ত্তুগীসদিগের মনুষ্য সহিত চৌষট্টিখান জাহাজ মোগলেরা দগ্ধ করিয়া ফেলিল তথাচ তাহারদিগের যে ৩৭ খান ক্ষুদ্র জাহাজ ও ২০০ খান সুলুপ উক্ত নগরের সম্মুখে ছিল সে সমুদয়ের মধ্যে কেবল এক ক্ষুদ্র জাহাজ ও দুই সুলুপ মোগলদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, ইং ১৬৮৬ বাং ১০৯৩ শালে এই

নগরের হট্টে তিন জন ইংলণ্ডীয় সৈন্যের সহিত নবাবের ভৃত্যগণের বিরোধ হইয়া উক্ত তিন ব্যক্তি আঘাতী হইল তৎক্ষণাৎ বাণিজ্যাগারস্থ ইংলণ্ডীয় লোকেরা এই সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইলেন, এই যুদ্ধে নবাব সৈন্যেরা পরাভব হইয়া অনেকে আঘাতী ও ৬০ জন হত হইল, তখন কাপ্ নিকলসনের অধীন সৈন্যেরা হুগলি নগরের ৫০০ পাঁচ শত গৃহ দাহ করিল, তৎপরে মোগলদিগের সহিত ইংলণ্ডীয়দিগের সন্ধি হইয়াছিল কিন্তু উক্ত নগর ভক্ত্যাদি দ্বারা সুরক্ষ নহে এই জন্যে ইংলণ্ডীয়দিগের তথাকার প্রধান ব্যক্তি সুতানুটীতে আসিয়া বাস করিলেন, বঙ্গদেশে ইহারদিগের এই প্রথম সুক্ত হইল। ১৬৯।

হেরিউক॥ মহিসুর রাজ্য মধ্যে বেদবন্তী নদীর পূর্ব্ব দিগে হেরিউরু নামে এক নগর আছে, চিত্তলদুর্গ রাজার রাজত্ব সময়ে এই নগর মধ্যে দুই সহস্র গৃহ ও এক দুর্গ এবং নগরের বহির্দ্দেশে অন্য দুই দুর্গ ছিল, হয়দরশাহের রাজ্যকালে মহারাষ্ট্রীয়েরা এই নগর অধিকার করিলে তথাকার লোকেরা দুর্ভিক্ষ্যাদিতে নানা ক্লেশ ভোগ করিয়া অনেকে কালপ্রাপ্ত হইয়াছিল পরে পরশুরাম ভৌ এ স্থান একবার লুট করেন, যখন ইংলণ্ডীয়দিগের সৈন্যেরা শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল তখন এই নগরে অনুমান বাইট ঘর গৃহস্থ মাত্র ছিল, ঐ সৈন্যগণের সমভিব্যাহারি অন্যান্য লোকেরা এই নগরে আগমন পূর্ব্বক উক্ত দুর্ভাগ্য গৃহস্থদিগের বিষয়াদি লুট করিতে লাগিল ইতোমধ্যে উক্ত সৈন্যেরা সমাগত হইয়া তাহারদিগকে অভয় প্রদান করিল, তৎপরে হেরিউরু নগরের উন্নতি হইয়া তাহাতে প্রায় তিন শত গৃহস্থের ও অধিক হইয়াছে। ৪৭০।